



ডেভিড বালদাশি'র

এ্যাবসলিউট পাওয়ার

BanglaBook.org

অনুবাদ: মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

ডেভিড বালদাশি'র

এ্যাবসলিউট পাওয়ার

অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্রকাশক :
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

দ্বিতীয় মুদ্রণ : নভেম্বর ২০০৭
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৭

প্রচ্ছদ : ডিলান
গ্রন্থ সত্য © অনুবাদক
গ্রাফিক্স : ডট প্রিন্ট

৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মাকেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০
কল্পোজ : তিথী

মুদ্রণ : আল আকাবা
৩৬, শ্রীশ দাস লেন, সূত্রাপুর
ঢাকা-১১০০

মূল্য : দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

 প্রতিবর্ত্ত প্রকাশনী
৩৭/১, বাংলাবাজার (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০

“Absolute power corrupts absolutely”

– Lord Acton

এয়েবিসলিউট
পাওয়ার

অধ্যায় ১

গাড়িটা আস্তে ক'রে এক জায়গায় খেমে যেতেই স্টিয়ারিং ধ'রে রাখা হাতটা একটু আল্গা করলো সে। রাস্তার কাঁকড়গুলোর সাথে গাড়ির চাকার সংঘর্ষের শব্দটা মিহিয়ে গেলে তাকে নিরবতা গ্রাস করলো। চারপাশটা একটু দেখে নিয়ে একটা পুরনো কিন্তু বেশ কার্যকরী নাইটভিশন বাইনোকুলার বের করলো। বাড়িটা ধীরে ধীরে দৃষ্টির গোচরে চলে এসে নিজের আসনে একটু আরাম ক'রে বসলো। তার পাশে সামনের সিটে একটা কাপড়ের ব্যাগ রাখা আছে। গাড়ির ভেতরটা মলিন হলেও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

এই গাড়িটা অস্তুত এক উৎস থেকে চুরি করা হয়েছে। রিয়ারভিউ আয়নার নিচে এক জোড়া শুন্দু সংস্করণের পাম গাছ ঝুলছে। সেগুলোর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো সে। খুব জলদিই পাম গাছের দেশে চলে যাবে। শাস্তি, নীল, স্বচ্ছ কাঁচের মতো পরিষ্কার পানি, লাল টক্টকে সৃষ্টান্ত আর বাড়স্ত সকাল। তাকে গাড়ি থেকে বের হতে হলো। সময় হয়েছে। সবসময়ই কাজের শুরুতে নিজেকে একথা বলে সে।

ছেষটি বছর বয়সে লুথার হাইটনি সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ড সংগ্রহ করার যোগ্যতা অর্জন করেছে, একটা এএআরপি কার্ডও আছে তার কাছে। এরকম বয়সে বেশির ভাগ লোক দাদা-নানা হিসেবে জীবনের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করে, নাতি-নাতনীদের লালন-পালন করতে করতে কুজো হয়ে হৃদপিণ্ড বিকল ক'রে জীবন সায়াহে এসে দাঁড়ায়। প্রস্তুত হয় ঢুঢ়ান্ত পরিণতি মেনে নেবার জন্যে।

এই এক জীবনে লুথার একটি কাজই করেছে। এ কাজে লোকজনের বাসা-বাড়ি, অফিস বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে রাতের বেলায় অনাহতভাবে ঢোকার এবং যতোদূর সম্ভব তাদের সহায়সম্পত্তি বহন ক'রে তা নিয়ে চম্পট দেয়ার ঘটনা জড়িত।

যদিও এটা পরিষ্কারভাবেই আইনের পরিপন্থী, তবুও লুথার কখনই একটা গুলি তো দ্রের কথা, এমনকি ধর্মক কিংবা চাকু দিয়ে ভয় দেখায়নি কাউকে, তবে এক্ষেত্রে কোরিয়া যুদ্ধের অধ্যায়টা বাদ দিতে হবে। তার জীবনে একমাত্র ঘৃষিটা দিয়েছিলো একটা বারে, তাও আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই।

নিজের কাজের লক্ষ্য বেছে নেয়ার ব্যাপারে লুথার একটা নিয়মই মেনে চলে সে কেবল তাদের কাছ থেকেই কেড়ে নেয় যারা যথেষ্ট ধনী। উসব সম্পদ হারালে যাদের তেমন কোনো ক্ষতি হবে না। সে নিজেকে সেনাবাহিনীর সদস্যদের ব্যাতিক্রম ভাবে না, যারা জনগনের পয়সায় এমন সব জিনিস কেনে যার কোনো দরকারই নেই।

এই বাটু বছরের জীবনের কয়েকটা বছর কেটেছে ইস্ট কোস্টের সংশোধন কেন্দ্রে। তিনটি ভিন্ন ভিন্ন আজ্ঞে অপরাধ করার জন্যে সে ওখানে গিয়েছিলো। সেইসব বছরগুলোই তার জীবনকে বদলে দিয়েছে। বছরগুলো ছিলো গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এখন আর সে এসব বদলাতে পারবে না।

নিজের দক্ষতা সে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে, ফোর্থ কনভিক্শন-এ কোনোভাবেই পড়বে না: বিশ বছরের সাজা। এই বয়সে বিশ বছর সাজা মানে মৃত্যুদণ্ড। তারা তাকে আন্ত কাবাব বানিয়ে ফেলবে, এভাবেই ভার্জিনিয়া তার দুষ্ট লোকেদেরকে শায়েষ্ঠা করৈ থাকে। এই সুবিশাল আর ঐতিহাসিক রাজ্যটির বেশিরভাগ লোকই ইশ্বর-ভয়ার্ত। অন্য সবকিছুর চেয়ে ধর্ম এখানে বেশ প্রভাবশালী। এই রাজ্যটি বাকি দুটো রাজ্য বাদে সবচাইতে বেশি মৃত্যুদণ্ড দিয়ে থাকে। টেক্সাস আর ফ্লোরিডা হলো এই রাজ্যের দুই বড় ভাই। তবে ছোটোখাটো চুরি-ছ্যাচ্রামির জন্যে তো আর মৃত্যুদণ্ড দেয়া যায় না, এমনকি সবচাইতে ভালো ভার্জিনিয়াবাসীদেরও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

এতো সব ঝুঁকি থাকা স্বেচ্ছে সে বাড়িটার দিক থেকে নিজের চোখ সরাতে পারেনি। অবশ্য বাড়ি না বলৈ লোকে এটাকে ম্যানশনই বলবে। কয়েক মাস ধরেই এটা তাকে আকর্ষণ করৈ রেখেছে। আজ রাতে এই উভেজনার যবনিকাপাত ঘটবে।

ভার্জিনিয়ার মিডলটন কাউন্টি ওয়াশিংটন ডিসি থেকে মাত্র পাঁচচালিশ মিনিটের পথ। জ্যায়গাটা সুবিশাল এস্টেট আর জাগ্যার কিংবা দামি দামি ঘোড়ার এলাকা হিসেবে পরিচিত, যেসবের এক একটা দাম মধ্যবিত্ত একটি অঞ্চলের পুরো এপার্টমেন্টের বাসিন্দাদের এক বছরের খাওয়া খরচের চেয়েও বেশি। এটা হলো ধনীদের শখের এলাকা।

প্রতিটি কাজই অনন্য। তাই তার শিরদাড়া বেয়ে শীতল একটা প্রবাহ বয়ে গেলো। শতশত লোকের সামনে কোনো কিছু প্রদর্শন করার মতোই উভেজনাকর এবং মায়ুবিধ্বংসী ব্যাপার এটি।

লুখার তার তীক্ষ্ণ এবং শক্তিশালী দুচোখে চারপাশটা দেখে নিলো। সে একাই আছে। দূর থেকে একটা গসপেলের শব্দ ত্রিয়মান হবার জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো।

গাড়িটা আস্তে আস্তে চালিয়ে ঘন গাছপালার দিকে যায়ে গেলো। কালো পিচের রাস্তার এক পাশে প্রচুর গাছপালা রয়েছে। তার পুরুষ রঙের চুল কালো টুপিতে দেকে আছে। মুখমণ্ডল কালো রঙের মোটা কালির দাগে ক্যামোফ্লেজ করা। চোখ দুটো শাস্ত, সবুজ। তার শরীরের মাংসপেশী এখনও অটুট আর আটোসাঁটো রয়েছে। তাকে দেখা যাচ্ছে একজন আর্মি অফিসারের মতোই, যেরকমটি সে একসময় সত্ত্ব ছিলো। গাড়ি থেকে নেমে পড়লো লুখার।

গাছের আড়াল থেকে বাড়িটার দিকে চোখ বুলালো। আর সব মফস্বল এস্টেটের

মতো এটা সত্ত্বিকারের কোনো খামাড় বাড়ি নয় । এর রয়েছে লোহার দরজা, তবে কোনো বেড়া বা প্রাচীর নেই । সরাসরি রাস্তা অথবা পাশের জঙ্গল থেকে বাড়িটাতে প্রবেশ করা যাব । লুখার জঙ্গলের দিক থেকেই প্রবেশ করলো ।

বাড়ি সংলগ্ন শস্যক্ষেত্রের কাছে পৌছাতে লুখারের দু'মিনিট লাগলো । বাড়ির মালিকের যে ঘরে উৎপন্ন শাকসজ্জির প্রয়োজন রয়েছে তা নয়, বরং সে যে গ্রামীণ এলাকার আবহটা হৃদয়ে ধরে রেখেছে সেজন্যেই এই শস্যক্ষেত্র করা হয়েছে । লুখার এতে খুশিই হলো, কেননা এর ফলে সামনের দরজা পর্যন্ত লুকিয়ে যেতে বুব সহজ হবে ।

সে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করার পর শস্যক্ষেত্রের মাঝে সরু পথটা দিয়ে উধাও হয়ে গেলো ।

তার টেনিস ভুতায় কোনো শব্দই হলো না । সে চোখ রাখলো একদম সোজা, বাতাস বুব ঠাণ্ডা হলেও নিঃশ্বাসের বাতাস ধোয়ার মতো হবার জন্যে যথেষ্ট নয় যে, দূর থেকে কেউ এটা দেখতে পাবে ।

বিগত কয়েক মাস ধরে লুখার এই অপারেশনের সময়টা কয়েকবারই ঠিক করেছে । প্রতিটি পদক্ষেপই ঠিক করা আছে । নিখুঁত তার পরিকল্পনা । মাথার মধ্যে পুরোটাই গেঁথে আছে ।

সামনের প্রাঙ্গণে এসে হামাগুড়ি দিয়ে আরেকবার চারপাশটা তাকিয়ে দেখলো । তাড়াতড়ার কোনো দরকার নেই । কোনো কুকুর নেই যে, উদ্বিগ্ন হতে হবে । খুবই ভালো কথা । একজন মানুষ, সে যতো তরুণ আর শক্তসামর্থ্যই হোক না কেন একটা কুকুরকে সামলাতে পারবে না ।

প্রাইভেট সিকিউরিটির টহল দলটি ত্রিশ মিনিট আগে একটা চক্কর দিয়ে গেছে । একমাস ধরে পর্যবেক্ষণ ক'রে লুখার এখানকার নিরাপত্তা সংস্থার কাজের ধরণটা বুঝে ফেলেছে । আরেকটা টহল দল আসার আগে সে তিন ষষ্ঠা সময় পাবে । এতো সময় তার দরকারও নেই ।

মাটিটা কালো পিচের । বাড়িটার প্রতিটি জানালা সে ছেক ক'রে দেখলো সবগুলোই অঙ্ককার আর নিঃস্তর । দু'দিন আগে সে এই বাড়ির বাসিন্দাদেরকে জিনিসপত্র নিয়ে একটা ট্রাকে ক'রে দক্ষিণ দিকে চলে যাতে দেখেছে । সবচাইতে কাছাকাছি জনবসতিটা দুই মাইল দূরে অবস্থিত ।

গভীর একটা দম নিলো সে । সবকিছুই নিখুঁতভাবে পরিকল্পনা করেছে, কিন্তু এ ধরণের পেশায় বুব তুচ্ছ বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ । তাই সব দিকেই খেয়াল রাখতে হয় ।

তার পিঠের ব্যাগটা নিয়ে সে খোলা চতুর থেকে মসৃণ লনে দৌড়ে চলে গেলো । দশ সেকেন্ডের মধ্যেই শক্ত একটা কাঠের দরজার সামনে এসে পড়লো, যেটার রয়েছে অত্যাধুনিক লকিং-সিস্টেম । তবে এগুলো মোটেই লুখারের দুচ্ছিমার বিষয় নয় ।

পকেট থেকে একটা ফ্যাঞ্জিমেইল ডোর-কি বের করলো । চাবির ফুটোতে সেটা ছুকিয়ে দিলেও ঘোরালো না ।

আরো কয়েক সেকেন্ড তনে গেলো। তারপর পেছনের ঝোলাটা খুলে জুতো জোড়া বদলে ফেললো যাতে কাদার কোনো চিহ্ন না থাকে। ব্যাটারি অপারেটেড স্ক্রিনেইভারটা বের করলো যা সার্কিটটা খুলতে সাহায্য করবে। হাতে এই কাজ করলে এর চেয়ে দশগুণ বেশি সময় লাগবে।

পরের যে জিনিসটি ঝোলা থেকে বের করলো সেটার ওজন ঠিক ছয় আউন্স হবে, আর সেটা একটা পকেট ক্যালকুলেটরের চেয়ে বেশি বড় হবে না। তার মেয়েকে বাদ দিলে এটা তার জীবনের সেরা জিনিস। এটার ডাক নাম 'উইট', এই ছোট যন্ত্রটা লুথারকে শেষ তিনটি কাজে কোনো ধরণের ঝামেলায়ই ফেলেনি।

এই হোম সিকিউরিটির পাঁচ অঙ্কের কোডটা লুথার ইতিমধ্যেই তার ডেস্কটপ কম্পিউটারে প্রোগ্রাম ক'রে ফেলেছে। এটার সঠিক ক্রমটা তার কাছে এখনও রহস্য বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু এই বাঁধাটা ছোট ধাতব যন্ত্রটি দিয়ে খুব সহজেই টপকানো যাবে। এটা ব্যবহার না করলে এই বাড়ির চারপাশে দশ হাজার বর্গফুটের মধ্যে তীব্র শব্দে এলার্ম বেজে উঠবে। তারপর একটা নামহীন কম্পিউটার পুলিশকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফোন করবে। এই বাড়িতে প্রেসার-সেসেটিভ জানালা আর ফ্লোর রয়েছে। এসবই অকার্যকর হয়ে পড়বে যদি উইটটা সঠিকভাবে কোড ভাঙতে পারে।

দরজার চাবিটার দিকে তাকিয়ে অনায়াস ভঙ্গীতে সে উইটটা তার হার্নেস বেল্টে আঁটকে নিলো। চাবিটা সহজেই ঘুরে গেলো লকের মধ্যে। লুথার এর পর যে শব্দটা উনবে সেটা থামাতে প্রস্তুত হলো। যদি সঠিকভাবে কোড ভাঙা না যায় তবে সিকিউরিটি সিস্টেমটা নিচু শব্দে বিপ্লব করবে।

হাতের কালো চামড়ার দস্তানাটা খুলে তার বদলে প্লাস্টিকের দুই-স্তর বিশিষ্ট প্যাড দেয়া দস্তানাটা পরে নিলো। কোনো প্রমাণ বা আলাদাত রেখে যাওয়াটা তার কাজের মধ্যে পড়ে না। লুথার গভীর ক'রে নিঃশ্বাস নিয়ে দরজাটা খুলে ফেলতেই সঙ্গে সঙ্গে সিকিউরিটি সিস্টেমের তীক্ষ্ণ বিপ্টা শুরু হয়ে গেলো। দ্রুত বিশাল ফয়ারটার পেরিয়ে এলার্ম প্যানেলের সামনে এসে দাঁড়ালো সে।

স্বয়ংক্রিয় স্ক্রিনেইভারটা সশব্দে ঘুরলে ছয়টা ধাতব টুকরো লুথারের হাতে খুলে এসে পড়লো। ওগুলো বেল্টের সঙ্গে লাগোয়া ছোট একটা ক্যাগে রেখে দিলো। তার হাতে যে উইটটা আছে সেটা দিয়ে এই যন্ত্রটিও অকার্যকর হয়ে গেলো। পাঁচ সেকেন্ড পরে পাঁচটি সংখ্যা উইট'র পর্দায় ভেসে উঠলো। ৫, ৭, ৯, ৩ এবং ১।

বিপ্টা বন্ধ হয়ে গেলে লুথার কাজে নেয়ে গেলো। সিকিউরিটি এলার্ম বক্সটার প্লেট আবার লাগিয়ে নিজের যন্ত্রপাতিগুলো শুছিয়ে সাবধানে সদর দরজাটা লক্ষ ক'রে দিলো সে।

মাস্টার বেডরুমটা চার তলায় অবস্থিত। ওখানে একটা লিফট দিয়ে যাওয়া যায়; লিফটটা নিচ তলার হলওয়ের ডান দিকে অবস্থিত। তবে লুথার সিঁড়িই ব্যবহার করলো। লিফটে গিয়ে দুর্ঘটনাক্রমে আঁটকা পড়ার কোনো মানেই হয় না। অতি

সাবধানতা অবলম্বন করাটা তার অভ্যাস।

মাস্টার বেডরুমের দরজাটা লক্ করা নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে স্বল্প আলোর ননগ্রেয়ার ল্যাম্পটা সেট ক'রে চারপাশটা দেখে নিলো। বেডরুমের পাশে কন্ট্রোল প্যানেলের সবুজ আলোটা অক্ষকারের অবসান ঘটিয়েছে।

বাড়িটা নির্মাণ করা হয়েছে বিগত পাঁচ বছরের মধ্যেই। লুথার কোর্টহাউজ থেকে এটা জেনেছে, এমনকি প্র্যানিং কমিশনারের অফিস থেকে বাড়িটার নস্কাও যোগাড় করতে সক্ষম হয়েছে।

তবনের নস্কাটাতে কোনো অবাক করার কিছু ছিলো না। বিশাল এই বাড়িটা মিলিয়ন ডলারেরও বেশি মূল্যের। এর মালিক এটি নগদ টাকায় কিনেছে।

লুথার এর আগে দিনের বেলায় প্রচুর লোকজনের মধ্যে এই বাড়িতে একবার এসেছিলো। তার যা দেখার তা দেখার জন্যে এই ঘরটাতেও ঢুকেছিলো সে। এজন্যেই তো আজ রাতে সে এখানে এসেছে।

খাটের পাশে একটা নাইটস্ট্যান্ড। ওটার উপরে ছোট একটা ঘড়ি, একটা রোমান্টিক উপন্যাস আর চিঠি খোলার নস্কাওয়ালা একটা চাকু; যার হাতলটা চামড়ায় মোড়ানো।

এই জায়গার সব কিছু বিশাল আর দামি। বড়বড় সব ক্লোসেট। দুটোতে রয়েছে মেয়েদের জামাকাপড় আর অন্যান্য জিনিস যা যৌক্তিক অথবা অযৌক্তিকভাবে কেনা হয়েছে প্রচুর টাকা খরচ ক'রে। নাইটস্ট্যান্ডের পাশে রাখা ছবির ফ্রেমে বিশ বছর বয়সের নারী আর তার পাশেই সতুর বছর বয়সের স্বামীর দিকে লুথার ভালো ক'রে দেখলো।

এই পৃথিবীতে অনেক ধরণের লটারি রয়েছে আর সবগুলো সরকারীভাবে পরিচালিতও হয় না।

কয়েকটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে এই বাড়ির গৃহকর্ত্তার পছন্দের আক্ষে বড় বড় জিনিসের দিকে। আর ক্লোসেটগুলো দেখে মনে হচ্ছে মহিলা তার নিচের দিকে পোশাকগুলোর ব্যাপারে বাজে আর নোংরা রুচির পরিচয় বহন করছে।

চারপাশে নস্কা করা ফ্রেমের একটা ফুললেন্থ আয়নার দিকে তাকালো সে। এরপর পাশটা ভালো ক'রে দেখলো। এটা শক্ত আর ভাস্তু কাঠে তৈরি, মনে হচ্ছে দেয়ালের সাথে লাগানো, কিন্তু লুথার জানে এটা দেয়ালের সাথে লাগানো নয়।

আয়নার দিকে আবার তাকালো লুথার। এটোর পেছনে যে সম্পদ আছে তা বেশ মোটা অঙ্কের। এ ব্যাপারে তার কাছে নিশ্চিত তথ্য রয়েছে।

প্রচণ্ড শক্তি ব্যবহার ক'রে আয়নাটা খোলা গেলে তাতে মনে হবে কেউ এখানে এসে জোর ক'রে এটা খুলেছিলো। যদিও বাড়িটা খালি আর কয়েক সপ্তাহ ধরে কেউই এই খবরটা জানতে পারবে না। এমনকি বাড়ির বাসিন্দারা ফিরে এলেও এই সিদ্ধুক্টা চেক ক'রে দেখবে না দীর্ঘদিন পর্যন্ত।

বিশাল কক্ষের এক পাশের দেয়ালের কাছে একটা টিভি পর্দার দিকে দ্রুত হেঁটে গেলো । এই জ্যোগাটা ড্রাইংকুম হিসেবে ব্যবহার করা হয় । চেয়ার টেবিল আর কফি-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে এখানে । সামনের টেবিলে প'ড়ে থাকা তিনটি রিমোটের দিকে তাকালো লুখার । একটা টিভি আরেকটা ভিসিআর-এর জন্যে । আর অন্যটা? সে এখানে যে উদ্দেশ্যে এসেছে সেটা চরিতার্থ করার জন্যে ।

সে আবার ঘরে ফিরে এলো । আয়নার সামনে এসে রিমোটের নিচে লাল বোতামটাতে চাপ দিলো । সাধারণভাবে এটা দিয়ে ভিসিআর-এর রেকর্ডিং কর হয়, কিন্তু আজ রাতে এটা একটা ব্যাংক খুলে দেবে তার একমাত্র সৌভাগ্যবান কাস্টমারের জন্যে ।

লুখার দেখতে পেলো আয়নাটা নিঃশব্দে সরে যাচ্ছে । দীর্ঘদিনের অভ্যাসের কারণে রিমোটটা ঠিক আগের জ্যোগাতেই রেখে দিলো । পিঠের খোলা খেকে একটা ভাঁজ করা ব্যাগ বের ক'রে ভল্টের ভেতরে চুকে পড়লো সে ।

ঘন অঙ্ককারে বাতি জ্বালাতেই অবাক হয়ে দেখতে পেলো ঘরটার মাঝখানে সুন্দর পালিশ করা একটা চেয়ার রাখা আছে । দেখে মনে হচ্ছে ঘরটা ছয় ফুট বাই ছয় ফুটের । চেয়ারের হাতলের উপর আরেকটা রিমোট রাখা আছে, দুর্ঘটনাক্রমে আটকে যাতে না প'ড়ে সেজন্যেই এই ব্যবস্থা সেটা বোঝা গেলো । তারপরই তার চোখ গেলো দু'দিকের শেলফগুলোর দিকে ।

টাকাগুলো সুন্দর ক'রে বাস্তিল করে রাখা আছে । লুখার হিসেব ক'রে দেখলো আনুমানিক দুই লক্ষ ডলারের বড় এবং অন্যান্য সিকিউরিটি । দুটো ছোট বাস্তে পুরনো মুদ্রা আর ডাকটিকেটও রাখা আছে । ব্ল্যাংক চেকগুলো আর আইনী দলিল-দস্ত বেজগুলো সে এড়িয়ে গেলো । এগুলো তার কাছে মূল্যহীন । সব মিলিয়ে দ্রুত হিসেব ক'রে বের করলো প্রায় দুই মিলিয়ন ডলার, কিংবা তার চেয়েও বেশি হবে ।

আরেকবার চেয়ে দেখলো মূল্যবান কোনো কিছু নিতে ভুল করেছে কিনা । দেয়ালগুলো বেশ পুরু - বুঝতে পারলো এগুলো আগুননিরোধক । জ্যোগাটা এয়ার-টাইট সিল করা । বাতাস খুবই তাজা, ভ্যাপ্সা নয় । এখানে একজন মানুষ সারাদিন কাটিয়ে দিতে পারবে ।

* * *

লমোটা খুব দ্রুত পথ দিয়ে ছুটছে, তার পেছনে একটা ভ্যান, উভয় ড্রাইভার হেডলাইট ছাড়া গাড়ি চালাতে অভিজ্ঞ ।

লিমোর পেছনে প্রশংস্ত সিটে একজন পুরুষ আর দু'জন মহিলা বসে আছে । একজন মাতাল প্রায়, সে পুরুষটাকে বিবন্দ করতে সচেষ্ট, পুরুষটা মৃদু বাঁধা দিলেও সে নাছেরবান্দা ।

অন্য মহিলা বিপরীত দিকের সিটে মুখ শক্ত ক'রে ব'সে আছে, মনে হবে এই হাস্যকর দৃশ্যটা না দেখার জন্যে মুখটা সরিয়ে রেখেছে। কিন্তু আসল সত্য হলো সে আড়চোখে এই যুগলের সব কিছু বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়েই দেখেছে। তার দৃষ্টি মূলত কোলের ওপর রাখা বড় একটা বইয়ের দিকে, যেখানে এপয়েন্টমেন্ট আর নোট একে অন্যের সাথে স্থানটার মনোযোগ লাভের জন্যে লড়াই করছে। লোকটার মদ খাওয়ার পরিমাণ প্রচুর। আজ রাতে সে যে পরিমান মদ খেয়েছে তার চেয়েও দ্বিগুণ খেতে পারবে। তারপরও তাকে দেখে মনে হবে না সে মাতাল। তার মতো লোকের জন্যে মাতাল হওয়াটা খুবই মারাত্মক ব্যাপার।

তার ঘোক আর এই উন্নাদন মেয়েটা খুব পছন্দ করে, কারণ এই লোকটাই আবার নিজেকে একজন বিশুদ্ধ চরিত্রের এবং শক্তির প্রতীক হিসেবে সবার কাছে দাঁড় করাতে পারে। মহৎ হিসেবে তুলে ধরতে পারে। আমেরিকার প্রতিটি নারীই তাকে ভালোবাসে। তার সুদর্শন চেহারার প্রেমে পড়ে।

মেয়েটা জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। খুব সময় নিচ্ছে এরা। তার মুখ তিক্ততায় বেঁকে গেলো।

* * *

বাড়ির ভেতরে গাড়ি ঢোকার শব্দ উন্তে পেয়ে লুধার জানালার কাছে গিয়ে নিচে তাকাতেই মিনি-ক্যারাভানটাকে চুক্তে দেখলো। লিমোর ভেতরে চার জন মানুষ আছে সেটাও বুঝতে পারলো। ভ্যানে আছে একজন। তাদের পরিচয় সম্পর্কে সে খুব দ্রুত চিন্তা করতে লাগলো। এই বাড়ির মালিকের জন্যে এটা খুবই ছোট্ট একটা পার্টি। আবার বাড়ি চেক্ করতে আসা দলের চেয়ে সংখ্যাটা বেশিই হয়ে যায়। সে কোনো চেহারা দেখতে পায়নি। এক মুহূর্তের জন্যে মুখারের মনে হলো এই বাড়িটা একই দিনে কাকতালীয়ভাবে দুদুটো সিংদেশ চোরের দলের শিকার হলো না তো। কিন্তু এটাতো অসম্ভব। এরকম পেশায় এটা ঘটে না। তাছাড়া ফিটস্কট পোশাক পরে তো আর কেউ চুরি করতে আসে না।

খুব দ্রুত হিসেব ক'রে ফেললো এখন তাকে কী করতে হবে।

ব্যাগটা হাতে নিয়ে বেডরুমের দরজার পাশে রাখা এলার্ম প্যানেলটা আবার সক্রিয় ক'রে দিলো সে। সংখ্যাটো তার মনে আছে ব'লে নিজের শৃঙ্খিকে ধন্যবাদ জানালো। এরপর আর কোনো উপায় না দেখে লুধার ভল্টে চুকে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলো। এখন তাকে অপেক্ষা করতে হবে।

নিজের দুর্ভাগ্যের জন্যে আফসোস হলো তার। সবকিছু খুব সুন্দরভাবে এগোছিলো। মাথাটা ঝাঁকিয়ে পরিষ্কার ক'রে নিলো। নিঃশ্বাস স্বাভাবিক করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করলো। এটা অনেকটা ওড়ার মতোই। যতো দীর্ঘসময় থাকবে ততোই

খারাপ কিছু ঘটার সম্ভাবনা বাড়তে থাকবে। সে কেবল এই কামনাই করতে থাকলে যে, বাড়িতে আসা এই লোকগুলো যেনো ভল্টে কিছু না রাখতে যায়, যেখানে সে এখন আছে।

অট্টহাসি আর গমগম করা কঠোর শুনতে পেলো সে, সেই সঙ্গে এলার্ম সিস্টেমের বিপ্টা তীক্ষ্ণ শব্দে বাজতে লাগলো। সিকিউরিটি কোডের ব্যাপারে তার একটু সন্দেহ রয়ে গেছে তাই কপাল বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরতে লাগলো। উন্টাপাল্টা কিছু হলেই পুলিশ এসে পড়বে, আর তারা সবার আগে তলুশী করবে এই ছোট ঘরটা, যেখানে সে এখন দুকিয়ে আছে।

পুলিশ এসে আয়নার এই দরজাটা খুললে তার প্রতিক্রিয়া কেমন হবে সেটা ভাবতে লাগলো আর কান পেতে শোনার চেষ্টা করলো। সে প্রায় হেসেই ফেলতে যাচ্ছিলো। শালার ইঁদুরের মতো ফাঁদে পড়ে গেছে। কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। ত্রিশ বছরের সে একটা সিগারেটও খায়নি। কিন্তু এখন সিগারেট খাওয়ার জন্যে তার তীব্র ইচ্ছা করছে। সে ব্যাগটা আস্তে করে নামিয়ে রাখলো।

ওক্ কাঠের সিডিতে পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। যারাই আসুক না কেন তারা তাদের আসার ব্বেরটা কেউ জানুক কি না জানুক সেটা পরোয়া করছে না। লুথার শব্দ শব্দে শব্দে দেখলো, চারজন কি পাঁচজন হবে। তারা বাম দিকে মোড় নিয়ে তার দিকেই আসছে।

বেডরুমের দরজাটা একটু শব্দ করে খুলে গেলে লুথার ভাবতে লাগলো সবকিছু ঠিক ঠিক জায়গাতে রাখা আছে কিনা। সে কেবল রিমোটটা স্পর্শ করেছে আর সেটাও আগের জায়গাতে রেখে দিয়েছে। এখন কেবল তিনটি কষ্ট শুনতে পাচ্ছে লুথার, একজন পুরুষ আর দু'জন নারী। একজন মহিলার কথাবার্তা শব্দে শব্দে মনে হচ্ছে সে মাতাল। অন্যজন খুব ব্যস্ত আছে। মিস্ ব্যস্ত এবার দরজা খুলে বাইরে চলে গেলো। দরজাটা খোলা হলেও বক্স করা হলো না। মিস্ মাতাল আর পুরুষটি এবার ঘরে একা। বাকিরা কোথায়? মিস্ ব্যস্ত কোথায় গেলো? হাসি ঠাট্টা চলছেই। আয়নার সামনে পায়ের শব্দটা বাড়তে লাগলো। লুথার আয়নার ওপাশে ভল্টের এক কোণে যতোটুকু পারা যায় কুঁকড়ে রইলো। আশা করলো মাঝখানে থাকা চেয়ারটার জন্যে তাকে দেখা যাবে না। কিন্তু সে জানে এটা অসম্ভব।

এরপরই তীব্র আলোতে তার চোখ বাল্সে গেলে শ্বেয় আতকে ওঠার শব্দ করতে যাচ্ছিলো। ঘুটঘুটে অঙ্ককার থেকে আচম্কা দিলেও আলো হওয়াতে ভড়কে গেছে সে। চোখ পিট পিট করে তীব্র আলোর সঙ্গে চোখ দুটো মানিয়ে নেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু কোনো চিংকার, মানুষের মুখ বা অস্ত্র দেখতে পেলো না।

অবশ্যে, পুরো এক মিনিট পার হবার পর লুথার চেয়ারের পেছন থেকে উঁকি মেরে দেখতে পেলো এক অদ্ভুত দৃশ্য। ভল্টের দরজাটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। সে চমকে পেছনে পড়ে যাচ্ছিলো প্রায়, তবে নিজেকে সামলে নিলো। হঠাৎ করেই লুথার

চেয়ারটা এখানে রাখার কারণ কি সেটা বুঝতে পারলো ।

ঘরের দু'জন মানুষকেই সে চিনতে পারলো । মেয়েটিকে সে এই ঘরে বেশ্যাদের মতো জামা কাপড় পরা একটা ছবিতে দেখেছে ।

আর লোকটাকে যে সে চেনে সেটা একেবারেই ভিন্ন একটা কারণে । এই লোকটা যে এই বাড়ির কর্তা নয় এটা নিশ্চিত । লুখার অবিশ্বাসে মাথাটা ঝাঁকিয়ে ধাতঙ্গ হবার চেষ্টা করলো, ভালো ক'রে নিঃশ্বাস নিলো । তার হাত-পা কাঁপতে শুরু করেছে । নিজের বমিবামি ভাবটা দমন ক'রে শোবার ঘরের দিকে তাকালো ।

ভল্টের দরজাটা একমুখী আয়না । বাইরের আলো আর আয়নার পেছনে অন্ধকার থাকলে মনে হবে সামনে একটা বিশাল ঢিতি দেখা যাচ্ছে ।

এরপরই সে একটা জিনিস দেখতে পেয়ে তার বুকের নিঃশ্বাস ক্ষণিকের জন্যে আটকে গেলো । মহিলার গলায় হীরার একটা নেকলেস । তার অভিজ্ঞ চোখ বলছে দুই লক্ষ ডলার কিংবা তারও বেশি হবে । সাধারণত এ ধরণের জিনিস কেউ পার্টি থেকে বাড়িতে ফিরে এসেই ভল্টে রেখে দেয় । কিন্তু মেয়েটা গলার নেকলেস খুলে তাচ্ছল্যভরে মাটিতে ফেলে রাখলে সে অনেকটা স্বন্দি পেলো ।

তার ভয় কেটে গেছে । নিজেকে সামলে নিয়ে একটু স্বন্দিবোধ ক'রে চেয়ারে বসে পড়লো । তাহলে বৃক্ষলোকটি এখানে বসে বসে নিজের বউয়ের কীর্তিকলাপ দেখে । নিজের বউয়ের সঙ্গে অন্য পুরুষের লীলা দেখার চমৎকার আয়োজন । মেয়েটাকে দেখে লুখার অনুমান করলো লীলাখেলার পুরুষগুলোর বয়স কমই হবে, আর তারা বেশ ভালো পারিশ্রমিকই পেয়ে থাকে । কিন্তু এখনকার পুরুষটি সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর ।

সে ভালো ক'রে দেখে কান পাতলো এই বাড়ির অন্য বাসিন্দাদের শব্দ পাওয়া যায় কিনা । কিন্তু শুনেই বা সে কী করবে? তার ত্রিশ বছরের সক্রিয় চৌর্যকর্মের ইতিহাসে এরকম ঘটনার মুখোমুখি কখনই হয়নি । সুতরাং ঠিক কল্পনা একটা জিনিসই এখন করার আছে । আরামদায়ক চেয়ারে বসে অপেক্ষা করো ।

অধ্যায় ২

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল হিলের বিশাল সাদা বপু থেকে তিন ব্রক দূরে জ্যাক গ্রাহাম তার এপার্টমেন্টের দরজা খুলে নিজের উভারকোটটা মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিয়ে সোজা ফৃজের দিকে চলে গেলো। একটা বিয়ার নিয়ে লিভিংরুমের সোফায় বসে ছোট ঘরটার দিকে তালো করে লক্ষ্য করলো আর বিয়ারে চুম্বক দিতে লাগলো। এইমাত্র যেখান থেকে এসেছে সেই জায়গার তুলনায় এটা একেবারেই আলাদা। তার চৌকোনা চোয়ালটার টানটান ভাব একটু শিথিল হলো। সন্দেহের বিরক্তিকর খচ্ছানিটা মিহিয়ে গেলো ধীরে ধীরে, কিন্তু সেগুলো আবার ফিরে আসবে; এরকমটিই সবসময় হয়।

তার হবু স্তৰী জেনিফারের সঙ্গে আরেকটা ডিনার-পার্টি আছে, সেখানে তার পরিবার, বন্ধু-বান্ধব আর ব্যবসায়ি লোকজনও থাকবে। এই শ্রেণীর লোকদের সত্য বলতে কি কোনো খাটি বন্ধু থাকে না। প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট একটা কাজ করে।

জ্যাক ওয়ালস্ট্টেট জার্নাল পড়লো। শিল্প এবং অর্থনীতি। রাজনীতিকেরা সর্ব শক্তি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ছে। ভবিষ্যতের ভোট আর বর্তমানের মুদ্রার ব্যাপারে সচেষ্ট তারা।

বিয়ারটা শেষ করে টিভি ছাড়লো। জুতা খুলে তার হবু প্রণয়প্রার্থীর দেয়া চল্লিশ ডলারের দামি মোজা জোড়া অবজ্ঞাভরে ছুড়ে মারলো ল্যাম্পের দিকে। সময় হলে মেয়েটা তাকে দুশো ডলার দামের হাতে তৈরি করা টাইও উপহার দেবে। একেবারেই ফালতু! দ্বিতীয় বিয়ারের কথা ভাবলো সে। টিভি দেখার চেষ্টা করলেও সেটা তাকে ধরে রাখতে ব্যর্থ হলো।

জেনিফারের কোম্পানির লিমোজিনটা তাদের দু'জনকে জেনিফারের উত্তর-পশ্চিম ওয়াশিংটনের বাড়িতে নামিয়ে দিয়েছে, সম্ভবত বিয়ের পর জ্যাককে ওয়ানেই উঠতে হবে। তার বাড়িটাকে জেনিফার ঘৃণা করে। বিয়েটা ছয় মাস পরে হবে। এই ফাঁকে সে এখানে বসে বসে দ্বিতীয় ভাবনাটি ভাবতে পারবে।

জেনিফার বল্ডউইনের এমন সৌন্দর্য রয়েছে যাতে কুঠো মেয়েরাও ঘাড় বেঁকিয়ে তাকে দেখে। যেমন স্মার্ট তেমনি কর্মতৎপর। প্রচুর ছার্কার মালিক। এখন জ্যাককে বিয়ে করতে চাচ্ছে। তার বাবা দেশের অন্যতম বৃহৎ ডেভেলপমেন্ট কোম্পানির মালিক। শপিং-সেন্টার, অফিস-বিল্ডিং, রেজিস্টেশনও রয়েছে তাঁর। অন্য যে কারোর চেয়ে তাঁর প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই ভালো চলে। তাঁর প্রপিতামহও বিশাল ধনী ছিলেন। আর তাঁর মায়ের বাপ-দাদারা একসময় বোস্টনের প্রায় অর্ধেকের মালিক ছিলো। এজনেই জ্যাকের চেনাশোনা একজন পুরুষও নেই যে তাকে ঈর্ষা করে না।

সোফায় বসে নিজের ঘাড়টা হাত দিয়ে মেসেজ করলো। এক সঙ্গাহ ধরে কোনো রকম ব্যায়াম করা হয়নি। তার ছয় কিট এক ইঞ্জিন শরীরটা এই বত্রিশ বছর বয়সেও হাইস্কুলের ছেলেদের মতো পেটানো রয়েছে; মেদের কোনো চিহ্ন তাতে নেই। হাইস্কুলে সব ধরনের খেলা-ধূলায় ব্যস্ত থাকতো। হেভিওয়েট কুস্তিগীর হিসেবে কলেজ জীবনে প্রথম হয়েছিলো। পড়ালেখায়ও ছিলো ভালো। এই দুটো গুণের সম্মিলনের ফলেই ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়ার সুযোগ পেয়েছিলো সে। তারপর সেরা ছাত্র হিসেবে গ্রাজুয়েশন ক'রে ডিস্ট্র্যু অব কলেজিয়ার পাবলিক ডিফেন্ডারের পদলাভ করে। সেক্ষণটা ছিলো ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম।

তার ক্লাশের বন্ধুরা সবাই ল'স্কুল থেকে বেরোবার পর বড়বড় ফার্মে চুকে পড়েছে। তারা তাকে নিয়মিত ফোন ক'রে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের দ্বারস্থ হতে বলে। যারা তাকে অস্বাভাবিকতা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারবে। সে হেসে দ্বিতীয় বিমারটা খুললো। ফৃঝটা খালি হয়ে গেছে। পি.ডি হিসেবে জ্যাকের প্রথম বছরটা কেটেছে খুব বাজে, অর্জনের চেয়েও হারিয়েছে অনেক বেশি। ধীরে ধীরে সে গুরুতর অপরাধের ব্যাপারে বেশ অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে। নিজের তারলণ্ডের সমস্ত শক্তি আর মেধা দিয়ে প্রতিটি মামলা ল'ড়ে অবস্থান পাকাপোক্ত করেছে।

তারপরই বড় বড় হোমরাচোমডাদের পাছায় লাথি মারতে শুরু ক'রে দিয়েছিলো।

পাবলিক ডিফেন্ডার হিসেবে আবিষ্কার করলো ক্রস-এস্লামিনে তার ঈশ্বরপ্রদত্ত প্রতিভা রয়েছে। সবাই তখন একজন এটর্নির মতোই শুন্দা করতো তাকে।

এরপরই এক বার-ফাংশনে জেনিফারের সাথে তার পরিচয় হয়। বল্ডউইন এন্টারপ্রাইজের ডেভেলপমেন্ট এবং মার্কেটিংয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট সে। ডাইনামিক উপস্থিতি তার। যে-ই তার সঙ্গে কথা বলবে সে-ই বাধ্য হবে তাকে গুরুত্ব দিতে, এমনই প্রথর ব্যক্তিত্ব। তার উপস্থিতিতে আশেপাশের লোকজনের মতামত গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। সে এমন একজন সুন্দরী যার কোনো একক সম্পদের উপর নির্ভর করার প্রয়োজন নেই।

জ্যাক যদি এই মেয়েটার মনোযোগ আকর্ষণ করতে না পারতো তবে নিজেকে অপূর্ণ-মানুষ বলে মনে করতো। অবশ্য তারও রয়েছে মেয়েদের আকর্ষণ করার মতো সম্পদ। জেনিফার তাকে পরিচয়ের প্রথম দিকেই বুঝিয়ে দিয়েছে যে, সে এতেদিন এই রাজধানী শহরে যেসব লোকের হয়ে আইনী লজ্জাকে করেছে তারা সবাই গরীব, মূর্খ নয়তো হতভাগা, তার এখন উচিত নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবা আর সেই ভবিষ্যত নির্মাণে জেনিফারও অংশ নিতে চায়। অবশেষে এটর্নি অফিসের পি.ডি পদ থেকে ইস্ত ফা দিয়ে দিলে এটর্নি অফিস তাকে দারুণ একটা বিদায়ী সংবর্ধনা দিয়েছিলো।

টিভিটা বক্স করেই কর্নচিপ্সের ব্যাগটা নিয়ে শোবার ঘরে ঢলে গেলো জ্যাক। এই নোংরা জায়গাটা জেনিফারের পছন্দ হবার কোনো কারণই নেই। সে একটা হতচাড়া।

তাছাড়া আকারের ব্যাপারটাও তো রয়েছে। জেনিফারের বাড়িটা পাঁচ হাজার
বর্গফুটের, অবশ্য কাজের লোকদের কোয়ার্টার, দুটো গাড়ির গ্যারাজের জায়গা বাদ
দিলে।

বাথরুমটা হিসেবে নিলে জ্যাকের ঘরের সংখ্যা চারটি। শোবার ঘরে গিয়েই সব
কাপড়চোপড় খুলে বিছানায় ওয়ে পড়লো সে। গায়ে চাদর টেনে আশেপাশে
তাকাতেই তার শৈশবের ঘরটার কথা মনে প'ড়ে গেলো। স্মৃতিটা খুবই মধুর।
ছেলেপেলেরা এঘর-ওঘর দৌড়াদৌড়ি না করলে তাকে আবার বাড়ি বলে নাকি।

জেনিফার অবশ্য অন্য কথা বলে : সে খুব স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে ছোটো-ছোটো
পায়ের শব্দ শোনার প্রকল্পটি বহু দূরের ব্যাপার। বিয়ের পরে খুব সহসা এটা হচ্ছে
না। তার বাবার ফার্মে নিজের ক্যারিয়ারই হলো তার কাছে প্রথম এবং প্রধান বিষয়।

সে বিছানায় গড়িয়ে চোখ বক্ষ করার চেষ্টা করলো কিন্তু বাতাসের চোটে জানালার
কাঁচে শব্দ হলে সেদিকে তাকালো। চোখটা সরাতেই একটা বাঞ্ছের দিকে নজর
পড়লো।

ওটা তার হাইস্কুল এবং কলেজের পুরনো ট্রফি আর এ্যাওয়ার্ড পূর্ণ। তবে ঐসব
জিনিস তার আগ্রহের বিষয় নয়। আধো-আলো অঙ্ককারে সে বাঞ্ছের ভেতর থেকে
একটা ছবির ফ্রেমের দিকে হাত বাঢ়ালো। এই জিনিসটা তার হবুবধু দেখে ফেলবে
বলৈ তার কোনো দুঃচিন্তা নেই, কারণ সে এই ঘরে এক মিনিটের বেশি কখনই
থাকেনি। তারা যখনই চাদরের নিচে চুকেছে সেটা জেনিফারের বাড়িতেই হয়েছে।
সেই বাড়িতে বিশাল বিশাল সব কক্ষ, আর সেইসব কক্ষের ছাদে চমৎকার সব ম্যুরাল
আঁকা। জেনিফার এইসব অভিজাত ঘরে তার ওপরে উঠে শীর্ষ সুখ অবগাহন করে।
তার বুকে ঝাপিয়ে পড়ে প্রবল আবেগে। জেনিফারের মা-বাবার মফস্বলের সুবিশাল
বাড়িতেও তারা রতিক্রিয়ার সুখ লাভ করেছে। ঐসব বাড়ির ছাদেও ম্যুরাল আঁকা তবে
সেগুলো ধর্মীয় কাহিনীর সচিত্র বর্ণনা, অনেকটা রোমের গীর্জার ছাদের মতো। ওখানে
সঙ্গম করার সময় জ্যাকের সবসময়ই মনে হয় সে যে এক সুন্দরী নীগ্নকার উপর
সোয়ার হচ্ছে সৈশ্বর সেটা চেয়ে চেয়ে দেখছে।

ছবির মেয়েটার চুল সিঙ্কি আর বাদামী, একটু কোকস্যুলো, মেয়েটা তার দিকে
চেয়ে হাসছে, এই দৃশ্যটা দেখেই জ্যাকের মনে প'ড়ে গেলো সেই দিনটার কথা যেদিন
এই ছবিটা সে তুলেছিলো।

আলবেমারেল কাউন্টিতে বাইকে ক'রে চলে গিয়েছিলো তারা। সবেমাত্র ল'স্কুলে
চুকেছে তখন। তার প্রেমিকা ছিলো জেফারসন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষের ছাত্রি।
সেটা তাদের তৃতীয় ডেট হলেও তারা মনে করতে শুরু করেছিলো একে অন্যকে ছাড়া
থাকতে পারবে না।

কেইট হইটনি।

আন্তে ক'রে নামটা সে উচ্চারণ ক'রে ছবির মেয়েটার ঠোটে ধীরে ধীরে আঙুল

বোলালো । মেয়েটার বাম গালে একটা টৌল আছে । জ্যাক ক্ষণিকের জন্যে হলেও স্মৃতিকান্তর হয়ে পড়লো ।

ছবিটা তার বুকের ওপর রাখলো যাতে তার দৃষ্টি সরাসরি তার দিকে থাকে । যখনই সে তার কথা ভাবে সঙ্গে সঙ্গে কেইটের বাবার চেহারাটা ভেসে ওঠে । তির্যক হাসি দিয়ে ঠাণ্ডা তামাশা করতো ভদ্রলোক ।

জ্যাক আর্লিংটনের লুথার হাইটনির ছোট বাড়িটাতে প্রায়ই যেতো । তারা ওখানে বিয়ার খেতো আর গল্প করতো, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই লুথার বলতো আর জ্যাক উনে যেতো ।

কেইট কখনই তার বাবার ওখানে যেতো না, তার বাবাও কখনও তার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতো না । ঐ লোকটার সত্যিকারের পরিচয় জ্যাক জানতে পেরেছিলো ঘটনাচক্রে, কেইটের বাধা সত্ত্বেও । জ্যাক চেয়েছিলো লোকটাকে জানতে । কেইট সবসময়ই হাসি-মুখে থাকলেও একটা ব্যাপারে তার মুখে কখনই হাসি থাকতো না ।

প্রাজুয়েট হ্বার পর তারা ডিস্টেন্টে চলে যায় আর কেইট জর্জ টাউনের ল'স্কুলে ভর্তি হয় । তবে কেইট তার সঙ্গে কয়েকটা কেসে কাজ করতে এসেছিলো । কিন্তু এক বছরের মাথায়ই তাদের বিচ্ছেদ ঘটে যায় ।

কারণটা ছিলো সহজ সরল : কেইট বুবাতেই পারতো না সে কেন এমন লোকের হয়ে আইনী লড়াই করে যারা আইনভঙ্গ ক'রে থাকে, আর তার বাবাকে যে জ্যাক পছন্দ করে এটা মোটেই সহ্য করতে পারেনি কেইট ।

তাদের একসঙ্গে থাকাকালীন সময়ে এই ঘরেই সে মাঝেমাঝে আবদার করতো কেইট যেনো তাকে ছেড়ে চলে না যায় । কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে চলেই গেলো । এখন চার বছর হয়ে গেছে, এই চার বছরে সে তাকে একবারও দেখেনি, তার সম্পর্কে কোনো কথাও শোনেনি ।

সে জানে কেইট আলেকজান্দ্রিয়ায় কমনওয়েলথ এটর্নির অফিসে একটা চাকরি নিয়েছে । ওখানে যে সে জ্যাকের সাবেক মক্কেলদেরকে চৌদুরি শিকে ঢোকাতে ব্যস্ত রয়েছে সে ব্যাপারে তার কোনো সন্দেহ নেই । কেইট হাইটনি এখন তার কাছে অজানা অচেনা একজন মানুষ ।

কিন্তু তার ছবির হাসির দিকে তাকিয়ে হাজারে স্মৃতি মনে প'ড়ে যাচ্ছে । জ্যাক ভাবলো তার বিয়ের পরও কেইট তার কাছে একজন আগস্তক রয়ে যাবে কিনা । তার নিয়তি কি আরো জটিলতার দিকে যাচ্ছে, যা সে মোটেই চায়নি, জ্যাক জানে না । সে ছবিটা হাতে ধরে ফোনটা তুলে নিয়ে ডায়াল করলো ।

চার বার রিং হ্বার পর তার কর্ণটা শুনতে পেলো । এটার এমন একটা কিছু আছে যা সে স্মরণ করতে পারছে না, হয়তো এটা নতুন । বিপ্-এর শব্দটা আসতেই সে একটা মজার মেসেজ দিতে যাচ্ছিলো কিন্তু নার্ভাস হয়ে ফোনটা রেখে দিলো । তার

হাত কাঁপছে। নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে গেছে। মাথা ঝাঁকালো সে। হায় ঈশ্বর, পাঁচটি হজ্যা
মামলা যে শেষ করেছে সে কিনা এখন ঘোলো বছরের স্কুল বালকের মতোই সমস্ত
সাহস হারিয়ে ফেলেছে।

ছবিটা সরিয়ে রেখে জ্যাক কঁচনা করতে লাগলো কেইট এই মুহূর্তে কী করছে।
হয়তো অফিসেই আছে, আর কতোজনের জীবন থেকে কতো বছর কেড়ে নেয়া যায়
তা নিয়ে ভাবছে।

এরপরই জ্যাক মুখারের কথা ভাবলো। এখন কি সে কারোর দরজার সামনে
দাঁড়িয়ে বেআইনীভাবে গৃহপ্রবেশের চেষ্টা ক'রে যাচ্ছে? অথবা পিঠের ঘোলায় ক'রে
কয়েক বাস্তিল টাকা নিয়ে খোশ মেজাজে সটকে পড়ছে?

দারুণ এক পরিবার, মুখার আর কেইট হইটনি। কতো আলাদা, আবার কতোই
না মিল। তাদের দু'জনের জগৎ দুটো আলাদা ভ্ৰমনে। যে রাতে কেইট তার জীবন
থেকে চলে গিয়েছিলো, সেই রাতেই মুখারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলো বিদ্যায়
জানাতে এবং শেষবারের মতো এক ক্যান বিয়ার খেতে। তারা ছোট একটা বাগানে
বসে কথা বলেছিলো।

বৃক্ষ লোকটা পুরো ব্যাপারটাই স্বাভাবিকভাবে নিয়েছিলো, কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস
ক'রে জ্যাককে উভ কামনা জানিয়েছিলো। মুখার সবই বুঝতে পেরেছিলো। কিন্তু
জ্যাক ঐ রাতে চলে আসার সময় লোকটার চোখে দেখেছিলো অদ্রতা। এরপরই তার
জীবনের একটা অংশের দরজা বক্ষ হয়ে গিয়েছিলো।

অবশ্যে জ্যাক বাতি নিভিয়ে চোখ বক্ষ করলো। আরেকটা আগামী আসছে তার
জীবনে। এই সর্ণের পাত্রতি তার এক জীবনের কামাই, সেটা বাস্তব হতে আরো এক
দিন এগিয়ে আসছে। এই কথাটা ডবলেই তার ঘুম চলে গেপো।

অধ্যায় ৩

কাঁচের মধ্য দিয়ে তাকাতেই প্রথম যে চিত্তাটা লুখারকে আঘাত করলো সেটা হলো এই দুঁজন খুবই আকর্ষণীয় দম্পতি। এরকম পরিস্থিতিতে এই ভাবনাটা একেবারেই হাস্যকর। লোকটা বেশ লম্বা, হ্যান্ডসাম আর মধ্য চল্লিশের। মেয়েটা বিশের বেশি হবে না। চুলগুলো একেবারে সোনালি, মুখটা ডিম্বাকৃতির এবং চমৎকার। তার দুঁচোখ গভীর নীল। লোকটার অভিজাত বুকের মধ্যে এখন তাকে খুবই সুন্দর দেখাচ্ছে। মেয়েটার মসৃণ গাল স্পর্শ করলে মেয়েটাও লোকটার হাতের আঙুলে আলতো ক'রে চমু খেলো।

লোকটা সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসা মদের বোতলটা মেয়েটার দিকে বাঢ়িয়ে দিলো। গ্লাসের ঠোকাঠুকির পর তারা একে অন্যের দিকে কয়েক মুহূর্ত স্থির চেয়ে রইলো। সে এক ঢোকে মদটা শেষ করলেও মেয়েটা কেবল ছোট্ট একটা চুমুক দিলো। গ্লাস দুটো রেখে তারা ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জড়িয়ে ধরলো একে অন্যকে। তার হাত মেয়েটার পাছায় গিয়ে সেখান থেকে খোলা পিঠে পরিভ্রমণ করলো। মেয়েটার কাঁধ এবং হাত দুটো রোদে পোড়া, সুন্দর ত্বকের। তার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে একটু খুকে চুমু খেলো কাঁধে।

লুখার চোখ সরিয়ে নিলো। এই অশ্রুস মুহূর্তটি তাকে বিব্রত করলো। এমন ভয়ানক বিপদের মধ্যেও তার অঙ্গুত একটা অনুভূতি হলো। এতোটা বুড়ো হয়নি যে তৈরি আকাঞ্চাৰ এই দৃশ্য তাকে জাগাতে পারবে না।

চোখ দুটো খুলতেই সে হেসে ফেললো। যুগলটি এখন ঘরের মধ্যে ধীরে ধীরে নাচতে শুরু করেছে। এ কাজে লোকটা বেশ দক্ষ, সে তুলনায় মেয়েটি কম দক্ষই বলতে হবে। এভাবে নাচতে নাচতে তারা বিছানার পাশে এসে থামলো।

লোকটা আবারো গ্লাসে মদ চেলে পুরোটা গিলে ফেললো। বোতলটা এখন খালি। মেয়েটাকে কাছে টানতেই মেয়েটা তার কোট খুল টাইটা আলগা ক'রে ফেললো। লোকটা দ্রুত মেয়েটার জামা খুলতে শুরু করলো। কালো পোশাকটা মাটিতে প'ড়ে গেলে মেয়েটার শরীরে দেখা গেলো কালো প্যান্টি আৱ হাঁটু অবধি যোজা, কিন্তু কোনো ব্রা নেই।

যেকোনো নারীকে ঈর্ষাকাতৰ ক'রে তোলাৰ মতোই মেয়েটার শরীৰ। দেহেৰ প্ৰতিটি খাজ আৱ ভাঁজ যেখানে থাকাৰ কথা সেখানেই আছে। তার কোমৰ এতো সৱু যে, লুখার দুঁহাতেৰ পাঞ্জা দিয়েই সেটা পুৱোপুৱি ধৰে ফেলতে পাৱবে। মেয়েটা

ମୋଜା ଖୋଲାର ଅନ୍ୟେ ଏକଟୁ ଘୁରତେଇ ଲୁଥାର ଦେଖିତେ ପେଲୋ ତାର ସ୍ତନଙ୍ଗୋଡ଼ା ବେଶ ବଡ଼ସଡ଼, ଭରାଟ ଆର ଗୋଲ । ପା ଦୁଟୋ ମୟୁନ ଏବଂ ଶକ୍ତ, ହୟତୋ ନିୟମିତ ବ୍ୟାଯାମେର ଫଳ ଏଟି । କୋନୋ ପେଶାଦାର ଟ୍ରେନାରେ ଅଧିନେଇ ଯେ ଏଟା କରା ହୟ ସେ ବ୍ୟାପାରେ ଲୁଥାରେ କୋନୋ ସନ୍ଦେହ ନେଇ । ବଡ଼ଲୋକେର ବ୍ୟାପାର ନତୁନ ଫ୍ୟାଶନ ଏଟି ।

ଲୋକଟା ବିଛାନାର କୋଣାଯ ବ'ସେ ମେଯେଟାର ପ୍ୟାନ୍ଟି ଖୋଲାର ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିତେ କରିତେ ଦ୍ରୁତ ନିଜେର ପୋଶାକ ବୁଲିତେ ଲାଗଲୋ । ମେଯେଟାର ଶରୀରେର ଶୈଶ ପୋଶାକ ତିରୋହିତ ହଲେ ଲୋକଟାର ଠୋଟେ ଅଶ୍ଵୀଳ ହାସି ଦେଖା ଗେଲୋ । ତାର ସାଦା ଦାଁତଗୁଲୋ ବେଶ ସୁନ୍ଦର । ମଦ ଖାଓୟାର ପରା ତାର ଚୋଖ ଦୁଟୋ ପରିଷ୍କାର ଆର ସ୍ବାଭାବିକ ବଲେଇ ମନେ ହଜେ ।

ମେଯେଟା ତାର ହିର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖେ ହେସେ ଆପ୍ତେ ଆପ୍ତେ କାହେ ଏଗିଯେ ଏଲୋ । ହାତେର ନାଗାଲେ ଏସେ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଦୁଃଖରେ ମେଯେଟାକେ ଜଡ଼ିଯେ ଧରଲେ ମେଯେଟା ତାର ବୁକେ ମୁଖ ଘରତେ ଲାଗଲୋ ।

ଆବାରୋ ଲୁଥାର ଚୋଖ ସରିଯେ ନିଲୋ, ଆଶା କରିଲୋ ଏସବ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବୁବ ଜଲଦିଇ ଶୈଶ ହେସେ ଯାବେ, ତାରା ଏଖାନ ଥିକେ ଚଲେ ଯାବେ । ଆର ତାରା ଚଲେ ଗେଲେଇ ଏଖାନ ଥିକେ ବେର ହତେ ତାର ମାତ୍ର କରେକ ମିନିଟ ଲାଗବେ । ବେର ହତେ ପାରଲେଇ ସେ ବେଂଚେ ଯାବେ ଏ ଯାଆୟ, ଆଜ ରାତର ଶୃତିଟା ଅନନ୍ୟ ହେସେ ଥାକବେ ତାର କାହେ ।

ଏମନ ସମୟ ସେ ଦେଖିତେ ପେଲୋ ଲୋକଟା ମେଯେଟାର ପାହାୟ ବାର ବାର ଏବଂ ଜୋରେ ଜୋରେ ଚାପର ମାରିତେ ଶୁରୁ କରିଛେ । ତୌତ୍ର ଆଘାତଗୁଲୋର ସମୟେ ଲୁଥାର ଯତ୍ରଣାର ଅନୁଭୂତିଟା ଟେର ପେଯେ ଚୋଖ କୁଚକାଲୋ । ସାଦା ଚାମଡ଼ାଟା ଏଥିନ ଲାଲ ହେସେ ଗେଛେ । କିନ୍ତୁ ହୟ ମେଯେଟା ଏତୋଟାଇ ମାତାଲ ଯେ, ଯତ୍ରଣାଟା ଟେର ପାଛେ ନା, ନୟ ତୋ ସେ ଏଟା ଉପଭୋଗଇ କରିଛେ, କାରଣ ତାର ମୁଖେର ହାସିଟା ଅମଲିନିଇ ରଯେ ଗେଛେ ।

ଲୋକଟାର ମୁଖ ମେଯେଟାର ବୁକେ ଘୁରେ ବେଡ଼ାଛେ । ମେଯେଟା ଦୁଃଖରେ ତାର ଚଳ ଧରେ ନିଜେକେ ଲୋକଟାର ଦୁ'ପାଯେର ଫାଁକେ ସ୍ଥାପନ କରିଲୋ । ଏବାର ମେଯେଟା ବକ୍ତ୍ଵା ଚୋଖ ଖୁଲେ ଲୋକଟାର ଠୋଟେ କାମଡ଼ ବସାଲୋ । ଏଭାବେଇ କିଛୁକ୍ଷଣ ଦୁ'ଠୋଟ ଆର ଦାଁତେର ଯୁଦ୍ଧ ଚଲାଲୋ ।

ତାର ଶକ୍ତ ଆଙ୍ଗଳଗୁଲୋ ଲାଲ ହୋଇଥାଏ ପାହାଟାତେ ଚାପଡ଼ ମାରା ବକ୍ତ୍ଵାଦିଯେ ଆଦର କରିତେ ଶୁରୁ କରିଛେ ଏଥିନ । ଏରପରଇ ସେ ତାକେ ସଜୋରେ ନିଜେର କାହୁରୁ ଆରୋ ତୌତ୍ରଭାବେ ଟେନେ ନିଲେ ମେଯେଟା ତାକେ ଧାଙ୍କା ମେରେ ସରିଯେ ଦିତେ ଚାଇଲୋ ମେଯେଟା ଏକଟୁ ହେସେ ତାର ଆଙ୍ଗଳଗୁଲୋ ନିଜେର ହାତେ ନିଯେ ଏକଟୁ ଖେଲାଲୋ । ଲୋକଟା ଏବାର ସମ୍ପତ୍ତ ମନୋଯୋଗ ଦିଲୋ ଭରାଟ ଦୁଟୋ ସ୍ତନେର ଦିକେ । ଏକଟାକେ ମୁଖେ ପୁଣ୍ଡର ଦୁଃଖରେ ଲାଗଲୋ । ମେଯେଟାର ଦୁ'ଚୋଖ ଆବାରୋ ବକ୍ତ୍ଵା ହେସେ ଗେଲୋ, ତାର ନିଃଶ୍ଵାସ ଏକଟୁ ଦ୍ରୁତ ହେସେ ସେଟା ମୃଦୁ ଗୋଙ୍ଗାନୀତେ ବଦଲେ ଗେଲୋ ଯେନୋ । ଲୋକଟା ଆବାର ଘାଡ଼ର ଦିକେ ମନୋଯୋଗ ଦିଲୋ । ସେ ତାକିଯେ ଆଛେ ଲୁଥାରେ ଦିକେ, ଯଦିଓ ସେ ଜାନେ ନା ଆଯନାର ପେଛନେ ଲୁଥାର ବ'ସେ ବ'ସେ ସବ ଦେଖିଛେ ।

ଲୁଥାର ଲୋକଟା ଚୋଖେର ଦିକେ ତାକାଲେ ଯା ଦେଖିତେ ପେଲୋ ସେଟା ତାର ପଚନ୍ଦ ହଲୋ ନା । ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାର କୋଟର, ଚାରପାଶେ ଲାଲ, ଯେନୋ ଟେଲିଙ୍କୋପ ଦିଯେ କୋନୋ ଦୂରେର ଗ୍ରହ

দেখছে সে । এই ভাবনাটার ছেদ পড়লো যখন সে বুঝতে পারলো লোকটার জাপটে ধরাটা আর স্বাভাবিক ব'লে মনে হচ্ছে না, ভালোবাসা বা প্রেময় বলেও ঠেকছে না সেটা ।

অবশ্যে মেয়েটা অধৈর্য হয়ে তার প্রেমিককে ধাক্কা মেরে বিছানায় ফেলে দিলো । তার পা দুটো লোকটার পায়ের মাঝখানে থাকাতে মুক্ত হতে পারলো না । মেয়েটা উপুড় হতেই লুথার যে দৃশ্যটা দেখতে পেলো সেটা কেবল গাইনি ডাক্তার আর তার স্বামীরই দেখার কথা । মেয়েটা ছাড়িয়ে নিলেও লোকটা প্রচণ্ড শক্তিতে তাকে ধরে বিছানায় শেষ দিয়ে তার উপর চড়ে বসলো । পা দুটো ধরে চেপে রাখলো নিজের শরীরের নিচে ।

এরপর লোকটা যা করলো তা দেখে লুথার আড়ষ্ট হয়ে চেয়ারে ব'সে পড়লো । লোকটা দু'হাতে মেয়েটার গলা টিপে ধরেছে । আচম্কা এমন আচরণে মেয়েটা গোঙাতে শুরু করলো । তার মুখ নিজের মুখের খুব কাছে এনে অট্টহাসি হেসে হট ক'রে ছেড়ে দিলো লোকটা । একটু হকচকিয়ে অবশ্যে মেয়েটা উঠে বসতে সক্ষম হলো, দূর্বল একটা হাসিও দিলো । এক হাতে উদ্যত লিঙ্গটি ধরে আরেক হাত দিয়ে মেয়েটাকে বিছানায় শেষ দিয়ে দিলো সে । কিন্তু মেয়েটা যখন তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলো তখন সে রেগেমেগে তার দিকে চেয়ে রইলো ।

কিন্তু মেয়েটার দু'পায়ের ফাঁকে পিঙ্গ প্রবিষ্ট না ক'রে সে দু'হাতে তার স্তন জোড়া ধরে প্রচণ্ড জোরে মোচড়তে লাগলো । অবশ্যে তীব্র যন্ত্রণা সহিতে না পেরে তার গালে সজোরে চড় মেরে বসলো মেয়েটা । লোকটা তাকে ছেড়ে দিয়ে রেগেমেগে তার গালে প্রচণ্ড জোরে থাপ্পর মারলো । লুথার দেখতে পেলো মেয়েটার ঠোটের কোণে লাল রক্ত ঝরছে ।

“শুয়োরের বাচ্চা ।” বিছানা থেকে নেমে মাটিতে ব'সে ঠোটের রক্ত মুছে নিলো । তার মাতাল মন্তিক কিছুক্ষণের জন্যে পরিষ্কার হয়ে গেছে । এখানে আসাৰ পৰ এই প্রথম পরিষ্কারভাবে লুথার যে কথাটি শুনতে পেলো তা তার মন্তিক হাতুড়ির মতোই আঘাত হানলো । উঠে দাঁড়িয়ে কাঁচের সামনে চলে গেলো মনেৰ অজান্তেই ।

লোকটা দাঁত বের ক'রে বিশ্রীভাবে হাসলো । এটা দেখে লুথার বরফের মতো জমে গেলো । তার কাছে মনে হলো কোনো বন্য জন্তু মেনো শিকারকে হত্যা করতে উদ্যত হচ্ছে । তাকে আর মানুষ ব'লে মনে হচ্ছে না এখন ।

“শুয়োরের বাচ্চা,” আবারো বললো মেয়েটা । তবে আগের চেয়ে একটু আস্তে আর ধীরে । মেয়েটা যে-ই উঠতে যাবে লোকটা তাকে খপ্ক ক'রে ধরে তার হাতটা মুচড়ে মাটিতে ফেলে দিলো তাকে । বিছানার উপর ব'সে নিচে তাকিয়ে বিজয়ীর হাসি হাসলো লোকটা ।

তার নিঃশ্বাস বেড়ে যাচ্ছে । কাঁচের সামনে দাঁড়িয়ে আশা করছে এই ফাঁকে কেউ এসে মেয়েটাকে উদ্বার করুক । চেয়ারের উপরে রাখা রিমোটটার দিকে তাকিয়ে

আবার বেডরুমের দিকে তাকালো সে ।

মেয়েটা একটু উঠে দাঁড়ালো । যে রোমান্টিক আবহ তার মধ্যে ছিলো সেটার পরিসমাপ্তি ঘটেছে । শুধু দেখতে পাচ্ছে মেয়েটার শরীরের ভাববঙ্গী বদলে গেছে । তার পুরুষ সঙ্গীটি অবশ্য এটা খেয়াল করছে না । মেয়েটার গাঢ় নীল চোখে ক্ষেত্রের আগন জুলছে এখন ।

মেয়েটা সঙ্গের তার দু'পায়ের মাঝখানে লাথি মারলে লোকটার হাসি মুহূর্তেই উভে গেলো । এতোক্ষণ ধরে যে উত্তেজনা আর উথান ছিলো ওখানে, সেটা যেনো দপ ক'রে নিভে গেলো । মেয়েটা মাটি থেকে তার জামা আর প্যান্টি যখন নিছে তখন লোকটা গোঁড়াচ্ছে ।

আচমকা মেয়েটার পায়ের গোড়ালী ধরে ঝটকা মেরে তাকে মাটিতে ফেলে দিলো লোকটা । মেয়েটা কেবল হাতু অবধি প্যান্টিটা ওঠাতে পেরেছিলো ।

“খান্কি মাগি ।” খুব কষ্টে দম নিয়ে কথাটা বললো সে । এখনও মেয়েটার গোড়ালী ধরে রেখেছে । এবার টান মেরে মেয়েটাকে কাছে টানতে শুরু করলো ।

মেয়েটা বার বার তাকে সাথি মারলেও সে পা-টা ধরেই রাখলো । “শালার খান্কি মাগি,” লোকটা বললো ।

বাজে মানুষের মুখে সে একথা শনেছে । শুধু কাঁচের খুব কাছে এগিয়ে গেলো, দু'হাত অঙ্গাতসারেই মুষ্টিবন্ধ হয়ে গেলো তার, যেনো লোকটাকে ধরে টান মারবে, মেয়েটা যাতে তার হাত থেকে রক্ষা পায় ।

লোকটা খুব কষ্টে, যন্ত্রণা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো । তাকে দেখে শুধুরের শিরদাড়া বেঁয়ে শীতল প্রবাহ বয়ে গেলো ।

লোকটা শক্ত ক'রে মেয়েটার গলা টিপে ধরেছে ।

মেয়েটার চোখে তীব্র আতঙ্ক । মদের নেশা কেটে গেছে এখন । প্রবলভাবে নিজেকে ছাড়াতে চাইছে । তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে । লোকটার দু'হাতে খামচি দিয়ে তীব্রভাবে তার হাত খাম্চে ধ'রে রাখলো ।

মেয়েটা পা দিয়ে সাথি মারলো, কিন্তু কিছুই হলো না, আর সব আক্রমণই নিষ্কল হলো ।

শুধু আবারো রিমোটের দিকে তাকালো । সে দুরজাটা ঝুলতে পারে । তাকে থামাতে পারে । কিন্তু তার পা দুটো নড়লো না একটুই । কাঁচের ওপাশ থেকে সে অসহায়ের মতো চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো কেবল কপাল বেয়ে দরদর ক'রে ঘাম ঝরতে লাগলো । তার নিঃশ্বাস দ্রুত হচ্ছে । দু'হাত কাঁচে উপর রাখলো সে । মেয়েটা নাইটস্ট্যান্ডের দিকে তাকালে শুধুরের দম বন্ধ হয়ে এলো । তারপর, ঝট ক'রে মেয়েটা চিঠি খোলার চাকুটা হাতে নিয়ে লোকটার হাতে এক ঘা মেরে বসলো ।

তীব্র যন্ত্রণায় সে চিঠকার দিয়ে উঠলো, মেয়েটাকে ছেড়ে নিজের রজাকু হাতটা চেপে ধরলো । অবিশ্বাসে চেয়ে আছে নিজের হাতের ক্ষতের দিকে ।

ଲୋକଟା ଯବନ ମେଲେଟାର ଦିକେ କଟମଟ କ'ରେ ତାକାଳେ, ଲୁଥାର ତାର ଚୋଖେ ଝୁନିର ଛ୍ୟା ଦେଖତେ ପେଲୋ ।

ଲୋକଟା ଏବାର ମେଲେଟାକେ ପ୍ରଚାନ୍ଦ ଜୋରେ ଆଘାତ କରିଲୋ । ଲୁଥାର କଖନା କୋନୋ ନାରୀକେ ମାରତେ ଦେଖେନି । ମେଲେଟା ନାକ ଦୁଃଖେ ମୁଢ଼େ ଗିଯେ ରଙ୍ଗ ବରତେ ଲାଗଲୋ ନାକ ବେଯେ ।

ଟାଲ ସେଇ ମେଲେଟା ସର୍ବଶକ୍ତି ଦିଯେ ନିଜେକେ ସାମଲେ ନିଯେ ଉଠେ ଦାଁଡାଳେ । ମେଲେଟା ଆୟନା ବରାବର ମୁଖ କ'ରେ ଦାଁଡାଳେ ଲୁଥାର ଦେଖତେ ପେଲୋ କୀ ବୀଭବତ୍ତାବେଇ ନା ତାର ସୁନ୍ଦର ଚେହାରାଟା ବଦଲେ ଗେଛେ । ମେଲେଟା ତାର କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ନାକଟାତେ ହ୍ୟାତ ଦିଲୋ । ଏକଟା ଦାଁତନ ନଡ଼େ ଗେଛେ ତାର ।

ସେ ଲୋକଟାର ଦିକେ ଫିରେ ତାକାଳେ । ବିଦ୍ୟୁତ ବେଗେ ଆବାରୋ ଲୋକଟାର ବିଚିତ୍ର ଲାଧି ମାରିଲେ ଲୋକଟା ମାଟିତେ ପାଢ଼େ ଗିଯେ ବମି କ'ରେ ଫେଲିଲୋ । ତୌତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରନାୟ ସେ ଚିଂହ୍ୟ ଓ ପଦ୍ଧତି ଗୋଟାତେ ଲାଗଲୋ କରଣଭାବେ ।

ପ୍ରଚାନ୍ଦ କ୍ରୋଧେ ମେଲେଟା ହାଟୁ ଗେନ୍ଦେ ବ'ସେ ଚାକୁଟା ତୁଲେ ଧରିଲେ ଲୋକଟାର ବୁକେ ମାରାର ଜନ୍ୟେ ।

ଲୁଥାର ରିମୋଟଟା ନିଯେ ଦରଜାଟା ଖୋଲାର ଜନ୍ୟେ ପ୍ରାୟ ବୋତାମ ଚେପେଇ ଫେଲେଛିଲୋ ।

ତାର ବୁକେ ଏକଟା ଧାରାଲୋ ଚାକୁ ଧେଯେ ଆସିଛେ ଦେବେ ଲୋକଟା ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦିଯେ ଚିଂକାର ଦିଲୋ ।

ଲୁଥାର ଆବାରୋ ବରଫେର ମତୋ ଜ'ମେ ଗେଲୋ । ଧପାସ କ'ରେ ବେଡ଼ରମେର ଦରଜାଟା ଝୁଲେ ଗେଲେ ଲୁଥାରେର ଚୋଖ ସେଦିକେ ଗେଲୋ ।

ଛୋଟୋ ଛୋଟୋ କ'ରେ ଚୂଳ କାଟା ଏବଂ ସୁଟ ପରା ଦୁଃଖନ ଲୋକ ବଜ୍ରେର ବେଗେ ଘରେ ଚାକୁ ପଡ଼େଛେ । ଲୁଥାର କିଛୁ କରାର ଆଗେଇ ତାରା ପରିଶ୍ଵିତିଟା ହିସେବ କ'ରେ ସିନ୍ଧାନ୍ତ ନିଯେ ଫେଲିଲୋ ।

ଦୁଟୋ ଅନ୍ତରେ ଗର୍ଜେ ଉଠିଲୋ ଏକ ସଙ୍ଗେ ।

* * *

କେଇଟ ହଇଟନି ନିଜେର ଅଫିସେ ବ'ସେ ଆରେକବାର ଫାଇଲଟାଙ୍କେ ଚୋଖ ବୁଲିଯେ ନିଲୋ ।

ଲୋକଟାର ଚାରଟା ଆଞ୍ଚଲେର ଛାପ ଛିଲୋ, ଗ୍ରେଫଟର୍ ହଲେଓ ବାକି ଛୟଟି ଘଟନାୟ କୋନୋ ମାମଲା ହ୍ୟାନି କାରଣ ତାର ଭୟେ କେଉଁ ସାଙ୍ଗୀଦେୟନି । ସେ ଆନ୍ତ ଏକଟା ଟାଇମ ବୋମା, ଆରେକଜନ ଶିକାରେର ଉପର ବିକ୍ଷୋରିତ ହସ୍ତାନ ଜନ୍ୟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହ୍ୟେ ଆଛେ । ତାର ସବ ଶିକାରଇ ନାରୀ ।

ଏଥନକାର ମାମଲାଟି ହତ୍ୟାର ଯା ଡାକାତି ଏବଂ ଧର୍ମଗେର ସମୟେ ସଂଘଟିତ ହ୍ୟେଛେ । ଏର ମାନେ ଭାର୍ଜିନିଯାର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତାର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ହବେ । ଏବାର ସେ ତାର ଜନ୍ୟେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଚାଇବେ । ଏର ଆଗେ ସେ କାରୋର ଜନ୍ୟେଇ ଏମନ ଶାନ୍ତି ଚାଇନି । ତବେ କେଉଁ ଯଦି ଏଟାର

ଆପ୍ଯ ହେଁ ଥାକେ ତବେ ଦେଟା ଏହି ଲୋକଟିଇ ।

କେଇଟ ଦୁ'ଚୋର ସବେ ଏକଟା ରାବାର ବ୍ୟାବ ଦିଯେ ଚାଲିବା ବେଳେ ନିଯେ ତାର ଛୋଟ ଆର ସାଦାମାଟା ଅଫିସଟାର ଚାରପାଶେ ତାକାଲୋ । ଚାରପାଶେ ମାମଲାର ନଥିସମୂହର ଯେ ଶ୍ତୃପ ଏଟା ବୋଧହୟ କବନଇ ଥାମବେ ନା । ଅବଶ୍ୟଇ ଥାମବେ ନା । ତାଇ ତାକେଓ କାଜ କରେ ଯେତେ ହବେ ଅବିରାମ ।

ମାଥା ଝାଁକିଯେ ହାତ୍ୟଡ଼ିଟାର ଦିକେ ତାକାଲୋ ସେ । ବାରୋଟା ବେଜେ ଗେଛେ । ଏକଟୁ କଫି ପାନ କରିଲୋ । ଶେବ ସ୍ଟାଫ ଏଟର୍ନି ପାଂଚ ସଙ୍ଟା ଆଗେ ଅଫିସ ଛେଡ଼େ ଚଲେ ଗେଛେ । ଧୋଯାମୋହାର କାଜେର ଲୋକେରା ଗେଛେ ତିନ ସଙ୍ଟା ଆଗେ । ସେ ହଲଓୟେ ଦିଯେ ରାନ୍ନା ଘରେ ଚଲେ ଏଲୋ ।

ଏକ କାପ କଫି ନିଯେ ଆବାର ଅଫିସେ ଫିରେ ଏସେ ଜାନାଲାର ସାମନେ କିନ୍ତୁକଣ ଦାଂଡ଼ାଲୋ । ଏକ ବହର ଧରେ ସେ କୋନୋ ଡେଟ କରେନି । ଦୀର୍ଘାସ୍ମୀ ଏବଂ ହାଲକାପାତଳା ଗଡ଼ନ ତାର, ହ୍ୟାତୋ ଶୁକନୋଇ ବଲା ଚଲେ । କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଚାର ମାଇଲ ଦୌଡ଼ାନୋର ନିୟମଟା ଏବନ୍ଦ ବାଦ ଦେଇନି । ଆର ସାରା ଦିନେ ମାତ୍ର ଦୁଟୋ ସିଗାରେଟ ଖାଯେ ସେ, ଆଶା କରିବେ ସୁବ ଜଲଦିଇ ପୁରୋପୁରି ଛେଡ଼େ ଦେବେ ।

ଅନିୟମେର ଫଲେ ନିଜେର ଶରୀରଟାକେ ନଷ୍ଟ କରେ ଫେଲାର ଜନ୍ୟ ଆକ୍ଷେପ ହଲୋ । ଏକଟାର ପର ଏକଟା ମାମଲାର ପେହନେ ଛୁଟେ ବେଡ଼ାନୋର ଫଲେ ଏମନଟି ହଚେ । କିନ୍ତୁ ଏ ଛାଡ଼ା ଆର କୀଇବା ସେ କରିବେ? କସମୋପୋଲିଟାନ ମେଯେଦେର ମତୋ ରୂପଚର୍ଚା କରା ତାର ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନଯ । ତାର କାଜ ହଲୋ ଯାରା ଆଇନ ଭନ୍ଦ କରେ, ଲୋକଜନେର କ୍ଷତି କରେ ତାଦେର ଶାନ୍ତି ଦେଇବାଟା ନିଶ୍ଚିତ କରା ।

ଦିନେ ଉନିଶ ସଙ୍ଟା କାଜ କରେ ତାର ଉନିଶ ବହର ବସିର ଚେହାରଟା ଏକଟୁ ମଲିନ ହେଁ ଗେଛେ । କଲେଜ ଜୀବନେ ତାକେ ଦେଖିଲେ ଛୋକରାରା ଘାଡ଼ ଘୁରିଯେ ଦେଖିତୋ । ଶତ ତରଣେର ବୁକେ ହଦ୍ସପନ୍ଦନ ବାଢ଼ିଯେ ଦିତୋ ସେ । କିନ୍ତୁ ଏବନ ମନେ ହଚେ ତିଶେ ପା ଦିତେଇ ତାର ରୂପ ଆରୋ ମଲିନ ହେଁ ଯାବେ ।

ତବେ ଅନିୟମ ଆର ଖାଟୁନିର ତୁଳନାୟ ବିଗତ କଯେକ ବହର ଅରେ ସୌନ୍ଦର୍ୟ ଆର ଦେହସୌର୍ଷ୍ଟବ ବେଶ ଭାଲୋଇ ଛିଲୋ, ଏର କାରଣ ଅତିଉତ୍ସମ ଜିନି-ଉତ୍ସରାଧିକାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଓଯା ଏହି ଜିନଇ ତାକେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଅମଲିନ ରେଖେହେ କ୍ଷେତ୍ରେ ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ । ପରକ୍ଷଣେଇ ତାର ନିଜେର ବାବାର କଥା ମନେ ପାଢ଼େ ଗେଲୋ ଭୋବଲୋ, ସବ କ୍ଷେତ୍ରେ ଭାଲୋ ଜିନ-ଏର ବ୍ୟାପାରେ ସେ ମୋଟେଇ ଭାଗ୍ୟବାନ ନଯ । ତାର ବ୍ୟାପାରେ କିନା ଅନ୍ୟେର ଜିନିସ ଚୁରି କରେ ଭାନ କରେ ଶାଭାବିକ ଜୀବନ୍ୟାପନ କରିବେ । ଏମନ ଏକଜନ ମାନୁଷ ଯେ, ନିଜେର ଦ୍ଵୀ ଆର କଳ୍ୟାକେଓ ପ୍ରତାରିତ କରିବେ । ଏରକମ ମାନୁଷେର ଉପର କେଉ ନିର୍ଭର କରିବେ ପାରେ ନା ।

ନିଜେର ଡେକ୍ସ୍ ବସେ କଫିତେ ଚମୁକ ଦିଲୋ । ଫୋନଟା ତୁଲେ ବାଢ଼ିତେ ଫୋନ କରେ ଯେତେ ମେସେଜ ଚେକ୍ କରିଲୋ । ପାଂଚଟା ମେସେଜ ଏସେହେ । ଦୁଟୋ ଉକିଲଦେର କାହିଁ ଥିଲେ, ଏକଟା ପୁଲିଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟା ଏସେହେ ଏକ ତଦ୍ଦତ୍ତକାରୀର କାହିଁ ଥିଲେ ଯେ ଅସମ୍ଭବ ତାକେ ଫୋନ

ক'রে অথবীন সব তথ্য দিয়ে থাকে। তাকে ফোন নাঘার বদলাতে হবে। শেষ মেসেজটা অসমাঞ্ছ। তবে সে অন্যথাণ্টে খুবই নিচু শব্দে নিঃশ্বাস নেবার শব্দ শুনতে পেলো। শব্দটা তার কাছে একটু পরিচিত ব'লে মনে হলো, তবে ঠিক ক'রে চিনতে পারলো না।

কফিটা তার শিড়ায় শিড়ায় পৌছে গেলে ফাইলটাতে আবার মনোযোগ দিলো। ছোট্ট বুকসেলফটার দিকে তাকালো সে। স্টেটার উপর তার মৃত মা'র একটা পুরনো ছবি রাখা আছে। ছবিতে দশ বছর বয়সের কেইটও রয়েছে। ছবিটা থেকে লুখুর লাইটনিকে কেঁটে বাদ দেয়া হয়েছে। মা এবং কন্যার পাশে একটা বড় ফাঁক। একটা বড় শূন্যতা।

* * *

“হায় ঈশ্বর!” আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এক হাতে নিজের আহত হওয়া হাতটা চেপে ধ'রে উঠে বসলেন। তার বিচিত্রে মারাত্মক আঘাত লেগেছে। “হায় হায়, বিল, তুমি দেখছি মেয়েটাকে মেরেই ফেলেছো!” একজন তাঁকে ধরে উঠে বসতে সাহায্য করলো। অন্যজন মেয়েটার অবস্থা চেক ক'রে দেখছে দুটো ভারি ক্যালিবারের বুলেট মেয়েটার মাথা ভেদ করেছে।

“আমি দুঃখিত স্যার, সময় ছিলো না। আমি আসলেই দুঃখিত।”

এই কাজের আগে বিল বার্টন বারো বছর ধরে সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্ট হিসেবে এবং আট বছর মেরিলিয়ান স্টেট ট্রিপারের কাজ করেছে। তারই ছোড়া একটা গুলি দারুণ সুন্দরী এক মেয়ের মাথায় লেগেছে। এতোদিনের ট্রেনিং থাকা সত্ত্বেও সে এখন দুঃস্বপ্ন দেখা স্কুলবালকের মতোই কাঁপছে।

দায়িত্বে থাকাকালীন সময়ে সে এর আগেও খুন করেছে, একটা শুধুমাত্র থামানোর সময় আচম্ভাই এক ফেরারি অটোমেটিক অস্ত্র নিয়ে গুলি করতে উদ্যোগ হলে সে গুলি ক'রে তাকে ধরাশায়ী ক'রে ফেলেছিলো।

মাটিতে প'ড়ে থাকা ছোট্ট নগ্ন মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে সে অসুস্থবোধ করলো। তার পার্টনার টিম কুলিন তার দিকে তাকিয়ে তার হাতস্থ ধরলে বার্টন ঢোক গিলে মাথা দোলালো। তাকে এটা সামলাতে হবে।

তারা খুব সাবধানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এলান জে রিচমন্ডকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলো। তরুণ-বৃন্দের কাছে একজন রাজনৈতিক নায়ক তিনি, কিন্তু এখন, একদম ন্যাংটা আর মাতাল। প্রেসিডেন্ট তাদের দিকে মুখ তুলে তাকালেন। “মরে গেছে?” কথাটা একটু কাঁপা কাঁপা শোনালো। তাঁর চোখ দুটো দেখে মনে হচ্ছে সেটা যেনো টালমাটাল কোনো মার্বেল।

“হ্যা, স্যার।” কলিন রুক্ষভাবে জবাব দিলো। প্রেসিডেন্ট মাতাল হোক আর না

হোক তুমি তাঁর কোনো প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পারো না ।

বার্টন পেছনে ফিরে তাকালো এবার । মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আবার প্রেসিডেন্টের দিকে তাকালো সে । এটাই তাদের কাজ, তার কাজ । এই শালার প্রেসিডেন্টকে রক্ষা করার জন্যে যা করার দরকার তাই করতে হয় তাদের । কোনো অজুহাত নেই ।

প্রেসিডেন্টের ঠোট দুটো এমনভাবে বেঁকে গেলো যেনো তিনি হাসছেন । অবশ্যই সেটা হাসি নয় । প্রেসিডেন্ট উঠে দাঁড়ালেন ।

“আমার কাপড় চোপড় কোথায়?” তিনি জানতে চাইলেন ।

“এই তো এখানে, স্যার ।” বার্টন কাপড় চোপড়গুলো তুলে নিলো । ওগুলোতে রক্তের দাগ পড়ে গেছে – এঘরের সবখানেই এরকম দাগ পড়েছে ।

“তো, আমাকে তুলে উঠাও, কাপড় পরাও । কোথায় যেনো আমাকে একটা বক্তৃতা দিতে হবে, তাই না?” তিনি অঙ্গুতভাবে হাসলে বার্টন আর কলিন একে অন্যের দিকে তাকালো ।

* * *

গুলির শব্দটা যখন হলো তখন চিফ অব স্টাফ গ্লোরিয়া রাসেল দোতলার বাথরুমে ছিলো । বাথরুম থেকে ঐ ঘরটা খুব বেশি দূরে নয় ।

প্রেসিডেন্টের এরকম অনেক প্রমোদবিহারেই সে সঙ্গী হয়েছে । এসবে অভ্যন্ত না হয়ে বরং প্রতিটি ঘটনা তার মধ্যে তিঙ্গতার জন্য দিয়েছে । তার বস্ এই পৃথিবীর সবচাইতে শক্তিশালী মানুষটা সেলিব্রিটি পতিতা আর রাজনৈতিক বেশ্যাদের সঙ্গে নিয়মিত বিছানায় যায় । এটা তাঁর দায়িত্বের চেয়েও বেশি কিছু । রাসেল এসব পাঞ্চা না দেবার চেষ্টা করে ।

প্যান্টিটা টেনে নিজের ব্যাগটা হাতে নিয়ে দরজা খুলে দ্রুত বের হয়ে এলো সে । হিল জুতা পরেও প্রায় দৌড়ে ছুটে চললো রাসেল । বেডরুমের দরজার সামনে আসতেই এজেন্ট বার্টন তাকে থামালো ।

“ম্যাম, আপনি এটা দেখতে চাইবেন না, খুব বাজে জিসিস ।”

সে বার্টনকে পাশ কাটিয়ে চুকেই থম্কে দাঁড়ালো । প্রথমেই তার মনে হলো এ ঘর থেকে দৌড়ে লিমোতে ক'রে অন্য রাজ্য চলে আবে । এমনকি এই অসহ্য দেশটা ছেড়েই । সে ক্রিস্টি সুলিভানের জন্য দুঃখিত হলো না, কারণ এই মেয়েটা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করার জন্যে মুখিয়ে ছিলো । দুই বছর ধরে মেয়েটা এই লক্ষ্যের পেছনেই ছুটছিলো । তো, কখনও কখনও তুমি যা চাও তা পাও না । আবার কখনও কখনও তুমি খুব বেশিই পেয়ে যাও ।

রাসেল একটু ধাতঙ্গ হয়ে এজেন্ট কলিনের মুখোমুখি হলো ।

“আরে, হয়েছিলো কি?”

চিম কলিনের বয়স কম কিন্তু জান্দরেল আর নিজের দায়িত্বের ব্যাপারে সে ভীষণ আন্তরিক। তাকে যে লোকটাকে রক্ষা করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, সেই কাজ গভীর নিষ্ঠার সাথেই ক'রে যাচ্ছে। প্রেসিডেন্টের রক্ষা করার জন্যে তার প্রশিক্ষণ রয়েছে, আর সময় যখন আসবে তখন সে তাই করবে, এ ব্যাপারে তার মনে কোনো প্রশ্ন নেই। কয়েক বছর আগে, প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী এলান রিচম্বন যখন একটা শপিং সেন্টারের সামনে বক্তৃতা দিতে যাবে তখন এক ঘাতক জনতার ভীড় থেকে এসে হামলা করতে গেলে সে তাকে প্রতিরোধ করতে পেরেছিলো। ঘাতক তার পক্ষে থেকে পিস্তলটা বের করার আগেই কলিন তাকে ভূত্পাতিত ক'রে ফেলেছিলো। কলিনের কাছে তার জীবনের লক্ষ্য একটাই, এলান রিচম্বনকে রক্ষা করা।

গ্রেরিয়া রাসেলের কাছে ঘটনাটি গুছিয়ে বলতে এজেন্ট কলিনের এক মিনিট সময় লাগলো। বার্টন নিঃশব্দে কেবল সায় দিয়ে গেলো।

“হয় তাঁকে বাঁচাতে হোতো, নয়তো মেয়েটাকে বাঁচাতে হোতো, মিস্ রাসেল। এছাড়া আর কোনো পথ ছিলো না আমাদের।” বার্টন এ কথা বলে বিছানায় শোয়া প্রেসিডেন্টের দিকে তাকালো। সম্পূর্ণ নগ্ন প্রেসিডেন্টের গোপন অঙ্গটি বিছানার চাদরে ঢেকে রাখা হয়েছে।

“তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছে তুমি কোনো কিছু শুনতে পাওনি? এসবের আগে কোনো ধন্তাধন্তির শব্দ?” সে ঘরটার দিকে ইঙ্গিত ক'রে বললো।

এজেন্ট দু'জন একে অন্যের দিকে তাকালো। তারা তাদের বসের বেডরুম থেকে অনেক আওয়াজই শুনেছে। কিছু ধন্তাধন্তির শব্দ, কিছু অন্যরকম। কিন্তু এরকমটি তো হরহামেশাই হয়ে থাকে।

“অস্বাভাবিক কিছু না,” বার্টন জবাব দিলো। “তারপরই আমরা প্রেসিডেন্টের চিংকার শুনে এখানে আসি। এই চাকুটা খুব স্মৃতবত তার বুক থেকে মাঝে তিন ইঞ্জিং দূরে ছিলো। গুলি করা ছাড়া কোনো পথ ছিলো না।”

সে গ্রেরিয়ার দিকে তাকাতে পারছে না। কলিন আর সে জান্দের কাজ করেছে, এই মহিলা তো কিছু বলতে পারবে না। তাদের ঘাড়ে দোষ চাপ্পানোও হবে না।

“ঘরে একটা চাকুও ছিলো?” সে বার্টনের দিকে অবিশ্বাস্য চোখে তাকালো।

“আমার যদি ক্ষমতা থাকতো তবে প্রেসিডেন্টকে এই ফৃত্তির সুযোগই আমি দিতাম না। ঘরটা তল্লাশী করার সময় তিনি আমার দেননি।” সে মহিলার দিকে তাকালো। “তিনি প্রেসিডেন্ট, ম্যাম,” সে এমনভাবে বললো যেনো নিজেকে সমর্থন করছে। রাসেলও বুঝতে পারলো।

রাসেল ঘরটার চারপাশে তাকালো। এলান রিচম্বনের কাছ থেকে ডাক পাওয়ার আগে সে ছিলো স্ট্যানফোর্ডের একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক। তিনি খুবই প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ ছিলেন, সবাই তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে উদ্গীব ছিলো। প্রেসিডেন্ট হবার লড়াইয়ে তাঁর সঙ্গে কাজ করাটা তো দূর্লভ সুযোগ ছিলো।

বর্তমানে সে চিক অব স্টোফ, আর রিচমন্ড যদি পুনঃনির্বাচিত হোন সামনের নির্বাচনে তবে সে সেক্রেটারি অব স্টেট হবে। সবাই আশা করছে তিনি খুব সহজেই পুনঃনির্বাচিত হতে পারবেন। তাদের দু'জনের ভবিষ্যৎই দিনদিন উজ্জ্বল হচ্ছে। কিন্তু এখন? সে একজন মৃত নারী আর মাতাল প্রেসিডেন্টের সাথে এমন এক বাড়িতে আছে যেটা আসলে খালি ধাকার কথা।

বার্টন দিকনির্দেশনা চাইলো। “আপনি কি চাচ্ছেন আমি পুলিশকে ফোন করি, ম্যাম?”

রাসেল তার দিকে এমনভাবে তাকালো যেনো সে পাগল হয়ে গেছে। “বার্টন, তোমাকে আমার মনে করিয়ে দেবার দরকার যে, আমাদের কাজ হচ্ছে সব সময় সর্বক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টকে রক্ষা করা – এবার আমি এরকম একটা উদাহরণ দেখতে চাই। বুঝেছো?”

“ম্যাম, মেয়েটা মরে গেছে। আমার মনে হয় –”

“ঠিক বলেছো। তুমি আর কলিন গুলি ক'রে তাকে মেরেছো।” কথাটা রাসেলের মুখ থেকে উচ্চারিত হবার পর সবাই চুপ মেরে গেলো। কলিনের একটা হাত অজান্তে ই তার হোলস্টারের পিস্টলটার দিকে চলে গেলো। সে মৃত মিস্ সুলিভানের দিকে এমনভাবে তাকালো যেনো তাকে পুনঃজীবিত করতে পারবে।

বার্টন তার চওড়া কাঁধটা নিয়ে রাসেল গ্রেরিয়ার দিকে এমনভাবে এগিয়ে এলো যেনো দু'জনের উচ্চতার পার্থক্যটা স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দেয়া যায়।

“আমরা যদি গুলি না করতাম, প্রেসিডেন্ট মরে যেতেন। এটাই আমাদের কাজ। প্রেসিডেন্টকে নিরাপদ আর সুরক্ষা রাখা, ম্যাম।”

“ঠিক বলেছো, বার্ন। তুমি প্রেসিডেন্টের জীবন বাঁচিয়েছো, কিন্তু এখন তাঁকে পুলিশ, তাঁর স্ত্রী, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, আইনজীবি, মিডিয়া, কংগ্রেস, ফিন্যান্সিয়াল মার্কেট এবং সমগ্র দেশবাসীর কাছ থেকে কিভাবে বাঁচাবে? কী ব্যাখ্যা দেবে তাঁদেরকে? তিনি কেন এখানে? বলো, কী বলবে? তুমি এবং কলিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচাইতে ধনী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তির স্ত্রীকে কোন্ পরিস্থিতিতে গুলি করেছো? এসেরেং দায়দায়িত্ব যদি নিতে চাও, তবে ফোন করো।”

বার্টনের চেহারার রঙ বদলে গেলো। তার বিশালাকৃতিটা এখন অর্থহীন বলৈ মনে হচ্ছে। একটু দূরেই কলিন ঠায় দাঁড়িয়ে তাদেরকে দেখছে। বিল বার্টনের সঙ্গে কখনও কাউকে সে এমনভাবে কথা বলতে দেখেনি। বিশালদেহীর বার্টন এই মহিলাকে এক চড়েই কাবু করতে পারে।

বার্টন আরেকবার মৃদহেটার দিকে তাকালো। এটা তুমি কিভাবে ব্যাখ্যা করবে? জবাবটা খুব সহজ : তুমি তা করতে পারবে না।

রাসেলের কথাই ঠিক। সে মাথা নেড়ে একটু হাসলো। এটা তাকেই সামলাতে হবে।

“যাও, কফি খেয়ে আসো, পুরো এক মগ খাবে,” একটু কর্তৃত্বের সঙ্গেই কথাটা সে বললো। “তারপর সামনের দরজার কাছে থেকো, ঘটনাক্রমে কেউ শেষ রাতে এসে পড়তে পারে হয়তো।

“কলিন, ভ্যানের কাছে যাও, জনসন আর ভার্নির সঙ্গে কথা বলো। তাদেরকে এসব কিছুই বোলো না। তাদেরকে কেবল বোলো যে, একটা ছোটোখাটো দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, প্রেসিডেন্ট সুস্থ আছেন। এর বেশি নয়। তাদেরকে এজন্যে ওখানেই থাকতে হবে। বুঝলে? তোমাকে দরকার হলে আমি ডাকবো। আমাকে এটা নিয়ে একটু ভাবতে হবে।”

‘বার্টন এবং কলিন মাথা নেড়ে চলে গেলো। কর্তৃপক্ষের কোনো আদেশ অমান্য করার ব্যাপারে তারা দু’জনে অভ্যন্ত নয়।

* * *

মেয়েটার মাথায় গুলি করার পর থেকে লুথার একটুও নড়েনি। সে দারুণ ভয় পেয়ে গেছে। সম্ভিত ফিরে পেয়ে অবশ্যে তার দু’চোখ ঘরের মধ্যে মেয়েটাকে খুঁজে বেড়ালো, একটু আগেও যে জীবন্ত ছিলো। অপরাধী হিসেবে তার সুদীর্ঘ সময়ে এর আগে মাত্র একবারই কাউকে চোখের সামনে খুন হতে দেখেছে। তিন তিনটি দণ্ড পাওয়া এক শিশু-যৌন-নিপীড়নকারীকে জেলের ভেতরে সহকয়েদী একজন শক্ত রড দিয়ে ঘাড়ে আঘাত ক’রে হত্যা করেছিলো। তবে ঐ ঘটনা থেকে এখনকার ঘটনাটি একেবারেই আলাদা। এটা এমন যেনো একমাত্র যাত্রী হিসেবে কোনো জাহাজে ক’রে বিদেশের কোনো বন্দরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। কোনো কিছুই চেনা জানা লাগছে না। তার দু’পা কাঁপতে লাগলে সে চেয়ারটাতে ব’সে পড়লো।

সে দেখলো রাসেল মৃত মেয়েটির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, তার ভাকে স্পর্শ করলো না। পকেট থেকে রুমাল বের ক’রে পাশে প’ড়ে থাকা ছিঠি খোলার চাকুটা রুমাল দিয়ে ধ’রে ভালো ক’রে সেটার দিকে লক্ষ্য করলো। এই জিনিসটা তার বস্কে প্রায় শেষই ক’রে ফেলেছিলো। আর এটার জন্যেই আরেকজনের জীবনাবসান হয়েছে। সে খুব সাবধানে চাকুটা চামড়ার ব্যাগে রেখে দিলো। ব্যাগটা নাইটস্ট্যান্ডের পাশে রেখে রুমালটা পকেটে ভরে নিলো।

প’ড়ে থাকা লাশটার দিকে তাকিয়ে সে বিচ্ছিন্নের রুচির প্রশংসা করলো মনে মনে। তাঁর সব ‘সঙ্গীনিই’ ধনবান আর প্রভাবশালী এবং তারা সবাই বিবাহিত। এতে ক’রে প্রেসিডেন্টের এই লীলাখেলার ব্যাপারটি কোনো ট্যাবলয়েডে প্রকাশিত হয় না। যেসব নারীদেরকে তিনি বিছানায় নেন, খবরটা জানাজানি হলে তারাও প্রেসিডেন্টের মতো সমান ক্ষতির শিকার হবেন, সুতরাং দু’তরফ থেকেই এটা গোপন থাকে।

আর পত্রপত্রিকা। রাসেল হাসলো। যেরকম সময়ে তিনি বাস করেন তাতে তিনি

জনগণকে না জানিয়ে একটু উকিও মারতে পারেন না, একটা সিগারেট খেলেও সেটা জানাজানি হয়ে যায়। কিন্তু জনগণ যা জানে, তা সত্যের অতি শুধু অংশ। প্রেসিডেন্টের চারপাশে যারা আছে তারা অত্যন্ত দক্ষ এবং বিশ্বস্ত। তারা যে কোনো ঝানু সাংবাদিককেও ধোকা দিতে পারঙ্গম। প্রেসিডেন্ট যদি চান তবে কাউকে না জানিয়েই যেকোনো জায়গায় যেতে পারেন। যতোক্ষণ খুশি তিনি লোক চক্ষুর আড়ালে থাকতে পারেন।

সিক্রেট সার্ভিস। তারা সেরারও সেরা। এই এলিট ফ্রপটি এটা প্রমাণ করতে পেরেছে যে, এরকম কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা তারা বেশ ভালোভাবেই করতে সক্ষম।

বিকেলে ক্রিস্টি সুলিভান নর্থওয়েস্টের একটা বিউটিপার্লার থেকে বের হয়ে এসেছিলো। এক ব্রক হেটে আসার পর সে একটা এপার্টমেন্ট ভবনের ফয়ারে ঢুকে পড়লো। ত্রিশ সেকেন্ড বাদে লম্বা একটা আলখেল্লা ব্যাগ থেকে বের ক'রে গায়ে চাপিয়ে বের হয়ে এলো। তার চোখ ঢাকা সানগ্লাসে। কয়েক ব্রক হেটে মেট্রোসেন্টার থেকে একটা রেড-লাইন মেট্রো ট্রেনে উঠে পড়লো। মেট্রো থেকে নেমে আরো দু'ব্রক হাটলো। তারপর ধ্বংস ক'রে ফেলা হবে এরকম দুটো ভবনের মাঝখানের গলিতে ঢুকে পড়লো। দুই মিনিট পর, জানালা ঢাকা একটা একটা গাড়ি গলি থেকে বের হয়ে এলো। গাড়িটা চালাঞ্চিলো কলিন। পেছনের সিটে ক্রিস্টি সুলিভান। সে বিল বার্টনের সঙ্গে একটা গোপন জায়গা থাকলো, তারপর সেখানে এসে প্রেসিডেন্ট যোগ দিলেন রাতের বেলায়।

সুলিভান এস্টেচটাকে বেছে নেয়া হয়েছে কারণ ক্রিস্টি যে এখানে যাবে সেটা কেউই প্রত্যাশা করবে না। রাসেল জানতো জায়গাটা একেবারেই ফাঁকা আর সুরক্ষিত।

চেয়ারে বসে চোখ বন্ধ করলো রাসেল। হ্যা, তার সঙ্গে এই বাড়িতে রয়েছে সিক্রেট সার্ভিসের সবচাইতে যোগ্য দু'জন সদস্য। আর এই প্রথমবারের মতো, এই সত্যটাই চিফ অব স্টাফকে ঘাবড়ে দিলো। আজ রাতে সঙ্গে থাকা চার জন এজেন্টই বিশ্বস্ত এবং দক্ষ। তারা প্রেসিডেন্টকে সামলাতে পারবে সেই সঙ্গে নিজেদের মুখটাও বন্ধ রাখবে। আজ রাতের আগ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট রিচমন্ডের বিবাহিত নারীদের সঙ্গে যৌনকর্মের শখটা হোচ্ট খায়নি, কিন্তু আজ রাতে এটা কেবল হোচ্টই খায়নি, চিরতরের জন্যে বুঝি তাঁর শখটাও মিটে যাবে। রাসেল মাথাটা ঝাকিয়ে পরিকল্পনা করার জন্য ভাবতে শুরু করলো।

* * *

লুথার চেহারাটা ভালো ক'রে দেখলো। বুদ্ধিদীপ্ত, আকর্ষণীয় কিন্তু কঠিন। সময় চলে যাচ্ছে কিন্তু সে নড়ছে না। তারপরই গ্লোরিয়া রাসেলের চোখ দুটো খুলে গেলো। ঘরের চারপাশে তাকালো সে। কোনো কিছুই বাদ দেয়া যাবে না।

তার চোখ যখন আয়নার দিকে পড়সো, তখন লুথার একটু ভড়কে গিয়ে পিছু হটে গেলো। তারপরই তার চোখ গেলো বিছানার দিকে। দীর্ঘ সময় ধরে সে ঘুমস্ত শোকটার দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর মেয়েটার মুখের দিকে তাকালো। লুথার বুঝতে পারলো না কেন। তার মুখে আধো হাসি ফুঁটে উঠলো।

সে উঠে দাঁড়িয়ে জনগণের নায়ককে ভালো ক'রে দেখলো। তাঁকে এখন খুব ভালো দেখাচ্ছে না। তার শরীরটা বিছানায় প'ড়ে থাকলেও একটা পা বিছানার বাইরে ঝুলে আছে। পরনে তার কিছুই নেই। একটা বিছানার চাদরে মূল্যবান প্রত্যঙ্গি কোনোরকম ঢাকা আছে।

তার চোখ প্রেসিডেন্টকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করতে লাগলে লুথার অবাক হয়ে ভাবলো সে দেখছেটা কী। গ্লোরিয়া রাসেল এ ঘরে ঢোকার আগে লুথার ভেবেছিলো একটু বাদেই সাইরেন বাজিয়ে এসুলেস আর পুলিশ আসবে। গোয়েন্দা আর ডাঙ্কার নার্সে ঘরটা ভরে যাবে। বাইরে জড়ো হবে সাংবাদিক আর টিভি ক্যামেরার ট্রাক। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এই মহিলার একটা ভিন্ন ধরণের পরিকল্পনা রয়েছে।

লুথার সিএনএন, বড়বড় নেটওয়ার্ক আর পত্রপত্রিকায় গ্লোরিয়া রাসেলকে অসংখ্যবার দেখেছে। তার বেশভূষা অসাধারণ। তীক্ষ্ণ নাক, গালের হাঁড় উচু, আভিজাত্যের প্রকাশভঙ্গী যেনো। তার চুলগুলো দাঁড়কাকের মতোই কালো এবং সেগুলো সোজা আর ঘাড় অবধি নামানো। চোখ দুটো বড়বড়, গভীর নীল রঙের, যেনো সাগরের জলেপূর্ণ দুটো পুকুর, যারা বেঞ্চেয়ালি তাদের জন্যে বিপজ্জনক। লুথার সাবধানে চেয়ারে বসে পড়লো। মহিলার কাজকর্ম গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকলো সে। এই মহিলা এমন একটা ঘরে আছে যেখানে রয়েছে একটা লাশ, একজন ক্ষমতাধর নগ্ন ব্যক্তি আর ভিন্ন একটা পরিস্থিতি। এটা এমন এক দৃশ্য যা লুথার মোটেই দেখতে চাচ্ছে না, কিন্তু সে তার চোখও সরাতে পারছে না।

দরজার দিকে তাকালো রাসেল, রুমালটা বের ক'রে দরজাটার হাত্তিল ধরে লক্ক ক'রে দিলো সেটা। ফিরে এসে আবার প্রেসিডেন্টের দিকে তাকালো। তার হাতটা উঠতেই লুথারের মনে হলো অন্য রকম কিছু হতে যাচ্ছে, কিন্তু সে কেবল হাত দিয়ে প্রেসিডেন্টের মুখে আল্টো ক'রে চাপড় মারলে লুথার স্বত্ত্বাল নিঃশ্বাস ফেললো, কিন্তু পরক্ষণেই হাতটা প্রেসিডেন্টের বুকে রাখলে আড়ষ্ট হয়ে গেলো সে, ঘন লোমের মধ্যে হাত চালিয়ে তাঁর পেটের দিকে গেলো। গভীর ঘুমে থাকা সত্ত্বেও পেটটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে উঠছে নামছে।

এরপর নাভির নিচ থেকে চাদরটা ধরে একটানে সরিয়ে মাটিতে ফেলে দিলো। তার হাত লিঙ্গের দিকে গেলো। মুঠোতে ধরে রাখলো সেটা। আবারো দরজার দিকে তাকিয়ে প্রেসিডেন্টের দিকে হাঁটু গেঁড়ে ঝুঁকে পড়লো সে। এবার লুথারকে দু'চোখ বক্ষ করতেই হলো। সে এই দৃশ্যটা দেখতে চাচ্ছে না।

কয়েক মুহূর্ত কঁটে গেলে লুথার চোখ খুললো। গ্লোরিয়া রাসেল তার প্যান্টিটা

খুলে ফেলে সুন্দরভাবে চেয়ারের উপর মেলে রাখলো। এবার সে খুব সাবধানে অচেতন প্রেসিডেন্টের ওপর উঠে বসলো।

লুধার আবারো চোখ বঙ্গ করলো। সে ভাবলো তারা কি বিছানার খ্যাচখ্যাচ শব্দটা নিচ থেকে শুনতে পাচ্ছে কিনা। সম্ভবত না, যেহেতু বাড়িটা খুবই বড়। আর যদি শোনেও তারা করবেটা কী? দশ মিনিট পরে, লুথার লোকটার একটা ছেষ্ট এবং অনিছাকৃত গোঙানী আর মহিলার কঠে শিঙ্কার শুনতে পেলো। কিন্তু লুথার তার চোখ বঙ্গই রাখলো। কেন, তা নিশ্চিত ক'রে বলতে পারবে না। তার কাছে মনে হলো এটা বন্য ভয় আর তিক্তার সংমিশ্রণ যা মৃত মহিলাকে অসম্মান করছে।

লুথার যখন চোখ খুললো দেখতে পেলো রাসেল তার দিকেই চেয়ে আছে। তার হৃদস্পন্দন থেমে গেলো কয়েক মুহূর্তের জন্যে, তারপরই তার মন্তিক তাকে বললো, ভয়ের কিছু নেই। মহিলা খুব দ্রুত তার প্যান্টিটা পরে নিলো। এরপর, দৃঢ়তার সঙ্গে তার লিপস্টিকটা লুকিংগ্লাসে ঠিক ক'রে নিলো।

তার মুখে এক চিলতে হাসি দেখা যাচ্ছে। গাল দুটো রক্ষিত হয়ে গেছে। তাকে খুব কম বয়সী দেখাচ্ছে এখন। লুথার প্রেসিডেন্টের দিকে তাকালো। তিনি গভীর ঘূমে ভুবে আছেন, হয়তো মধুর স্বপ্ন দেখছেন। লুথার আবার রাসেলের দিকে তাকালো।

এই মহিলাটি একটা লাশসমেত ঘরে একা একা সরাসরি তার দিকে তাকিয়ে হাসছে, এই দৃশ্যটি সত্যি ঘাবড়ে যাবার মতো। অবশ্য মহিলা জানে না আয়নার ওপাশে লুথার আছে। মহিলার চেহারায় শক্তি আছে। এরকম ভঙ্গী লুথার এঘরে ইতিমধ্যেই দেখেছে। এই মহিলাটিও খুব বিপজ্জনক।

* * *

“আমি এই পুরো ঘরটা পরিষ্কার দেখতে চাই, কেবল ওটা বাদে,”^{৩৫} রাসেল মৃত মিস সুলিভানের দিকে ইঙ্গিত ক'রে বললো। “একটু দাঁড়াও। মেম্মটার্স পুরো শরীরেই হয়তো তাঁর চিহ্ন লেগে আছে। বার্টন আমি চাই তুমি যেহেতু শরীরের প্রতিটি ইঞ্জিন চেক ক'রে দ্যাখো, আর এমন কিছু যদি খুঁজে পাও যা তুমনে থাকার কথা নয়, আমি চাই সেটা অদৃশ্য ক'রে দেবে। এরপর তাকে পোশাক প্রদাবে।”

হাতে গ্লাভস্ পরে বার্টন আদেশ অনুযায়ী কাজে লেগে গেলো।

কলিন প্রেসিডেন্টের পাশে ব'সে লোকটাকে জোর ক'রে আরেক কাপ কফি খাওয়ালো। রাসেল তাঁর পাশেই বসলো। প্রেসিডেন্টের হাতটা নিজের হাতে নিলো সে। এখন তার পরনে পোশাক রয়েছে, কেবল তাঁর চুলগুলো এলোমেলো। আহত হওয়া হাতটাতে ভালোভাবে ব্যান্ডেজ করা হয়েছে। তাঁর স্বাস্থ্য চমৎকার। খুব সহজেই সেরে উঠবেন।

“মি: প্রেসিডেন্ট? এলান? এলান?” রাসেল তার মুখটা ধরে তার দিকে জ্বর করে ফেরালো।

তাঁর কি সেই জ্ঞান আছে এই মহিলা তাঁর সঙ্গে কি করেছে? রাসেল তাতে সন্দেহ করলো। তিনি আজরাতে মেয়েটার সঙ্গে শুভে খুবই মরিয়া ছিলেন, একটা মেয়ের ভেতরে চুক্তে চেয়েছিলেন। সে তার শরীর তাঁকে দান করেছে, টেকনিক্যালি তাঁকে ধর্ষণ করেছে। অকৃতপক্ষে সে একেবারে নিশ্চিত সে একজন পুরুষের স্বপ্ন পূরণ করেছে কেবল।

প্রেসিডেন্ট একটু ধাতস্থ হলে কলিন তাঁর ঘাড়ে মেসেজ করলো। রাসেল হাত ঘড়িটা দেখলো। রাত দুটো বাজে। তাদেরকে ফিরে যেতে হবে। রাসেল তাঁর গালে আলত্তো করে চাপড় মারলো। সে বুঝতে পারছে কলিন আড়ষ্ট হয়ে আছে।

“এলান, তুমি কি তার সাথে ওটা করেছো?”

“কি ...”

“তার সাথে কি ওটা করেছো?”

“কি ... না। মনে হয় না। মনে পড়ছে না

“তাকে আরো কফি দাও, জোর করে খাওয়াও, ওকে একটু ভদ্রস্থ করো।” কলিন মাথা নেড়ে কাজে নেমে পড়লো। রাসেল বার্টনের কাছে গেলো, সে এখন মিসেস সুলিভানের শরীরের প্রতিটি ইঞ্জিং খুঁজে দেখছে।

বার্টন অসংখ্য পুলিশী তদন্ত করেছে। সে জানে গোয়েন্দারা ঠিক কোন্ কোন্ জিনিস খুঁজে দেখে এবং কোথায় কোথায় খোঁজে। সে কখনও ভাবেনি তার সমন্ত দক্ষতা, জ্ঞান তদন্তকার্যকে বিভ্রান্ত করার কাজে ব্যবহার করা হবে। কিন্তু এমন ঘটনাও তো কখনও ঘটেনি।

ঘরের চারপাশে তাকালো সে। তারা মেয়েটার গলার দাগ আর আনুবীক্ষণিক নমুনাগুলোর কিছু করতে পারবে না। তারা যাই করুক মেডিক্যাল এজামিনাররা সবই খুঁজে পাবে। অবশ্য এসব আলামত দেখে প্রেসিডেন্টকে তো আর অভিযুক্ত করা যাবে না। তাঁকে কোনোভাবেই চিহ্নিত করা সম্ভব হবে না।

বার্টন মৃত নারীকে এবার প্যান্টি পরাতে শুরু করলো।

“মেয়েটাকে চেক করো।”

বার্টন তাকিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলো।

“চেক করো তাকে!” রাসেলের ভুরু কপালে উঠে গেলো। বার্টন তাকে হোয়াইট হাউজের স্টাফদের সঙ্গে এরকম করতে দেখেছে অসংখ্যবার। তারা সবাই তাকে ভয় পায়। সে তাকে ভয় পায় না। তবে তার কাছ থেকে সবসময়ই একটু দূরে থাকে। রাসেলের কথা মতোই সে কাজ করলো। প'ড়ে যাবার পর দেহটা যেভাবে ছিলো ঠিক সেভাবেই রাখলো। মাথা ঝাঁকিয়ে সে রাসেলকে কাজ শেষ করার ইঙ্গিত করলো।

“তুমি নিশ্চিত?” রাসেলের মুখ দেখে মনে হলো সে সম্ভষ্ট নয়। যদিও সে জানে

প্রেসিডেন্ট মেয়েটার ভেতরে ঢোকার সময় পায়নি। অথবা চুকলেও কাজ শেষ করতে পারেনি। কিন্তু কোনো চিহ্ন তো আছেই। আজকাল এরকম নমুনা শনাক্ত করা যায়। কিছু থেকে গেলে ডয়ংকর কাও হয়ে যাবে।

“আরে, আমি তো কোনো গাহনি নই। কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না, আর সঙ্গে ক'রে তো মাইক্রোস্কোপও নিয়ে আসিনি।”

অনেক কিছুই করতে হবে, কিন্তু রাসেল জানে সময় খুব বেশি নেই।

“জনসন আর ভার্নি কি কিছু বলেছে?”

কলিন তাকিয়ে দেখলো যেখানে প্রেসিডেন্ট চার নম্বর কফিটা পান করছে। “কী হয়েছে তা নিয়ে তারা ভাবছে।”

“তুমি তাদেরকে বলোনি –”

“আপনি যা বলতে বলেছেন আমি তাই বলেছি।” সে রাসেলের দিকে তাকালো। “তারা খুবই ভালো লোক, মিস্ রাসেল। তারা প্রেসিডেন্টের ক্যাম্পেইনের সময় থেকেই উনার সঙ্গে আছেন। তারা এমন কিছু করবে না যাতে প্রেসিডেন্টের কোনো ক্ষতি হয়, বুঝেছেন?”

রাসেল এর জবাবে কেবল হাসলো। খুবই বিশ্বস্ত আর সুদর্শন এই ছেলেটা তার কাজে লাগবে। বাটন হয়তো সমস্যা করবে। কিন্তু তার কাছে শক্তিশালী ট্রাম্পকার্ড রয়েছে। সে আর কলিন গুলি করেছে, হতে পারে দায়িত্বের খাতিরেই করেছে, কিন্তু কে জানবে সত্যিটা? আসল কথা হলো : এই ঘটনায় ত্যরা দু'জনেই জড়িয়ে গেছে।

* * *

জুখার প্রশংসার দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্ম দেখতে লাগলো। এইসব লোকজন বেশ দক্ষ আর সতর্ক। আগাপাছা ভেবেচিষ্টে কাজ করে, কোনো কিছুই তাদের ছোখ এড়িয়ে যায় না। আইনের লোকজন আর অপরাধীর মধ্যে বড় কোনো পার্থক্য নেই। দক্ষতা আর কৌশল অনেকটা একই রকম। কেবল প্রয়োগটা আলাদা। কিন্তু প্রয়োগটাই তো সব পার্থক্য গড়ে দেয়, দেয় না?

মেয়েটা এখন পুরোপুরি পোশাক পরা, যেভাবে প্রক্রিয়াজাহাজে ছিলো ঠিক সেভাবেই রাখা হলো তাকে। কলিন মেয়েটার আঙুলের নখ প্রয়োজন করা শেষ করলো। প্রতিটি নখের নিচে এক ধরনের তরল পদার্থ ইনজেকশনের মাধ্যমে চুকিয়ে চামড়ার অংশ কিংবা অন্যান্য আলামত পরিষ্কার ক'রে ফেললো।

বিছানার চাদর তুলে আবার সুন্দর ক'রে নতুন একটা চাদর বিছিয়ে দেয়া হলো। পুরনো চাদরটা ইতিমধ্যেই ব্যাগে ভরে নেয়া হয়েছে। এটার শেষ গন্তব্য হবে আগন্তনের চূলায়। কলিন ইতিমধ্যেই সিঙ্গিটা চেক ক'রে দেখে এসেছে।

তাদের কেউ যা কিছু স্পর্শ করেছে সবকিছু মুছে পরিষ্কার ক'রে ফেলা হলো,

কেবল একটা জিনিস বাদে । বার্টন এখন কার্পেটের কিছু অংশ পরিষ্কার করছে ।

এর আগে লুথার দেখেছে এজেন্টরা ঘরটা তল্লাশী ক'রে গেছে । তাদের কাজ কারবার দেখে সে হেসেছে । এটা তো চুরি । নেক্লেস আর আঙঢ়িটা নিয়ে নেয়া হয়েছে । তারা এটা বোঝাবে যে, চো- ডাকাত এ বাড়িতে এসে চুরি করতে গিয়ে মেয়েটাকে হত্যা করেছে । তারা জানে না, যা ছয় ফুট দূরেই সত্যিকারের চোর তাদের সবকিছু দেখছে শুনছে ।

একজন চাকুষ সাক্ষী !

নিজের চুরি ছাড়া লুথার অন্য কাউকে কখনও চুরি করতে দেখেনি । অপরাধীরা চাকুষ সাক্ষীদের ঘৃণা করে । এইসব লোক যদি জানতে পারে লুথার এখানে আছে, তবে তারা তাকে খুন করবে ।

প্রেসিডেন্ট এখনও পুরোপুরি ধাতঙ্গ না হলেও বার্টনের সাহায্যে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হতে পারলেন । কিন্তু রাসেল ঘরে রয়ে গেলো । সে খেয়াল করেনি কলিন উদ্ভাবনের মতো ঘরে তল্লাশী ক'রে যাচ্ছে । অবশেষে তার চোখ নাইস্ট্যান্ডের পাশে রাখা রাসেলের ব্যাগের দিকে গেলো । ব্যাগটা থেকে চিঠি খোলার চাকুটার বাট এক ইঞ্জি বের হয়ে আছে । একটা প্লাস্টিকব্যাগ ব্যবহার ক'রে কলিন দ্রুত চাকুটা বের ক'রে সেটা মুছতে উদ্যত হলো । রাসেল বাটকা মেরে কলিনের হাতটা ধ'রে ফেললে লুথার একটু ঝাঁকি খেলো ।

“এটা কোবো না, কলিন ।”

বার্টনের মতো বুদ্ধিমান নয় কলিন । সে হতভম্ব হয়ে গেলো ।

“এটাতে তাঁর আঙুলের ছাপ রয়েছে, ম্যাম । মেয়েটারও, হয়তো অন্য কারোরও, মানে বুঝতে পেরেছেন, আমি – ”

“এজেন্ট কলিন, আমি প্রেসিডেন্টের স্ট্র্যাটেজিক এবং ট্যাকটিক্যাল পরিকল্পনাকারী । তোমার কাছে যেটার অর্থ একরকম আমার কাছে স্টেট অন্য অর্থও থাকতে পারে । এটা পুরোপুরি পরীক্ষিত হবার আগ পর্যন্ত তুমি এটা মুছবে না । তুমি এটা জায়গা মতো রেখে আমার হাতে দেবে ।”

কলিন প্রতিবাদ করতে যাবে কিন্তু রাসেলের দৃষ্টিস্মৃৎ হাসি তাকে থামিয়ে দিলো । সে বাধ্য ছেলের মতো চাকুটা ব্যাগে ভরে তাকে দিয়ে দিলো ।

“দয়া ক'রে এটা খুব সাবধানে রাখবেন, মিস রাসেল ।”

“চিম, আমি সবসময়ই সাবধানে থাকি ।”

রাসেল তার দিকে তাকিয়ে হাসলো । সেও হাসলো । এর আগে সে কখনই তার প্রথম নামটি ধরে ডাকেনি । এই প্রথমবারের মতো সে লক্ষ্য করলো চিফ অব স্টাফ দেখতে খুবই আবেদনময়ী ।

“হ্যা, ম্যাম ।” যন্ত্রপাতি গোছাতে গোছাতে বললো সে ।

“চিম?”

সে মুখ তুলে তাকালে রাসেল কাছে এগিয়ে এলো। নিচের দিকে তাকিয়ে তাৰ
চোখে চোখ ব্লেবে নিচু কঢ়ে বললো। মনে হলো রাসেল প্রায় বিব্রত বোধ কৰছে।

“টিম, আমি যে পরিস্থিতিতে পড়েছি সেটা বুবই অনন্য একটি পরিস্থিতি,
এটাকে আমি একটু আমাৱ মতো ক'বৰে অনুভব কৰতে চাই। বুঝেছো?”

কলিন মাথা দোলালো। “আমিও তাই মনে কৱি।”

সে তাৰ হাতে হাত রাখলো। তাৰ নখগুলো লম্বা আৱ সুন্দৰ। চাকুটা তুলে
ধৱলো সে। “এই ব্যাপারটা তোমাৱ আৱ আমাৱ মধ্যে রাখাৰ দৱকাৱ আছে, টিম,
বুঝেছো? প্ৰেসিডেন্ট নয়, এমনকি বার্টনও নয়।”

“আমি বুঝতে পাৱছি না—”

কলিনেৱ হাতটা ধৱলো সে। “টিম, এ ব্যাপারে আমি সত্য তোমাৱ সাহায্য
চাই। প্ৰেসিডেন্টেৱ কোনো ধাৰণাই নেই কী ঘটেছে, আৱ বার্টন এটাকে এখন খুব
বেশি যৌক্তিকটভাবেই দেখছে। আমাৱ দৱকাৱ এমন কেউ যাব ওপৰ নিৰ্ভৰ কৱা
যায়। তোমাকে আমাৱ দৱকাৱ, টিম। এটা বুবই গুৰুত্বপূৰ্ণ। তুমিও জানো সেটা,
তাই না? তোমাৱ ক্ষমতাৰ ওপৰ আমাৱ আস্থা রয়েছে। আমি তোমাকে এমনকি
জিজেসও কৱবো না যে, তুমি এটা কৰতে পাৱবে কিনা।”

প্ৰশংসাৱ কথা উনে কলিন হাসলো। “ঠিক আছে, মিস্ রাসেল। আপনি যা
বলেন।”

কলিন গোছগাছ কৰতে লাগলে রাসেল সাত ইঞ্চি লম্বা ধাতব জিনিসটা ভালো
ক'বৰে দেখতে লাগলো যা তাৱ রাজনৈতিক উচ্চাকাঞ্চাৱ বাবোটা বাজিয়ে দিয়েছিলো
প্রায়। প্ৰেসিডেন্ট খুন হলো কোনো ধৱণেৱ লুকোছাপা কৱা যেতো না। শিরোনাম
হোতো “ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ শয্যায় প্ৰেসিডেন্টকে মৃত পাওয়া গেছে। হত্যাৰ
দায়ে বন্ধুৰ স্ত্ৰী গ্ৰেফতার। দলেৱ নেতৱো চিফ অব স্টাফ গ্ৰোৱিয়া
রাসেলকে দায়ি কৰছে।”

কিষ্ট সেটা ঘটেনি। ঘটবেও না।

তাৱ হাতে ধৱা জিনিসটা পুটোনিয়ামেৱ পাহাড় অথবা সৌন্দি আৱবেৱ সমষ্টি
তেলেৱ দামেৱ সমান।

এটা তাকে কোন্ অবস্থানে পৌছে দেবে, কে জানে? হয়তো রাসেল-ৱিচমণ্ড
টিকেট? সম্ভাবনাটি একেবাৱেই অসীম।

সে মুচ্কি হেসে প্ৰাস্তিক ব্যাগটা নিজেৰ ব্যাগে রেখে দিলো।

* * *

চিংকারটা লুথাৱকে ঘাড় ঘোৱাতে বাধ্য কৱলো। সে প্রায় আৰ্তনাদ ক'বৰে বসেছিলো।

প্ৰেসিডেন্ট শোবাৱ ঘৱে দৌড়ে চলে এসেছেন। তাৰ চোখ দুটো পুৱোপুৱি খোলা

কিন্তু এখনও তিনি অর্ধমাতাল। বিগত কয়েক ষষ্ঠীর স্মৃতিশূলো তাঁৰ মাথায় এমনভাৱে আঘাত হানলো যেনো কোনো বোঝি-৭৪৭ তাৰ মাথায় অবতৰণ কৰেছে।

বার্টন তাঁৰ পেছনে পেছনে দৌড়ে এলো। প্ৰেসিডেন্ট লাশেৰ সামনে আসতে চাইলে রাসেল তাৰ হাতব্যাগটা নাইটস্ট্যাডেৰ পাশে রেখে কলিন এবং সে তাঁকে মাঝপথেই ধামিয়ে দিলো।

“হায় হায়! সে মৰে গেছে। আমি তাকে খুন কৰেছি। হায় যিশু, আমাকে সাহায্য কৰো। আমি তাকে খুন ক'ৰে ফেলেছি!” তিনি চিংকার ক'ৰে কাঁদতে শুক্র কৱলেন। দেয়ালে মাথা ঠুকতে গেসে বার্টন তাঁকে ধ'ৰে ফেললো।

কিন্তু তাঁৰ কান্না থামলো না। কাঁদতে কাঁদতে অবশেষে তিনি লাশেৰ পাশেই মাটিতে গড়াগড়ি খেতে শুক্র কৱলেন। নাইটস্ট্যাডেৰ পাশে গড়ানোৱা সময় তাতে একটু ধাক্কা লাগলো।

লুখার ঘেন্নার সঙ্গেই দৃশ্যটা দেখে মাথা ঝাঁকালো। আজৰাতেৰ অবিশ্বাস্য সব ঘটনা এখন খুব বেশি অসহ ঠেকছে তাৰ কাছে।

প্ৰেসিডেন্ট উঠে বসলেন। “গ্ৰোৱিয়া?”

“হ্যা, এলান?”

রাসেল যেভাবে চাকুটীৰ দিকে কলিনকে ইশাৱা কৰেছে সেটা লুখার দেখতে পেয়েছে। সে এমন আৱো কিছু জানে যা এ ঘৱেৱ কেউ জানে না।”

“এটা কি সামলানো যাবে? এটা সামলাও, গ্ৰোৱিয়া। প্ৰিজ। ওহ ইশ্বৰ। গ্ৰোৱিয়া!”

সে তাঁৰ কাঁধেৰ উপৰ হাত রেখে আশ্বস্ত কৱলো। “সব ঠিক হয়ে যাবে, এলান। আমি সব সামলাতে পেৱেছি।”

প্ৰেসিডেন্ট এতোটাই মাতাল যে তাৰ কথাৰ মাথামুছু কিছুই বুৰালেন না, অবশ্য রাসেলও এটা নিয়ে মাথা ঘামালো না।

বার্টন তাৰ কানেৰ ফোনটা চেপে মনোযোগ দিয়ে কিছু শব্দ রাসেলেৰ কাছে এলো।

“এখান থেকে আমাদেৱকে জলদি চলে যেতে হবে। একটা টহল গাড়িকে আসতে দেখেছে।”

“এলাৰ্মটা ...?” রাসেলকে হতবিহুল দেখালো।

বার্টন মাথা নাড়লো। “সন্তুষ্ট ভাড়া কৰা পুলিশেৰ টহল গাড়ি, রুটিন কাজ কৱছে, কিন্তু তাৱা যদি কিছু দেখে ফেলে ...” আৱ কিছু বলাৰ দৱকাৱ নেই তাৱ।

এই ধনীদেৱ জায়গা থেকে লিমোজিনে ক'ৰে বেৱ হতে পাৱলেই সবাৱ সন্দেহেৰ বাইৱে থাকা যাবে। রাসেল ইশ্বৰকে ধন্যবাদ দিলো ভাড়া কৰা লিমো আৱ নিয়মিত চালক বাদ দিয়ে আজকেৰ এই অভিসারেৰ পৱিকল্পনা কৱাৱ জন্যে। সব ভূয়া নামে নেয়া হয়েছে।

“চলো যাই!” রান্সেল এবন কিছুটা ভয় পেয়ে গেছে।

প্রেসিডেন্টকে ধরে তুঠানো হলো। রান্সেল তাঁর সঙ্গে বের হলো। কলিন ব্যাগটা নিয়ে বের হতে গিয়ে থব্বকে দাঁড়ালো।

লুপ্তাব ঢোক গিলগো।

কলিন ঘরের ভেতরে ফিরে এমে নাইটস্ট্যান্ডের পাশ থেকে রাসেলের ব্যাগটা নিয়ে বুঝনা দিলো।

বার্টন ভ্যাকুম স্লিমার দিয়ে ঘরটা পরিষ্কার ক'রে দরজা আর বাতি বক্ষ ক'রে চলে গেলো।

* * *

লুখার আবারো ঘন অঙ্ককারে ঢুবে গেলো। মৃত মেয়েটাসহ সে এখন একা।

সাশটার দিকে সে তাকাতে পারছে না। এতোক্ষণ ঘরে অন্যেরা ছিলো তাই তয় লাগেনি। কিন্তু এখন তো সে একা। মৃত মেয়েটা দেখে তার মনে হলো এর অনানুষ্ঠানিক এপিটাফে হয়তো লেখা থাকবে ‘জগন্য ধনী এক মাগী’। যদিও সে তার স্বামীকে ঠকিয়েছে, তারপরও এভাবে মরাটা তো সে আশা করতে পারে না। প্রেসিডেন্টও তাকে মেরে ফেলতে পারতেন যদি না মেয়েটা পাস্টা আঘাত করতো।

সিক্রেট সার্ভিসের লোকদের কোনো দোষ দেখতে পাচ্ছে না সে। এটাই তাদের কাজ, আর তারা তাই করেছে। মেয়েটা আক্রমণ করার জন্যে ভুল লোককে বেছে নিয়েছিলো। হয়তো এটাই ভালো হয়েছে। তার হাতটা যদি আরো দ্রুত কাজ করতো অথবা এজেন্টরা যদি একটু দেরি করতো তাহলে তাকে বাকি জীবন জেলেই কাটাতে হোতো। অথবা প্রেসিডেন্ট হত্যার জন্যে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হোতো।

লুখার চেয়ারে ব'সে পড়লো। তার পাদুটো প্রায় অসাড় হয়ে গেছে। নিজেকে আশ্বস্ত করলো, খুব জলদিই সে এখন থেকে বের হতে পারবে। তাকে এখন পালানোর প্রস্তুতি নিতে হবে।

অনেক কিছুই ভাবতে হলো তাকে। তারা অজাঞ্জেই মুখ্যর হইটনিকে এই হত্যাকাণ্ডের এক নামার সন্দেহভাজন হিসেবে রেখে পেলো। এই ধনী মহিলার হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে যে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলো উচ্চপদে লাগবে লুখার তাও বুবাতে পারলো। কিন্তু ১৬০০ পেনসিলভানিয়া এভিনিউ যে তারা টু মারবে না সেটা নিশ্চি। তারা অন্যত্র তল্লাশী করবে। আর লুখারের অসম্ভব নিখুঁত প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও তারা তাকে খুঁজে পাবেই। সে বেশ দক্ষ, ভালোই দক্ষ। তারপরও, এরকম বাহিনীর মুখোমুরি সে জীবনেও হয়নি।

আজরাতের পরিকল্পনাটি আবার দ্রুত খতিয়ে দেখলো সে। তাতে কোনো গলদ নেই। কিন্তু সে আটকে আছে এখানে। এখনও বের হতে পারেনি। অনেক উল্টাপাল্টা কিছু ঘটতে পারতো।

সে আরো দুর্মিনিট অপেক্ষা করবে। কল্পনার সে দেখতে লাগলো তারা গাড়িতে উঠছে, কতো সময় তাতে লাগবে সেটা মনে মনে ধরে নিলো। বের হবার আগে তারা টহলগাড়ি কিংবা কোনো কিছুকে এড়াতে হয়তো আরো কিছু সময় নেবে।

সে সাবধানে তার ব্যাগটা খুললো। এর ভেতরটা এই ঘরের জিনিসপত্রে ঠাসা। সে ঝুলেই গিয়েছিলো এই বাড়িতে চুকেছে চুরি করবার জন্যে, বাস্তবে করেও ফেলেছে। তার গাড়িটা সিকি মাইল দূরে রাখা আছে। সিগারেট ছেড়ে দেবার জন্যে সে ইশুরকে ধন্যবাদ জানালো। কতোজন সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্টকে তার মোকাবেলা করতে হবে? কমপক্ষে চার জন! ধ্যাত্তারিকা!

আয়নার দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে গেলে লুখার বের হয়ে এসে দরজাটা আবার বন্ধ ক'রে রিমোটটা চেয়ারের উপর রেখে দিলো।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। জানালা দিয়ে পালিয়ে যাবার একটা পরিকল্পনা সে ইতিমধ্যেই ক'রে ফেলেছে। তার ব্যাগে একশো ফিট লম্বা শক্ত নাইলনের একটা দঁড়ি আছে।

লুখার নাইটস্ট্যাডের কাছে গিয়ে প্লাস্টিক ব্যাগটা হাতে নিয়ে নিলো। প্রেসিডেন্টের কানাকাটির সময় ধাক্কা লেগে একটা আসবাব উল্টে প'ড়ে গেলে গ্লোরিয়া রাসেলের ব্যাগটাও প'ড়ে গিয়েছিলো। ব্যাগ থেকে অতি মূল্যবান জিনিসটা বের হয়ে নাইটস্ট্যাডের পাশেই প'ড়ে ছিলো।

প্লাস্টিক ব্যাগে চাকুটা রাখা আছে। সেটা নিজের ব্যাগে ভরে নিলো লুখার। জানালার কাছে গিয়ে নিচের দিকে তাকালো। লিমো আর ভ্যান্টা এখনও আছে। এটা তো ভালো কথা নয়।

সে ঘরের অন্য প্রান্তে গেলো। ভারি একটা আসবাবের পায়ার সাথে দড়িটা বেঁধে অন্য প্রান্তের জানালা দিয়ে সেটা ফেলে দিলো, এখান দিয়েই নেমে পড়বে। এই জ্যায়গাটা রাস্তার বিপরীতে অবস্থিত।

আন্তে ক'রে জানালাটা খুলে দঁড়ি বেয়ে নেমে পড়তে শুরু করলো লুখার।

* * *

গ্লোরিয়া রাসেল বিশাল বাড়িটার দিকে তাকালো। শুরুর টাকা খরচ করা হয়েছে। এতো টাকা আর প্রতিপদ্মি যা ক্রিস্টিন সুলিভান আশা করতে পারে না। সে এটা অর্জন করেছে তার বিশাল বক্ষ, চিনাকর্বক পাছ, আর লালসাপূর্ণ মুখের সাহায্যে। যার জন্যে ওয়াল্টার সুলিভান বাধ্য হয়েছিলো তাকে বিয়ে করতে। প্রথম ছয় মাস সে মেয়েটাকে ছাড়া এক দণ্ডও থাকতে পারতো না। তার বিরাট ব্যবসা আর সম্রাজ্য হোচ্চট খেয়েছিলো সে সময়।

রাসেল লিমো'র দরজার দিকে যেতেই কলিন তার হাতটা ধরলো। চামড়ার ব্যাগটা তার দিকে বাড়িয়ে দিলো সে। স্বষ্টির নিঃশ্঵াস ফেলে সিটে গিয়ে বসলো

ରୀମେଲ୍ । କଲିନେର ଦିକେ ତାକିଯେ ହାସଲେ ତାର ମୁଖଟା ପ୍ରାୟ ଝକ୍କିଯ ହୟେ ଗେଲୋ ।

প্রেসিডেন্ট এমনভাবে আনমনে বসে আছেন যে, তাদের এই চোখাচোখিটা খেয়ালই করলেন না।

ବାସେଲ ନିଚିତ ହବାର ଜନ୍ୟ ବ୍ୟାଗଟା ଖୁଲେ ଦେଖିଲୋ । ଭେତରଟା ଦେଖେଇ ତାର ବୁକଟ୍ ଧପ କ'ରେ ଉଠିଲୋ । ବ୍ୟାଗଟାଟିତେ ତମ୍ଭତମ୍ଭ କ'ରେ ଝୁଜିଲୋ । ନିଜେକେ ଦମନ କରାର ଜନ୍ୟ ତାକେ ବେଶ ବେଗେ ହତେ ହଲୋ । ଚାକୁଟା ନେଇ । ଜିନିସଟା ଅବଶ୍ୟାଇ ଏଇ ଘରେଇ ଆଛେ । କଲିନଙ୍କେ ସେ ଚୋଥେର ଇଶାରାଯ ବୋକାଲୋ କୀ ହେଁବେ ।

କଲିନ ଦୌଡ଼େ ସିଙ୍ଗି ବେଯେ ଉଠିତେ ଲାଗଲେ ବାଟନ କିଛୁ ନା ବୁଝେଇ ତାର ପେହନେ
ପେହନେ ଦୌଡ଼ାଳେ ।

ଲୁଥାର ସବ୍ବନ ମାଝପଥେ ତବ୍ବନ ତାଦେର ଆସାର ଶକ୍ତି ଶୁଣିତେ ପେଲେ ।

ଆରୋ ଦଶଫିଟ ବାକି ।

ତାରା ଛଡ଼ମୁଡ଼ କରେ ଶୋବାର ଘରେ ଚୁକଲୋ । ଜାନାଲା ଦିଯେ ଦଂଡ଼ିଟୋ ନେମେ ଯେତେ ଦେଖେ
ଧାରପରନାଇ ହତବାକ ହଲୋ ତାରା । ବାଟନ ଦୌଡ଼େ ଜାନାଲାର କାଛେ ଚଲେ ଗେଲୋ ।

ଆରୋ ଦୁଇ ଫିଟ ବାକି ଥାକତେଇ ଲୁଥାର ଦଂଡ଼ିଟା ଛେଡ଼େ ଦିଯେ ମାଟିତେ ଲାଫିଯେ ନେମେ
ପଡ଼ତେଇ ଦୌଡାତେ ଶୁରୁ କରଲୋ ।

বার্টন আর কলিন জানালা দিয়ে নিচে তাকিয়ে সেই দৃশ্যটা দেখলো। কিন্তু বার্টন জানালা দিয়ে নামতে ঢাইলৈ কলিন তাকে ধামিয়ে দিলো। তারা যেখান দিয়ে এসেছে সেখান দিয়ে গেলেই বেশি তাড়াতাড়ি হবে।

ତାରା ଦରଜା ଦିଯେ ଝଡ଼େର ବେଗେ ବେର ହୟେ ଗେଲୋ ।

* * *

ମୁଖାର ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରଟା ମାଡ଼ିଯେ ଛୁଟିଲେ ଲାଗଲୋ । ତାର ମାଥାଯ ଏଥନ କୋନୋ ଚିହ୍ନ ନା ରେଖେ
ପାଲାନୋର ଚେଯେ ଏ ଯାତ୍ରା ବାଁଚିଲେ ପାରାଟାଇ ମୁଖ୍ୟ ହେଁ ଉଠେଛେ । ବ୍ୟାଗଟାର କାରଣେ ତାର
ଗତି କିଛୁଟା ଧୀର ହେଁ ଗେହେ ।

এবার সে এসে পড়েলো সবচাইতে বিপজ্জনক জায়গাতে, একশো গজের একটা
খোলা চতুর। চাঁদ এখন মেঘে ঢেকে গেছে, আর রান্তায় রান্ত নেই বললেই চলে।
তার কালো পোশাক থাকার কারণে তাকে চিহ্নিত করাও অসম্ভব। কিন্তু মানুষের
চোখ অঙ্ককারে চলন্ত কোনো কিছু চিহ্নিত করতে সক্ষম থেকে সেরা, সে যতোদূর
সম্ভব দ্রুত দৌড়াতে লাগলো।

* * *

সিক্রেট সার্ভিসের দু'জন এজেন্ট এক মুহূর্তের জন্যে ভ্যানের সামনে এসে থামলো।
তারা এজেন্ট ভার্নিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে চতুরের দিকে ছুটে গেলো আবার।

রাসেল জানালার কাঁচ নামিয়ে তাদেরকে দেখলো, তার চোখে মুখে আতঙ্ক। প্রেসিডেন্টও কিছুটা জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন ব'লে মনে হলো। কিন্তু রাসেল তাকে দ্রুত শাস্ত ক'রে আগের অবস্থায় নিয়ে যেতে পারলো। কলিন আর বার্টন দ্রুত তাদের নাইটভিশন গগলস্টো পরে নিলে তাদের চোখের সামনের দৃশ্যটা মুহূর্তেই বদলে গেলো। যেনো কম্পিউটার গেমস্ এটা। থার্মাল ইমেজ এতে লাল দেখায়, বাকি সব কিছু গাঢ় সবুজ রঞ্জের।

এজেন্ট ভার্নি বেশ সম্ভা আর শক্তসামর্থ্য, সে কিছু না বুঝতে পারলেও দৌড়ে এগিয়ে আছে সবার চেয়ে। ভার্নি অবিবাহিত, নিজের পেশায় বেশ মনোযোগী। বার্টনকে সে পিতৃতুল্য জ্ঞান করে। তারা এমন একজনকে তাড়া করছে যে, এই বাড়িতে কিছু একটা ক'রে পালাচ্ছে। এমন কিছু যাতে প্রেসিডেন্টও জড়িয়ে পড়েছেন, সেজন্যে তারাও জড়িত হয়ে গেছে। যেই দৌড়াক না কেন ধরা পড়লে যে তার কী অবস্থা হবে এটা ভেবে ভার্নির একটু করুণাই হলো।

* * *

লুখার তার পেছনের লোকগুলোর শব্দ শুনতে পেয়েছে। তার ধারণার চেয়েও তারা দ্রুত দৌড়াচ্ছে। তারা ভ্যানে উঠে তার পিছু ধাওয়া না ক'রে বিশাল একটা ভূল করেছে। তাদের জানা উচিত ছিলো তার অবশ্যই একটা গাড়ি রয়েছে। তারা যে খুব বেশি স্মার্ট নয় তার জন্যে সে কৃতজ্ঞবোধ করলো।

জপলের ভেতর দিয়ে সে শর্টকাটে চললো। দ্রুত দৌড়ানোর ফলে তার দম ফুরিয়ে আসছে। নিজের শরীরের জামা কাপড়গুলো তার কাছে খুব ভারি ব'লে মনে হচ্ছে এখন। পা দুটো ক্রমশ ধীর গতির হয়ে যাচ্ছে।

অবশ্যে সে গাছপালা থেকে বের হয়ে রাস্তায় নামলে অদূরেই শিঁজির গাড়িটা দেখতে পেলো। আবারো কৃতজ্ঞতা বোধ করলো নিজের এই বাড়িতি স্থানের জন্য।

* * *

একশো গজ পেছন থেকে অবশ্যে বার্টন আর কলিনের চোখে একজন মানুষের দৌড়ে পালানোর অবয়বটা স্পষ্ট হলো। তারা শিঁজির অস্ত্রটা হাতে নিলো, যদিও এতো দূর থেকে সেটা কাজ করবে না, কিন্তু এ নিয়ে তারা ভাবারও অবকাশ পাচ্ছে না।

এরপরই একটা ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পেলে বার্টন আর কলিন টর্নেডোর মতো ছুটে চললো।

ভার্নি এখনও তাদের আগে আছে। গুলি করার জন্যে ভালো অবস্থানে রয়েছে সে,

কিন্তু সে কি গুলি করবে? তার মন বলছে গুলি করাটা ঠিক হবে না। যে লোক নিরস্ত্র এবং দৌড়ে পালাচ্ছে তাকে গুলি করা তার প্রশিক্ষণের মধ্যে পড়ে না।

বার্টন দৌড়ে ভালো না হলেও আপ্রাণ চেষ্টা করলো, কিন্তু সে জানতো খুব বেশি দেরি হয়ে গেছে। গাড়িটা ছুটতেই সে তার দৌড় থামিয়ে দিয়ে হাঁটু গেঁড়ে বইনে পড়লো। অস্ত্রটা তাক করলেও কিছু হবে না বুঝতে পেরে হাল ছেড়ে দিলো।

তার পাশে দাঁড়ানো কলিনের দিকে মুখ তুলে তাকালো সে। বার্টন ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের গগল্সটা খুলে ফেললো। কলিনও তাই করলো।

তারা একে অন্যের দিকে তাকালো।

বার্টন জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। তার হাত-পা কাঁপছে। সব শেষ হয়ে গেছে, তাই না?

ভার্নি তাদের দিকে দৌড়ে এলো। এই তরুণটির যে এখনও দম ফুরিয়ে যায়নি সেটা দেখে বার্টন একটুও ঈর্ষা করলো না। সে দেখতে পাচ্ছে ভার্নি আর জনসনের কোনো ক্ষতি হবে না। ক্ষতি হবে তাদের দু'জনের।

সে এবং কলিনের অবস্থা হবে খারাপ। কলিনের জন্যে তার খারাপ লাগছে। এ ব্যাপারে তার কিছুই করার নেই। কিন্তু ভার্নি যখন কথা বললো তখন আচম্ভাই তাদের অঙ্ককার ভবিষ্যতে আশার আলো দেখতে পেলো তারা।

“আমি লাইসেন্স প্রেট নাম্বারটা নিতে পেরেছি।”

* * *

“সে কোথায় ছিলো?” রাসেল অবিশ্বাস নিয়ে শোবার ঘরের চারপাশে তাকিয়ে বললো। “কি? সে কি বিছানার নিচে ছিলো?”

বার্টনের দিকে তাকাতে চেষ্টা করলো সে। লোকটা না ছিলো খাটের নিচে না ছিলো কোনো ক্লোসেটের ভেতরে। বার্টন এসব চেক ক'রে দেখেছে আশ্রিত।

বার্টন জানালার দাঁড়িটার দিকে তাকালো। “হায় ঈশ্বর, মনে হচ্ছে লোকটা সবই দেখেছে। সে জানতো আমরা কখন বাড়িটা থেকে বের হবো।” বার্টন ঘরটার চারপাশ দেখে আয়নার দিকে গিয়ে থামলো।

আয়নার নিচে কার্পেটের দিকে সে ভালো ক'রে লশ্য কেরলো।

কার্পেটটা একটু কুচকে আছে। তাদের কেউ কেউ এখানটাতে পা ফেলেনি। তাহলে ওটা এমন হয়ে আছে কেন?

আবারো সে নিচু হয়ে বসে কিছু খুঁজতে লাগলো। পায়ের চিহ্ন আছে কিনা দেখলো। আয়নার নিচে কার্পেটের অংশ এমন হয়ে আছে যেনো কেউ এটা সরিয়েছে। আয়নাটার দু'পাশ ধরে সে নড়তে চাইলো। কলিনকে একটা হাতিয়াড় আনতে বললে রাসেল অবাক হয়ে দেখতে লাগলো তাদের।

একটা আঙটা দিয়ে বার্টন আয়নার পাশে চুকিয়ে ধাক্কাতে লাগলো। লক্টা খুব

ବେଶି ଶକ୍ତ ନୟ । ଏଟା ଧୋକାର ଉପର ବେଶି ନିର୍ଭର କରି, ଶକ୍ତିର ଉପରେ ନୟ ।

ଏକଟା ଶକ୍ତ ହୟେ ଦରଜାଟା ଖୁଲେ ଗେଲୋ ।

ବାର୍ଟନ କଲିନକେ ନିଯେ ଭେତରେ ତୁକେ ପଡ଼ିଲୋ । ଦେସିଲେ ଏକଟା ବାତିର ସୁଇଚ ରହେଛେ । ବାତି ଝୁଲାଲେ ତାରା ଘରଟାର ଚାରପାଶେ ତାକିଯେ ଦେଖିଲୋ ।

ରାସେଲ ଡୁକି ମେରେ ଚେୟାରଟା ଦେଖିତେ ପେଲୋ । ଭେତରେ ତୁକେ ଆୟନାର ପେଛନେ ଦିକଟାତେ ତାକାତେଇ ତାର ଚେହାରା ଫ୍ୟାକାସେ ହୟେ ଗେଲୋ । ସେ ସରାସରି ବିଛାନାର ଦିକେ ଚେଯେ ଆହେ । ତାର ମାଥାଟା ବିମବିମ କରିତେ ଶୁରୁ କରିଲୋ ।

ଏକମୁଖୀ ଏକଟା ଆୟନା ।

ସେ ଘାଡ଼ ଘୁରିଯେ ବାର୍ଟନେର ଦିକେ ତାକିଯେ ଆୟନାର ଦିକେ ଇନ୍ଦିତ କରିଲୋ । ଏକଟୁ ଆଗେ ବଲ୍ଲା ବାର୍ଟନେର ଅନୁମାନଟାଇ ଠିକ । କେଉ ଏଖାନେ ଛିଲୋ ।

ବାର୍ଟନ ଅସହାୟଭାବେ ବଲିଲୋ, “ସେ ସବ ଦେଖେଛେ । ଆମି ବିଶ୍ୱାସ କରିତେ ପାରଛି ନା ।” ବାର୍ଟନ ଭଲ୍ଟେର ଭେତରେ ଖାଲି ଶେଳ୍ଫଗୁଲୋର ଦିକେ ତାକାଲୋ । “ଦେଖେ ମନେ ହଜେ ସବହି ନିଯେ ଗେଛେ । ନଗଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯା ଛିଲୋ ।”

“ସେଟା ନିଯେ କେ ମାଥା ଘାମାବେ!” ରାସେଲ ଆୟନାର ଦିକେ ତାକିଯେ ବଲିଲୋ । “ଲୋକଟା ସବ ଦେଖେଛେ, ଶୁଣେଛେ, ଆର ତୋମରା ତାକେ ପାଲାତେ ଦିତେ ପାରିଲେ ।”

“ତାର ଲାଇସେସ ପ୍ଲେଟଟା ଆମରା ଦେଖେଛି,” କଲିନ ପ୍ରଶଂସା ପାବାର ଆଶାୟ ବଲିଲୋ । କିନ୍ତୁ ସେଟା ସେ ପେଲୋ ନା ।

“ତାତେ କି? ତୋମାର ଧାରଣା ସେ ଆମାଦେର ଜନ୍ୟ ଘରେ ଗିଯେ ବ'ସେ ଥାକବେ, କଥନ ଆମରା ତାର ଦୁଯାରେ ହାନା ଦେଇ?”

ରାସେଲ ବିଛାନାର ଉପର ବ'ସେ ପଡ଼ିଲୋ । ତାର ମାଥା ଘୁରଛେ । ଲୋକଟା ସବ ଦେଖେଛେ । ଏକଟା ବାଜେ ଘଟନା ଦୃଶ୍ୟତ ନିଯନ୍ତ୍ରନେ ଆନାର ପର ଏମନଭାବେ ପାଲ୍ଟେ ଯାବେ ତା କେଉ ଭାବେନି ।

କୁନ୍ତାର ବାଚାଟା ଚାକୁଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଯେ ଗେଛେ! ଆଙ୍ଗୁଲେର ଛାପ, ରଙ୍ଗ, ସବ କିଛୁ ।

କଲିନ ଭଲ୍ଟ ଥେକେ ବେର ହୟେ ଏଲୋ । “ଭୁଲେ ଯାବେନ ନା ସେ ଏଖାନେ ଏକଟା ଅପରାଧ କ'ରେ ଗେଛେ । ପୁଲିଶେର କାହେ ଗେଲେ ସେ ନିଜେଇ ବିପଦେ ପଡ଼ିବେ ।”

ରାସେଲ ଜୋର କ'ରେ ବିମବିମ ଭାବଟା ଦୂର କରିଲୋ । “ସେ ସରାସରି ଏଟା ନିଯେ କିଛୁ କରିବେ ନା । ଟେଲିଫୋନେର କଥା କି ଭୁଲେ ଗେଛୋ? ସେ ହୟତେ ଏବଂ ପୋସ୍ଟ-ଏ ଫୋନ କରିଛେ । ଏରପର ସବ ଟ୍ୟାବଲ୍‌ଯେଡେ ଯାବେ, ଆର ତାକେ ଆମ୍ବା ଦେଖିତେ ପାବୋ ଅପରାହ୍ ଡିଇନକ୍ରେ ଶୋ-ତେ । ଏରପର ବାନଚୋତଟା ବଇ ଲିଖିବା ହାରପର ତୋ ହଲିଉଡ ବାନାବେ ସିନେମା!”

ରାସେଲେର ଚୋଖେ ଭେସେ ଉଠିଲୋ ଏକଟା ପାଇକେଟ ଏଫବିଆଇ’ର ଭବନ, ଇଉଏସ ଏଟର୍ନିର ଅଫିସେ ଏବଂ ସିନେଟ ଅଫିସେ ଗିଯେ ପୌଛାଚେ ।

ଓଟାର ଭେତରେ ଏକଟା ନୋଟେ ଲେଖା ଥାକବେ : ଦୟା କ'ରେ ଆଙ୍ଗୁଲେର ଛାପ ଏବଂ ରଙ୍ଗଟା ଆମେରିକାର ପ୍ରେସିଡେନ୍ଟେର ସଙ୍ଗେ ମିଲିଯେ ଦେଖୁନ । କଥାଟା ପ୍ରଥମେ ତାରା ଠାଟା ମନେ କରିବେ । କିନ୍ତୁ ତାରା ଠିକଇ ଯାଚାଇ କ'ରେ ଦେଖିବେ । ଅବଶ୍ୟାଇ କରିବେ । ରିଚମନ୍‌ଡେର ଆଙ୍ଗୁଲେର ଛାପ

ইতিমধ্যেই ফাইলে আছে, তাঁর ডিএনএ-এর সাথে মিলিয়ে দেখা হবে।

তাঁরা মরে গেছে। সবাই মরে গেছে। বানচোতটা নিজের সুযোগের অপেক্ষায় আছে। শুধু টাকা নয়, সেই সাথে প্রেসিডেন্টেরও পতন ঘটাতে পারবে সে। এরকম সুযোগ সবাই কি হরহামেশা পায়? উডওয়ার্ড এবং বার্নস্টেইন সুপারম্যান হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা কোনো ভুল করেননি। ওয়াটারগেট কেলেংকারী ছিলো সেটা। আর এটা তো তাঁর চেয়েও বড় কিছু।

রাসেল বাথরুমে গেলো। বার্টন আর কলিন একে অন্যের দিকে তাকালো। এখন তাদের কিছুই করার নেই। তাঁরা সবাই ঘটনাহীন ত্যাগ করে চলে গেলো।

* * *

দরজাটা আস্তে করে বন্ধ করলো সে।

লিভিংরুমের বাতিটা জ্বালালো। তাঁর জীবনে এরকম ভয়ংকর দিন আর কখনও আসেনি।

পিঠের ব্যাগটা রেখে সে বাতিগুলো নিভিয়ে চুপিসারে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

কিছুই নেই – সব শাস্তি-নির্থর। ঐ বাড়িটা থেকে পালিয়ে আসাটা তাঁর জীবনের সবচাইতে ভয়ংকর অভিজ্ঞতা। উত্তর কোরিয়ানদের তাড়া খাওয়ার চেয়েও খারাপ ঘটনা এটা, রাস্তার প্রতিটি গাড়িই তাকে ঘাবড়ে দিছিলো। আর একটা পুলিশের গাড়ি রাস্তা দিয়ে আসতে দেখলে তাঁর কপাল বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরতে শুরু করেছিলো।

যে গাড়িটা আজ রাতে ব্যবহার করেছে সেটা সন্ধ্যার দিকে ‘ধার’ করা হয়েছিলো। নাধার প্রেটটার খৌজ করলে কানাগলিতে গিয়ে পড়বে। কিন্তু অন্য কিছু পেয়ে যাবে তাঁরা।

তাঁর চেহারাটা দেখে ফেলেছে কিনা সে ব্যাপারে তাঁর সন্দেহ রয়েছে। দেখলেও মনে রাখতে পারবে না। কেবল উচ্চতা আর শারীরিক আকারটা কুর্বাতে পারবে। এর বেশি কিছু না। তাকে যেভাবে দৌড়াতে দেবেছে তাতে কৈল তাঁরা তাকে যুবক বলেই ধরে নেবে।

তাঁরপরও সে সবকিছু গোছগাছ করতে লাগলো। এই ত্রিশ বছরে যা কিছু তাঁর আছে, তাঁর সবটাই দুটো ব্যাগে ভরে নিলো। এখানে আর সে ফিরে আসবে না।

আগামীকাল সকালে তাঁর একাউন্টটা খালি করবে। ওটাতে যে টাকা আছে তা তাকে অন্য কোথাও গিয়ে থাকতে সাহায্য করবে।

রাতের পেঁচাটা বেশ নিরাপদেই কোথাও লুকিয়ে পড়বে। তিনমাস ধরে যে কাজের পরিকল্পনা করেছে সেটা তাঁর জীবনটাকে শেষ করে দিয়েছিলো প্রায়। পেছনে ফিরে দরজাটার দিকে তাকিয়ে রাতের অঙ্ককারে সে উধাও হয়ে গেলো।

অধ্যায় ৪

সকাল সাতটা বাজে সোনালি রঙের লিফ্টের দরজা খুলে জ্যাক বের হয়ে এলো। একটু হেটে চুকে পড়লো প্যাটন, শ'র রিসেপশন এরিয়াতে।

মুসিভা এখনও এসে পৌছায়নি, তাই সেগুল কাঠের বিশাল রিসেপশন ডেস্কটা খালি।

প্রশংস্ত হলওয়ে দিয়ে হেটে গেলো সে। ওক্ কাঠের শক্ত আর বিশাল দরজাটা খুলে গেলো। এটা তার অফিস। শহরটা জেগে উঠলেই অসংখ্য টেলিফোনের রিং শোনা যাবে।

ছয়টি তলা, একলক্ষ বর্গফুটেরও বেশি হবে জায়গাটার আয়তন। আর এটা সবচাইতে সেরা বাণিজ্যিক এলাকাতে অবস্থিত। যেখানে আছে দুশোরও বেশি এটর্নি আর দু'তলার একটি লাইব্রেরি। আরো আছে অত্যাধুনিক জিম, নারী-পুরুষের জন্যে গোসল করার জায়গা, লকার, দশটি সম্মেলন কেন্দ্র। এটাই হলো প্যাটন, শ এ্যান্ড লর্ড'এর সাম্রাজ্য।

এই ফার্মে রয়েছে তিন জন সিনিয়র পার্টনার, তারা বর্তমান প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদে আসীন। তাদের প্রত্যেককে এই ফার্ম বছরে দুই মিলিয়ন ডলার ক'রে দিয়ে থাকে।

ফার্মটা স্বনামধ্যাত। বর্তমানে এর নিয়ম হলো কোনো নতুন মক্কেল নেয়া যাবে না, যদি না সে একলক্ষ ডলার বিল দেয়। এর চেয়ে কম হলে ফার্মটা মনে করে এটা তাদের সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। এই নিয়মে অটল থাকতে তাদের কোনো সমস্যাই হয় না। দেশের রাজধানীতে লোকজন আসে সেরা জিনিসটাই পেতে, আর এজন্যে চড়া মূল্য দিতে তারা পিছপা হয় না।

ফার্মটা কেবল একটা নিয়মই লজ্জন করে। আর এটা ক্ষেত্রে জ্যাকের একমাত্র মক্কেলের জন্য।

নিজের ডেস্কে ব'সে কফির কাপটা হাতে নিয়ে প্রেস্ট-এর দিকে চোখ মেললো। প্যাটন, শ এ্যান্ড লর্ড-এর পাঁচটি রান্নাঘর এবং তিনজন সার্বক্ষণিক হাউজকিপার রয়েছে। তাদের সবার নিজেদের কম্পিউটারও আছে। দিনে এ ফার্ম কম্পক্ষে পাঁচশো কাপ কফি লাগে। কিন্তু জ্যাক ঐসব কফি খায় না। সে নিজের অফিসের এক কোণে কফি তৈরি ক'রে খায়। এটা স্পেশাল কফি, বিদেশ থেকে আনা। দামও বেশ চড়া।

চেয়ারে হেলান দিয়ে অফিসের চারপাশে তাকালো সে । বেশ বড়সড় অফিস ,
এক দিকে কানেকটিকাট এভিনুর ভিউ আছে ।

সে যখন পাবলিক ডিফেন্ডার্স সার্ভিসে ছিলো তখন আরেকজন এটর্নির সঙ্গে
একটা ঘরে বসতো, যার কোনো জানালা ছিলো না । কেবল দেয়ালে বিশাল একটা
হাওয়াই সাগর সৈকতের পোস্টার ছিলো সেখানে । অবশ্য ওখানকার কফিটাই
জ্যাকের বেশি পছন্দের ছিলো ।

সে যখন এই ফার্মের অংশীদার হবে তখন আরেকটা নতুন অফিস পাবে যা এই
অফিসটার চেয়ে আকারে দ্বিগুণ । সে হলো এই ফার্মের চতুর্থ বৃহৎ উপার্জনকারী ।
বাকি তিন জনের সবার বয়স পঞ্চাশ-ষাটে মধ্যে ।

তারা অফিসের ভেতরে যতো না থাকে তার চেয়ে বেশি সময় কাটায় গল্ফ
মাঠে । হাতঘড়িটার দিকে তাকালো জ্যাক । মিটার চালু করার সময় হয়ে গেছে ।

যথারীতি অফিসে প্রথমেই এসেছে । খুব জলদি জায়গাটা লোকে লোকারণ্য হয়ে
যাবে । এই ফার্মের ক্লায়েন্টেরা সবাই বেশ হোড়াচোমড়া, তাদের চাহিদাও তেমনি ।
এখানে ভুল করা মানে চার বিলিয়ন ডলার গচ্ছা দেয়া অথবা শহরে দেউলিয়া হিসেবে
যোগিত হওয়া ।

অবশ্যেবে শেষ বাদামটা মুখে দিয়ে একটা ফাইল খুললো । কোরপোরেটের
কাজকর্ম প্রায়শই একঘেয়েয়ীপূর্ণ হয়ে থাকে । কোর্টে তার যে যুক্তিকের দক্ষতা
রয়েছে সেটা এসব কাজে অর্থহীন ।

লাক্ষের সময় চারটা ফোন পেলো জেনিফারের কাছ থেকে । সে তাকে মনে
করিয়ে দিলো আজ রাতে হোয়াইট হাউজের ডিনারে থাকতেই হবে ।

তারা বাবা কোনো একটা সংগঠন কর্তৃক বছরের সেরা ব্যবসায়ী হিসেবে সম্মানিত
হবেন আজ । তিনি প্রেসিডেন্টের খুব ঘনিষ্ঠ লোক, তাই প্রেসিডেন্ট হোয়াইট হাউজেই
সংবর্ধনার আয়োজন করেছেন, কিন্তু জ্যাক ওখানে যাবে, কারণ হ্রবু শুভরকে কাছ
থেকে দেখার একটা সুযোগ অন্তত পাওয়া যাবে । তার সঙ্গে দেখা মুক্তি পাওয়াটা
খুব সহজ কাজ নয় ।

“একটু সময় হবে?” দরজা ফাঁক করে ব্যারি এলভিস তার টাক মাথাটা বের
করলো । সে হলো সিনিয়র স্টাফ এসোসিয়েট । বেশ পরিশ্রমী আর মেধাবী ।
যেকোনো ফার্ম তাকে একজন এটনি হিসেবে পেলে নিজেদের ভাগ্যবান মনে করবে ।
এক লক্ষ ষাট হাজার ডলার পায় বছরে । আরো বিশ হাজার ডলার বোনাস তো
আছেই । তার বউ কোনো কাজ করে না । বাচ্চাকাচ্চারা প্রাইভেট স্কুলে যায় । একটা
পুরনো মডেলের বিমার গাড়ি চালায় ব্যারি ।

জ্যাক তাকে ভেতরে আসার ইশারা করলো । সে জানে এলভিস তাকে পছন্দ
করে না । কারণটাও সে জানে ।

“জ্যাক, আমাদেরকে বিশপ মার্জারের কাজটা করতে হবে ।”

জ্যাক ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলো । এই চুক্তি তৈরি করা মুখের কথা নয় ।
বেশ সময় আর পরিশ্রম লাগবে । তার হাত ব্যাথা করছে ।

“আমার মনে হয় রেমন্ড বিশপ টিসিসির সাথে বিছানায় যেতে চায় না ।”

এলভিস ব'সে পড়লো । হাতে থাকা চৌদ ইঞ্জির ফাইলটা জ্যাকের ডেক্সে রেখে
পেছন দিকে হেলান দিলো ।

“চুক্তি খতম হয়ে গেলে তারা তোমার পিছু নেবে । আগামীকাল দুপুরের মধ্যেই
সেকেন্ডারি ফাইনান্সির ডকুমেন্টের ওপর তোমার মন্তব্য আমাদের দরকার ।”

জ্যাক প্রায় তার কলমটা ফেলেই দিতে যাচ্ছিলো । “এটা তো চৌদটা চুক্তিনামা
পাংশত পাতারও বেশি হবে, ব্যারি । এটা তুমি কখন জানতে পারলে?”

এলভিস উঠে দাঁড়ালে জ্যাক দেখতে পেলো তার মুখে হাসির আভা ।

“পনেরোটি চুক্তিনামা, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা হলো ছয়শো তেরো । ধন্যবাদ, জ্যাক ।
প্যাটন, শ এটা সত্য খুব পছন্দ করবে ।” সে ঘুরে দাঁড়ালো । “ওহ, প্রেসিডেন্টের
সঙ্গে আজ তোমার ভালো সময় কাটুক, এই কামনাই করি, মিস্ বল্টউইনকে আমার
হালো জানিও ।”

এলভিস চলে গেলো ।

জ্যাক তার সামনে রাখা বালিলের দিকে তাকিয়ে মাথা চুলকালো । সে ভাবলো
এই বানচোতটা কখন বুঝবে যে আজ সকালে এটা করা যাবে না ।

সময়টা দেখে নিয়ে সে সেক্রেটারিকে ডাকলো, আট পাউন্ড ওজনের ফাইলটা
নিয়ে গেলো নয় নাম্বার সম্মেলন কক্ষে । জায়গাটা এই ফার্মের সবচাইতে ছোট কক্ষ
আর একা একা কাজ করার জন্যে উপযুক্ত ।

ছয়টা চুক্তির পরে জ্যাক তার অবশিষ্ট চিপ্স খেয়ে কোক পান ক'রে গায়ে
জ্যাকেট চাপিয়ে লবির দিকে ছুটলো ।

ক্যাবে ক'রে সে নিজের এপার্টমেন্ট এসে নামলো ।

জাওয়ারটা বিল্ডিংয়ের সামনে দেখে সে বুঝতে পারলো তার হুক্ম উপরে তার
জন্যে অপেক্ষা করছে । সে অবশ্যই তাকে নিয়ে হতাশ হয়ে আছে কোনো ব্যাপারে
সে হতাশ না হলে তো তার ঘরে আসে না ।

হাতঘড়িটা দেখলো সে । একটু দেরি হয়ে গেছে, তবে খুব বেশি হয়নি । দরজা
খুলে দেখতে পেলো সোফায় ব'সে আছে জেন । তাকে মানতেই হলো মেয়েটাকে
দারুণ লাগছে । সত্যিকারের অভিজাত একজন । মুখে কোনো হাসি না এঁটে সে উঠে
দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকালো ।

“তুমি দেরি করেছো ।”

“আমি আমার নিজের অফিসের বস্ন নই, জানোই তো ।”

“এটা কোনো অজুহাত হলো নাকি । আমিও তো কাজ করি ।”

“হ্যা, তবে পার্থক্যটা হলো তোমার শেষ নাম আর তোমার বসের শেষ নাম
একই ।”

“আমার বাবা-মা আগে চলে গেছে। বিশ মিনিটের মধ্যে লিমোটা এখানে এসে পড়বে।”

“অনেক সময় আছে তাহলে।” জ্যাক জামাকাপড় খুলে শাওয়ারে নিচে দাঁড়িয়ে পড়লো। সে পর্দাটা সরালো। “জেন, আমার নিল রঙের ডাবল-ব্রেস্টেডটা একটু দেবে কি?”

সে বাথরুমে ঢুকে ভুক্ত কুচকে তার দিকে তাকালো। “দাওয়াতে বলা হয়েছে কালো রঙের টাই।”

“কালো টাইটা তো অপশনাল,” সে সুধরে দিয়ে মুখে সাবান ঘষলো।

“জ্যাক, এটা কোরো না। এটা হোয়াইট হাউজ, প্রেসিডেন্টের দাওয়াত।”

“তারা তোমাকে অপশন দিয়েছে কালো টাই অথবা অন্য কিছু, আমি কেবল কালো টাই পরিহার ক’রে আমার অধিকার চৰ্চা করছি। তাছাড়া, আমার কাছে কোনো টাঙ্গ নেই।” তার দিকে দাঁত বের ক’রে হেসে পর্দাটা টেনে দিলো সে।

“তোমার এরকম একটা যোগাড় করার কথা ছিলো।”

“ভুলে গেছিলাম। আরে জেন, আমাকে কেউ দেখবে না। আমি কী পরলাম না পরলাম সেটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না।”

“তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, জ্যাক গ্রাহাম। আমি তোমাকে সামান্য একটা কিছু করতে বলেছিলাম।”

“তুমি কি জানো এসবের দাম কতো?” তার চোখে সাবানের ফেনা লাগলে একটু হাসলো। “আর কতোবার এইসব জিনিস আমাকে পরতে হবে? বছরে একবার কি দু’বার?”

“আমাদের বিয়ের পর আমাদেরকে অনেক ফাংশনে যেতে হবে যেখানে কালো টাই পরা বাধ্যতামূলক। টাকাটা বাজে খরচ হবে না।”

“আমি বরং আমার অবসরের ফান্টো বেস্ বল কার্ডে রাখবো।” পর্দা থেকে মাথাটা বের ক’রে সে বোঝাতে চাইলো এটা একটা ঠাণ্ডা। কিন্তু জেন জেন নেই। একটা টাওয়েল মাথায় চাপিয়ে আরেকটা কোমরে জড়িয়ে বেডরুমে এসে দেখলো দরজায় একটা নতুন টাঙ্গ ঝুলছে। জেনিফার হাসতে হাসতে উদ্ধৃত হলো।

“বল্ডউইন এন্টারপ্রাইজের সৌজন্যে। এটা আমার্নিং। এতে তোমাকে দারুণ লাগবে।”

“আমার সাইজ তুমি কিভাবে জানলে?”

“তুমি একেবারে নিখুঁত বিয়ান্স সাইজের। তুমি একজন মডেল হতে পারো। জেনিফার বল্ডউইনের ব্যক্তিগত পুরুষ মডেল।” সে পেছন থেকে তার কাঁধে হাত রেখে একটু মেসেজ করলো। নিজের পিঠে তার সুডোল স্নের চাপ অনুভব করলেও এখন হাতে সময় নেই যে এই মুহূর্তের ফায়দা নেবে।

সে তার এলোমেলো ছোট বিছানার দিকে তাকালো। সারা রাত তাকে কাজ করতে হবে। শালার ব্যারি এলভিস, আর হারামজাদা রেমন্ড বিশপ।

* * *

ଯାନବାହନେର ସ୍ଵପ୍ନତାର କାହାଣେ ଲିମୋଟା ଖୁବ ସହଜେଇ ରାତ୍ରା ଦିଯେ ଛୁଟେ ଚଲିଲୋ । ସଙ୍ଗାହାତେ ର ଆଗେର ଦିନ ସାତଟାର ପରେ ଡିନି'ର ବ୍ୟକ୍ତତମ ଏଲାକା ଫଁକା ହେଁ ଯାଇ ।

ଜ୍ୟାକ ତାର ଫିଯାସେର ଦିକେ ତାକାଳୋ । ତାର ପାତଳା କିନ୍ତୁ ଦାମି କୋଟଟା କ୍ଷିତି ବୁକ୍ଟା ଆଡ଼ାଳ କରତେ ପାରେନି । ତାର ମାଥାର ସିଙ୍କି ଚଲ ଦାରଣ । ଖୋପା କରା ଆଛେ ସେଟା । ସାଧାରଣତ ସେ ଚଲ ଖୋଲାଇ ରାଖେ । ତାକେ ଦେଖେ ସୁପାର ମଡେଲଦେର ମତୋ ମନେ ହଚ୍ଛେ ।

ତାର କାହେ ଏଗିଯେ ଗେଲୋ ଏକଟୁ । ଜେନ ତାର ଦିକେ ତାକିଯେ ହାସିଲୋ ।

ଜ୍ୟାକ ତାର ପାଯେ ଟୋକା ମାରିଲୋ । ପୋଶାକଟା ଏକଟୁ ତୁଲେ ଧରିଲେ ସେ ତାକେ ଧାଙ୍କା ମେରେ ସରିଯେ ଦିଲ୍ପୋ ।

“ପରେ ହବେ,” ସେ ଆପ୍ତେ କ’ରେ ବଲିଲୋ ଯାତେ ଡ୍ରାଇଭାର ଓନତେ ନା ପାଯ । କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟାକ ଜାନେ ଆଜ ରାତେ ଆର କୋନୋ ‘ପରେ ହବେ’ ନା ।

ଗଦିର ସିଟେ ହେଲାନ ଦିଯେ ଜାନାଲାର ବାଇରେ ତାକାଳୋ । ସେ କଥନଇ ହୋୟାଇଟ ହାଉଜେ ଯାଇନି । ଜେନିଫାର ଏର ଆଗେ ଦୁ’ବାର ଗେଛେ । ତାଇ ସେ ନାର୍ଭାସ ହଚ୍ଛେ ନା, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟାକ ଖୁବ ନାର୍ଭାସ ।

ହୋୟାଇଟ ହାଉଜେର ଗାର୍ଡରା ତାଦେରକେ ନିଯମାନୁୟାୟୀ ଚେକ୍ କରିଲୋ । ଆଶେପାଶେ ଯତୋ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଆଛେ ତାରା ସବାଇ ଜେନିଫାରେର ଦିକେ ଦୁ’ବାର ତିନବାର କ’ରେ ତାକାହେ । ସେ ଯଥନ ଉପୁଡ଼ ହେଁ ଜୁତାର ହିଲଟା ଠିକ୍ କରତେ ଗେଲୋ ତଥନ ତାର ପାଂଚ ହାଜାର ଡଲାର ଦାମେର ପୋଶାକେର ଗଲା ଦିଯେ ଶରୀରେର ସବଚାଇତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଂଶଟା ପ୍ରାୟ ବେର ହେଁ ଏଲୋ । ହୋୟାଇଟ ହାଉଜେର ସବ ପୁରୁଷ ସ୍ଟାଫରା କୌତୁହଳୀ ହେଁ ଉଠିଲୋ । ତାରା ସବାଇ ନିଃସନ୍ଦେହେ ଜ୍ୟାକକେ ଈର୍ଷା କରିଛେ । ଏରପର ତାରା ମେରିନ ସାର୍ଜନ୍ଟକେ ଦ୍ୱାରାୟାତ ପତ୍ର ଦେଖାଲେ ସେ ତାଦେରକେ ସମେ କ’ରେ ଭେତରେ ନିଯେ ଗେଲୋ ।

* * *

“ଧ୍ୟାତ୍ତାରିକା ।” ପ୍ରେସିଡେନ୍ଟ ଆଜ ରାତେ ଅନୁଷ୍ଠାନେର ବ୍ୟକ୍ତତାର କପିଟା ମାଟିତେ ପ’ଡ଼େ ଗେଲେ ସେଟା ନିଚୁ ହେଁ ତେଲାର ସମୟ କାହିଁ ତୀବ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଲେନ । “ମନେ ହେଁ ଆଘାତଟା ଖୁବ ବେଶି ଗଭୀର, ଗ୍ଲୋରିଆ ।”

ଗ୍ଲୋରିଆ ରାସେଲ ଚତୁର୍ବାହୀ ଏକଟା ଚେଯାରେ ବ’ସେ ଆଛେ ଯେଟା ପ୍ରେସିଡେନ୍ଟେର କ୍ଷୀର ପଛନ୍ଦେ ଏଖାନେ ଏନେ ସାଜାନୋ ହେଁଛେ ।

ଫାର୍ସଟ ଲେଡ଼ିର ରୁଚି ବେଶ ଭାଲୋ । ଦେଖିବେ ତିନି ବେଶ ସୁନ୍ଦର ହଲେଓ ବୁନ୍ଦିସୁନ୍ଦିର ଡିପାର୍ଟମେନ୍ଟଟା ଏକଟୁ ହାଲକା । ପ୍ରେସିଡେନ୍ଟେର ଜନ୍ୟେ ତିନି କୋନୋ ହମକୀ ନନ, ବରଂ ନିର୍ବାଚନେର ଜନ୍ୟେ ତିନି ଭାଲୋ ଏକଟି ସମ୍ପଦ ।

তাঁর পরিবারের রয়েছে বেশ সুনাম। পুরনো ধনী তারা। রাজনীতিতেও রয়েছে তাদের বেশ প্রভাব। যা প্রেসিডেন্টকে কেবল সুবিধাই দিয়ে থাকে।

“আমার মনে হয় ডাঙ্গার দেখাতে হবে।” প্রেসিডেন্টের মেজাজ ভালো নই, রাসেলের অবস্থাও সে রকমই।

“তো, এলান, তুমি চাকুর আঘাতের ব্যাপারটা কিভাবে হোয়াইট হাউজ প্রেসকে ব্যাখ্যা করবে?”

“আরে, ডাঙ্গা-রোগীর গোপনীয়তার ব্যাপার বলেও তো কিছু আছে, নাকি?”

রাসেল চোখ দুটো বড় বড় করলো। কখনও কখনও এই লোকটা বোকার মতো কথা বলে।

“তুমি হলে ফরচুন ৫০০ কোম্পানির মতো, এলান। তোমার সব কিছুই জনগণের জানার বিষয়।”

“সবকিছু নয়।”

“ডাঙ্গারকে দেখানো ঠিক হবে না। একথা ভুলে যাও।” গতরাত থেকে রাসেল তিন প্যাকেট সিগারেট আর দু'মগ কফি গলাধকরণ করেছে। তার ক্যারিয়ারটা প্রায় দুবতে বসেছিলো। গতরাতের ঘটনাসমূহ তার মাথা থেকে এখনও মুছে যায়নি।

প্রেসিডেন্ট কপিটার দিকে তাকিয়ে কিছু মুখ্যস্ত ক'রে নিলেন। লোকটা পাঠ ক'রে নিবেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি অসাধারণ, এই সম্পদটা তাঁকে বেশ সুবিধা দিয়ে থাকে।

“এজন্যেই তো তোমাকে রেখেছি, গ্রেরিয়া, তাই না? সব কিছু আরো ভালোভাবে করার জন্যে?” তিনি তার দিকে তাকালেন।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে সে ভাবলো, লোকটা কি জানে, নাকি জানে না। সে যদি জানতো তার সাথে গ্রেরিয়া কী করেছে। তার শরীরটা একটু আড়ষ্ট হয়ে গেলো। তারপর সহজ হলো। সে জানতে পারবে না, এটা অসম্ভব। মদ খেলে এই লোকটা একেবারে বদলে যায়।

“অবশ্যই তুমি ঠিক বলেছো, এলান। কিন্তু কিছু কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হয়। নিজেদের ভালোর জন্যেই।”

“আমি আমার শিডিউল বাতিল করতে পারছি না, ডাঙ্গাড়া এই লোকটা কিছুই করতে পারবে না।”

রাসেল মাথা ঝাঁকালো। “সে ব্যাপারে আমরা নিষিদ্ধ হতে পারি না।”

“একটু ভাবো! সে ওখানে ছিলো এটা স্বীকৃত করলে তাকে এটাও মেনে নিতে হবে সে চূরি করতে গিয়েছিলো। তাকে কি তুমি সন্ধ্যার খবরে দেখেছো?” প্রেসিডেন্ট মাথা ঝাঁকালেন। “আমি নিরাপদই আছি। ঐ লোকটা আমাকে স্পর্শও করতে পারবে না, গ্রেরিয়া।”

লিমোটা শহরে ফিরে আসার সময় তাদেরকে একটা কৌশল ঠিক ক'রে নিতে হয়েছে। তাদের অবস্থান খুবই সহজ সরল পুরোপুরি অস্বীকার করা হবে। যদি

অভিযোগ আনা হয়, তারা এটাকে অধিনীন বলে উড়িয়ে দেবে। ঘটনাটি সত্য হলেও এটা বুবই অবিশ্বাস্য আৱ অধিনীন একটি কাহিনী বলে মনে হবে।

অবশ্য আৱেকটা সম্ভবনাও আছে, তবে রাসেল ঠিক কৱলো এ নিয়ে এ মুহূর্তে প্ৰেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনা কৱবে না।

“অনুত্ত ঘটনা ঘটেছে।” রাসেল তাঁৰ দিকে তাকালো।

“জাগুগাটা পৰিষ্কাৰ কৱা হয়েছে, তাই না? ওখানে কোনো কিছু পাওয়া যাবে না, ঠিক? কেবল তাৱ লাশটা, তাই না?” তাঁৰ কষ্টে নাৰ্ভেসেৱ আভাস।

“ঠিক।” রাসেল তাৱ ঠোঁট কামড়ে ধৱলো। প্ৰেসিডেন্ট জানেন না, চাকুটা এবং সেটাতে সেগে থাকা তাঁৰ বৰ্ষ এখন অন্য একজনেৱ হাতে, যে সব দেখে ফেলেছে।

সে পায়চাৰি কৱতে লাগলো। “অবশ্য তুমি তাৱ সাথে ওটা কৱেছো কিনা সেটা আমি বলতে পাৱবো না। তবে সেটা দিয়ে তোমাকে শনাক্ত কৱা যাবে না।”

“হায় যিতু, তাৱ সাথে কৱেছি কিনা তা তো আমি নিজেই মনে কৱতে পাৱছি না। মনে হয় আমি কৱেছি।”

কথাটা শুনে সে না হেসে পাৱলো না।

প্ৰেসিডেন্ট তাৱ দিকে ফিৱে তাকালেন। “বার্টন আৱ কলিনেৱ ব্যাপার কি?”

“তাদেৱ আবাৱ কি ব্যাপার?”

“তাদেৱ সাথে কি কথা বলেছো?”

“জানাজানি হলে তোমাৰ মতো তাদেৱও তো সমস্যা হবে, হবে না?”

“আমাদেৱ সবাৱই হবে, গ্ৰোৱিয়া, সবাৱ।” আয়নাতে দেখে টাইটা ঠিক ক'ৱে নিলেন তিনি। “পিপিংটম্টাৱ ব্যাপারে কোনো কু পেলে?”

“এখনও পাইনি। তাৱ প্ৰেট নাখাৱটা বুজছে।”

“মেয়েটাকে পাওয়া যাচ্ছে না, এটা তাৱ কখন বুঝতে পাৱবে বলে মনে কৱো?”

“বুব জলদিই আশা কৱেছি।”

“হাস্যকৱ গ্ৰোৱিয়া।”

“তাকে না পেয়ে খৌজা হবে। তাৱ শ্বামীকে ডাকা হবে, তাৰিপৰ বাড়িতাতে যাবে তাৱ।”

“তাৱপৰ পুলিশ তদন্ত কৱবে?”

“সে ব্যাপারে আমৱা কিছুই কৱতে পাৱবো না।”

“তবে সেটা অন্য দিকে ঘুৱিয়ে দিতে পাৱলো।” প্ৰেসিডেন্টেৱ মধ্যে দুশ্চিন্তাৰ ছাপ দেখা গেলো। যেনো তিনি বলছেন, তিনি কি ক্ৰিস্টিন সুলিভানকে কৱেছেন? তাঁৰ ধাৱণা কৱেছেন। তা না হলে তো রাতটা অমন হোতো না।

“আমৱা যতো বেশি সন্দেহ কমাতে পাৱবো, ততোই মোড় ঘোৱাতে পাৱবো।”

“এটাতো সহজেই কৱা যাবে। তুমি এই দৃষ্টিকোণটা ব্যবহাৰ কৱবে যে, ওয়াল্টাৱ সুলিভান আমাৱ ঘনিষ্ঠ বক্ষু এবং রাজনৈতিক মিত্ৰ। তাই এই মামলাটাতে আমাৱ

ব্যক্তিগত আগ্রহ থাকা বুবই স্বাভাবিক । পুরো ব্যাপারটা আগাপাছা ভাবো, গ্লোরিয়া, এজন্যেই তো তোমাকে ব্রাখা হয়েছে ।”

তুমি তার ক্ষীর সাথে উয়েছো, রাসেল ভাবলো ।

“এটা আমি ইতিমধ্যেই ভেবেছি, এলান ।”

একটা সিগারেট ধরিয়ে সে আস্তে ক'রে ধোয়া ছাড়লো । এ ব্যাপারে তাকে তাঁর চেয়েও বেশি এগিয়ে থাকতে হবে । একটু এগিয়ে যেতে পারলেই হয়, তাকে আর পায় কে । এটা বুব সহজ কাজ হবে না । এই লোকটাও বেশ চতুর । তবে সে নাক উঁচু লোক । নাক উঁচুওয়ালারা নিজেদের ক্ষমতাকে বড় ক'রে দেখে আর অন্যের ক্ষমতাকে ছোটো ক'রে দেখতে অভ্যন্ত ।

“কেউ জানতো না মেয়েটা তোমার সাথে দেখা করতে যাচ্ছে?”

“আমার মনে হয় আমরা ধরে নিতে পারি মেয়েটা বেশ বুদ্ধিমতি আর সতর্ক, গ্লোরিয়া?” চিফ অব স্টাফের দিকে ভুরু কৃচ্ছালেন । তার স্বামী যদি জানতে পারতো যে সে অন্য লোকের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করছে তবে আটশত মিলিয়ন খোয়াতো, সেটা এমনকি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে হলেও ।”

রাসেল জানে ওয়াল্টার সুলিভানের আজব স্বভাবের কথা । আয়নার দরজার পেছনে চেয়ারটা দেখেছে সে । লোকটার বাতিক কী রকম সেটা বুঝতে আর বাকি নেই । কিন্তু এটাও তো ঠিক, এ ব্যাপারটা সে জানে না । দেখতেও পায়নি । কে জানে তার প্রতিক্রিয়া কী করম হবে? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সুলিভান নিজে অঙ্ককারে ব'সে ব'সে এসব দেখেনি ।

“আমি তোমাকে সতর্ক ক'রে দিচ্ছি, এলান । তোমার এইসব ফষ্টিনষ্টি কাজ কারবার আমাদেরকে একদিন বিপদে ফেলবে ।”

রিচব্ল তার দিকে তাকিয়ে হতাশ হলেন । “শোনো, তোমার ধারণা আমিই একমাত্র প্রেসিডেন্ট যে এসব করি? আরে, আমি বরং এ ব্যাপারে আমার পূর্ববর্তী অনেকের চেয়ে বেশি সতর্ক আর সজাগ । এই কাজের দায়িত্ব আমি স্বিঞ্চিছি ... আর আমি তার ফায়দাটাও নিছি । বুঝলে?”

রাসেল নার্ভাসভাবে বললো, “পুরোপুরিই নিয়েছো, মি: প্রেসিডেন্ট ।”

“আরে ঐ লোক কী আর করবে । সে কিছুই করতে পারবে না ।”

“একটা তাসই কিন্তু পুরো তাসের ঘর ভেঙে ফেললেও আরে ।”

“হ্যা? কিন্তু এরকম ঘরে অনেকেই বাস করে । এটা কেবল মনে রেখো ।”

“তা মনে রাখি, চিফ, প্রতিদিনই মনে রাখি ।”

দরজায় নক হলে রাসেলের ডেপুটি এ্যাসিস্ট্যান্ট দরজা খুলে উঁকি মারলো । “পাঁচ মিনিট, স্যার ।” প্রেসিডেন্ট মাথা নেড়ে সায় দিলেন ।

“অনুষ্ঠানের জন্য দারুণ সময় ।”

“র্যানসম বল্ডউইন তোমার ক্যাম্পেইনে বেশ মোটা অংকের টাকা অনুদান দিয়েছে, যেমন তোমার সব বন্ধুরা দিয়েছে ।”

“তোমাকে আর ব্যাখ্যা করতে হবে না এটার প্রতিদান কিভাবে দিতে হবে, সুইটহার্ট।”

রাসেল উঠে তাঁর হাতটা ধরে বেশ মনোযোগ দিয়ে তাঁর দিকে তাকালো। তাঁর বাম গালে একটা ছোট্ট কাটা দাগ আছে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়ের একটা স্মারকচিহ্ন। রাজনৈতিক জীবনে এই ছোট্ট খুঁতটাই তাঁর প্রতি নারীদেরকে আকর্ষিত করে। রাসেল বুঝতে পারলো সে তাঁর এই দাগের দিকেই তাকিয়ে আছে।

“এলান, তোমার শার্থ রক্ষার্থে যা কিছু করতে হয় আমি সবই করবো। তুমি এসব থেকে বেঁচে যাবে। কিন্তু আমাদেরকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। আমরা একটা টিম, এলান। আমরা যদি এক সঙ্গে কাজ করি তবে আমাদের কিছুই হবে না।”

প্রেসিডেন্ট তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তিনি তাঁর গালে চুম্ব খেলে সে তাঁকে জড়িয়ে ধরলো।

“তোমাকে ভালোবাসি, গ্লোরিয়া। তুমি অসাধারণ।” তিনি নিজের বক্তৃতার কপিটা হাতে নিলেন। “সময় হয়েছে।” রাসেল তাঁকে চলে যেতে দেখলো। নিজের গালটা ভালো করে হাত দিয়ে মুছে তাঁকে অনুসরণ করলো।

* * *

জ্যাক ইস্টর্কমের দিকে তাকালো। অভিজাত আর বিশাল ঘরটা এ দেশের সবচাইতে ক্ষমতাবান নারী-পুরুষে পূর্ণ। ঘরের এক কোণে দেখতে পেলো তার ফিয়াসে এক কংগ্রেসম্যানের সঙ্গে কথা বলছে। নির্ধাত সে বল্ডউইন এন্টারপ্রাইজের প্রসারের জন্য ধান্দাবাজী করছে।

তার ফিয়াসে বেশিরভাগ সময়ই কাটায় ক্ষমতাবান লোকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। এভাবেই সে বল্ডউইন এন্টারপ্রাইজকে বড়বড় কাজ পাইয়ে দেয়। বিগত পাঁচ বছরে বল্ডউইন এন্টারপ্রাইজের সম্পদ দ্বিগুণ হবার পেছনে তার যে অবদান রয়েছে সেটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ব্যানসম বল্ডউইন, ছয়ফিট পাঁচ ইঞ্চি উচ্চতার, পাতলা সাদা চুল, গল্পীর কষ্ট। সব রাজনীতিবিদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে আর কৃত্রিম হাসি দিচ্ছে।

পুরুষের অনুষ্ঠানটি দয়া করে অন্তর্ভুক্ত সেরে ফেলা হয়েছে। জ্যাক তার ঘড়ির দিকে তাকালো। তাকে আবার অফিসে ফিরে যেতে হবে। খুব জলদিই। এগারোটা বাজে, জেনিফার বলেছে আরেকটা প্রাইভেট পার্টি রয়েছে উইলার্ড হোটেলে। ফেরার পথে ওখানেও যেতে হবে।

সে জেনিফারকে একটু পাশে নিয়ে এসে যেই জানাতে যাবে যে তাকে একটু আগেই চলে যেতে হবে অমনি প্রেসিডেন্ট, জেনিফার আর তার বাবা তার দিকে ফিরলো।

জ্যাক তার হাতে ধরা মদের গ্লাসটা রেখে গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিলো, যাতে তার কথাবার্তাতে কোনো হোচট না আগে। জেনিফার এবং তার বাবা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলছিলো যেনো তারা পুরনো বস্তু। কথা বলছে, হাসছে, ক'নুই দিয়ে একে অন্যকে গুঁতো মারছে, যেনো ওকলাহোমা থেকে তার চাচাতো ভাই নেড এসেছে বেড়াতে। কিন্তু ইনি তো চাচাতো ভাই নেড নন, ইনি হলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট!

“তাহলে তুমিই হলে সেই ভাগ্যবান?” প্রেসিডেন্ট হেসে বললে তারা হাত দেলালো। তিনি জ্যাকের মতোই লম্বা।

“জ্যাক আহাম, মি: প্রেসিডেন্ট। আপনার সঙ্গে দেখা করাটা সম্মানের ব্যাপার স্যার।”

“আমার মনে হচ্ছে তোমাকে আমি অনেক দিন ধরেই চিনি। জেনিফার তোমার কথা অনেক বলেছে। বেশিরভাগই ভালো।” তিনি দাঁত বের ক'রে হাসলেন।

“জ্যাক হলো প্যাটন, শ্ৰী এ্যান্ড মার্জ-এর একজন পার্টনার।” জেনিফার এখনও প্রেসিডেন্টের হাত ধরে রেখেছে। সে জ্যাকের দিকে তাকিয়ে সৌজন্যমূলক হাসি দিলো।

“জেন, এখনও পার্টনার হইনি কিন্তু।”

“সময়ের ব্যাপার মাত্র,” র্যানসম বল্ডউইন গমগম কষ্টে বললো। “বল্ডউইন এন্টারপ্রাইজের মতো মক্কেল থাকলে তুমি এই দেশের যেকোনো ফার্মেরই অংশীদার হতে পারবে। সেটা ভুলে যাচ্ছা কেন। স্যান্ডি মার্জকে তুমি পাস্তাই দেবে না।”

“তার কথা শোনো, জ্যাক। খুবই অভিজ্ঞ লোক।” প্রেসিডেন্ট তাঁর গ্লাসটা তুলতে যেতেই একটা কাঁপুনি দিয়ে হাতটা নামিয়ে ফেললেন। জেনিফার চমকে গিয়ে তাঁর হাতটা ছেড়ে দিলো।

“আমি দুঃখিত, জেনিফার। খুব বেশি টেনিস খেলে ফেলেছি। হাতটাতে সমস্যা হচ্ছে। তো, র্যানসম, মনে হচ্ছে তুমি বেশ ভালো জামাই পেয়ে গেছো।”

“আরে, ওকে তো আমার সত্ত্বাজ্য পাবার জন্যে আমার মেজের সাথে লড়াই করতে হবে। হয়তো জ্যাক হতে পারবে রাণী, আর জেন হতে স্বরাবে রাজা। সমান অধিকারের জন্য এটা কেমন হলো?” র্যানসম এমন জোরে হাসলো যে সবাই তার সঙ্গে যোগ দিলো।

জ্যাক নিজেকে অপাংক্রেয় বলে মনে করলো। “আমি একজন আইনজীবি কেবল, র্যানসম; কোনো খালি সিংহাসন দখল করার ধান্দা আমি করি না। সম্পদশালী হওয়া ছাড়াও এ জীবনে আরো অনেক কিছু করার আছে।”

জ্যাক তার মদের গ্লাসটা তুলে ধরলো। সে যেমনটা ভেবেছিলো তেমনটা হলো না এই অনুষ্ঠান। সে আত্মরক্ষামূলক আচরণ করছে। র্যানসম বল্ডউইন তার হু জামাই সম্পর্কে আসলে কী ভাবে? বিশেষ ক'রে এখন?

র্যানসম হাসি বন্ধ ক'রে তার দিকে তাকালো। জেনিফার তার মাথাটা একটু

একপাশে দোলালো, যেমনটি সে ক'রে থাকে অযাচিত, বেফাস কিছু বলে ফেললে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সে বেফাস বলে। প্রেসিডেন্ট তাদের সবার দিকে তাকিয়ে হেসে এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকা এক মহিলার দিকে গেলেন।

জ্যাক তাঁকে চলে যেতে দেখলো। মহিলাকে সে বিভিন্ন ইসুতে টিভিতে অসংখ্যবার দেখেছে প্রেসিডেন্টের পক্ষে সাফাই গাইতে। গ্লোরিয়া রাসেলকে খুশি দেখাচ্ছে না এ মুহূর্তে। কিন্তু সে যে লাইনে কাজ করে সেখানে খুশি হলো সবচাইতে বিরল একটি পণ্য।

জেনিফারকে এক পাশে টেনে নিয়ে সে তার অপারগতা জানালো। জেন মোটেই খুশি হলো না।

“এটা একেবারেই মেনে নেয়া যায় না, জ্যাক। বাবার জন্যে আজ রাতটা কতো গুরুত্বপূর্ণ জানো?”

“আরে, আমার কাজ আছে না, তুমি তো জানোই।”

“এটা হাস্যকর! তুমিও সেটা জানো। ঐ ফার্মের কেউ তোমাকে দিয়ে এভাবে কাজ করাতে পারে না। কোনো এসোসিয়েটের তো প্রশংসন আসে না।”

“জেন, এটা এমন কিছু না। আমার দারুণ সময় কেটেছে। তোমার বাবা পুরক্ষারটা পেয়ে গেছে। এবার কাজে ফিরে যাবার সময় হয়েছে। এলভিস কোনো সমস্যা নয়। সে একটু খোচায় কেবল, কিন্তু সেও প্রচুর কাজ করে।”

“এটা ঠিক হচ্ছে না, জ্যাক। এটা কোনো অজুহাত হতে পারে না, অন্তত আমার কাছে।”

“জেন, এটা আমার চাকরি। বললাম তো, এ নিয়ে ভাববে না। আগামীকালকে দেখা হবে। একটা ক্যাব ধরতে হবে আমাকে।”

“বাবা খুব হতাশ হবেন।”

“তোমার বাবা বুঝতেই পারবে না আমি এখানে নেই। মনে আছে তো, বলেছিলে পরে হবে? আমার ঘরে হলেই ভালো হয়, একঘেয়েমী কাটানোর জন্যে।”

সে তাকে চুমু খেতে দিলো। কিন্তু জ্যাক চলে যেতেই অর রাবার কাছে ছুটে গেলো জেন।

অধ্যায় ৫

কেইট হইটনি তার বিল্ডিংয়ের পার্কিংলটে চুকলো । তার হাতে কয়েকটা শপিং ব্যাগ , অন্য হাতে নিজের বৃফকেস, সেটাও ফাইলে ঠাসা । তাই সিডি দিয়ে ওঠার সময় তাকে একটু বেগ পেতে হলো ।

দ্রুত পোশাক পাল্টে ট্রাউজার পরে নিলো । বাড়ি থেকে বের হয়ে ইউলিসিস এস আন্ট মৃত্তির নিচে দৌড়াতে লাগলো ।

এখান থেকে পশ্চিম দিকে গিয়ে ঘুরে নিজের জগিংটা শেষ করবে ।

তার শ্বাসপ্রশ্বাস এখন একটু দ্রুত হচ্ছে । ঘামের চোটে টি-শার্টটা ভিজে গেছে । টাইডাল বেসিনের কাছে আসতেই দেখতে পেলো লোকজন খুব একটা নেই । আপন মনে দৌড়াতে লাগলো সে ।

“হ্যালো কেইট,” জ্যাক হাত বাড়িয়ে বললো । একটা চেরি গাছের শাগবাঁধানো চতুরের উপর দাঁড়িয়ে আছে সে । তাকে ওঠার জন্যে সাহায্য করতে গেলে কেইট পা ফস্কে পঁড়ে গেলে তার পায়ের গোড়ালীটা মচ্কে গেলো একটু । সে জুতা জোড়া খুলে মোজাটাও খুলে পায়ের পাতা ঘষতে শুরু করলো ।

“আমার মনে হয় না দৌড়ানোর মতো সময় তোমার আছে, জ্যাক ।”

তার দিকে তাকালো সে কপালের চুলের রেখা একটুও পিছিয়ে যায়নি । চেহারায় কোনো বলিরেখাও নেই । জ্যাক গ্রাহামের জন্যে সময়টা থেমে গেছে যেনো । তাকে মানতেই হলো জ্যাককে দেখতে দারুণ লাগছে । অন্যদিকে, সে একেবারেই বিধ্বস্ত ।

“আমিও তোমার বেলায় একই কথা ভাবছিলাম । আমার ধারণা ছিলো না তোমার মতো প্রসিকিউটরকে তারা মাঝরাতের আগে ছেড়ে দেয় । হাফিয়া উঠেছো ?”

“ঠিক ।” নিজের গোড়ালীটা মেসেজ করলো কেইট । বেশ ব্যথা করছে । জ্যাক তার যন্ত্রণাটা বুঝতে পেরে কেইটের পাটা হাতে তুলে লিপ্তেই সে সরিয়ে নিলে জ্যাক তার দিকে চেয়ে রইলো ।

“মনে রাখবে, আমাকে বেঁচে থাকার জন্যে ভায় এই কাজটাই করতে হয় আর তুমি ছিলে আমার সেরা এবং একমাত্র মক্কেল । এই রকম নাজুক গোড়ালীর কোনো মেয়েকে আমি জীবনেও দেখিনি । অবশ্য তোমার শরীরের বাকি সব বেশ ভালোই দেখাচ্ছে ।”

সে তাকে গোড়ালীটা ধরতে দিলো । খুব জলদিই বুঝতে পারলো তার হাতের কাজ আগের মতোই আছে । সে কি বলেছে ভালোই দেখাচ্ছে? অবাক হলো । হাজার হোক সে তাকে পরিত্যাগ করেছে । আর সে একদম ঠিক কাজটাই করেছে । তাই না?

“প্যাটন, শ’তে তোমার খবরটা আমি শুনেছি । অভিনন্দন ।”

“মিলিয়ন ডলারের মক্কেল থাকলে যেকোনো উকিলই এটা করতে পারবে ।” সে হেসে বললো ।

“হ্যা, পত্রিকাতে আমি তোমাদের এনগেজমেন্টের খবরটাও পড়েছি । আবারো অভিনন্দন ।” এই কথাতে জ্যাক হাসলো না । কেইট অবাক হয়ে ভাবলো কেন হাসলো না ।

সে কোনো কথা না বলে জুতা-মোজা পরে নিলো । তার দিকে তাকালো জ্যাক । “তুমি এক দিন অথবা দু’দিনের জন্যে দৌড়াতে পারবে না, বেশ ভালোই মচ্কেছে । আমার গাড়িটা ওখানে রাখা আছে । চলো, তোমাকে লিফট দেই ।”

“আমি একটা ক্যাব নেবো ।”

“তুমি আমার চেয়েও একটা ক্যাবকে বেশি বিশ্বাস করো?” সে একটু রেগে গেলো । “তাছাড়া, আমি তো তোমার কোনো পকেট দেখছি না । ইচ্ছে করলে বিনামূল্যে গাড়ি চড়তে পারো । ভালো থেকো ।”

সে তার শর্টসের দিকে তাকালো । তার চাবিটা মোজার মধ্যে আছে । জ্যাক ইতিমধ্যেই পায়ের ফোলাটা দেখে ফেলেছে । তার হতবুদ্ধিকর অবস্থা দেখে হাসছে জ্যাক । তাকে দেখে কেইটের মনে হচ্ছে না বছদিন পরে দেখা হয়েছে ।

জ্যাক উঠে দাঁড়ালো । “আমি তোমাকে কিছু টাকা ধার দিতাম, কিন্তু আমিও ফতুর হয়ে গেছি ।”

কেইট উঠে দাঁড়াতেই বুঝতে পারলো গোড়ালীটার অবস্থা খারাপ তাই জ্যাকের কাঁধে হাত রাখলো ।

“আমার ধারণা ছিলো প্রাইভেট প্র্যাকটিসে বেশ ভালো টাকা পাওয়া যায় ।”

“তা পাওয়া যায়, তবে আমি কখনও টাকা রাখতে পারি না । তুমি সেটা জানো ।” এটা অবশ্য সত্য ।

জ্যাক তাকে ধরে গাড়ি পর্যন্ত নিয়ে গেলো । দশ বছরের পুরনো একটা সুবারু ওয়াগন । গাড়িটা দেখে কেইট বিস্মিত হলো ।

“এই জিনিসটা তুমি এখনও ছাড়তে পারবে না ।”

“আরে, এটা আরো অনেক মাইল যাবার ক্ষমতা রাখে । তাছাড়া এটাতে অনেক মধুর স্মৃতি রয়েছে । এই যে, ওখানকার দাগটা দেখেছো? তোমার বাটারক্ষ-কোন আইসক্রিমে দাগটা হয়েছিলো । ১৯৮৬ সালে আমার ট্যাঙ্ক ফাইনাল পরীক্ষার আগে । তুমি ঘুমাতে পারছিলে না, আর আমি পড়তে পারছিলাম না । মনে আছে?”

“স্মৃতি রোমস্থন্টাতে একটু ভুল আছে । আমার মনে পড়ছে তুমি আমার সিটের

পাশে দুধ ফেলে দিয়েছিলে কারণ আমি গরমের ব্যাপারে অনুযোগ করছিলাম।"

"গুহ্য, তাই তো।" তারা হেসে গাড়িতে উঠে পড়লো।

গাড়ির ভেতর চুকতেই কেইটের অসংখ্য স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছে। সামনের সিটে তাকাতেই জ্যাকের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেলে সে একটু লজ্জা পেলো।

তারা পূর্ব দিকে ছুটে চললো। চার বছর আগেও তারা এভাবে গাড়িতে উঠতে, কিন্তু আজকে অন্য রূক্ষ লাগছে। বর্তমানটা অনেক ভিন্ন। কেইট জানালার কাঁচ নামিয়ে দিলো।

জ্যাক এক চোখ রাস্তার দিকে আরেক চোখ কেইটের দিকে রাখছে। তাদের এই সাক্ষাত্তা ঘটনাচক্রে হয়নি। চার বছর আগে কেইট তাকে ছেড়ে চলে গেলেও এখন তার বিয়েটা যখন ঘনিয়ে এসেছে তখন সে ঠিক করেছিলো তার সঙ্গে দেখা করবে। সে এখনও কোনোভাবেই আশার আলোটা নিভিয়ে দিতে চাইছে না। অন্তত আজকের দিন পর্যন্ত তো নয়ই। অবশ্য তাদের দু'জনের মধ্যে কেবল সে-ই এখনও আশার আলো দেখতে পাচ্ছে। এসারিং মেশিনে কোনো মেসেজ ছাড়তে যখন সাহস পায়নি তখনই ঠিক করেছিলো তার সঙ্গে দেখা করবে।

তাদের দেখা হবার আগ পর্যন্ত সে একঘণ্টা ধরে ঘুরে বেড়িয়েছে। অবশ্যে দূর থেকে তাকে দেখতে পেয়ে পাঁচ মিনিট সময় ব্যয় ক'রে তার মুখোযুবি হয়েছে। তার হদস্পন্দনটা যে দ্বিতীয় হয়নি তার কারণ নিয়মিত ব্যায়াম।

"তো, তোমার কাজকর্ম কেমন যাচ্ছে?" চুলে ঝুঁটি বাঁধতে বাঁধতে কেইট জানতে চাইলো।

"এই তো, ভালোই।" কাজ নিয়ে সে কথা বলতে চাচ্ছে না। "তোমার বৃন্দ বাবা কেমন আছে?"

"এটা তুমিই আমার চেয়ে ভালো জানো।" সেও তার বাবাকে নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছে না বোৰা গেলো।

"তাকে আমি দেখিনি সেই ..."

"ভাগ্যবান তুমি।" কথাটা বলেই চুপ মেরে গেলো সে।

বোকার মতো তার বাবার প্রসঙ্গ তোলাতে জ্যাক মাথাটা ঝাকাতে লাগলো। সে আশা করেছিলো এতোগুলো বছরে বাবা-মেয়ের মধ্যে হয়তো সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয়েছে। এখন তো মনে হচ্ছে সেটা হয়নি।

"কমনওয়েলথ-এর এটর্নি হিসেবে আমি তোমার সম্পর্কে অনেক ভালো কথা শুনেছি।"

"তাই নাকি।"

"সত্য।"

"আচছা।"

"সবার বয়স বাড়ছে, কেইট।"

“জ্যাক গ্রাহামের নয়।”

ইউনিয়ন স্টেশনের দিকে মোড় নিলো সে। তারপরই বুঝতে পারলো কোথায় যাবে জানে না। “আমি এখানে উধূ ঘুরছি কেইট। কোন্ দিকে যাবো?”

“আমি দুঃখিত। ক্যাপিটাল হয়ে মেরিল্যান্ডের থার্ড স্ট্রেটে যাও।”

“জায়গাটা তুমি পছন্দ করো?”

“আমার যা বেতন, তাতে বলা যায় চমৎকার। দাঁড়াও, অনুমান ক'রে বলছি। তুমি সম্ভবত জর্জ ট্যুনে, ঠিক, বিশাল কোনো এক বাড়িতে, চাকর বাকরদের কোয়ার্টারও আছে, তাই না?”

সে কাঁধ ঝাঁকালো। “আমি জায়গা বদলাইনি। আগের জায়গাতেই আছি।” কেইট তার দিকে তাকিয়ে থাকলো। “জ্যাক, তুমি তোমার এতো টাকা কী করো?”

“আমি যা চাই তাই কিনি। এর বেশি আমি চাই না।” পেছনে তাকালো সে। “আচ্ছা, একটা বাটারক্ষচ-কোন আইসক্রিম হলে কেমন হয়?”

“সে রকম আইসক্রিম এই শহরে নেই।

“চেষ্টা ক'রে দেখি।” সে একটা ইউ-টার্ন নিলো। “মনে ইচ্ছে কাউন্সেলর, তুমি খুব বেশি ঘুরে দেখোনি।”

* * *

ত্রিশ মিনিট পর তারা পার্কিংলটে এসে পড়লো। সে আগে বের হয়ে দরজা খুলে তাকে বের হতে সাহায্য করলো। পায়ের ব্যথাটা আরো বেড়ে গেছে। বাটারক্ষচ-কোন আইসক্রিমটাও শেষ হয়ে গেছে।

“তোমাকে উপরে পর্যন্ত দিয়ে আসি।”

“তা করতে হবে না।”

“আমি তোমার পাটার বারোটা বাজিয়েছি। সেই অপরাধ কিন্তু প্রায়শিক করতে সাহায্য করো।”

“সেটা তুমি করেছো, জ্যাক।” কঠটো জ্যাকের কাছে বেশ চেনাই লাগলো। এমনকি চার বছর পরও। বিব্রত একটা হাসি দিয়ে সে পিছু হটে গেলো। জ্যাক যখন চলে যাচ্ছিলো তখন সিঁড়ির মাঝপথ থেকে তাকে ঢুকলো।

“জ্যাক?” সে পেছন ফিরে তাকালো। “আইসক্রিমের জন্য ধন্যবাদ।” সে বিল্ডিংয়ের ভেতরে চলে গেলো।

গাড়ি নিয়ে বের হবার সময় জ্যাক দেখতে পায়নি পার্কিংলটের বাইরে একটা গাছের নিচে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে।

লুথার অঙ্ককার থেকে বের হয়ে এসে এপার্টমেন্টের দিকে তাকালো।

তার বেশভূষা দু'দিন আগে থেকেই আমূল বদলে গেছে। তার দাঁড়ি যে খুব দ্রুত

বাড়ে সেটা ভাগোর ব্যাপার, তার চূল খুব ছোটো ক'রে কাটা হয়েছে। বাকি যেটুকু
আছে তাও আবার টুপিতে ঢাকা। সানগ্রাসে চোখ দুটো ঢেকে রেখেছে। আর একহাতা
শরীরটা লম্বা ওভাবকোটে আড়াল হয়ে গেছে।

চলে যাবার আগে তার আশা মেয়েটাকে আরেকবার দেখে যাবে। জ্যাককে দেবে
সে অবাক হয়েছে খুব। তবে সেটা ঠিকই আছে। সে জ্যাককে পছন্দ করে।

এপার্টমেন্ট নামার চৌদ্দ। সে ভালো করেই তা জানে। ভেতরে কয়েকবারই
গিয়েছে, আর সেটা অবশ্যই মেয়ের অনুপস্থিতিতে। সামনের দরজার লক্টা তার
কাছে মাঝে জিনিস। চাবি দিয়ে খুলতে যতো সময় লাগবে চাবি ছাড়াই তার চেয়ে
কম সময়ে খুলে ফেলতে পারে সে। মাঝেমাঝেই সে মেয়ের ঘরের ভেতরে গিয়ে বসে
আর নানা ধরণের স্মৃতি রোমস্থল করে। কিছু ভালো, কিছু খুবই ইতাশাজনক।

তার মেয়েটা খুবই ভিন্নধরণের পেশা বেছে নিয়েছে। একজন অপরাধী হিসেবে
সে জানে আশেপাশে সত্যিকারের বদমাশদের সংখ্যা অনেক। কিন্তু তার পক্ষে
মেয়ের কারণে পেশা বদল করার জন্যে খুব বেশি দেরি হয়ে গেছে।

মেয়ের সঙ্গে তার যে সম্পর্ক সেটা সে প্রত্যাশাই করে। কারণ দু'জনের অবস্থানই
এমন। তার মনে নিজের স্ত্রীর ছবিটা ভেসে উঠলো। সে এমন একজন মহিলা ছিলো
যে তাকে খুবই ভালোবাসতো আর অনেকগুলো বছর তার পাশে ছিলো। কীসের
জন্য? যদ্রোগ আর দুষ্পুরুষ-কষ্টের জন্য। কিন্তু অকালে মরে যাবার আগে সে যখন সব
বুঝতে পারলো, তাকে ডিভোর্স দিয়ে দিলো। সে আবারো ভাবতে লাগলো কেন সে
এই অপরাধী জীবন এখনও অব্যাহত রেখেছে। এটা ঠিক টাকার জন্যে নয়। সে সব
সময়ই সাদামাটা জীবন যাপন করে। তার চুরি করা বেশিরভাগ টাকাই দিয়ে দান
ক'রে দেয়া হয়, তার এই কর্মকাণ্ড তার বউকে পাগল ক'রে তুলেছিলো, আর নিজের
মেয়েকে তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে অনেক আগেই। শতবার জিজ্ঞেস
করেও এই প্রশ্নের কোনো জবাব পায়নি, কেন সুরক্ষিত ধনীদের সম্পদ চুরির কাজ
অব্যাহত রেখেছে সে। সম্ভবত, এটা এজন্যে যে, সে দেখাতে চায় সে কি করতে
পারে।

আরেকবার তার মেয়ের ঘরটার দিকে তাকালো। মেয়েটা চায় না বলেই সে
এখানে আসে না। আর সে জানে, তার মেয়ে কোনোদিনই এটা চাইবে না।

জুখার দ্রুত পথে নেমে ক্যাব ধরার চেষ্টা করলো। এখান থেকে ইউনিয়ন স্টেশনে
যাবে। সে সবসময়ই খুব একা, কিন্তু এখন নিজেকে খুব বেশি একা লাগছে। তার
কাছে মনে হলো সময়টা বেশ অস্বাস্থিকরণ।

মেট্রো বাসে টুপিটা নামিয়ে বসে আছে লুখার। একটা পরিত্যক্ত সংবাদপত্র তুলে
নিলো। কখন তারা মেয়েটাকে খুঁজে পাবে সেই কথা ভাবলো। খুঁজে পেলেই সে
জানতে পারবে। এ শহরের সবাই সেটা জানতে পারবে। ধনীরা খুন হলে প্রথম
পাতার শিরোনাম হয়। গরীবেরা ঠাই পায় ভেতরের পাতায়। ক্রিস্টি সুলিভান অবশ্যই

প্রথম পৃষ্ঠায় ঠাই পাবে ।

পত্রিকাটা সে ফেলে দিলো । তার দরকার একজন আইনজীবির সাথে দেখা করা ।
তারপর চলে যাবে । বাসটা চলছে, একসময় তার দু'চোখে ঘুম চলে এলো । কিন্তু সে
ঘুমিয়ে পড়লো না । কয়েক মুহূর্তের জন্যে তার মনে হলো সে তার মেয়ের ড্রেইং রুমে
বসে আছে । আর এবার মেয়েটা তার সঙ্গেইচ আছে ।

অধ্যায় ৬

মুখার একটা দ্বিহাম ঘরের কনফারেন্স টেবিলে বসে আছে। চেয়ার টেবিলগুলো বেশ পুরাতন, হাজার হাজার পৃষ্ঠার কাগজের বাত্তিল রাখা আছে সেখানে। একটা কাউ হোল্ডার রয়েছে টেবিলে। একটা কার্ড তুলে নিলো। ‘লিগ্যাল সার্ভিস ইনকর্পোরেশন।’ এইসব লোক ব্যবসায় ভালো নয়। ল'স্কুলের থার্ডক্লাস পাওয়াদের প্র্যাকটিসের ফেত্র এটি। তবে তার তো সেরাদের দরকার নেই। তার দরকার কেবল এমন একজনকে যার ল'ডিগ্রি রয়েছে এবং শরীর স্বাস্থ্য ভালো।

“সবকিছুই নিয়মমতো করা হয়েছে, মি: হইটনি।” পঁচিশ বছরের ছেলেটা তাকে বললো। এখনও তার মধ্যে প্রাণশক্তি রয়েছে। এই জায়গাটা তার সর্বশেষ গন্তব্যস্থল নয়। কিন্তু তার পেছনে থাকা ক্লাস্ট-শ্রাস্ট, বৃক্ষ লোকটির চোখেমুখে কোনো আশা-ই নেই। “ইনি হলেন ডেরি বার্নস, ম্যানেজিং এটর্নি, ইনি হবেন আপনার উইলের অন্য এক সাক্ষী। আমাদের কাছে সেফ-প্রভিং এফিডেভিট রয়েছে, সুতরাং কোটে গিয়ে আমাদেরকে বলার প্রয়োজন হবে না যে, আমরা আপনার উইলের সাক্ষী।” কুক্স চেহারার এক চালিশোর্ধ মহিলা কলম আর নোটারি সিল নিয়ে হাজির হলো। “ফিলিস, এই যে আমাদের নোটারি, মি: হইটনি।” তারা সবাই বসে আছে। “আমি কি আপনার উইলের টার্মগুলো পঁঢ়ে শোনাবো?”

“আমি এটা পড়েছি,” মুখার জবাব দিলো।

“চমৎকার,” বললো জেরি বার্নস। “তাহলে আমরা শুরু করছি না কেন?”

পনেরো মিনিট পরে, মুখার লিগ্যাল সার্ভিস ইনকর্পোরেশন থেকে বের হয়ে এলো তার শেষ উইল আর জবানবন্দীর দুটো কপি কোটের পকেটে নিয়ে।

বানচোত উকিলের দল, এদের ছাড়া দেখি হাগামুতাও করা আছে না, এমনকি মরতে গেলেও এদের লাগে। কারণ উকিলেরাই সব আইনকানুন তৈরি করে। এসময়ে জ্যাকের কথা মনে পঁঢ়ে গেলে সে হাসলো। জ্যাক সেরকম নয়। ও একেবারেই আলাদা। এরপর নিজের মেয়ের কথা ভাবতেই তাঁর মাসিটা উবে গেলো। কেইটও সেরকম নয়। কিন্তু কেইট তাকে ঘৃণা করে।

একটা ক্যামেরার দোকানের সামনে থাম্ভলো সে। সেখান থেকে একটা পোলারয়েড ক্যামেরা আর একগাদা ফিল্ম বিলু কিম্বলো। যে ছবি তুলবে সেটা সে অন্য কারোর কাছে ওয়াশ করতে দিতে চাইছে না। এক ঘণ্টা পরে, মোট দশটা ছবি তুলে ফেললো। সেগুলো কাগজে মুড়িয়ে ম্যানিলা ফোল্ডারে ভরে রাখলো। সেই ফোল্ডারটা রেখে দিলো তার কাঁধের ব্যাগে।

ঘরে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো । তার শেষ গন্তব্যে যাবার প্রায় এক ঘণ্টা আগে বিছানায় গিয়ে শুইয়ে পড়লো । সেও খুব জাঁদরেল লোক । মৃত্যুকে সে ভয় করে না । ঘটনাটার সঙ্গে পুরোপুরি জড়িত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট । যে লোকটাকে লুথার শুন্ধা করতো, তাঁকে ভোটও দিয়েছিলো সে । যিনি দেশের সর্বোচ্চ পদে আসীন, তিনি এক মহিলাকে প্রায় খুন করে ফেলেছিলেন ।

অন্য একটা চিন্তা তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরলো, এমন কিছু যা সে মোকাবেলা করতে পারে না । একপাশে ফিরে বালিশে মাথা তুঁজে ঘুমাতে চেষ্টা করলো লুথার ।

* * *

“এটা দারুণ, জেন ।” ইট আর পাথরের তৈরি বিশাল ম্যানশনটার দিকে তাকিয়ে জ্যাক দেখলো । এটার রয়েছে কলেজ ডরমিটরির থেকেও বেশি ঘর । যোরানো ড্রাইভ-ওয়েটা শেষ হয়েছে চারটা গাড়ির গ্যারাজের সামনে এসে । এখানে রয়েছে বেশ সমৃদ্ধ একটা টেনিস কোর্ট ।

দালাল সামনের দরজায় অপেক্ষা করছে । তার স্লেট-মডেলের মার্সিডিজটা ঝরনার পাশে পার্ক করা আছে । কমিশনের ডলার খুব দ্রুত গণনা করা যায় ।

জেনিফার বন্ডউইন তার হাতটা ধরে নিয়ে গিয়েছিলো আর দুঁষ্টা পরেই তাদের ট্যুরটা শেষ হয়ে গেছে ।

“তো, কতো হবে?” তার মনে হলো তার এ প্রশ্নটা করা দরকার । তাকে মানতেই হলো এটা খুব আরামদায়ক আর সুবিধার হবে । এখান থেকে কেবল পাঁচচলিশ মিনিট দূরে তার অফিস । কিন্তু তারা এ জায়গাটা স্পর্শও করতে পারে না । সে তার ফিয়াসের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো ।

জেনকে খুব নার্ভাস দেখাচ্ছে । “তিনি মিলিয়ন আটলক্ষ ডলার ।”

জ্যাকের চেহারাটা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো । “আটগ্রিশ লক্ষ ডলার ।”

“জ্যাক, এটার আসল মূল্য তার চেয়েও তিনগুণ ।”

“তাহলে তারা এটা আটতিরিশ লক্ষ ডলারে কেন বিক্রি করছে? আমরা এটা কেনার ক্ষমতা রাখি না, জেন । ভুলে যাও ।”

সে চোখ দুটো বড় বড় করে জবাব দিলো । দালালকে হাত নেড়ে আশ্বস্ত করলো । এ লোক গাড়িতে বসে চুক্তিনামা লিখছে ।

“জেন, আমি বছরে একলক্ষ বিশ হাজার ডলার আয় করি । তুমিও এরকম কিংবা তার চেয়ে একটু বেশি আয় করো ।”

“তুমি যখন পার্টনার হবে –”

“ঠিক । আমার বেতন বাড়বে, তবে এটা কেনার জন্য যথেষ্ট হবে না । আমরা বন্ধকেরা পাওনাও পরিশোধ করতে পারবো না । আমার মনে হয়েছিলো আমরা

তোমার বাড়িতেই থাকবো।”

“বিবাহিত লোকের পক্ষে এটা শোভন নয়।”

“শোভন নয়? ওটা তো বিশাল একটা প্রাসাদ।” সে পাশের একটা বেঞ্চে গিয়ে
বসলো।

তার সামনে এসে জেন দাঁড়ালো। তার গ্রীষ্মের রোদে পোড়া চামড়া ফ্যাকাসে
হয়ে গেছে।

“আমাদেরকে বন্ধক দিতে হবে না, জ্যাক।”

সে তার দিকে তাকালো। “সত্যি? তাহলে তারা আমাদেরকে এই বিশাল বাড়িটা
কেন দেবে, কারণ আমরা দারুণ চমৎকার এক দম্পতি?”

সে ইতস্তত ক'রে বললো, “বাবা এটা নগদ টাকায় কিনে দেবে, পরে আমরা তাঁর
দেনা শোধ ক'রে দেবো।”

জ্যাক এটার জন্যেই অপেক্ষা করছিলো।

“তাঁর দেনা শোধ করবো? আমরা কিভাবে তাঁর দেনা শোধ করবো, জেন?”

“তিনি খুবই সহজ একটি কিস্তির পরিকল্পনা করেছেন। ভবিষ্যতের আয়ের উপর
সেটা নির্ভর করছে। ঈশ্বরের দোহাই, জ্যাক, আমি আমার টাকা থেকেই এটা
পরিশোধ করতে পারতাম, কিন্তু তুমি এটা মানবে না।” সে তার পাশে বসলো।
“আমি ভেবেছি এরকম হলে তোমার কোনো আপত্তি থাকবে না। বল্ডউইনদের টাকার
ব্যাপারে তোমার মনোভাবটা আমি জানি। আমরা বাবার দেনা শোধ ক'রে দেবো।
এটা কোনো উপহার নয়। এটা সুদসহ একটা ঝণ। আমি আমার জায়গাটা বিক্রি
ক'রে দেবো। তাহাড়া তোমারও কিছু টাকা হবে। এটা বিনে পয়সায় হবে না।” সে
তার লম্বা লম্বা আঙুল দিয়ে জ্যাকের বুক স্পর্শ করলো। বাড়িটার দিকে ফিরে
তাকালো। “এটা খুব সুন্দর, তাই না, জ্যাক? এখানে আমরা খুব সুখী থাকবো।
আমরা এখানেই থাকবো।”

জ্যাকও বাড়িটার দিকে তাকালো, তবে মনে হলো না ওটা দ্বিতীয় জন্যে
তাকালো। তার চোখে কেবল কেইট হইটনি। বাড়িটার প্রতিটি জ্বালায়, প্রতিটি
বেলকনিতে।

জেনিফার তাকে আদর করতে গেলে সে উঠে গাড়িতে চলে গেলো। জেনিফার
কয়েক মুহূর্ত ব'সে রইলো। তারপর রেগে মেগে তার নিকটে গেলো।

যে দালালটা তাদেরকে খুব মনোযোগ দিয়ে দেশেছে মার্সিডিজে ব'সে সে সেখা
থামিয়ে বিরক্ত মুখে গজরাতে লাগলো।

* * *

উত্তর-পশ্চিম ওয়াশিংটনের ঘনবসতি একটি অঞ্চলের ছোট্ট একটা হোটেল থেকে খুব
সকালে লুখার বের হয়ে এলো। সে একটা ক্যাব নিয়ে ড্রাইভারকে ডিসি'র

উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহ ঘুরিয়ে মেট্রো-সেন্টার সাব-ওয়েতে যেতে বললো । এরকম অনুরোধ ক্যাব চালককে মোটেও অবাক করলো না । হরহামেশাই পর্যটকেরা এ ধরণের ভ্রমণের আদ্দার করে ।

আকাশে মেঘ জমেছে । তবে বৃষ্টি হবে কিনা বুঝতে পারলো না । আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবলো সে কি আজ থেকে ছয় মাস পরে বেঁচে থাকবে? হয়তো না । তারা তাকে খুঁজে বের করবেই । সে যতোই সতর্ক থাকুক । কিন্তু সে এইটকু সময় উপভোগ করার পরিকল্পনা ক'রে ফেলেছে ।

মেট্রোটা তাকে ওয়াশিংটন ন্যাশনাল এয়ারপোর্টে নিয়ে গেলো । সেখান থেকে একটা শাটল বাসে ক'রে সে মেইন টার্মিনালে চলে এলো । আমেরিকান এয়ারলাইনস-এর একটা ফ্লাইট ধরে সে যাবে ডালাসে, সেখান থেকে মায়ামি । ওখানে একরাত থেকে পুয়ের্তোরিকোতে চলে যাবে । কিন্তু তার শেষ গন্তব্য আসলে বার্বাডোজ । সবকিছুই সে নগদে পরিশোধ করছে । তার পাসপোর্ট বলছে তার নাম আর্থার লানিস, বয়স পঁয়ষষ্ঠি, মিশিগানের লোক । এরকম হাফডজন ডকুমেন্ট তার কাছে আছে । পাসপোর্টটার মেয়াদ আরো আটবছর রয়েছে ।

প্রেন থেকে নিচে তাকিয়ে লুথার পোটোম্যাক নদীটাকে ক্রমশ বিলীন হতে দেখলো । কয়েক মুহূর্তের জন্যে তার মৃত স্ত্রীর কথা মনে পড়ে গেলো তার । তারপর জীবিত কন্যার ।

ফ্লাইট এটেন্ড্যান্ট তাকে কফি আর নাস্তা দিয়ে গেলো । বেশিরভাগ যাত্রীই নাস্তা সেরে ছোট্ট একটা ঘুম দিয়েছে ।

সিটবেল্টটা খুলে টয়লেটে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দিকে তাকালো । চোখ দুটো ক্লাস্ট আর লাল হয়ে আছে । বিগত ছত্রিশ ঘণ্টায় তার বয়স অনেক বেড়ে গেছে ।

মুখে পানি দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিলো । যতাই জোর করুক তার মন বার বার ফিরে যাচ্ছে সেই ঘটনাটার দিকে । মেয়েটা মারাত্মক মার খাচ্ছে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট মাতাল হয়ে এক মেয়ের সঙ্গে অশালীন কাজ করতে গিয়ে তাকে বেদম প্রহার করছে । তিনি প্রেসের সামনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন বাচ্চাদের আদর করছেন আর বয়স্ক সুন্দরী-বিষণ্ণ নারীদের সঙ্গে টাংকি মারছেন । দেশ-বিদেশে উড়ে যাচ্ছেন, মিটিং করছেন । এই দেশের নেতা হয়ে বেঁজুড়ে কথা বলছেন । এই বানচোতটা বিবাহিত নারীদের সঙ্গে রঙগুলীলা করে আঁকড়েরকে পেটায়, তারপর হত্যা করে!

কী আজব চিজ!

সে-ই একমাত্র ব্যক্তি যে এধরণের অভিজ্ঞতা বয়ে বেড়াচ্ছে ।

লুথারের নিজেকে খুবই একা আর পাগল পাগল ব'লে মনে হলো ।

সবচাইতে দুঃখজনক ব্যাপার হলো এই বানচোতটার কিছুই হবে না ।

লুথার নিজেকে বার বার এই ব'লে সায় দিতে লাগলো যে, তার বয়স যদি ত্রিশ

বহুর কম হোতো তবে যুদ্ধটা মোকাবেলা করতো । তার নার্ভ এখনও শক্ত আছে, কিন্তু নদীর শিলার মতোই ক্রমশ ক্ষয়ে যাচ্ছে সেটা । এই বয়সে যুদ্ধ করা যায় না । তার সময় এসে গেছে ।

কিন্তু কোনো অভ্যহাত দিয়ে বিবেককে মানানো যাচ্ছে না । সে আয়নার দরজাটা খোলেনি । মেয়েটার মৃত্যু ঠেকাতে পারতো সে । এটাই সহজ সরল সত্য । সে যদি পদক্ষেপ নিতো মেয়েটা এখনও বেঁচে থাকতো । কিন্তু নিজের জীবনের বিনিময়ে, শাধীনতার বিনিময়ে সে অন্যকে মরতে দিয়েছে । সুধার কেবল চেয়ে চেয়ে দেবেছে, তার এক ত্তীয়াংশ বয়নের এক মানব সত্তান তারই সামনে খুন হয়েছে । এটাই তাকে তীব্র মনোকষ্টের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বার বার ।

সিঙ্গের সামনে উপড় হতেই তার পা দুটো টলে গেলো । এই প'ড়ে যাওয়াতে সে কৃতজ্ঞই হলো, কারণ এতে ক'রে নিজের চেহারাটা তাকে দেখতে হলো না । প্রেন্টা একটু দুলে উঠলে তার পেট মোচড়াতে শুরু করলো ।

কয়েক মিনিট পরে একটা কাগজের তোয়ালে ঠাণ্ডা পানিতে ভিজিয়ে মুখ আর কাঁধটা মুছে নিলো । নিজের সিটে ফিরে এসে বিশ্রাম নিলো সুধার । প্রেন্টা যতোবার দুলছে তার অপরাধ বোধও ততোই বাড়ছে ।

* * *

ফোনটা বাজলে কেইট ঘড়ির দিকে তাকালো । এগারোটা । সাধারণত সে আগে ফোন নাম্বারটা দেখে ফোন তুলে থাকে । কিন্তু আজ কী যেনো মনে হলে ফোনটা সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিলো ।

“হ্যালো ।”

“তুমি কাজ করছো না?”

“জ্যাক?”

“তোমার পায়ের অবস্থা কেমন?”

“কয়টা বাজে, জানো?”

“আরে, আমি আমার রোগীর খৌজধৰ নিছি । ডাক্তারৰ কথনও ঘূমায় না ।”

“তোমার রোগী ভালো আছে । আমাকে নিয়ে দুচিন্তা করার জন্যে ধন্যবাদ ।” সে একটু হাসলো ।

“বাটারক্ষচ-কোন আইসক্রিম, এই প্রেসক্রিপশন্টা কখনও ব্যৰ্থ হয় না ।”

“ওহ, তাহলে আরো অনেক রোগীই আছে দেখছি?”

“আমার উকিল বলেছে এ প্রশ্নের উত্তর না দিতে ।”

“স্মার্ট উকিল ।”

জ্যাক কল্পনা করতে পারলো সে ব'সে মাথার চুলে হাত চালাতে কথা বলছে ।

“তোমার চুলের শেষপ্রান্ত কঁকড়াই আছে, হাত চালাতে হবে না ।”

সে তার হাতটা চুল থেকে সরিয়ে ফেললো । অবাক হলো খুব । এই কথাটা তার কাছে অনেক স্মৃতি বয়ে আনলো । সবগুলোই যে ভালো, তা নয় ।

“অনেক রাত হয়েছে, জ্যাক । আগামীকাল আমাকে আদালতে যেতে হবে ।”

সে উঠে দাঁড়িয়ে কর্ডলেস ফোনটা নিয়ে বিরামহীন ভেবে চললো । কোনো এক অজানা কারণে ফোনটা একটু ধরে রাখলো কয়েক মুহূর্তের জন্যে ।

“আমি দুঃখিত, তোমাকে এতো রাতে ফোন করার জন্যে ।”

“ঠিক আছে ।”

“তোমার পায়ে ব্যথা দেবার জন্যেও দুঃখিত ।”

“তুমি ইতিমধ্যেই ক্ষমা চেয়েছো ।”

“হ্যা, তো, কেমন আছো? মানে পা-টা বাদ দিলে ।”

“জ্যাক, আমাকে সত্যি একটু ঘুমাতে হবে ।”

এটা সে আশা করছিলো ।

“লাক্ষের সময় এটা আমাকে বোলো তবে ।”

“বলেছি তো আমাকে আদালতে যেতে হবে ।”

“আদালতের কাজের পরে ।”

“জ্যাক, আমার মনে হয় না এটা ভালো কোনো আইডিয়া । আমার স্থির বিশ্বাস এটা বাজে একটা আইডিয়া ।”

জ্যাক বুঝতে পারলো সে কী বোঝাতে চাচ্ছে ।

“হ্যায় যিশু । এটা কেবল একটা লাঞ্ছ । আমি তো তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছি না ।” সে হেসে ফেলতেই দমে গেলো ।

কেইট আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজেকে দেখলো । নাইট গাউনটা টেনে গলাটা ঢেকে নিলো ।

“দুঃখিত,” সে বললো । “আমি দুঃখিত, মানে সে অর্থে বলিনি । তোমাকে খাওয়াতে ইচ্ছে করছে । আমাকে তো কোনো না কোনো জায়গায় টাকা খরচ করতে হবেই ।” কোনো শব্দ নেই ওপাশ থেকে ।

গত দুঃঘন্টা ধরে সে কী বলবে সেটা রিহার্সেল ক'রে দিয়েছিলো । কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সেটাতে কোনো কাজই হচ্ছে না । এলোমেলো হয়ে গেছে । পরিকল্পনা মোতাবেক কিছুই হচ্ছে না । বিকল্প প্রারিকল্পনার কথা চিন্তা করলো । ঠিক করলো অনুনয় বিনয় করবে ।

“পিজ কেইট । তোমার সঙ্গে সত্যি আমার কথা বলা দরকার । পিজ ।”

সে এবার বিছানার ওপর উঠে বসে একটা লম্বা নিঃশ্বাস নিলো । সে যতোটা ভবেছিলো সব কিছু আসলে ততোটা বদলে যায়নি । এটা কি ভালো না মন্দ? এ হৃতে সে ভাবতেও চাইছে না ।

“কখন, কোথায়?”

“ব্রটন-এ?”

“লাঙ্গের জন্যে?”

এতো দামি রিংসোরাৱ কথা উনে কেইট যে বেশ অবাক হচ্ছে সেই দৃশ্যটা সে কলনা কৱতে পাৱলো। “ঠিক আছে, দুটোৱ সময়, পুৱনো শহৱেৱ পাশে যে ডেলি-টা আছে সেটা হলে কেমন হয়? তাহলে লাঙ্গেৱ সময়েৱ ভীড়টা থাকবে না।”

“ভালো। তবে আমি কথা দিচ্ছি না। যদি আসতে না পাৱি, তোমাকে ফোন ক'ৱে জানিয়ে দেবো।”

সে আস্তে ক'ৱে একটা দীৰ্ঘশ্বাস ফেললো। “ধন্যবাদ, কেইট।”

জ্যাক ফোনটা রেখে সোফায় উইয়ে পড়লো। এবাৱ তাৱ পৱিকলনাটা কাজে লেগেছে। সে কী বলবে দেখা হলে? কেইটই বা কী বলবে? সে মিথ্যে বলেছে। সে তাকে দেখতে চাচ্ছে, কথা বলতে চাচ্ছে। নিজেকে বাব বাব বলতে লাগলো কথাটা।

বাথকুমে গিয়ে মাথাটা ঠাণ্ডা পানিতে ধুয়ে একটা বিয়াৱ নিয়ে ছাদে চলে গেলো। রাতেৱ অন্ধকাৱে ব'সে ব'সে নিচেৱ রাস্তাৱ যানবাহনগুলো দেখতে লাগলো। বিয়াৱটা শেষ হলে নিচে নেমে এসে লিভিং রুমেৱ সোফায় উয়ে পড়লো। তাৱ সামনে টিভিটা চলছে। ফোনটাৱ রিং সে উনতে পায়নি, কোনো মেসেজও রেখে যাওয়া হয়নি। আপু এক হাজাৱ মাইল দূৱে, লুথাৱ হইটনি ফোনটা রেখে ত্ৰিশ বছৱেৱ মধ্যে প্ৰথম একটা সিগাৱেট ধৰিয়ে টান দিলো।

* * *

ফেডেঙ্গেৱ ট্ৰাকটা প্ৰত্যন্ত অঞ্চলেৱ এক রাস্তায় ধীৱে ধীৱে এগিয়ে যাচ্ছে। এৱ আগে সে কখনও ডেলিভাৱি কাজে বাইৱে যায়নি। তাৱ গাড়িটা জায়গায় জায়গায় থেমে চিঠি বিলি কৱছে।

পথেৱ শেষ বাড়িটাৱ সামনে গিয়ে গাড়িটা থামলো, দৱজাৱ পাশে ছোট্ট প্ৰেটেৱ ঠিকানাটা দেখে নিলে তাৱ মুখে হাসি দেখা দিলো। কখনও কখনও এটা ভাগ্যেৱ ব্যাপার।

বাড়িটা ছেটোখাটো। বুব ভালোমতো দেখাশোনা কৰা হয় না, বোৰা গেলো। সব কিছুই কেমন মলিন আৱ বিবৰণ।

বয়স্ক এক মহিলা দৱজা ঝুললেন। মনে হচ্ছো তিনি ডেলিভাৱিটা দেখে বেশ অবাক হয়েছেন। সই ক'ৱে চিঠিটা বুবো নিলেন তিনি।

ড্রাইভাৱ সইটা দেখলো : এডউইনা ক্ৰম। তাৱপৱ ট্ৰাকটা নিয়ে চলে গেলো। দৱজা বন্ধ কৱাৱ আগে ভদ্ৰমহিলা ট্ৰাকটা চলে যেতে দেখলেন।

* * *

ওয়াকি-টকিটা খট্টখট ক'রে উঠলো ।

ফ্রেড বার্নস এই কাজে আছে সাত বছর ধরে । বড়লোকের অভিজ্ঞত এলাকায় দামি দামি বাড়িগুলো দেখাশোনার কাজ । এসব বাড়ির কোনোটাতেই সে কখনই ঢোকেনি । অথচ এসব বাড়ি পাহারা দেয়ার জন্যেই তাকে বেতন দেয়া হয় ।

সামনের বিশাল বাড়িটার দিকে তাকালো । পাঁচ মিলিয়ন ডলার হবে, অনুমান করলো । তাকে পাঁচবার জীবন দেয়া হলেও এতো টাকা আয় করতে পারবে না ।

ওয়াকি-টকিটা চেক ক'রে দেখলো । তাকে জায়গাটা ঘুরে দেখতে হবে । সে ঠিক জানে না কী হয়েছে এখানে । বাড়ির মালিক ফোন ক'রে বলেছে একটা টহল গাড়ি নিয়ে যেনো চেক ক'রে দেখে বাড়িটা ।

ঠাণ্ডা বাতাসের কারণে প্রচণ্ড কফির তেষ্টা পেলো । কিন্তু বাড়িটার এক কোণে জানালা দিয়ে একটা দড়ি ঝুলতে দেখেই তার সেই তেষ্টা উবে গেলো । একটু নিচু হয়ে অন্তর্টা কোমর থেকে হাতে তুলে নিলো । অন্য হাতে ওয়াকিটকিটা নিয়ে রিপোর্ট করলো । তার কষ্ট কাঁপছে । কয়েক মিনিটের মধ্যেই সত্যিকারের পুলিশ এসে হাজির হবে । সে তাদের জন্যে অপেক্ষা করতে পারে অথবা নিজে গিয়ে দেখতে পারে কী হয়েছে । তবে সে সিদ্ধান্ত নিলো অপেক্ষাই করবে ।

বার্নস'র সুপারভাইজার প্রথমে এসে পৌছালো, একটা সাদা স্টেশন ওয়াগন নিয়ে, সেটার গায়ে কোম্পানির লোগো আঁকা আছে । ক্রিশ সেকেন্ড বাদে পাঁচটা টহল গাড়ির প্রথমটি এসে হাজির হলো । এরপর একে একে বাকিগুলো এসে জড়ো হলো বাড়িটার সামনে ।

চারজন পুলিশ সামনের দিকে গেলো, দু'জন গেলো পেছনে । তারা বুঝতে পারলো সামনের দরজার তালা খোলা । এলার্মও বন্ধ । নিচের তলায় তারা তেমন কিছু পেলো না । সাবধানে উপরের তলায় গেলো ।

তৃতীয় তলার ল্যাভিংয়ে আসতেই দলটির চিফ সার্জেন্ট বুঝতে পারলো এটা কোনো সাধারণ চুরি হবে না ।

চার মিনিট বাদে তারা এক সুন্দরী মহিলার চারপাশে দাঁড়িয়ে রহলো । স্বাস্থ্যবান পুলিশ অফিসারদের মুখগুলো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ।

পঞ্চাশোর্ধ সার্জেন্ট জানালার দিকে তাকালো । দৈশ্বরক্ত ধন্যবাদ, মনে মনে সে ভাবলো । লাশের দিকে আরেকবার তাকালো । তারপর জানালার দিকে গিয়ে নির্মল বাতাস বুক ভরে নিয়ে গুমোট অবস্থাতে একটু স্বন্তি ঝুঁজিলো সে ।

মেয়েটার সমবয়সী এক মেয়ে আছে তার কয়েক মুহূর্তের জন্যে তার চোখে নিজের মেয়ের ছবিটা ভেসে উঠলো । মাটিতে লাশ হয়ে পড়ে আছে সে । এ মুহূর্তে অবশ্য একটা কথা-ই কেবল ভাবতে চাইলো । এই জঘন্য কাজটা যে-ই করুক না কেন, ধরা তাকে পড়তেই হবে ।

অধ্যায় ৭

ফোনটা যখন এলো তখন সেদ ফ্রাংক একটা টোস্ট চিবোতে তার ছয় বছরের মেয়েটাকে স্কুলে পাঠানোর জন্য চুলে ফিতা বাঁধার চেষ্টা ক'রে যাচ্ছিলো। তার বউ এসে ফিতা বেঁধে শেষ করলে নিজের টাইটা বাঁধতে বাঁধতে ফোনটা তুলে নিলো কোলে। উপর প্রাঞ্চের শাস্তি কঢ়ে তনে গেলো কিছুক্ষণ। দু'মিনিট বাদে সে গাড়িতে।

ফ্রাংকের দীর্ঘ, সুঠাম শরীরটা এগিয়ে যাচ্ছে অপ্রতিরোধ্যভাবে। আজকাল তার কোঁকড়ানো কালো চুলে তাকে খুবই অভিজ্ঞত দেখায়।

একচল্লিশ বছর বয়স, আর তিনি বাচ্চার বাপ। তার কাজটা যতো চাপেরই হোক না কেন, সে মোটের উপর একজন সুবী মানুষ। জীবনে সে বড় কোনো সমস্যায় পড়েনি। তবে সে এও জানে যেকোনো সময় সে বিপদে পড়ে যেতে পারে।

গাড়িতে যেতে যেতে ফ্রাংক একটা ফলের জুস খেয়ে নিলো। তার আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় কাজ শুরু হয়েছে সবচাইতে বাজে জায়গা নিউ ইয়র্ক থেকেই। যেখানে মানুষের মূল্য খুব বেশি ছিলো না। প্রকারণের সে একজন গোয়েন্দা হয়ে উঠলো। এটা তার স্ত্রীকে দারুণ রোমাঞ্চ করে। রাতে তার বউ ভালো ঘুমিয়েছে। সে জানতো কোনো অ্যাচিত ফোন এসে তাদের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাবে না। পুলিশকে বিয়ে করার পর থেকেই সে এরকম প্রত্যাশা করে যাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত ফ্রাংককে হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তার পেশায় অনিবার্য এক চ্যালেঞ্জ এটা। কয়েক বছর পর, তার মনে হলো সে কাজটা বেশ পছন্দই করছে। কারণ চ্যালেঞ্জ আছে তাতে। তবে দিনে সাত-আটটা লাখ দেখতে তো আর ভালো লাগে না। তাই সে দক্ষিণ ভার্জিনিয়াতে চলে এসেছে।

এখন সে মিডল্টন কাউন্টির হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের গোয়েন্দা।

অভিজ্ঞত এলাকায় গাড়িটা চুক্তেই ফ্রাংকের চোখে দামি স্বাম সব বাড়ি ঘরগুলো চোখে পড়লো। সামনে বিশাল সব দরজা। সবুজ চতুর। প্রায় সব গুলোরই পেছনে সুইমিংপুল রয়েছে। এটা হলো সৌভাগ্যবানদের এলাকা। ফ্রাংক বুঝতে পারলো প্রতিবেশীদের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া সম্ভব না। একবার তারা তাদের দূর্গে চুকলে বাইরের কোনো শব্দ বা দৃশ্য শোনেও না, দেখেও না। এইজন্যেই তো তারা এতো টাকা খরচ ক'রে থাকে। নিজের জগত আর নিজের গন্তব্য মধ্যেই আবক্ষ থাকতে চায় তারা।

সুনিভান এস্টেটে চুকে পড়লো ফ্রাংক। ধনীদের ব্যাপারে তার কোনো দরদ নেই,

সে তাদেৱকে ঘৃণা কৰে না । তাৱা হলো গোলকধার অংশ ।

বাড়িটাৰ ভেতৱে ঢেকন্দাৰ সময় সে লক্ষ্য কৰলো শস্যক্ষেত্ৰেৰ পাশেই ছোট একটা শন্যমাড়াইয়েৰ ট্রাট্টৰ আছে, এৱ চালক গী঳ু দৃষ্টিতে পুলিশেৰ কাজকৰ্ম পৰ্যবেক্ষণ কৰছে । লোকটা জানে না, সে আসলে আলামত নষ্ট কৰছে । সেদ ফ্রাংক গাড়ি থেকে নেমেই সামনেৰ দৱজ্ঞার দিকে ছুটে গেলো ।

* * *

দৃহাত পকেটে চুকিয়ে সে ঘৰটাৰ চারপাশ, জমিন, দেয়াল আৱ সিলিংয়েৰ দিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো । এৱপৱ আয়নাৰ দৱজ্ঞার দিকে গেলো । শেষে গেলো মৃতদেহটা যেখানে কয়েকদিন ধৰে পড়ে আছে ।

সেদ ফ্রাংক বললো, “ছবি নিও প্ৰচুৱ পৱিমাণে, মনে হচ্ছে এসব আমাদেৱ দৱকাৱ হবে ।”

ক্রাইম ইউনিটেৰ চিত্ৰগ্রাহক লাশটাৰ চারপাশে ছবি তুলে চললো । এৱপৱ ভিডিও ক্যামেৱায় ছবি তোলা হবে । অবশেষে সেই ছবিতে বৰ্ণনা সংযুক্ত কৱা হবে । সেটা যে কেবলমাত্ৰ আদালতে দাখিল কৱাৱ জন্যে তা নয়, এটা কৱা হচ্ছে তদন্তেৰ সাহায্যাৰ্থে । ফুটবল খেলোয়াড়েৱা যেমন ভিডিও-ফুটেজ দেখে, গোয়েন্দাৱাও তেমনি অপৱাধ সংঘটিত স্থানেৰ ভিডিও-ফুটেজ এবং স্থিৱচিত্ৰ দেখে অনুসন্ধান ক'ৱে থাকে ।

দড়িটা এখনও শক্ত ক'ৱে লাগানো রয়েছে । জানালা দিয়ে সেটা নিচে নেমে গেছে । ওটাতে কালো ফিমাৱ-প্ৰিন্ট পাউডাৰ দেয়া হয়েছে । কিন্তু মনে হচ্ছে আঙুলেৰ ছাপ বুৰ একটা থাকবে না । এক্ষেত্ৰে সাধাৱণত সবাই হাতে গ্ৰাব্স পৱে থাকে । এমনকি দড়িতে গিট থাকলেও ।

দায়িত্বে ধাকা অফিসাৱ স্যাম মাগৰুদ্দার এগিয়ে এলো । তাৱ ~~ব্যাস~~ পঞ্জশিৰে মতো । সকালেৱ নাস্তা না কৱেই এখানে এসেছে । একটা বড় বহুলযোগ্য ফ্যান আনা হয়েছে । সিইউ সদস্যাৱা সবাই এক ধৱণেৰ মুখোশ পৱে আছে ।

মাগৰুদ্দারেৱ নোটগুলো চেক ক'ৱে দেখলো ফ্রাংক ।

“স্যাম, জানালাৰ কাছ থেকে দূৱে থেকো, তোমাৰ মাপ শক্তি চার মিনিটেই শেষ হয়ে যাবে ।”

“আমি জানি, সেদ । আমাৱ মাথা এটা ~~কলাই~~ । কিন্তু আমাৱ নাক সেই কথা শুনবে না ।”

“তাৱ স্বামীকে কখন ফোন কৱা হয়েছে?”

“আজ সকালে, সাতটা চলিশ মিনিটে ।”

ফ্রাংক পুলিশেৰ লেখাগুলোতে চোখ বোলালো । “সে কোথায় আছে?”

“বাৰ্বাডোজে ।”

ফ্রাংকের মাথাটা একটু ঝাঁকালো । “কতো দিন ধরে?”

“আমরা সেটা নিশ্চিত হবার চেষ্টা করছি ।”

“সেটাই করো ।”

“লরা, তারা কতোগুলো কলিংকার্ড ফেলে গেছে?” ফ্রাংক তার আইডেন্ট-টেকনিশিয়ান লরা সাইমনকে বললো ।

সে মুখ তুলে তাকালো । “বুব বেশি পাছিঃ না, সেদ ।”

ফ্রাংক তার কাছে এলো । “আরে লরা, ভালো ক’রে দ্যাখো । তার স্বামীর ব্যাপার কি? কাজের লোকজন? কিছু তো ধাকার কথা ।”

“আমি তো পাইনি ।”

“তুমি আমাকে তোগাবে ।”

সাইমন হলো ফ্রাংকের সেরা আঙুলের ছাপ তোলার লোক । সে কাচুমাচু ক’রে তাকালো । সবজায়গাতে কার্বন পাউডার ছড়ানো হলেও কিছুই পাওয়া যায়নি? সবজায়গাতেই অপরাধীর আঙুলের ছাপ আছে । তোমাকে কেবল সেটা খুঁজে বের করতে হবে । লরা তন্ম করেও খুঁজে পেলো না । আশা করছে ল্যাবরেটরিতে বিশ্বেষণ ক’রে কিছু পাওয়া যাবে । অনেক কিছুই সুণ্ড থাকে । ল্যাবে সেগুলো ধরা পড়ে ।

“ল্যাবে নিয়ে যাবার জন্যে কিছু জিনিস আমি প্যাকেটে নিয়ে নিয়েছি । ওখানে গিয়ে পরীক্ষা করার পর হয়তো তোমার জন্যে কিছু দিতে পারবো ।” সাইমন এই ব’লে আবার কাজে মনোযোগ দিলো ।

ফ্রাংক মাথা ঝাঁকালো । ল্যাবে গেলে তো অনেক সময় লাগবে । তাদের হাতে অতো সময় নেই ।

“আরে লরা, মেয়েটাকে দ্যাখো, অপরাধী অনেক কিছুই রেখে গেছে ।”

সে আবারো তার দিকে তাকালো । “একটু দ্রুত করা যায় কিনা চেষ্টা ক’রে দেখছি । আমি কিন্তু সব সময়ই দ্রুত করি,” সে হেসে বললো ।

গোয়েন্দা অদ্রলোক বিরক্ত হলো মনে হচ্ছে । “ঠিক । শেষবাটু মৰ্বন তুমি এ রকম করার চেষ্টা করছিলে তখন পুরো ভবনটা আমাদেরকে খালি করতে হয়েছিলো ।”

“পৃথিবীটা বুব নির্খুত নয়, সেদ ।”

মাগরুদ্দার গলাটা কেশে নিলো । “মনে হচ্ছে আমরা কোনো সত্যিকারের পেশাদারের বক্ষে পড়েছি ।”

সেদ ওআইসি’র দিকে তাকালো । “তারা পেশাদার নয়, স্যাম । তারা অপরাধী, খুনি । আরে, এটা তো এমন নয় যে, তারা কলেজে গিয়ে এসব শিখেছে ।”

“না, স্যার ।”

“যহিলাই কি বাড়ির মালিক?” ফ্রাংক জানতে চাইলো ।

মাগরুদ্দার নাইটস্ট্যান্ডের পাশে ছবিটার দিকে তাকালো । “ক্রিস্টিন সুলিভান ।

আমরা সে ব্যাপারে নিশ্চিত।”

“কোনো সাক্ষী?”

“নাই। প্রতিবেশিদের সঙ্গে এখনও কথা বলে দেখিনি। আজ সকালেই কি করবেন সেটা?”

ফ্রাংক ঘরটার বর্ণনা টুকে নিতে শুরু করলো। ঘরটাতে কী কী আছে সেটাও খতিয়ে দেখলো সে। এরপর ডেপুটি মেডিকেল এক্সামিনারের কাছে গেলো। মোটাসোটা এবং সাদা চুলের লোকটা লাশের স্কার্ট নামিয়ে রাখলে ফ্রাংক হাঁটু গেঁড়ে মহিলার দিকে তাকালো। মনে হচ্ছে মেয়েটাকে বেদম প্রহার করা হয়েছে। তার পায়ের রক্তে পোশাকটা সেঁটে আছে। গা থেকে দুর্ঘন্ধ বের হচ্ছে। জানালা খোলা থাকলেও পচে-টচে খুব একটা পোকা জন্মায়নি। গোয়েন্দাদের চেয়ে ফরেনসিকরা খুব দ্রুত আর নিখুঁতভাবে মৃত্যুর সঠিক সময়টা নির্ধারণ করতে পারে।

“সময়টা কি আন্দাজ করতে পেরেছো?” ফ্রাংক মেডিকেল এক্সামিনারকে জিজ্ঞেস করলো।

“বাহাসুর থেকে বিরাশি ঘণ্টা হবে। মেয়েটাকে ব্যবচ্ছেদ করলে আপনার জন্যে আরো নিখুঁত এবং বিস্তারিত তথ্য জানাতে পারবো।” লোকটা সোজা হয়ে দাঁড়ালো। “গুলিটা লেগেছে মাথায়,” সে বললো। যদিও এই তথ্যটা এই ঘরের প্রায় সবাই জানে।

“মেয়েটার ঘাড়ে কিছু দাগ দেখলাম।”

“তা আছে। তবে এখন বলতে পারবো না ওগুলো কিসের।”

“আমি এসব তথ্য একটু দ্রুত পেতে চাই।”

“পেয়ে যাবেন। এই হত্যাকাণ্ডটি বেশি অগ্রাধিকার পাবে, তা জানি।”

এ কথাতে গোয়েন্দা ভদ্রলোক একটু ভুরু কুচ্কালো।

মেডিকেল এক্সামিনার তার দিকে তাকিয়ে বললো, “আশা করি প্রেসেন্স সাথে এটা নিয়ে কথা বলতে উপভোগই করবেন। পিপড়ের মতো তারা হ্রদি খে়ে পড়বে।

“তা করবে।”

মেডিকেল এক্সামিনার কাঁধ ঝাকালো। “এসবের জন্যে আমার বয়স বেশি হয়ে গেছে। তাকে এখন নিয়ে যাওয়া যায়।”

মেডিকেল এক্সামিনার গোছগাছ করে চলে গেলো।

ফ্রাংক লাশের একটা হাত তুলে নিয়ে দেখলো। বেশ ভালোভাবেই নখগুলো ম্যানিকিউর করা হয়েছে। দুটো নখে চির ধরা দেখতে পেলো। তার মানে মরার আগে বেশ একটা ধন্তাধন্তি হয়েছে। শরীরটা যেভাবে পঁচতে শুরু করেছে তাতে বোৰা যাচ্ছে কমপক্ষে আটচলিশ ঘণ্টা আগে মারা গেছে। এটা খুনির জন্যে ভালো পুলিশের জন্যে খারাপ। ফ্রাংক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

সে সাবধানে লাশের মাথাটা একটু তুলে ধরলো। দু'পাশটা আলোর দিকে নিয়ে

ভালো ক'রে লক্ষ্য করলো। ডান দিকে ছোট্ট আৰ বাম দিকে বিশাল একটা ক্ষতি, গুলিটা বেৱ হবাৱ পথ সেটা। খুব বড় ক্যালিবাৱেৱ গুলি হবে। গুলিটা যেখানে দিষ্টে চুকেছে সে জায়গাটাৱ আশপাশে কোনো পোড়া দাগ নেই। তাৱ মানে মেয়েটাকে কমপক্ষে দুঃকিট দূৰ থেকে গুলি কৱা হয়েছে। অবশ্য ময়নাতদন্তে নিশ্চিত হওয়া যাবে সেটা।

এবাৱ ফ্ৰাংক মেয়েটাৱ চোয়ালেৱ দিকে নজিৱ দিলো। চোয়ালটাতে যেৱকম আঘাতেৱ চিহ্ন দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে ঘুষিটা একজন পুৱুৰুষেৱ। একজন পুৱুৰুষ? এটা অবশ্য বোৰা যাচ্ছে না। সে চিত্ৰগ্রাহককে ভেকে চোয়ালেৱ রঞ্জীন ছবি তুলতে বললো। তাৱপৰ খুব শ্ৰদ্ধাভৱেই ফ্ৰাংক লাশেৱ মাথাটা নামিয়ে রাখলো।

আস্তে ক'ৱে ক্ষাটটা তুললো ফ্ৰাংক। আভাৱওয়্যারটা অক্ষতই রয়েছে। অবশ্য ময়নাতদন্তে বোৰা যাবে সত্যি অক্ষত আছে কিনা।

মেয়েটা দৱজা থেকে বাম পাশেৱ দিকে প'ড়ে গিয়েছিলো। পা দুটোৱ কিছু অংশ শৱীৱেৱ নিচে, বাম হাতটা ছড়ানো, ডান হাতটা শৱীৱেৱ সঙ্গে সমান্তৱাল অবস্থায় আছে। তাৱ চোখ দুটো পূৰ্ব দিকে ফেৱানো। ফ্ৰাংক নিজেৱ চোখ ঘষলো। কেউ জানে না খুনি কিভাবে বেৱ হলো, জানে কি?

দৱজাৰ দিক থেকে মৃতদেহটা দেখলো সে। গুলিটা কিভাবে, কোথেকে কৱা হয়েছে সেটা ফ্ৰাংক আৱ সাইমন অনুমান কৱাৱ চেষ্টা কৱলো। তাদেৱ মনে হচ্ছে গুলিটা সম্ভবত দৱজাৰ কাছ থেকেই কৱা হয়েছে। যা কোনো চোৱেৱ জন্য বিপৰীত দিক। যাইহোক, আৱেকটা আলামতও রয়েছে, যাতে বোৰা যায় হাৱামজাদা কোথেকে এসেছিলো।

ফ্ৰাংক আবাৱো লাশেৱ কাছে হাতু গেঁড়ে বসলো। কাৰ্পেটে কোনো টানাহ্যাচড়াৱ চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না, তাৱ মানে, গুলি কৱাৱ পৰ মেয়েটা এখানেই পড়েছিলো। সবকিছুই বলছে, ক্ৰিস্টিন সুলিভান এখানেই খুন হয়েছে।

প'ড়ে যাবাৱ ধৰণ দেৰে এটাও বোৰা যাচ্ছে যে, গুলি খাওয়াৱ সময় সুলিভান বিছানাৰ দিকে মুখ ক'ৱে ছিলো। যদি তাই হয়ে থাকে তবে কৈ কৈ দেখছিলো? সাধাৱণত গুলি খাওয়াৱ সময় কেউ যেখান থেকে গুলি ছেন্দা হয়ে থাকে সেখানেই তাৰায়। আকুতি জানায় জীবন বাঁচানোৱ জন্যে। ক্ৰিস্টিন সুলিভানও তাই কৱেছে। এ ব্যাপাৱে ফ্ৰাংক নিশ্চিত। গোয়েন্দা ভদ্ৰলোক লাশেৱ সৱলাপশ্টা তাৰিয়ে দেখলো। বেঁচে থাকাৱ জন্যে তাৱ কাছে অনেক উপকৱণই ছিলো।

কাৰ্পেটেৱ দিকে সতৰ্ক দৃষ্টিতে তাৰালো সে। কাৰ্পেট থেকে মেয়েটাৱ মুখ মাত্ৰ এক ইঞ্জি দূৰে কাৰ্পেটেৱ ধৰণ একটু অস্বাভাৱিক ব'লে মনে হচ্ছে, যেনো লাশেৱ পাশে কেউ পড়েছিলো। পৱে এটা প্ৰমাণ কৱা যাবে। কী পড়েছিলো এটা তাকে জানতেই হবে। মেয়েটাৱ পোশাকে কোনো দাগটাগ নেই দেখে সে খুবই অবাক হলো। এৱ অবশ্যই কোনো অৰ্থ রয়েছে।

সাইমন তার ধৰণ সংজ্ঞান্ত যন্ত্রপাতির বাস্তুটা খুললো। ফ্রাংকের সহায়তায় সে তুলার কাঠিটা মেয়েটার ঘোনাঙ্গে প্রবেশ করলো। এরপর মেয়েটার মাথার চুল আৱ গুণকেশ চিঙ্গনী দিয়ে আঁচড়ে নেয়া হবে কোনো আলামতের জন্যে। শেষে লাশটার কাপড়চোপড় সব ব্যাগে ভরে নিলো সে।

লাশটার দিকে তাকিয়ে সাইমনের দিকে তাকিয়ে তার চিন্তাভাবনাটা ধরতে পারলো ফ্রাংক।

“মনে হয় না এখানে তেমন কিছু পাওয়া যাবে, সেদ।”

“তাহলে তো আমার বংগোটা বেজে যাবে, সেদ।”

সাইমন প্রিস্ট-কিট’র বাস্তুটা খুলে মাশের কঙ্গি, স্তনযুগল, ঘাড় এবং বগলের নিচ থেকে আঙুলের ছাপ নেবার চেষ্টা করলো। কিছুক্ষণ পর সে মাথা দোলাতে দোলাতে যা ঝুঁজে পেলো তা ব্যাগে ভরে নিলো।

এরপর ভল্টের দিকে নজর দিলো। চেয়ার আৱ রিমোটটার দিকে ঘনোযোগ ঘনীভূত কৱলো সে। ভল্টের মেঝেতে ধূলোবালিৰ যে ধৱণ সেটা এলোমেলো। সাইমন ইতিমধ্যেই এশাকাটা তল্লাশী কৱেছে। দৱজা এবং দেয়ালে প্রচুৰ দাগ দেয়া হয়েছে। যেখানে তালাটা ভাঙা হয়েছে সেই জায়গাটাও চিহ্নিত কৱা হয়েছে। তালা ভাঙাৰ টুকুৱোগুলো পৱীক্ষা কৱে দেখবে তাৱা কী দিয়ে সেটা কাঁটা হয়েছে। ফ্রাংক ভল্টেৰ দৱজা দিয়ে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালো। একমুখী একটা আয়না। খুবই চমৎকার, একেবাৱে শোবাৰ ঘৰে। এই বাড়িৰ মানুষটিৰ সঙ্গে সাক্ষাত কৱাৰ জন্যে তাৱ আৱ ত্ৰ সহিছে না।

ঘৰে ফিরে এসে নাইটস্ট্যাভের পাশে রাখা ছবিটার দিকে তাকালো সে। সেখান থেকে সাইমনের দিকে।

“ইতিমধ্যেই নিয়েছি সেটা, সেদ” সে বললো। ফ্রাংক মাথা নেড়ে ছবিটা তুলে নিলো। সুন্দৰী এক মেয়ে। সত্যিকাৱেৱ একজন সুন্দৰী, ‘আসো-বসো-আমকে কৱো’ টাইপেৰ মহিলা। মনে মনে ভাবলো সে। ছবিটা এই শোবাৰ ঘৰেই তোলা হয়েছে। এৱেপৰই দেয়ালেৰ দিকে চোখ গেলো তাৱ। দেয়ালটা প্রাস্টারে কৱা, কিন্তু দাগটা খুবই গভীৰ। ফ্রাংক খেয়াল কৱলো নাইটস্ট্যাভটা একটু সৱে আছে। মোটা কার্পেটেৰ উপৰ সেটাৰ আগেৰ জায়গার একটা ছাপ রয়েছে তাৰ স্পষ্ট বোৰা যাচ্ছে। সে মাগৰুদারেৱ দিকে তাকালো।

“মনে হচ্ছে কেউ এটাকে সৱিয়ে ছিলো।”

“হয়তো ধন্ত্বাধনিৰ সময় সৱে গেছে।”

“হতে পাৰে।”

“বুলেটেৰ সীসাটা কি ঝুঁজে পেলো?”

“একটা এখনও দেয়ালেৰ মধ্যে রয়ে গেছে, সেদ।”

“অন্যটাৰ কথা বলছি, স্যাম।” ফ্রাংক অধৈৰ্য হয়ে মাথা ঝাঁকালো। মাগৰুদার

বিছানার পাশের দেয়ালে ছোট ছিদ্রটার দিকে ইঙ্গিত করলো ।

ফ্রাংক মাথা নেড়ে সায় দিলো । “অস্ত্র থেকে যদি কোনো গুলি বের হয়ে এখানে গেথে থাকে, তবে সেটা তারা তুলে ফেলেছে ।”

সাইমনের দিকে তাকালো সে । “ভ্যাকুয়াম থেকে কোনো কিছু পেলে?” মনে হচ্ছে শক্ষিশালী কোনো ভ্যাকুয়াম দিয়ে সেটা টেনে বের করা হয়েছে । কার্পেটিও সেটা দিয়েই পরিষ্কার করা হয়েছে ।

মাগরুদ্দার ঠাণ্টা করার চেষ্টা করলো । “আমার কার্পেটও এরকম পরিষ্কার থাকা উচিত ।”

ফ্রাংক তার সিইউ টিমের দিকে তাকালো । “আমরা কি কোনো মানুষের চিহ্ন খুঁজে পেয়েছি?” তারা একে অন্যের দিকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো, ফ্রাংক তাদের সঙ্গে ঠাণ্টা করছে কিনা বুঝতে পারছে না । তারা এখনও ভাবছে কখন সে এ ঘর থেকে নিচের ঘরে চলে যাবে ।

এলার্ম কোম্পানির এক প্রতিনিধি একজন পুলিশের সঙ্গে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে । সিইউ দলের এক সদস্য ঢাকনাটা এবং তারগুলো গোছগাছ ক'রে নিচ্ছে আলামতের ব্যাগে । ফ্রাংক দেখেছে প্যানেলের কোণায় রঙের আন্তর উঠে গেছে, তার মানে সেটা সরানো হয়েছিলো । এলার্ম কোম্পানির প্রতিনিধি চোরের মুসিয়ানা দেখে বেশ অবাকই হলো ।

প্রতিনিধি মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললো, “হ্যা, তারা হয়তো কাউন্টার ব্যবহার করেছে । সেরকমই মনে হচ্ছে ।”

সেদে তার দিকে তাকালো । “এটা আবার কি?”

“একটা কম্পিউটার ধরণের ছোটো যন্ত্র, গোপন কোডটা ভাঙ্গতে পারে ওটা । আপনি জানেন তো, যেমন ক'রে তারা এটিএম'কে কজা করে আর কি ।”

“আমি অবাক হচ্ছি, এরকম একটা জায়গাতে আরো উন্নত যন্ত্রপাতি লাগানো হয়নি বলৈ ।” ফ্রাংক বললো ।

“এটাই উন্নতমানের যন্ত্র,” প্রতিনিধি লোকটি আত্মরক্ষার্থে রহালোঁ ।

“অনেক বদমাশই আজকাল কম্পিউটার ব্যবহার ক'রে থাকে ।”

“হ্যা, কিন্তু এই যন্ত্রটি পনেরো অঙ্কের কোডবিশিষ্ট । আপনি তো এটা দিয়ে কাজ করতে পারবেন না, গেটটা বক্ষ হয়ে যাবে ।”

ফ্রাংক নাক ঘষলো । তাকে বাড়িতে যেতে হলে, গোসল করতে হবে । মৃতদেহের দুর্গন্ধ তার সাইনাসে গিয়ে লাগছে ।

“তাহলে?” ফ্রাংক জানতে চাইলো ।

“ওরকম মডেলের যন্ত্রপাতি দিয়ে ত্রিশ সেকেন্ডে এটা ক্র্যাক্ করা সম্ভব নয় । মনে হয় লোকটা পারসোনাল কম্পিউটারে অনেক সময় কাটিয়েছে ।”

“ত্রিশ সেকেন্ডে কেন?” ওআইসি উঁকি মেরে বললো ।

ফ্রাংক জবাব দিলো । “আরে ম্যাঝ, প্রেটটা খুলতেও তো সময়ের দরকার হবে ।”
সে আবার সিকিউরিটির লোকটাৱ দিকে তাকালো । “তাহলে আপনি কী বলছিলেন
যেনো ? ”

“আমি বলছিলাম, লোকটা পনেরো ডিজিটের মধ্যে অর্ধেক কিংবা কয়েকটি
আগেই প্ৰসেস ক'ৱে নিয়েছিলো । ”

ফ্রাংক তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়িৰ বাকি অংশ দেখতে চলে গেলো । যে-ই এই
কাজ ক'ৱে ধাকুক না কেন সে বা তাৱা জানতো তাৱা কী কৰছিলো । এটা হট ক'ৱে
এসে কৱা হয়নি । আগেভাগে ভালো পৰিকল্পনা ক'ৱে অপৰাধ কৱা মানে অপৰাধ
পৱৰ্তী কাজগুপ্তোও ভালো পৰিকল্পনা ক'ৱে কৱা হয়েছে । তবে তাৱা হয়তো বাড়িৰ
মালেকীনকে খুন কৱাৱ ব্যাপারটা হিসেবের মধ্যে রাখেনি ।

ফ্রাংক দৱজাৱ সামনে ঘুঁকে ভাবতে শাগলো । তাৱ মেডিকেল এস্থামিনার বন্ধুৱ
ব্যবহাৱ কৱা শব্দটিৰ কথা : ক্ষত

অধ্যায় ৮

জ্যাক আগেই এসে পড়েছে। তার ঘড়ি বলছে একটা পয়ত্রিশ। আজ সে ছুটি নিয়েছে। কী পরবে তা নিয়ে অনেক সময় ব্যয় করেছে। এর আগে কখনই সে এ ব্যাপারে মনোযোগী ছিলো না। কিন্তু এখন তা খুব গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে হচ্ছে।

তার ধূসর টুইড জ্যাকেটটা খুলে ফেলে শাদা কটন শার্টটা পরে নিলো। সেই সাথে দশম বারের মতো টাইয়ের গিট লাগালো।

ডকে হেঁটে গিয়ে চেরি ব্লোম-এর ডেকের দিকে তাকালো। মিসিসিপির পুরাতন নৌকার আদলে বানানো একটা প্রমোদতরী। ডিসিংতে আসার প্রথম বছরেই সে এবং কেইট এটাতে ক'রে ঘুরে বেড়িয়েছে। আজকের দিনটা ঐসব দিনের মতোই পরিষ্কার।

ডক মাস্টারের ছোট্ট কুঁড়েঘরের পাশে পুরাতন একটা বেঞ্চে গিয়ে বসলো সে। এখান থেকে নদীর ওপারে ক্যাপিটলটা দেখা যায়।

জ্যাকের চিন্তাবন্ধন স্যান্ডি লর্ডের দিকে গেলো। ফার্মের সবচাইতে বেশি আয় করা পার্টনার। প্যাটন, শ' তার মতো বড় উন্নাসিককে কখনও দেখেনি। স্যান্ডি ডিসি'র আইনী এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে একটা প্রতিষ্ঠান। অন্য পার্টনাররা তার নাম এমনভাবে বলে যেনো এইমাত্র সিনাই পর্বতমালা থেকে টেন কমান্ডমেন্ট নিয়ে মূসা নবী নেমে এসেছে।

পরিহাসের বিষয় হলো, র্যানসম বন্ডউইন যখন ফার্মটার নাম উল্লেখ করেছিলো তখন স্যান্ডি লর্ডই ছিলো আকর্ষণের অংশ। লর্ড হলো সেরা একজন পাওয়ার-এটর্নি। জ্যাকের জন্য সম্ভাবনাগুলো সীমাহীন। এইসব সম্ভাবনার মধ্যে তার ব্যক্তিগত সুখ অন্তর্ভুক্ত কিনা সে এ ব্যাপারে মোটেই নিশ্চিত নয়।

লাল্পের সময় সে কী প্রত্যাশা করবে সে ব্যাপারেও নিশ্চিত নয়। কেইট হইটনিকে সে কেন দেখতে চাচ্ছে সেটাও ঠিকমতো জানে না। কেবল জানে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। মনে হচ্ছে তার বিয়ের দিন যতোই ঘনিয়ে আসছে তার পুরনো আবেগটি ততোই জেগে উঠছে। চার বছর আগে যাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিলো তার কাছ থেকে সে কী আশা করতে পারে? এই স্মৃতিটা দুঃসহ, তাই তুলে থাকতে চাইলো। জেনিফার বন্ডউইনকে বিয়ে করার ব্যাপারে সে ভীত, তার জীবনটা খুব জলদিই তার কাছে অচেনা হয়ে যাবার ভয়ে ভীত সে।

কি মনে ক'রে যেনো সে পেছনে তাকাতেই দেখতে পেলো কেইট দাঢ়িয়ে আছে

পাইয়ের কোণায়, তাকে দেখছে সে। বাতাসে তার সম্মা স্কাটটা দুলছে। সম্মা চুলগুলো মুখের উপর এসে পড়ছে। ঢিলেচালা ব্রাউজের ফাঁক দিয়ে তার কাঁধের জনুদাগটি উকি মারছে। সঙ্গের পর ঘূর্ণন্ত কেইটের দিকে, বিশেষ ক'রে তার এই জনুদাগটির দিকে তাকানোর অভ্যাস ছিলো জ্যাকের।

সে তার দিকে হেটে এলে জ্যাক হাসলো। জামা পাল্টানোর জন্যে সে অবশ্যই বাড়িতে গিয়ে থাকবে। এটা তার আদালতের পোশাক নয়, সেটা নিশ্চিত।

তারা ছোট ডেলি-তে গেলো। খাবারের অর্ডার দিয়ে প্রথম কয়েক মিনিট জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলো।

“তুমি এসেছো ব'লে আমি খুব খুশি হয়েছি।”

সে কাঁধ ঝীকালো। “এখানে আসাটা আমি বেশ পছন্দ করি। অনেক দিন ধরে আসিনি। আমি সাধারণত আমার ডেক্সে বসেই থাই। একটু ভিন্নতার জন্যে এখানে আসাটা মন্দ নয়।”

“ক্যাকারস্ এবং কফি?” সে তার দাঁতের দিকে তাকিয়ে হাসলো। একটা দাঁত আরেকটা দাঁতের একটু উপরে উঠে গেছে। এই খুতটা সে সবচাইতে বেশি পছন্দ করে। এটাই তার একমাত্র খুত ব'লে সে জানে।

“ক্যাকারস্ আর কফি।” সেও হাসলো। “এখন কমে এসে দুটো সিগারেটে নেমেছে।”

“অভিনন্দন তোমাকে।” এমন সময় বৃষ্টি নামলো।

জ্যাকের দিকে তাকালো সে। দেখলো জ্যাক তার দিকেই তাকিয়ে আছে। জ্যাক অপ্রস্তুত হয়ে হেসে পানীয়তে চুমুক দিলো।

কুমালটা টেবিলে রাখলো।

“ঘটনাক্রমে মলের ওখানে দৌড়ানোটা একটু বেশি মিথ্যে ব'লে মনে হচ্ছে।”

“বলতে পারো আমার ভাগ্য ভালো ছিলো।” এবার তার দিকে চুক্তাখ তুলে তাকালো।

“ঠিক আছে, তাহলে ব্যাপারটা দৃঘটনাক্রমে নয়, পূর্বপরিবর্তিত। এর ফলাফলটা নিয়ে তুমি তর্ক করতে পারো না।”

“ফলাফলটা কী? লাঞ্ছ?”

“আমি সামনে কিছু দেখছি না।”

“তো, অন্ততপক্ষে তুমি আর ধর্ষণকারী এবং খুন্দের পক্ষ নিচ্ছা না।”

“আর চোরদের?” সে পাল্টা আঘাত করলো। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারলো এটা বলা ঠিক হয়নি।

কেইটের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো।

“আমি দৃঢ়খিত, কেইট। আমি সেই অর্থে বলিনি।”

সে একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়লো।

“এটা আজকের দিনে তোমার প্রথম, নাকি দ্বিতীয় সিগারেট?”

“ত্ব্য। কোনো অস্ত্রাত কারণে তুমি আমাকে ডার্লিং ভাবতে ভাবাও।” সে জানালার দিকে তাকালো। তার পা জ্যাকের পায়ের সাথে লাগলে দ্রুত পা-টা সরিয়ে নিলো। সিগারেটটা এন্ট্রেতে ফেলে কেইট ব্যাগ নিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

“আমাকে কাজে যেতে হবে। খাবারের বিল কতো হলো?”

তার দিকে চেয়ে রইলো সে। “লাক্ষে তোমাকে আমি দাওয়াত করেছি। তাহাঙ় তুমি খাবারগুলো ছুঁয়েও দেখোনি।”

দশ ডলারের একটা নোট বের ক'রে টেবিলে রেখেই দরজার দিকে ছুটলো কেইট।

জ্যাক আরেকটা দশ ডলারের নোট রেখে তার পেছনে ছুটলো।

“কেইট!”

ডেলি’র বাইরে তাকে পেয়ে গেলো জ্যাক। বৃষ্টির বেগ বেড়ে গেছে, জ্যাক তার জ্যাকেটটা দু’জনের মাথার ওপর মেলে ধরলেও মুহূর্তেই তারা ভিজে গেলো। কেইট এসব লক্ষ্য করলো ব'লে মনে হচ্ছে না। সে তার গাড়িতে উঠে গেলো। জ্যাকও ওপর পাশের দরজা খুলে গাড়িতে তুকে পড়লো। তার দিকে তাকালো সে।

“আমাকে সত্যি ফিরে যেতে হবে।”

জ্যাক দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিয়ে মুখের পানি মুছে নিলো। বাইরের বৃষ্টিটা আরো বেড়ে গেছে। জ্যাকের মনে হচ্ছে সবই ভেস্টে গেলো। তাকে কিছু একটা বলতেই হবে।

“আরে কেইট, আমরা ভিজে গেছি, এখন প্রায় তিনটা বাজে। আসো পরিষ্কার হয়ে জামা কাপড় বদলে একটা সিনেমা দেখি। না, তা, না। চলো আমরা গ্রামের দিকে লংড্রাইভে যাই। মনে আছে উইন্সর ইন-এর কথা?”

কেইট একেবারে বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। “জ্যাক্সন তুমি যাকে বিয়ে করবে সেই মেয়েটার সঙ্গে কি এ নিয়ে কথা বলেছো?”

মাথা নিচু ক'রে রাখলো সে। কী বলবে? সে কি এটা বলবে যে, সে জেনিফার বন্ডউইনকে ভালোবাসে না, যদিও তাকেই বিয়ে করতে যাচ্ছে?

“আমি কেবল তোমার সঙ্গে একটু সময় কাটাতে চাইছি, কেইট। এই। এর মধ্যে আর কিছু নেই।”

“অনেক কিছু আছে, জ্যাক। অনেক কিছু। গাড়িটা স্টার্ট দেবার জন্যে চাবি তুকিয়েও সে স্টার্ট দিলো না।

“আমি এ নিয়ে কথা বাড়াতে চাচ্ছি না।”

“জ্যাক, তুমি তোমার সিন্ধান্ত নিয়ে ফেলেছো। অনেক দেরি হয়ে গেছে, এখন।”

অবিশ্বাসে তার চেহারা কুচকে গেলো। “ক্ষমা করবে? সিন্ধান্তের কথা বলছো? আমি চার বছর আগেই তোমাকে বিয়ে করার সিন্ধান্ত নিয়েছিলাম। এটাই ছিলো

আমাৰ সিদ্ধান্ত। আৱ সব শেষ ক'ৰে দেয়াটা ছিলো তোমাৰ সিদ্ধান্ত।”

চোখেৰ উপৰ থেকে ভেজা চুল সৱিয়ে নিলো সে। “ঠিক আছে, সেটা আমাৰই সিদ্ধান্ত ছিলো। তাতে কি?”

তাৰ দিকে ঘূৰে তাৰ দু'কাঁধে হাত রাখলো জ্যাক।

“দ্যাখো, গতৱাতে হঠাৎ কৱেই এটা আমাৰ মনে উকি দিয়েছে। আহ, কী বললাম। তুমি চলে যাওয়াৰ পৱ প্ৰতিটি রাতেই এটা আমাৰ মনে হয়েছে। আমি জানতাম এটা একটা ভুল। আৱে! আমি তো আৱ এখন পাবলিক ডিফেন্ডাৰ নই। তোমাৰ কথাই ঠিক, এখন আমি অপৰাধীদেৱ উকিল নই। আমি এখন সম্মানেৱ সাথে জীবিকা নিৰ্বাহ কৱি। আমি ...” তাৰ দু'চোখে তাকিয়ে সব ভুলে গেলো সে। হাত দুটো কাঁপতে লাগলো। তাকে ছেড়ে দিয়ে সিটে ব'সে পড়লো।

গাড়িৰ ড্যাশবোর্ডৰ ঘড়িৰ দিকে তাকালো সে। কেইট স্পিডোমিটাৱেৰ দিকে তাকিয়ে তাৰ দিকে তাকালো। তাৰ কষ্টে এখন একটু মমতাৰ আভাস দেখা গেলো। যদিও তাৰ দু'চোখে যন্ত্ৰণাৰ ছাপ স্পষ্ট।

“জ্যাক, লাক্ষ্যটা বেশ চমৎকাৰ ছিলো। তোমাকে দেখতে পেয়ে ভালোই লেগেছে আমাৰ। কিন্তু আমোৰ কেবল এ পৰ্যন্তই যেতে পাৱি। আমি দুঃখিত।” নিজেৰ ঠোঁট কামড়ে ধৰলো সে, কিন্তু ৰাট ক'ৰে গাড়ি থেকে নেমে যাওয়াৰ কাৱণে জ্যাক এই দৃশ্যটা দেখতে পেলো না।

জানালা দিয়ে সে আবাৰ মাথাটা ঢোকালো। “ভালো থেকো, কেইট। কখনও কোনো কিছুৰ দাকাৰ হলৈ আমাকে ডেকো।”

প্ৰচণ্ড বৃষ্টিৰ মধ্যে তাকে চলে যেতে দেখলো। দূৰে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িতে উঠে পড়লো জ্যাক। কয়েক মিনিট ধৰে কেইট গাড়িতে ব'সে রইলো। দু'গাল বেয়ে অশ্ৰু ঝুলতে লাগলো তাৰ। রেগেমেগে দু'চোখ মুছে পেছন দিকে গাড়িটা টেনে নিয়ে গেলো।

* * *

পৱেৰ দিন সকালে জ্যাক ফোনটা তুলে নিয়ে তাৱপৱ আঁক'ৰে নামিয়ে রাখলো। সত্যিকাৱেৱ কাৱণটা কি? ছ'টা থেকে সে অফিসে আছে, নিজেৰ কাজ ক'ৰে যাচ্ছে বিৱামহীনভাৱেই। জানালাৰ দিকে তাকালো। সুয়ে উঠে গেছে, কড়া রোদ পড়েছে এখন। পৰ্দাটা টেনে নামিয়ে দিলো।

কখনও কখনও যানুষ যা চায় তা পায় না। হয়তো এৱকমতি পৃথিবীৰ প্ৰতিটি দেশে প্ৰতিদিনই, হাজাৰ হাজাৰ নারী পুৱনৰে জীবনে ঘটে থাকে। কাউকে তুমি জোৱ ক'ৰে তোমাকে ভালোবাসাতে পাৱো না। কাউকে জোৱ ক'ৰে ফেৱানোও যায় না। তোমাকে ত্ৰুত এগিয়ে যেতেই হবে। তাকেও অনেক এগিয়ে যেতে হবে। হয়তো এখন সময় হয়েছে যে ভবিষ্যৎ তাৰ জন্যে নিশ্চিত অপেক্ষা কৱছে সেটাৰ দিকে

ঘনোনিবেশ করা ।

নিজের ডেক্সে ব'সে সে আবারো একয়েমীপূর্ণ কাজে ভুবে গেলো । এসব কাজে কোনো মেধার দরকার হয় না । বডউইন ছাড়া আর তার একটাই মক্কেল আছে, সে হলো টার ক্রিমসন । তাদেরই একটা প্রজেক্টের কাজ করছে এখন ।

ক্রিমসন একটা ছোট্ট অডিও-ভিজুয়াল কোম্পানির মালিক । এই ফার্মটা কম্পিউটার গ্রাফিক্সের কাজে পারদর্শী । তাছাড়া তারা আশপাশের হোটেলগুলোতে এতি কনফারেন্সেরও ব্যবস্থা ক'রে থাকে । সে একটা হার্লে ডেভিডসন মোটর সাইকেল চালায়, ছেড়াফাড়া জিস পরে, সবধরণের ধূমপানই করে । একেবারে বাউভুলেন্ডের মতো আচরণ ।

জ্যাকের এক বঙ্গ টারকে মাতাল হয়ে ধৰ্ষস্যজ্ঞ চালানোর অভিযোগ আনলে সেই মামলার সময়ই তার সঙ্গে ক্রিমসনের পরিচয় হয় । সেই মামলায় তার বঙ্গ হেরে গিয়েছিলো । টার আদালতে আসতো কোট-টাই পরে, সুন্দর ক'রে চুল আঁচড়িয়ে । সে যুক্তি দিয়েছিলো যে, অফিসারের জবানবন্দী ছিলো পক্ষপাতমূলক কারণ তাকে মৌখিকভাবে সতর্কও করা হয়নি ।

জজ সাহেব মামলাটা খারিজ ক'রে দিয়ে অফিসারকে ভবিষ্যতে যথাযথভাবে কাজ করার জন্যে উপদেশ দিয়েছিলেন । জ্যাক পুরো ঘটনাটা বিস্ময়ের সাথে দেখেছিলো । একেবারে মুক্ষ হয়ে গিয়েছিলো সে । আদালত থেকে জ্যাক টারের সঙ্গে বের হয়ে সেই রাতে বিয়ার পান করলো । দ্রুত তারা বঙ্গতে পরিণত হয়ে গেলো ।

কলমটা রেখে সে আবারো জানালার কাছে গেলো । ফিরে গেলো কেইট হাইটনির চিন্তায় । তার মনে একটা আইডিয়া বেলে গেলো । কেইট যখন তাকে ছেড়ে চলে গেলো তখন জ্যাক লুখারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলো । বৃক্ষলোকটা কোনো পাওত্যপূর্ণ কথা বলেনি, জ্যাকের এই সংকটের তাৎক্ষণিক কোনো সমাধানও দিতে পারেনি । তবে এটাও সত্য লুখার হাইটনির কোনো কথা তার মেয়ের ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারবে না । তারপরও জ্যাক সবসময়ই লুখারের সঙ্গে কথা বলতো । যেকোনো বিষয়ে । লোকটা ওনে যেতো । সত্যি ওনতো । জ্যাক নিচিত ছিলো না সে ঐ লোকটাকে কী বলবে । কিন্তু যাই হোক না কেন, লুখার তার কথা ওনতো ।

এক ঘণ্টা পরে জ্যাকের কম্পিউটারের ক্যালেন্ডারটা মেজে উঠলো । সময়টা দেখে নিয়ে জ্যাক গায়ে জ্যাকেট চাপালো ।

বিশ মিনিটের মধ্যে স্যান্ডি লর্ডের সঙ্গে ভারুজাত্তি রয়েছে । এই লোকটার সঙ্গে একান্তে জ্যাক সবসময়ই অস্বস্তি বোধ করে । স্যান্ডি লর্ড সম্পর্কে লিজিয়ন্স যা বলেছে তার বেশিরভাগই সত্য । জ্যাক ধারণা করলো । সে আজকে জ্যাক গ্রাহামের সঙ্গে লাঙ্গ করতে চায় তার সেক্রেটারি তাকে এ কথা বলেছে । আর স্যান্ডি লর্ড যা চায় তাই পায় । জ্যাকের সেক্রেটারি তাকে যেসব ফিসফাস শোনা যাচ্ছে সে সম্পর্কে তাকে স্মরণ করিয়ে দিলে জ্যাক কিছুটা বিরক্ত হলো ।

কিন্তু তার আগে বিশপের ডকুমেন্টের ব্যাপারে জ্যাককে এলভিসের সঙ্গে দেখা করতে হবে। জ্যাকের মনে পড়ে গেলো নির্ধারিত সময়ের ক্রিশ মিনিট আগেই কাজটা শেষ হয়ে গেলো এলভিস সেটা দেখে কেবল ভড়কে গিয়েছিলো।

“বেশ ভালোই হয়েছে। বুঝতে পারছি কম সময়ের মধ্যে তোমাকে বেশ কঠিন কাজ দেয়া হয়েছিলো। এটা করতে সাধারণত আমি পছন্দ করি না।” সে কাগজ থেকে চোখ সালিয়ে নিলো। “এই কাজটা বেশ ভালো হয়েছে, জ্যাক। তোমার ব্যক্তিগত পরিকল্পনায় যদি ব্যাঘাত ঘটিয়ে থাকি তবে দুঃখিত।”

“না, ব্যারি, মিষ্টি কথা বলার দরকার নেই। এজন্যেই তো তারা আমাকে বেতন দেয়।” জ্যাক কথাটা বলে চলে যেতে উদ্যত হলে ব্যারি উঠে দাঁড়ালো।

“জ্যাক, তুমি এখানে যোগ দেবার পর থেকে তোমার সঙ্গে তেমন একটা কথাবার্তা বলা হয়নি। জায়গাটা খুব বেশি বড়। আসো, একদিন আমরা মাঝে করি।”

“ওন্তে দারুণ সাগছে, ব্যারি, তোমার সেক্রেটারি কি আমাকে কোনো সময় দেবে?”

এখন জ্যাকের মনে হচ্ছে ব্যারি এলভিস লোকটা তেমন যদি নয়। সে তাকে প্রচুর খাটিয়েছে, তাতে কি? সিনিয়র পার্টনার হিসিবে এটা সে করতেই পারে। জ্যাক নিজের অফিস থেকে বের হয়ে ব্যারির সেক্রেটারির ডেস্কের সামনে গেলে দেখতে পেলো শিলা ডেক্সে নেই।

তারপরই জ্যাক খেয়াল করলো দেয়ালের পাশে কিছু বাক্স স্টপ ক'রে রাখা আছে। ব্যারির দরজাটা বক্স। জ্যাক নক করলো। কোনো জবাব এলো না। আশপাশে তাকিয়ে দরজা খুলে ফেললো সে। খালি বুককেসগুলো দেখতে পেয়ে তার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেলো।

হলোটা কী? দরজাটা সে বক্স ক'রে দিয়ে ঘূরতেই শিলাৰ সঙ্গে প্রায় ধাক্কা লেগে গেলো। যত্রের মতো ব্যবহার, টানটান ক'রে চুল আঁচড়ানো এবং নাকের উপর চশমা পরা শিলাকে বিধ্বন্ত দেখাচ্ছে। দশ বছর ধরে সে ব্যারির সেক্রেটারির কাজ করছে। কটমট ক'রে জ্যাকের দিকে তাকালো সে। তারপর আচমকাই যেনো দপ্ত ক'রে চোখের সব আগুন নিতে গেলো। ঘুরে ডেক্সের কাছে গিয়ে বাক্সগুলো গোছগাছ করতে শুরু করলে জ্যাক তার দিকে চেয়ে রইলো।

“শিলা, কী হয়েছে? ব্যারি কোথায়?”

সে কোনো জবাব দিলো না। দ্রুত বাক্সগুলো গোছাতে গিয়ে একটা বাক্স হাত ফস্কে নিচে পড়ে গেলো। জ্যাক তার কাছে গিয়ে ছোট্ট ফ্রেমটার দিকে তাকালো।

“শিলা? আরে, হয়েছেটা কি? শিলা!”

হাতটা ধরলে শিলা ব্যটকা মেরে সরিয়ে দিয়ে মাথা নিচু ক'রে ব'সে রইলো।

জ্যাক চারপাশে তাকালো আবার। ব্যারি কি মরে গেছে নাকি? বিশাল কোনো দৃষ্টিনা কি ঘটে গেছে যা তাকে কেউ বলছে না? নাকি ফার্মটা বড় কোনো ধাক্কা

খেয়েছে? নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে দেখলো সেটা কঁপছে।

শিলার কাঁধে আল্টো ক'রে হাত রাখলো। তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলো কিন্তু সফল হলো না। সে মুখটা সরিয়ে রাখলে ভ্যাক চারপাশে অসহায়ের মতো তাকালো। অবশ্যে এককোণ থেকে দু'জন সেক্রেটারি তাদের দিকে এগিয়ে এনে শিলাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলো। তারা কেউই জ্যাকের দিকে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে তাকালো না।

আরে, সে করেছে কি? হাত ঘড়িটার দিকে তাকালো। দশ মিনিটের মধ্যে তাকে লর্ডের সঙ্গে দেখা করতে হবে। আচম্কাই সে লাঙ্গের জন্যে উদ্গীব হয়ে উঠলো। এই ফার্মে কী হয়েছে এসব লড়ই জানবে। এরপরই তার মনে প'ড়ে গেলো হোগাইট হাউজের ডিনারের ঘটনাটি। যেখানে তার ফিয়াস্কে তার ওপর বিরক্ত হয়েছিলো। জেনের কাছে সে ব্যারির নাম উল্লেখ করেছিলো। কিন্তু সে এটা করবে না ... ? জ্যাক দ্রুত ছুটতে লাগলো।

* * *

সম্প্রতিককালে ফিলমোর্স ওয়াশিংটনের একটি ল্যাভমার্ক হয়ে উঠেছে। যদিও এর সাজসজ্জা বেশ পুরনো ধাঁচের। মেহগনি কাটের নস্তা ক'রা ভারি দরজা, নস্তা ক'রা পিতলের পাত, হাতে বোনা বেশ দামি বোটা কাপেটি, প্রতিটি টেবিলই স্বয়ংসম্পূর্ণ। ফোন-ফ্যাক্স এবং কপিয়ার সেওলোর পাশেই আছে। শহরের ধর্মী আৱ ক্ষমতাবান্নেরা এখানে নিয়মিত আসে।

ফিলমোর্স হলো স্যাডি লর্ডের লাভ করার প্রিয় জায়গা। বিশাল ভৃঢ়িটা নিয়ে সে ব'সে আছে, তার হাতে মেনুটা ধরা। কিন্তু সে তাকিয়ে আছে আশেপাশে।

বোবাইল ফোনটার মেসেজ চেক ক'রে দেখলো সে। ওয়াল্টার সুলিভান ফেন ক'রেনি। সুলিভানের সঙ্গে যদি চুক্তিটা হতে পারে তবে লর্ড সাবেক এক কমিউনিস্ট দেশকে হক্কেল হিসেবে পেয়ে যাবে।

একটা পুরো দেশ! আইনী কাজের জন্যে একটা দেশকে কী পরিমাণ বিল করা যায়? অনেক। সমস্যা হলো সাবেক কমিউনিস্টদের কোনো টাকা নেই।

এই বাস্তবতা অবশ্য লর্ডকে চিন্তিত করলো না। এইসব সাবেক কমিউনিস্টদের কাছে আহেটা দী যে সুলিভান করায়ত করবে। তবে সুলিভান কাজটা করতে পারলে বেশ লাভবান হবে।

কেউ যদি এই চুক্তিটা বাতিল করে তো সেটা সুলিভানই করতে পারবে। যেটাতেই সে হাত দেয় সেটাই বহুণে বেড়ে যায়। আশি বছর বয়সেও বৃক্ষলোকটা ধীরগতির হচ্ছে না। দিনে সে পনেরো ঘণ্টা কাজ করে। বিয়ে করেছে বিশ বছরের এক কঢ়ি খুকিকে। সুলিভান বার্বারোজ থেকে ফোন করবে। স্যাডির মক্কেলদের

সংক্ষিপ্ত ভালিকাটি একটু বাড়বে, কিন্তু কী দারুণ একটা মক্কেলই না সেটা হবে।

অতি সংক্ষিপ্ত পোশাক, তাও আবার শরীরের সঙ্গে সেঁটে থাকা, যন্ত্রণাদায়কভাবেই উত্তেজনাকর এক মেয়ে এসে তাকে একটা নোট দিয়ে গেলো।

মেয়েটা তার দিকে হাসলে সেও একটু হাসলো কিন্তু তার হাসিতে একটু উদ্বিঘ্নতা দেখা গেলো। মেয়েটা সিঙ্গুলিটি স্টেট এসোসিয়েশনের একজন কংগ্রেশনাল লিয়াজো। এমন নয় যে, সে মেয়েটার পেশা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। বিজ্ঞান সে দারুণ হবে, এটাই কেবল তার আগ্রহের বিষয়।

খুব শীঘ্ৰই মেয়েটাকে কল করবে। নোটটা সে তার ইলেক্ট্ৰনিক ইফেক্ট নোট-বুকের মাঝখানে রেখে দিতেই জ্যাক গ্রাহাম এসে উপস্থিত হলো। দীৰ্ঘ, সুস্থাম দেহ আৱ সুপুৰুষ জ্যাকের উপস্থিতিটা এই জায়গার বেশিৱৰভাগ মহিলারই মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰলো।

লর্ড উচ্চে দাঁড়িয়ে হাত বাড়লো। জ্যাক করমদন কৰলো না।

“ব্যারি এলভিসেৰ কী হয়েছে?”

লর্ড তাকে চোখেৰ ইশারায় শান্ত হবাৰ ইঙ্গিত ক'ৰে ব'সে পড়লো। ওয়েটার ছুটে এলে লর্ড তাকে চলে যাবাৰ ইশারা কৰলো। জ্যাক দাঁড়িয়েই আছে, তার দিকে লর্ড তাকালো।

“আৱে, তুমি তো দেখছি আমাকে কিছু বলতেই দিচ্ছা না। সোজা এসে যা-তা বলছো। কখনও কখনও এটা খুব স্মার্ট কৌশল, কিন্তু কখনও কখনও তা' স্মার্ট হয় না, জ্যাক।”

“আমি ঠাণ্টা কৰছি না, স্যান্ডি। আমি জানতে চাই কী হয়েছে। ব্যারিৰ অফিসটা থালি। তার সেক্রেটোৱি আমাৰ দিকে এমনভাৱে তাকালো যেনো আমি ব্যারিৰ বিশাল কোনো ক্ষতি কৰেছি। আমি এৱে জবাৰ চাই।” জ্যাকেৰ কণ্ঠটা চড়া হলে আশপাশেৰ লোকজনেৰ মনোযোগ পেলো।

“তুমি যা-ই চাও, আমাৰ মনে হয় সেটা আমৰা এখানে ব'সে সম্মাৰ আৱ অদ্বিতীয় সঙ্গেই আলোচনা কৰতে পাৰি। তুমি এখানে ব'সে দেশেৰ সেৱা ল'ফাৰ্মেৰ অংশীদাৱেৰ মতো কেন আচৰণ কৰছো না।”

জ্যাক তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থকে সিটে ব'সে পড়লো।

“ড্রিংক কৰবে?”

“বিয়াৰ।”

স্যান্ডি ওয়েটারকে ইশারা ক'ৰে ডেকে বিয়াৰ আৱ তার জন্যে জিন এবং টনিক দিতে বললো। স্যান্ডি একটা সিগাৰেট ধৰিয়ে অন্যমনক্ষভাবে জানালার দিকে তাকালো। তাৰপৰ জ্যাকেৰ দিকে ফিরলো।

“তাহলে তুমি ব্যারিৰ ব্যাপারটা জানো।”

“আমি কেবল জানি ব্যারি চলে গেছে। সে কেন চলে গেছে সেটাই আমি জানতে চাই।”

“বলার মতো বেশি কিছু নেই। তাকে বাদ দেয়া হয়েছে। আজ থেকে।”

“কেন?”

“সেটা জ্ঞেনে তোমার কী হবে?”

“ব্যারি এবং আমি একসঙ্গে কাজ করতাম।”

“কিন্তু তুমি তার বক্স ছিলে না।”

“বক্স হবার মতো কোনো সময় আমরা এখনও পাইনি।”

“আরে, ব্যারির মতো একজনের সঙ্গে তুমি কেন বক্স করতে চাইবে?”

“সে একজন ভালো আইনজীবি।”

“টেকনিক্যালি নয়। সে একজন ভালো এটর্নি ছিলো। কর্পোরেট লেনদেন এবং ট্যাঙ্ক সংক্রান্ত ব্যাপারে তার দক্ষতা বেশি ছিলো। আমাদের ব্যবসায় সে এমন কিছু করতে পারেনি। কখনও করতোও না। এজন্যে সে কোনো দারুণ আইনজীবি নয়।”

“আহ, আপনি জানেন আমি কী বলতে চাচ্ছি। ফার্মের জন্যে সে খুবই মূল্যবান এক সম্পদ ছিলো। আপনার বলা এসব তুচ্ছ কাজের জন্যে তো কাউকে না কাউকে দরকার হয়ই।”

“এসব তুচ্ছ কাজের জন্যে আমাদের কাছে আনুমানিক দুশো সুট-টাই পরা এটর্নি রয়েছে। অপর দিকে কেবল ডজনখানেক পার্টনার আছে যারা বড়বড় মক্কেল নিয়ে আসে। তোমার কাছে ব্যারি সম্পদ, কিন্তু আমাদের কাছে সে বড় একটা বোঝা। তাকে বেশ মোটা অংকের টাকা দিয়ে বিদায় ক'রে দেয়া হয়েছে। এভাবেই আমরা পার্টনাররা টাকা বানিয়ে থাকি, জ্যাক।”

“আপনি আমাকে বলছেন বক্সউইনের কাছ থেকে কোনো চাপ পাননি?”

লর্ড একেবারে বিস্মিত হবার ভান করলো। পয়ত্রিশ বছর ধরে যে মানুষটি আইনজীবি সে তো মিথ্যে বলাটাকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যাবেই। “বক্সউইনরা এই ব্যারির ব্যাপারে আবার কী করবে?”

এক মিনিট ধরে জ্যাক নাদুসন্দুস মুখটার দিকে চেয়ে রইলো। আস্তে ক'রে নিঃশ্বাস ফেলে সে চারপাশে তাকালো। আচমকাই একটু বিব্রত কেওধ করলো। তাহলে এসবের সঙ্গে অন্য কিছু জড়িত নয়? কিন্তু লর্ড যদি মিথ্যে ফেলে থাকে? সে আবারো তার দিকে তাকালো। কিন্তু চেহারাটা নিরাবেগ। সে কেন মিথ্যে বলবে?

ফার্মের সবচাইতে ক্ষমতাধর অংশীদারের সঙ্গে খোঁসাই দৰ্যবহার ক'রে বসেছে সে?

লর্ডের কঠটা একটু নরম হলো এখন। “ফার্মের পেঁচা অংশকে বিতারিত করার বর্তমান কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ব্যারি এলভিসকে চলে যেতে হয়েছে। আমাদের এমন এটর্নি চাই যারা ফার্মকে পুষ্ট করবে। তোমার মতো আর কি। ব্যারিই প্রথম এবং শেষ নয়। এসব কাজ আমরা দীর্ঘদিন ধরেই ক'রে আসছি, তোমার যোগ দেবার অনেক আগে থেকেই।” একটু থেমে লর্ড জ্যাকের দিকে ভালো ক'রে লক্ষ্য করলো।

“এমন কিছু কি আছে যা তুমি আমাকে বলছো না? আমরা খুব জলদিই পার্টনার হবো। তোমার পার্টনারের কাছ থেকে তুমি কিছু লুকাতে পারো না।”

“স্যান্ডি, আমি এখনও পার্টনার হইনি।”

“কেবল আনুষ্ঠানিকতা বাকি।”

“ঘটনা ঘটার আগে কিছু ঘটে না।”

লর্ড অস্বস্তি নিয়ে নড়েচড়ে বসলো। তাহলে এটাই কি সত্যি, যে গুজব আছে, জ্যাক নাকি গন্তব্যে পৌছানোর জাহাজ থেকে লাফ দিতে চাচ্ছে। এইসব গুজবের কারণেই লর্ড এই তরুণ আইনজীবির সঙ্গে আজ বৈঠকে বসেছে। তারা একে অন্যের দিকে তাকালে জ্যাকের মুখে হালকা হাসি দেখা গেলো। আইনী ব্যবসায় জ্যাকের চার মিলিয়ন ডলার হলো অপ্রতিরোধ্য এক ঘূষ, তার কারণ এর ফলে স্যান্ডি লর্ডকে বাড়তি চার লক্ষ ডলার আয় এনে দেয়, এটা তার যে খুব একটা দরকার তা নয়, কিন্তু তার মানে এও নয় সেটা সে ফিরিয়ে দেবে। প্রচুর খরচ করে বলে তার সুনাম রয়েছে। আর আইনজীবিরা কখনও অবসর নেয় না। মরার আগ পর্যন্ত তারা কাজ করে।

“আমার মনে হয় তুমি আমাদের ঐ চিজগুলো পছন্দ করেছো।”

“তা করেছি।”

“তো?”

“তাতে কি?”

স্যান্ডির চোখ ডাইনিং রুমের দিকে গেলো। সে দামি বিজনেস সুট পরা এক মেয়েকে দেখতে পেলো, কিন্তু এর নিচে যে সে কিছুই পরেনি সেব্যাপারে তার বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। মদের বাকি অংশটুকু গলাধকরণ করে জ্যাকের দিকে তাকিয়ে লর্ড আরো বেশি শংকিত হলো। বোকার হন্দ, গর্ডভ কোথাকার।

“এর আগে কি তুমি এখানে এসেছো?”

জ্যাক মাথা দোলালো। মেনুর দিকে চোখ বুলিয়ে বার্গার এবং মুইলের খোজ করলো, কিন্তু পেলো না। লর্ড মেনুটা নিয়ে জ্যাকের দিকে ঝুকলো।

“তাহলে, একটু ঘুরেটুরে দেখছো না কেন?”

লর্ড ওয়েটারকে ইশারা করে ডেকে ডিওয়ারস এবং পানির অর্ডার দিলে মিনিটখানেকের মধ্যেই সেগুলো এসে পড়লো। জ্যাক ছেয়ারে হেলান দিলে লর্ড তার দিকে ঝুঁকে এলো।

“আমি এই রেঞ্জেরায় এর আগে এসেছি, স্যান্ডি, বিশ্বাস করো আর নাই করো।”

“ঠিক এটাতে নয়, মনে হচ্ছে। ঠিক? ঐ যে, ওখানে যে মেয়েটা আছে, তাকে দেখেছো?”

লর্ড আঙুল তুলে কংগ্রেশনাল লিয়াজোর দিকে ইঙ্গিত করলো। “গত ছয় মাসে তাকে আমি পাঁচ বার করেছি।” জ্যাক মুঢ়কি হাসলে লর্ড না হেসে পারলো না।

“এবার নিজেকে জিজ্ঞেস করো এরকম একটা সুন্দরপ্রাণী আমার মতো

ମୋଟାମୋଟା ବୁଝୋର ସମେ କେନ ଉତେ ଯାବେ?"

"ହ୍ୟତେ ଆପନାର ଜନ୍ୟେ ତାର ଖୁବ ମାଯା ହୟ, ତାଇ ।" ଜ୍ୟାକ ହେସେ ବଲଲୋ ।

ଲର୍ଡ ହାସଲୋ ନା । "ତୁମି ଯଦି ଏଟା ବିଶ୍ୱାସ କରୋ ତବେ ତୁମି ଏକଟା ବୋକା । ତୋମାର କି ମନେ ହୟ ଏ ଶହରେର ମେଯେରା ପୂରୁଷେର ଚେଯେ ବେଶି ବିଶ୍ଵାସ ? କେନ ତାରା ହବେ ? ତାଦେର କ୍ଷାର୍ଟ-ଆର ପ୍ତନ୍ବୃତ୍ତ ଆଛେ, ସେଣ୍ଟଲୋ ତାରା କେନ ବ୍ୟବହାର କରବେ ନା ।

"ମେ ଏଟା କରେ କାରଣ ମେ ଯା ଚାଯ ଆମି ତାକେ ତାଇ ଦିତେ ପାରି । ମେଓ ତା ଜାନେ, ଆମିଓ ଜାନି । ଏ ଶହରେର ଖୁବ କମ ମାନୁଷଙ୍କ ଆମାର ମତୋ ଦରଜା ଖୁଲିତେ ପାରେ । ଟାକାଇ ସବ । ଏଜନ୍ୟେଇ ମେ ଆମାକେ ତାର ପୋଙ୍କ ମାରିତେ ଦେଇ । ଏରକମ ଭଦ୍ରଘରେର ମେଯେରାଓ ଏଟା କରେ କେବଳ ଟାକାପଯସାର ଜନ୍ୟେ, ବୁଝିଲେ ?"

"କୀ ବୁଝିବୋ ?"

ଲର୍ଡ ସିଗାରେଟ ଧରିଯେ ଧୌଯାର ରିଂ ଛାଡ଼ିଲୋ ବାତାସେ । ମୁଢ଼କି ହାସି ଲେଗେ ରଇଲୋ ତାର ଠୋଟେ ।

"ମଜାର କିଛୁ, ସ୍ୟାଭି ?"

"ଆମି ଭାବଛି ତୁମି ଯଥନ ଲୁକୁଲେ ଛିଲେ ତଥନ ଆମାର ମତୋ ଲୋକଦେରକେ କିଭାବେ ତୁଳୋଧୂନୋ କରତେ । ଭାବଛି, ତୁମି କଥନଇ ଆମାର ମତୋ ହତେ ପାରବେ ନା । ତୁଛ ସବ ଅପରାଧୀର ପକ୍ଷେ ତୁମି ଲଡ଼େଛୋ । କି, ଲଡ଼ୋନି ?"

ଜ୍ୟାକ ଟାଇଟା ଆଲଗା କ'ରେ ବିଯାରେ ଚୁମୁକ ଦିଲୋ । ଏରକମ କଥାବାର୍ତ୍ତ ବଲିତେ ଲର୍ଡକେ ଆଗେଓ ମେ ଦେଖେଛେ । ବୁଝିତେ ପାରଲୋ ଲର୍ଡ କିଛୁ ଏକଟା ବଲିବେ ।

"ତୁମି ଏଥାନକାର ମେରା ଉକିଲ, ସ୍ୟାଭି । ସବାଇ ତାଇ ବଲେ ।"

"ଆର ତୋମାକେ, ଜ୍ୟାକ ?"

ଜ୍ୟାକ ଭାବତେ ଲାଗଲୋ । ପାଟନାର ? ଜ୍ୟାକ ଗଭୀର କ'ରେ ନିଃଶ୍ଵାସ ନିଯେ କଂଧ ଝାକାଲୋ ।

"କେ ଜାନେ । ମାନୁଷ ବଡ଼ ହଲେ କୀ ହବେ ମେଟୋ କି ମେ ଜାନେ ?"

"ଦେଖୋ ଜ୍ୟାକ, ତୁମି ବଡ଼ ହୟେ ଗେଛୋ । ଦରଜାର ସାମନେ ଦାଙ୍ଗିଯେ ଥାବୁ ମାନୁଷଟାକେ ଟାକା ଦେବାର ସମୟ ହୟେ ଗେଛେ । ତାହଲେ ହଚେଟା କୀ ?"

"ଜାନି ନା ।"

ଲର୍ଡ ଆରେକଟୁ ଝୁକେ ହାତ ଦୁଟୋ ମୁଣ୍ଡିବନ୍ଧ କରଲେ ଜ୍ୟାକ ବୁଝିଭାସ୍ୟ ପାଇଁ ଗେଲୋ ।

"ତୁମି ଆମାକେ ଏକଟା ବଦମାଶ ଭାବୋ, ତାଇ ନା ?"

ଜ୍ୟାକ ତାର ମେନୁଟା ଆବାର ତୁଲେ ନିଲୋ । "କୋନ୍ନେ କିଛୁ ମୁପାରିଶ କରବେନ ?"

"ଆହ୍ ଜ୍ୟାକ, ତୁମି ମନେ କରୋ ଆମି ଏକଜନ ଲୋଭୀ, ଅହଂକାରୀ, ସ୍ଵାର୍ଥପର, କ୍ଷମତା ପ୍ରିୟ ବଦମାଶ । ତାଇ ନା, ଜ୍ୟାକ !" ଲର୍ଡର କଷ୍ଟଟା ଚଡ଼ା ହଲୋ । ମେନୁଟା ଟେବିଲେ ଛୁଡ଼େ ରାଖଲୋ ମେ ।

ଜ୍ୟାକ ନାର୍ତ୍ତାସଭାବେ ଘରେ ଚାରପାଶେ ତାକାଲୋ, କିନ୍ତୁ ମନେ ହଚେ କେଉଁଇ ତାଦେର ଦିକେ ତାକାଇଛେ ନା । ଲର୍ଡ ଲାଲ-ଲାଲ ଚୋଖେ ତାର ଦିକେ ତାକାଲୋ ।

"ଆମି ଯା, ଆମି ତାଇ, ଏଟାଇ ଆମି, ଜ୍ୟାକ !"

বিজয়ীর মতো লর্ড চেয়ারে আরাম ক'রে বসলো । দাঁত বের ক'রে হাসলে জ্যাক
জোর ক'রে হাসলো, ভেতরে ভেতরে অবশ্য তিক্তভাবটা রয়েই গেলো ।

জ্যাকের চেয়ারের পাশে এসে লর্ড বসলে ব্যাপারটা তার ভালো লাগলো না ।

“ঠিক, আমি এরকমই, জ্যাক । যা যা তুমি বলবে, ঠিক সেরকম, কিংবা তার
চেয়েও বেশি কিছু । কিন্তু তুমি জানো, জ্যাক? আমি যা, আমি তাই, এ নিয়ে আমি
কোনো লুকোছাপা করি না । যা বিশ্বাস করি তাই করি । আর কিছু না ।” গভীর ক'রে
একটা নিঃশ্বাস নিয়ে লর্ড দম ছাড়লো । জ্যাক মাথা ঝাকিয়ে মাথাটা পরিষ্কার করার
চেষ্টা করলো ।

“তোমার ব্যাপার কি, জ্যাক?”

“আমার আবার কী ব্যাপার?”

“তুমি কে, জ্যাক? তুমি কিসে বিশ্বাস করো?”

“বারো বছর ক্যাথলিক স্কুলে ছিলাম, কিছুতে না কিছুতে বিশ্বাস তো করিই ।”

“তুমি আমাকে হতাশ করছো । আমি শুনেছিলাম তুমি খুবই মেধাবী । হয় আমি
যা শুনেছি সেটা ভুল, নয়তো তুমি কী বলতে চাও সে ব্যাপারে ভয় পাচ্ছো ।”

জ্যাক খপ্প ক'রে লর্ডের হাতটা ধরে ফেললো ।

“আপনি আমার কাছ থেকে কী চান?”

লর্ড হেসে জ্যাকের হাতে আস্তে আস্তে চাপড় মারলে জ্যাক তার হাতটা ছেড়ে
দিলো ।

“তুমি এসব জায়গা পছন্দ করো? বল্ডউইনদের মতো মক্কেল তোমার থাকলে
তুমি বুড়ো শকুন হবার আগ পর্যন্ত এরকম জায়গাতে থেতে পারবে । চল্লিশ বছর পরে,
তুমি ক্যারিবিয়ানের সমুদ্র তীরে যুবতী নিয়ে ফূর্তি করতে পারবে । তুমি বেশ সুখেই
মরবে, বিশ্বাস করো ।”

“একটা জায়গা একেক জনের কাছে একেক রকম লাগে ।”

লর্ড টেবিলে জোরে ঘুষি মারলে আশপাশের সবাই তাদের দ্রুক্ষণ তাকালো ।
মাইত্র ডি তাদের দিকে তাকালো ও নিজের বিরক্তিটা পুরু গৌমের আড়ালে লুকিয়ে
রাখলো ।

“এটাই আমি বলতে চাচ্ছি, বাবা ।” তার কষ্টটা নিছ হলো । কিন্তু আরো বেশি
বুঁকে এলো তার কাছে । “একটা জায়গা, একেক জনের কাছে অবশ্যই একেক রকম
লাগে । এ জায়গার চাবি তোমার কাছে আছে, তুমি সেটা জানো । তোমার চাবি হলো
বল্ডউইন এবং তার আকর্ষণীয়া মেয়েটা । এখন প্রশ্ন হলো : তুমি সেই দরজাটা খুলবে
নাকি খুলবে না? আবারো সেই প্রশ্নটাই করতে হচ্ছে । তুমি কিসে বিশ্বাস করো,
জ্যাক? যদি তুমি এসবে বিশ্বাস না করো”- লর্ড তার দু'হাত দু'পাশে ছড়িয়ে দিলো -
“তুমি যদি স্যান্ডি লর্ডের পরের জেনারেশন হতে না চাও, তুমি যদি আমাকে নিয়ে
দিন-রাত পরিহাস করো, আমাকে গালি দাও, তুমি যদি মিস্ বল্ডউইনকেও পছন্দ না
করো, এই মেনু থেকে একটাও খাবার বেছে নিতে না পারো, তবে আমি বলবো তুমি

কেন চলে যাচ্ছে না? যাও, এই যে দরজাটা দেখছো, মাথা উঁচু করে নিজের বিবেক পরিষ্কার করে চলে যাও। কারণ যে এই কাজের প্রতি নিবেদিত নয় তার এন্দৰে কাজে না থাকাই ভালো।”

লর্ড চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো।

বাইরে চমৎকার আবহাওয়া বিরাজ করছে। মৃদু বাতাসে গাছের পাতা আর কাগজের টুকরো উড়ছে পথেঘাটে।

আর রেংস্টোরার ভেতরে জ্যাক এবং স্যান্ডি লর্ড একে অন্যের দিকে চেয়ে আছে।

“আপনি আমার কাছ থেকে কি চান?”

“আমি কেবল জানতে চাই তুমি থাকছো নাকি থাকছো না। সত্য হলো, বল্ডউইনদের মতো মঙ্গল থাকলে তুমি এ শহরের যেকোনো ফার্মেই ভালো অবস্থান করে নিতে পারবে। কিন্তু তুমি আমাদের বেছে নিয়েছো, আমার ধারণা এটা তোমার কাছে ভালো লেগেছে, তাই।”

“বল্ডউইন আপনাকে সুপারিশ করেছে।”

“উনি বেশ স্মার্ট। তাঁকে অনেকেই মানে। তুমি আমাদের সঙ্গে আছো এক বছর ধরে। যদি এখানে থাকতে চাও, আমরা তোমাকে একজন অংশীদার করে নেবো। অংশীদার হবার পর তোমাকে টাকা পয়সা নিয়ে ভাবতে হবে না। তোমার একমাত্র কাজ হবে বল্ডউইনকে সুবিধি করা। তুমি চাইলে এই ব্যবসাটা বাড়ানোর জন্যে কাউকে নিয়োগও দিতে পারো। কোনো আইনজীবির নিরাপত্তা হলো তার ভালো মঙ্গল। ল'স্কুলে তোমাকে এসব শেখায়নি। এটা তুমি শিখে নাও। তোমার কাজ বলতে কিছুই থাকবে না। তবে চাইলে ব্যবসা বাড়াতে পারো। তোমাকে কেউ সুপারভাইজও করবে না, কেবল বল্ডউইন বাদে। তোমাকে এমনকি বল্ডউইনদের আইনী কাজগুলোও দেখাশোনা করতে হবে না। এসবের জন্যে আমাদের কাছে অনেক লোক রয়েছে। তারাই তোমার হয়ে কাজ করবে। কী দারুণই না হবে।”

জ্যাক তার হাতের দিকে তাকালো। সেখানে জেনিফারের ছেঁজারাটা ভেসে উঠলো। একেবারে নিখুঁত। ব্যারি এলভিসকে সে বরখাস্ত করেছে বাঁজো যে ধারণা সে করেছিলো সে ব্যাপারে এখন অপরাধবোধে আক্রান্ত হচ্ছে। এবর্পর কেইটের কথা মনে করলো। কী বলবে? কোনো জবাব নেই। সে মুখ তুলে তাকালো।

“বোকার মতো প্রশ্ন। আমি কি আইন প্র্যাকটিস করে থেকে পারবো?”

“যদি চাও তো পারবে।” লর্ড তার দিকে স্থির চোখে তাকালো। “তাহলে আমি এটাকে হ্যাঁ বলেই ধরে নিলাম?”

জ্যাক মেনুর দিকে তাকালো। “কাঁকড়ার জিশ্টা ভালোই হবে মনে হচ্ছে।”

স্যান্ডি ছাদের দিকে ধোঁয়া ছেড়ে চওড়া একটা হাসি দিলো। “আমার দারুণ পছন্দ, জ্যাক। খুবই পছন্দ করি এটা।”

* * *

দুঃঘটা বাদে, স্যান্ডি তার বিশাল অফিসে উঠে দাঁড়িয়ে নিচের ব্যন্তি রাস্তার দিকে তাকালো। স্পিকার ফোনে কনফারেন্সে যোগ দিতে আহবান করা হলো।

ড্যান কার্কসেন দরজার কাছে এলো। সে হলো এই ফার্মের ম্যানেজিং পার্টনার। স্যান্ডি লর্ড ছাড়া সবার ওপরই সে ধ্বনিদারী করে। আর সম্ভবত এখন জ্যাক গ্রাহামকেও ধ্বনিদারী করা বাদ দিতে হবে।

নির্বিকারভাবে লর্ড তার দিকে তাকালো। কার্কসেন চেয়ারে বসে অপেক্ষা করতে লাগলো। কনফারেন্সের ফোনটা বন্ধ হয়ে গেলে লর্ড ছাদের দিকে তাকিয়ে সিগারেট ধরালো। কার্কসেন একজন স্বাস্থ্য সচেতন ব্যক্তি, সে একটু পিছু হটে গেলো।

“কিছু চাও?” লর্ড অবশ্যে চুলবিহীন মাথাটার দিকে তাকিয়ে বললো। লর্ড যে তাকে খুব একটা পছন্দ করে না সেটা লুকোবার চেষ্টা করে না।

“লাঞ্ছনিক কেমন হলো সে ব্যাপারে আমরা সবাই চিন্তায় রয়েছি।”

“তুমি সফট বল সামলাতে পারো। আমার সফটবল খেলার সময় নেই।”

“আমরা কিছু ত্বরণ উন্নেছি, তারপর মিস্ বন্ডউইন যখন বললেন তখন এলভিসকে বরখাস্ত করা হলো।”

লর্ড শূন্যে হাত ছুড়লো। “তাকে বাগে আনা হয়েছে। সে আমাদেরকে ভালোবাসে, সে এখানেই থাকছে। খামোখাই দুঃঘটা নষ্ট করেছি।”

“বিশাল পরিমাণের টাকা হারাবার ভয় ছিলো, স্যান্ডি। এখন আমাদের সবাই খুব স্বস্তি বোধ হচ্ছে।”

“হ্যা, কতো টাকা সেটা আমি জানি। তোমার চেয়েও ভালো জানি। ঠিক আছে? এখন জ্যাক থাকছে। ভাগ্য ভালো হলে দশ বছরে সে স্বিপ্ন পরিমাণ টাকা করতে পারবে। আমরাও খুব দ্রুত অবসরে যেতে পারবো।” লর্ড কার্কসেনের দিকে তাকালো। “তার বিচি আছে, বুঝলে। আমার অন্য অংশীদারদের জ্ঞান বেশই আছে।”

কার্কসেন ভুক্ত তুললো।

“সত্যি বলতে কি, আমি ছেলেটাকে বেশ পছন্দই করছি। লর্ড উঠে জানালার কাছে দাঁড়ালো।

“তাহলে কবিটিতে আমি ইতিবাচক একটা রিপোর্ট করতে পারি?”

“যা ইচ্ছে তাই দিতে পারো তুমি। কেবল কিছুটা জিনিস মনে রাখবে এসব নিয়ে তোমরা আর আমাকে বিবরণ করবে না। যদিনা খুবই জরুরি হয়। বুঝেছো?”

লর্ড কার্কসেনের দিকে তাকিয়ে আবারো জানালার দিকে তাকালো। সুলিভান এখনও ফোন করেনি। এটা ভালো লক্ষণ নয়। সে দেখতে পাচ্ছে তার হাত থেকে দেশটা ফসকে যাচ্ছে।

“ধন্যবাদ আপনাকে, স্যান্ডি।”

“হ্যা।”

অধ্যায় ৯

মুখটার দিকে ওয়াল্টার সুলিভান চেয়ে আছে। চাদর থেকে বের হওয়া পায়ে মর্গের ট্যাগ নম্বর লাগানো আছে। তার কর্মচারীরা তার জন্যে অপেক্ষা করছে, সে এখন একা। মৃত স্ত্রীর সঙ্গে কিছু সময় বসে কাটালো। পরিচয় চিহ্নিত করা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। পুলিশ তাদের রেকর্ড হালনাগাদ করে ফেলেছে, আর সাংবাদিকেরা এ নিয়ে সংবাদকাহিনী লিখে ফেলেছে। কিন্তু ওয়াল্টার সুলিভান, নিজের সময়কালে যে সবচাইতে ক্ষমতাধর ব্যক্তি, যে কিনা চৌদ্দ বছর বয়স থেকে যা কিছু স্পর্শ করেছে তাতেই সোনা ফলিয়েছে, এখন নিজেকে শক্তিহীন বোধ করছে।

সাতচলিশ বছর বিবাহিত জীবনের পর তার প্রথম স্ত্রী মারা গেলে ক্রিস্টিকে সে বিয়ে করেছিলো। আশি বছর বয়সেও সে চেয়েছিলো যৌবনবতী এবং প্রাণেচ্ছুল কাউকে। তার চারপাশের অনেক মৃত্যুর পর সে চেয়েছিলো এমন একজনকে পেতে যে তার মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকবে। তার মৃত্যু তাকে দেখতে হবে না। বৃন্দ হওয়াটা খুব সহজ নয়, এমনকি ধনীদের বেলায়ও।

কিন্তু ক্রিস্টিন সুলিভান বেঁচে রইলো না। তাকে এ ব্যাপারে কিছু করতে হবে। এটা ভাগ্যের কথা যে, তার মৃত স্ত্রী নিকট ভবিষ্যতে তার জন্যে কী বয়ে আনবে সে ব্যাপারে সে একেবারেই অজ্ঞ।

মি: সুলিভান ঘর থেকে বের হতেই একজন টেকনিশিয়ান লাশ্টার ট্রে ঠিলে অটোপ্সি কর্মে নিয়ে যাবে, তার ওজন এবং উচ্চতা নির্ণয় করা হবে সেখানে। তাকে প্রথমে কাপড়চোপড় পরিয়ে, পরে সম্পূর্ণ নগ্ন করে তার ছবি তোলা হবে। এরপর এক্স-রে এবং আঙুলের ছাপ নেয়া হবে। অবশেষে ব্যবচ্ছেদ করা হবে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডিএনএ-এর ধরণ নির্ধারণ করা হবে।

এসব কাজ শেষ হলেই ওয়াল্টার সুলিভান তার মৃত স্ত্রীকে ফিরে পাবে।

অটোপ্সির সব রিপোর্টেই ফাইল আকারে দায়িত্ব থাকা তদন্ত কর্মকর্তার হাতে দিয়ে দেয়া হবে।

অবশেষে ওয়াল্টার সুলিভান উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু স্ত্রীর শরীরটা চাদর দিয়ে ঢেকে দিলো সে।

পেছনে, আরেকটা একমুখী আয়নার অপরপাশে গোয়েন্দার চোখ তাকে নিরীক্ষণ করছে। সুলিভান ঘর থেকে চলে যাবার পর সেদে ফ্রাঙ্ক টুপিটা পরে নিঃশব্দে বের হয়ে গেলো।

* * *

এক নামার কনফারেন্স রুমটা এই ফার্মের সবচাইতে বড় ঘর। রিসেপশন এরিয়ার পেছনে সেটা অবস্থিত। স্লাইডিং দরজার ওপাশে সব পার্টনার সভায় মিলিত হয়েছে।

স্যান্ডি লর্ড এবং আরেকজন সিনিয়র পার্টনারের মাঝখানে জ্যাক প্রাহাম বসেছে। যদিও সে এখনও পার্টনার হয়নি, কিন্তু আজকে প্রটোকলের ব্যাপারটা খুব বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না, তাছাড়া লর্ড এ ব্যাপারে বেশ চাপাচাপি করেছে।

তাদের সবাইকে কফি আর জুস পরিবেশন করা হলো। এই বন্ধ দরজার ভেতরে পার্টনার ছাড়া কেবল হাউজকিপিং কর্মচারীরা রয়েছে।

সবাই ড্যান কার্কসেনের দিকে তাকালো। সে জুসে চুমুক দিয়ে রুমালে মুখটা মুছে উঠে দাঁড়ালো।

“আমি নিশ্চিত আপনারা সবাই ইতিমধ্যেই জেনে গেছেন আমাদের এক বড় মক্কলের জীবনে একটা বিরাট দূর্ঘটনা ঘটে গেছে।” জ্যাক তাকিয়ে দেখলো সবাই কার্কসেনের দিকেই চেয়ে আছে। সে কখনও সুলিভানদের কোনো কাজ করেনি, তবে জানে তারা এই ফার্মের বেশ বড় এক মক্কল। চল্লিশজন এটর্নি কেবল তাদের কাজই করে থাকে চকিত ঘট্ট। বলা যায় প্যাটন, শ'র সবচাইতে বড় মক্কল সে।

কার্কসেন বলতে লাগলো। “পুলিশ পুরো ঘটনাটি তদন্ত ক'রে দেখছে। এখনও মামলার কোনো অগ্রগতি হয়নি।” কার্কসেন একটু থেমে লর্ডের দিকে তাকালো। তারপর আবার বলতে শুরু করলো। “এটা ওয়াল্টারের জন্যে খুবই কঠিন এক সময়। এই সময়ে তার সুবিধার্থে আমি সকল এটর্নিকে সুলিভান সংক্রান্ত ব্যাপারগুলোর দিকে নজর দিতে বলছি। যাতে ক'রে আর কোনো সমস্যা না বাঢ়ে। আরেকটা কথা, আমরা বিশ্বাস করি না সামান্য চুরি-ডাকাতি করতে গিয়ে দুর্ঘটনাক্রমে হত্যাকাণ্ডি ঘটে গেছে, এবং এটার সঙ্গে সুলিভানের কোনো ব্যবসায়িক সম্পর্ক নেই, আমি আপনাদেরকে বলবো, আপনারা যারা সুলিভানের হয়ে কাজ করেন তারা যদি কোনো রুকম অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পান, বা অনুমান করেন কৃত সেটা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে, না হয় স্যান্ডিকে জানাবেন।”

কয়েকজন লর্ডের দিকে তাকালো। সে ছাদের দিকে চেয়ে সিগারেট ফুঁকে যাচ্ছে। এ নিয়ে চারটা।

রন ডে নামের ইন্টারন্যাশনাল ল'সেকশনের কেতাদূরস্ত একজন উঠে কথা বললো। “এটা তো কোনো সন্তাসী কাজ নয়, তাই না? সুলিভানের সঙ্গে কুয়েতের এক ব্যবসায়ীর যৌথ ব্যবসা আছে, আমি সেটা দেখাশোনা করি। ঐসব লোকজন কিন্তু নিজের নিয়মে কাজ করে, সেটা আমি বলতে পারি। আমি কি আমার নিজের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হবো? আমি আজ রাতে রিয়াদে যাচ্ছি।”

লর্ড কটমট ক'রে ডে'র দিকে তাকালো। মাঝেমাঝে সে বেশ অবাক হয়ে দেখে পাওয়ার-৭

তার কিছু কিছু পার্টনার কতো গদর্ভের মতোই না কথা বলে। এই ডে নামের গদর্ভের প্রধান এবং লর্ডের মতে একমাত্র শৃণবলী হলো সাতটা ভাষায় কথা বলা আব সৌন্দীদের পাছায় চুমু খেতে পারা।

“আমি এ নিয়ে চিন্তিত নই, রন। এটা যদি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র হয়ে থাকে তবে তুমি তার টার্গেট নও, আর যদি টার্গেট হতে, তবে সেটা বোঝার আগেই তুমি পটল তুলতে।”

ডে অপ্রস্তুত হয়ে নেকটাইটা ঠিক করতে করতে বসে পড়লো। টেবিলের চারপাশে অস্বস্তির একটা ভাব দেখা গেলো।

“পরিষ্কার করে বলার জন্যে ধন্যবাদ, স্যান্ডি।”

“ঠিক আছে, রন, তোমাকেও ধন্যবাদ।”

কার্কসেন গলাটা পরিষ্কার করে নিলো।

“বাকিদের আশঙ্কা করে বলতে চাই, এই জগন্য অপরাধের সুষ্ঠু বিচার হবে। এও শোনা যাচ্ছে যে, প্রেসিডেন্ট নিজেও একটা বিশেষ তদন্ত চালাতে আদেশ করেছেন। আপনারা তো জানেনই, ওয়াল্টার সুলিভান প্রেসিডেন্টকে কিভাবে সাহায্য-সহযোগীতা করে থাকেন। তিনি প্রেসিডেন্টের খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমরা আশা করতে পারি অপরাধী যেই হোক না কেন, খুব শীঘ্রই ধরা পড়বে।” কার্কসেন বসে পড়লো।

লর্ড টেবিলের চারপাশে তাকিয়ে শেষ সিগারেটটা ফেলে দিতেই সবাই চলে গেলো।

* * *

সেদ ফ্রাংক নিজের চেয়ারে বসে আছে। ছোট হেডকোয়ার্টারে শেরিফ তার জন্যে এই ঘরটার ব্যবস্থা করেছে। মেডিকেল এক্সমিনারের রিপোর্টটা ডেক্সের ওপর রাখা। এখন মাত্র সাড়ে সাতটা বাজলেও ফ্রাংক পুরো রিপোর্টটা তিন তিনবার পড়ে ফেলেছে।

অটোপ্সির সময় সে উপস্থিত ছিলো, একজন গোয়েন্দা সহসেবে এটা তাকে করতেই হয়। শত শত অটোপ্সি দেখলেও এখনও সে এন্টে অভ্যন্ত হয়ে উঠেনি। গা গুলিয়ে আসে তার।

রিপোর্টটা বেশ মোটা আর সুন্দর করে টাইপ করা। ক্রিস্ট সুলিভান প্রায় বাহামুর ঘণ্টা আগে নিহত হয়েছে, সম্ভবত তার চেয়েও বেশি। তবে তিন দিনের কম হবে না। এক্সমিনাররা এ ব্যাপারে নিশ্চিত। ফ্রাংকের কাছে অন্য যেসব তথ্য রয়েছে তাতে মনে হয় ক্রিস্টিন সুলিভান সোমবার রাতে মারা গেছে। তার মানে তিন দিন আগে।

ফ্রাংক একটু চিন্তিত হলো। তিনদিন মানে খুব কমই আলামত থাকবে। আর যারা এ কাজ করেছে তারা তিন দিনে পৃথিবী থেকে উধাও হয়ে যেতে পারবে খুব

সহজেই। কোনো আলামত আর সন্দেহভাজন ছাড়া মাঝলা এর আগে সে পায়নি।

এ পর্যন্ত তারা যা জ্ঞেনেছে তাতে সুলিভান এস্টেটের এই ঘটনায় কোনো সাফটি ও নেই। বিভিন্ন জায়গায় বিজ্ঞাপন দেয়া হলেও কেউ এগিয়ে আসেনি।

তিন মাইল বৃক্ষের মধ্যে তারা প্রতিটি বাড়ির মালিকের সঙ্গেই কথা বলেছে। তারা সবাই বিশ্বিত হয়েছে, মুষড়ে পড়েছে, ভয়ে আতঙ্কে উঠেছে। সেই ছোট কাউন্টিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। প্রতিটি বাড়ির রাত্রিকালীন কর্মচারীদেরকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। কিছুই মেলেনি। সুলিভানের বাড়ির চাকর-বাকরেরাও কিছু জানে না।

ক্রিস্টিন সুলিভানের শেষ দিনে তাকে কেউ দেখেওনি। মেয়েটা তার বাড়িতে নিহত হয়েছে, আনুমানিক শেষ রাতের দিকে। কিন্তু সে যদি সোমবার রাতে খুন হয়েই থাকে তবে ওখানে ঐদিন সে কী করতে গিয়েছিলো? ফ্রাংক বিশ্বাস করে এই প্রশ্নের উত্তরটা পেলে তদন্তে বেশ কাজে দেবে।

সোমবার সকাল সাড়ে নটা বাজে ক্রিস্টিন সুলিভানকে ওয়াশিংটনে উপকর্ত্তে একটা অভিজাত পার্লারে দেখা গেছে, সেখানকার খরচ ফ্রাংকের দু'সঙ্গাহের আয়ের সমান। হয় মেয়েটা শেষ রাতে ফূর্তি করার জন্যে নিজেকে সাজাচিলো নয়তো এটা এমন একটা কাজ যা ধনীরা নিয়মিতই করে থাকে, ফ্রাংককে এটা খুজে বের করতে হবে। পার্লার থেকে বের হবার পর সুলিভান কোথায় গিয়েছিলো সেটা আর তারা জানতে পারেনি। সে তার শহরের এপার্টমেন্টে আর ফিরে আসেনি। কোনো ট্যাক্সিক্যাবও ব্যবহার করেনি বলৈ তারা জানতে পেরেছে।

মেয়েটা এভাবে লুফিয়ে কোথাও যাবার একটা কারণ অবশ্যই আছে। মেয়েটা যদি সেই রাতে কারোর সঙ্গে থেকে থাকে তবে তার সঙ্গে কথা বলতে এবং তাকে হাতকড়া পরাতে উদ্বৃত্তি হয়ে আছে ফ্রাংক।

পরিহাসের বিষয় হলো চুরি-ডাকাতি করার সময় খুন-হত্যা হয়ে গেলে অপরাধীকে ভার্জিনিয়া আইনে সর্বোচ্চ শাস্তি দেয়া হয় না। অবশ্য যজ্ঞের ব্যাপার হলো সশস্ত্র অবস্থায় ডাকাতি করলে দেয়া হয়। ক্রিস্টিন সুলিভান প্রমুখ অলংকার পরতো। সে ছিলো হীরা-মণি-মুক্তার ব্যাপারে বেশ দুর্বল। এসব তাৰ প্রচুর পরিমাণে ছিলো। মৃতদেহে কোনো অলংকার ছিলো না। মি: সুলিভান নিয়মিত করে জানিয়েছে যে, তাৰ স্তুর হীরার নেকলেসটা পাওয়া যায়নি। পার্লারের মুক্তিক সোমবার দিন ঐ নেকলেসটা তাকে পরে থাকতে দেখেছে।

একজন ভালো উকিল এটাকে একটা ডাকাতির ঘটনা হিসেবেই দেখাবে। ফ্রাংক খুবই নিশ্চিত এ ব্যাপারে। বেশির ভাগ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকদের মতো ফ্রাংক বিশ্বাস করে অপরাধীর বিচার প্রক্রিয়াটা খুব বেশি অপরাধীর পক্ষেই কাজ করে। ফ্রাংক এই ব্যবস্থাকে বদলাতে পারবে না সত্য, তবে সে এর ফাঁক ফোকর দিয়ে কিছু একটা করতে পারবে।

রিপোর্টটা সে আবারো হাতে তুলে নিলো। রিভিং গ্রাস পরে ঘন কালো রফিতে ছবুক দিতে দিতে পড়তে লাগলো আবার। মৃত্যুর কারণ মাথার খুলিতে গুলির আঘাত, গুলিটা ভারি কোনো অস্ত্র থেকে ছোড়া হয়েছে, কারণ গুলির ক্যালিবার খুব বেশি বড়। তাছাড়া মাথায় আরেকটা আঘাতের চিহ্ন রয়েছে, যা অস্ত্রাত কোনো অস্ত্র দিয়ে করা হয়েছে। রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে এটা হত্যাকাণ্ড। এটাতো আর বলাৱ অপেক্ষা গ্রাবে না। গুলিটা কতো দূর থেকে করা হয়েছে সে ব্যাপারে তাৱ ধাৰনাই সঠিক বলে প্ৰমাণ হলো। খুব কাছ থেকে করা হয়নি। তাৱ ধাৰণা ছয় ফুট দূৰ থেকে করা হয়েছে। আত্মহত্যার কোনো সন্দাবনাই নেই।

ফ্রাঙ্ক ডেক্সেৰ সামনে ঝুঁকে পড়লো। একটাৱ বেশি গুলি কেন? একটা গুলিতেই তো মেয়েটা নিৰ্ধাত মৰতো। খুনি কি তবে একজন মৰ্বকামী, মেৰে ফেলাৱ পৰ লাশেৰ গায়ে আরেকটা গুলি ছুড়ে দিয়েছে বিকৃত আনন্দ পাবাৱ জন্যে? তাৱপৰ এসে যায় বুলেটেৰ সীসাৱ কথাটা। একটা ডাম্ভাম্ এবং আরেকটা রহস্যময় বুলেট। একটা চিহ্ন দেয়া ব্যাগ তুলে নিলো সে। শৰীৱ থেকে মাত্ৰ একটা রাউণ্ড গুলিই বেৱ কৰা গেছে। মাথাৱ ডান দিকে চুকেছিলো এটা। দ্বিতীয় গুলিটা অন্যটাৱ প্ৰবেশ পথেৰ আধ ইঞ্চি উপৰে চুকে অন্য পাশ দিয়ে বেৱ হয়ে গেছে।

বুলেটটাৱ শেষ অবস্থান তাদেৱ সবাইকে বেশ অবাক ক'ৱে দিয়েছে। বিছানাৱ পাশেৰ দেয়ালে আধ ইঞ্চিৰ একটা গৰ্ত। ওখান থেকে গুলিটা বেৱ কৰতে বিশেষ কোনো যন্ত্ৰ ব্যৱহাৱ কৰা হয়েছে। গুলিটা দেয়াল থেকে সৱিয়ে ফেলাৱ একটাই কারণ, যে অস্ত্র দিয়ে এটা ছোড়া হয়েছে সেটা নিৰ্দিষ্ট একটা অস্ত্র যা চিহ্নিত কৰা যেতো খুব সহজেই। আঙুলেৰ ছাপ এবং ব্যালেন্সিক সৱাখাম হলো তদন্তকাৰ্জেৰ নিশ্চিত জিনিস।

কেবল এই কেসটাতে, যেখানে গৰ্তটা আছে কিন্তু গুলিৰ সীসাটা নেই, আবাৱ লাশেৰ মধ্যে একটা গুলি ঠিকই রয়েছে? দ্বিতীয় গুলিটাতে কী আছে যা প্ৰথমটাতে নেই, যাৱ জন্যে সেটাকে উপড়ে ফেলে নিয়ে গেছে খুনি? সন্দাবনা রয়েছে।

ফ্রাঙ্ক কিছু নোট লিখে নিলো। হাৱানো বুলেটটা অন্য ক্যালিবাৰেৰ অথবা অন্য ধৰণেৰ। যাতে ক'ৱে বোৰা যাচ্ছে সন্দাবত কমপক্ষে দু'জন আতক ছিলো। সুতৰাং তাৱ কাছে এখন দু'জন সন্দেহভাজন রইলো। এতে ক'ৱে ভিন্নভাৱে প্ৰবেশ কৰা, নিৰ্গমনেৰ ব্যাপাৱটা খাপ খেয়ে যায়।

সংগৃহীত তথ্যেৰ দিকে তাকালো। এখনও তথ্য যোগাড় ক'ৱে যাচ্ছে। আশা কৰলো সারা জীবন কেবল তথ্য যোগাড়ই কৱবে আ, কাজেৰ আৱো অগ্ৰগতি হবে।

রিপোর্টটাৱ দিকে আৱেকবাৱ তাকালো তাৱ ভুৰু কপালে উঠলো।

ফোনটা তুলে ডায়াল কৱলো। দশ মিনিট পৰে, সে মেডিকেল এক্সামিনাৱেৰ অফিসে ব'সে আছে।

বিশালদেহী লোকটা তাৱ দিকে তাকালো। “শ্বাসৱোধ কৱাৱ চিহ্ন। অথবা

নিদেনপক্ষে বলা যায় ধন্তাধন্তি প্রচেষ্টার চিহ্ন। বুঝলাম ট্রাকিয়াটা ভাঙ্গেনি কেন, যদিও টিসুর অভ্যন্তরে রক্তক্ষরণ হয়েছে। চোখের ভেতরে এবং আশেপাশেও আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।"

ফ্রাংক বুঝতে পারলো ধন্তাধন্তি কিংবা শারীরিকভাবে আঘাতের কারণে এটা হয়েছে।

"নারী নাকি পুরুষ?"

এআমিনার কাঁধ থাকালো।

"বলা কঠিন। মানুষের চামড়ায় আঙুলের ছাপ পড়ে না। সত্যি বলতে কি এটা প্রায় অসম্ভব, কতিপয় জায়গা ছাড়া। তাছাড়া দেড় দিন পরে তো থাকার প্রশ্নই ওঠে না। যদি কিছু থেকেও থাকতো, এখন আর সেটা নেই। খালি হাতে এক জন মহিলা আরেকজন মহিলার সাথে ধন্তাধন্তি করছে এটা ভাবা খুবই কষ্টকর, তবে এরকম ঘটে থাকে। ট্রাকিয়াটা ভাঙ্গার জন্যে খুব বেশি চাপের দরকার পড়ে না। তবে খালি হাতে এটা করতে গেলে বেশ বলশালী হতে হয়। শতশত এরকম ঘটনায় আমি কোনো নারীর দেখা পাইনি যে খালি হাতে এটা করতে পেরেছে। সামনের দিকটার বেলায়ও এ কথা প্রযোজ্য।" সে আরো বললো। "আমার নিজস্ব ধারণা, পুরুষই ছিলো।"

"রিপোর্ট বলা আছে মেয়েটার বাম দিকের চোয়ালটা ভাঙ্গা, একপাটি দাঁতও পরে গেছে, মুখের ভেতরে কাটাহেঁড়া আছে?"

"মনে হচ্ছে কেউ মেয়েটাকে বেশ ভালোভাবেই প্রহার করেছে।"

ফ্রাংক তার কেসের ফাইলের দিকে তাকালো। "দ্বিতীয় বুলেটটা?"

"ক্ষতস্থান দেখে আমার ধারণা হয়েছে এটাও বড় ক্যালিবারের ছিলো, প্রথমটার মতোই।"

"প্রথমটার ব্যাপারে কোনো অনুমান?"

"সম্ভবত ৩৫৭, ৪১। ৯ মিঃমিঃ-এরও হতে পারে। যেভাবে দুমড়েমড়ে বুলেট দুটো চুকেছে তাতে ক'রে সম্ভাব্য অস্ত্র পেলেও ম্যাচ করতে পারবেন না।"

"অন্যটা পেলে হয়তো আমাদের সুবিধা হবে।"

"হয়তো হবে না। যে-ই ওটাকে দেয়াল থেকে তুলে নিয়ে থাকুক না কেন চিহ্নগুলো হয়তো নষ্ট ক'রে ফেলেছে।"

"হ্যা, কিন্তু তাতে নিচ্য নিহতের চুল, রক্ত কিংবা চামড়া লেগে থাকতে পারে। এইসবই আমার চাই। এগুলো হাতে পেলে আমি খুঁজে ইবো।"

এআমিনার চোখ ঘৰলেন। "তা সত্য। কিন্তু সেটা তো আগে খুঁজে বের করতে হবে আপনাকে।"

"হয়তো তা আমরা পারবো না।" ফ্রাংক হাসলো।

"সেটা কে জানে।"

দু'জনের চোখাচোধি হলো। তারা বেশ ভালো করেই জানে অন্য বুলেটটা খুঁজে পাবার কোনো উপায় নেই।

“বুলেটের কোনো খোসা পেয়েছেন কি?”

ফ্রাংক মাথা ঝাকালো ।

“তাহলে তো কোনো কুলকিনারাও করতে পারছেন না, সেদ ।”

“কখনই বলিনি এটা খুব সহজ হবে । যাকগে, রাজ্য সরকার কি আপনাকে এই ব্যাপারে দম ফেলার সুযোগ দিয়েছে?”

এস্বামিনার হাসলো । “একেবারেই চুপ আছে । আমি রিচমন্ডে আমার রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়েছি ।”

এবার ফ্রাংক সেই প্রশ্নটা করলো যার জন্যে এখানে আসা ।

“দুটো গুলি কেন?”

এস্বামিনার তার দিকে তাকালো । “কেন নয়?” তার চোখ দুটো কুচকে গেলো ।

ফ্রাংক তার দিকে স্থির তাকিয়ে বললো, “একটা গুলিই তো যথেষ্ট ছিলো । তাহলে দ্বিতীয়টি কেন? অনেক কারণেই এটা কেউ করবে না । গুলির শব্দে মনোযোগ আকর্ষণ হতে পারে । বাড়তি ঝামেলা হয়ে যায় এতে । তাছাড়া, আপনি যখন ওখান থেকে বের হওয়ার জন্যে মরিয়া তখন আরেকটা গুলি কেন মেয়েটার মাথায় চুকাতে যাবেন? তার ওপরও কথা থাকে । অন্য বুলেটটা রেখে গেলো কেন যা পরবর্তীতে চিহ্নিত হতে পারে? সুলিভান কি তাদেরকে চমকে দিয়েছিলো? যদি তাই হয়ে থাকে, তবে গুলিটা দরজার দিক থেকে কেন করা হলো? অন্যদিক থেকে কেন নয়? গুলি করার রেখাটা নিম্নমুখী কেন? মেয়েটা কি হাতু মুড়ে ছিলো? যদি সে হাতু মুড়ে থাকে, তবে কেন? হত্যা করার ধরণ এমন ছিলো? কিন্তু খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়নি । আবার ঘাড়ে আঘাতের চিহ্নও রয়েছে । কেন প্রথমে ধ্বনিধন্তি করে পরে মেয়েটাকে অস্ত্র দিয়ে গুলি করা হলো? তাও দু'বার । একটা গুলির সীসা তুলে নেয়া হয়েছে । কেন? দ্বিতীয় কোনো অস্ত্র ছিলো? তাহলে সেটা শুকানোর চেষ্টা হলো কেন? সেটাৰ উন্নতৃত্বটা কি?”

ফ্রাংক উঠে দাঁড়িয়ে দৃশ্যত পকেটে চুকিয়ে ঘরে পায়চারি করতে^{ক্ষেত্রে} করলো । “অপরাধ সংঘটিত স্থানটি এতোই পরিষ্কার যে, আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না । কিছুই পাওয়া যায়নি । আমি অবাক হয়েছি তারা মেয়েটার মাথার ডেতের থেকে অন্য বুলেটটা বের করেনি ।

“মানে, বলতে চাচ্ছি, লোকটা একজন চোর, অধিকাসে হয়তো এমনটি চেয়েছে যেনো আবরা বিশ্বাস করি সে চোর । উষ্টোও একেবারে খালি করা হয়েছে । সাড়ে চার মিলিয়নের মতো নেয়া হয়েছে । খিসেস সুপ্রিম ওখানে কী করছিলেন? তার তো ক্যারিবিয়ানে থাকার কথা । লোকটাকে কি সে চিনতো? যদি চিনে থাকে, তবে কি দুটো ঘটনা সম্পর্কযুক্ত? তাহলে দরজার দিক থেকে গুলি করবে কেন, সিকিউরিটি সিস্টেমটা বক করে ফেললে, তারপরে কেন জানালা দিয়ে দড়ি বেয়ে পালাবে? যখনই আমি নিজেকে একটা প্রশ্ন করি, আরেকটা প্রশ্নের উদয় হয় ।” ফ্রাংক আবার ব'নে পড়লো । একটু উদাস মনে হলো তাকে ।

এঙ্গামিনার কেনফাইলটা নিয়ে কয়েক মিনিট পড়ার পর ফাইলটা রেখে দিলো । ফ্রাংক এঙ্গামিনারকে দেখতে লাগলো । “কি ?”

“আপনি উল্লেখ করেছেন অপরাধ সংঘটিত স্থানে কিছুই পাওয়া যায়নি । আমি সেটাই ভাবছি । আপনি ঠিকই বলেছেন । জায়গাটা খুব বেশি পরিষ্কার ছিলো ।” এঙ্গামিনার একটা সিগারেট ধরালো ।

“মেয়েটার আঙুলের নখও খুব বেশি পরিষ্কার ।” ফ্রাংককে খুবই হতবিহুল দেখালো ।

এঙ্গামিনার আবার বলতে লাগলো । “মানে, কোনো ময়লা-টয়লা নেই, নেইল পলিশ নেই, যদিও সে ওটা ব্যবহার করে, মাল টকটকে রঙের । মনে হচ্ছে তারা উপরে ফেলেছে, বুঝেছেন, কি বললাম ?” একটু থেমে সে আবারো বলতে লাগলো । “আমি নেইল পলিশ পরিষ্কার করার সলিউশন খুঁজে পেয়েছি ।”

“মেয়েটা সেদিন সকালে বিউটি পার্লারে গিয়েছিলো, হাত-পায়ের নখের পরিচর্যা করেছে হয়তো ।”

এঙ্গামিনার মাথা দোলালো । “তাহলে আপনি অনেক বেশি পরিমাণ খুঁজে পেতেন । কম নয় ।”

“তাহলে কী বলতে চাচ্ছেন ? তার নখগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে পরিষ্কার করা হয়েছে ?”

এঙ্গামিনার মাথা দোলালো । “খুব বেশি সতর্ক ছিলো, কোনো পরিচিতিজ্ঞাপক বস্তু রেখে যেতে চায়নি ।”

“তার মানে নিজেদের পরিচয় জানাজানির ভয়ে তারা ঘাবড়ে গিয়েছিলো । মানে শারিয়াক আলামতের মাধ্যমে ধরা পড়ার সম্ভাবনা তবে ছিলো ?”

“বেশির ভাগ অপরাধী তাই করে, সেদ ।”

“তা করে । কিন্তু নখ পরিষ্কার করা, ঘর সাফ করাটা খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে ।”

ফ্রাংক রিপোর্টের দিকে তাকালো । “আপনি তার হাতের তালুতে ক্রেতজ্জাতীয় কিছু খুঁজে পেয়েছেন ?”

এঙ্গামিনার সায় দিলো । “সংরক্ষণ কাজে ব্যবহৃত বস্তু ।”

“তাহলে মেয়েটা কিছু ধরেছিলো এবং তার অবশেষ মেঠে গিয়েছিলো ?”

“হ্যা, যদিও আমরা জানি না ঠিক কখন তার হাতে তেলগুলো লাগলো ।” এঙ্গামিনার আবারো চশমা পরে নিলো । “আপনি ভাবছেন মেয়েটা লোকটাকে চিনতো, সেদ ?”

“কোনো আলামতই এটা প্রমাণ করে না, যদিনা সে নিজেই চোরকে চুরি করার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকে ।”

এঙ্গামিনার হঠাতে করেই উৎসাহী হয়ে উঠলো । “হয়তো, মেয়েটাই চুরি করার ব্যাপারটি ঠিক করেছিলো । বৃদ্ধলোকের সঙ্গে থেকে থেকে ঘেন্না ধরে গিয়েছিলো । নতুন এক নাগরকে নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করতে গিয়ে এমন পরিকল্পনা আঁটে,

যাতে পরবর্তীতে তারা এই টাকা পয়নি দিয়ে সুখের ঘর বাঁধতে পারে?”

তদ্দৃটা ফ্রাংক বিবেচনা করলো। “এক, তারা এ নিয়ে ঝগড়া করে কিংবা বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয় মেয়েটি, যার নির্মম পরিণতি এই হত্যাকাণ্ড?”

“এটা খাপ খেয়ে যায়, সেদ !”

ফ্রাংক মাথা ঝাঁকালো। “নিহত মিসেস সুলিভান ভালোবাসার কাঙাল ছিলো তবে। টাকার চেয়েও বেশি কিছু পেয়েছিলো সে। কী বলছি, বুঝেছেন নিশ্চয়। এই পৃথিবীর বিখ্যাত আর ক্ষমতাবানদের সঙ্গে তার ওঠাবসা ছিলো, সম্ভবত শোয়া-ঘুমানোও ছিলো।”

এস্বামিনার চেয়ে রইলো। “ঠাট্টা করছেন?”

গোয়েন্দা ভদ্রলোক হাসলো। “আশি বছর বয়সের বিলিয়নারের কিছু অস্তু বাতিক আছে।”

এস্বামিনার দাঁত বের করে হেসে মাথা দোলালো। বিলিয়নার? বিলিয়ন ডলার যদি তার থাকতো তবে সেটা দিয়ে সে কী করতো? একটা সিগারেট ধরিয়ে ফ্রাংকের দিকে তাকালো সে। গলাটা কেশে পরিষ্কার করে নিলো।

“আমার মনে হয় দ্বিতীয় বুলেটটা সেমি অথবা ফুলমেটাল জ্যাকেটের ছিলো।”

“ঠিক আছে।” ফ্রাংক বললো। “তাহলে আপনি বলছেন নিশ্চিত দুটো অস্তু ছিলো।”

“যদি লোকটা একই অস্ত্রের চেম্বারে দুটো আলাদা বুলেট ভরে না থাকে।”
গোয়েন্দার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো সে। “এটাতো আপনাকে অবাক করছে বল্সে মনে হচ্ছে না, সেদ।”

“এক ঘণ্টা আগে হলে অবাক হতাম, কিন্তু এখন অবাক হচ্ছি না।”

“তাহলে সম্ভাব্য ঘাতক দু’জন বলেই মনে হচ্ছে।”

“দু’জন ঘাতক, দুটো অস্তু। আচ্ছা, মেয়েটার উচ্চতা কতো?”

মেডিকেল এস্বামিনার রিপোর্টের দিকে তাকালো। “বাষ্পত্রি ইঞ্জিনিয়ার তার ওজন ছিলো একশো পাঁচ পাউন্ড।”

“তাহলে ছোটোখাটোই বলতে হয়। আর এই ছোটোখাটো মহিলাকে দু’জন পুরুষ বেদমপ্রহার করে দু’দুটো গুলি করেছে?”

এস্বামিনার গাল চুলকালো। ব্যাপারটাতে যথেষ্ট অস্তুক্ষা আছে।

“আপনি নিশ্চিত ধন্তাধন্তির চিহ্নটা আর প্রস্তাবিত ঘটনাটা মৃত্যুর আগে ঘটেছে?”

দৃঢ় কঠে এস্বামিনার জানালো, “হ্যা। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।”

ফ্রাংক রিপোর্টটা রেখে নোট লিখে নিলো। “তা বলতে পারেন। ধর্ষণের কোনো প্রচেষ্টা? সেরকম কিছু নেই, তাই না?”

এস্বামিনার কোনো জবাব দিলো না।

ফ্রাংক চেয়ারে বসে তাকে দেয়া ব্ল্যাক কফিতে চুমুক দিলো।

“ରିପୋର୍ଟ ଯୌନ ହୃଦୟାନି ବା ନିପୀଡ଼ନେର ବ୍ୟାପାରେ କିଛୁ ବଲା ହୁଏନି ।” ଫ୍ରାଂକ
ଆନାମୋ ।

“ରିପୋର୍ଟଟା ଏକଦମ ଠିକ ଆହେ । କୋଣୋ ଯୌନନିପୀଡ଼ନ ବା ଏବରକମ କିଛୁ ନେଇ । ଲିଙ୍ଗ
ପ୍ରଦେଶେର କୋଣୋ ଚିହ୍ନ ପାଇୟୋ ଯାଏନି । ସର୍ବଦିନୁ ଦେଖେ ଆମାର ଯା ମନେ ହେଁଥେ,
ଅର୍ଧନିୟାଳି ବଲା ଯାଏ, ଏବରକମ କିଛୁ ଘଟେନି ।”

“ତାହଲେ? ଆପନାର ମନେ ହେଁଥେ, ନିଶ୍ଚିତ ନନ? ” ଫ୍ରାଂକ କୌତୁଳ ନିଯେ ଜାନତେ
ଚାଇଲୋ ।

“ଆପନାର ଦ୍ଵୀ କି କଥନେ ଗାଇନିକୋଲୋଜିକାଲ ପରୀକ୍ଷା କରତେ ଗିଯେଛିଲୋ? ”

“ଅବଶ୍ୟାଇ, ସବ ମେଯେଇ ତୋ ଯାଏ । ”

“ଆପନି ସୁବ ଅବାକ ହବେନ,” ଏଞ୍ଚାମନାର ଏକଟୁ ଧେମେ ଆବାର ବଲତେ ଲାଗଲୋ ।
“ଆପନି ସେଥାନେ ଗେଲେ, ଗାଇନି ଯତୋ ଭାଲୋଇ ହୋକ ନା କେନ, ଭାଲୋଭାବେ ଦେବତେ
ହଲେ ଆପନାକେ ଆଙ୍ଗୁଳ ଢୋକାତେ ହବେଇ । ଆର ତାତେ ଯୌନାମ୍ବ ଅନ୍ତବିଷ୍ଟର କ୍ଷୀତ ହବେଇ ।
ଏଟାଇ ଶାରୀରିକ ପ୍ରକୃତି । ”

କହିର କାପଟା ନାମିଯେ ରାଖଲୋ ଫ୍ରାଂକ । “ତାହଲେ ଆପନି କୀ ବଲତେ ଚାଚେନ, ମରାର
ଆଗେ ମେଯେଟା ସେଇ ମଧ୍ୟରାତେ ଗାଇନିକୋଲୋଜିସ୍ଟେର କାହେ ଗିଯେଛିଲୋ? ”

“ନମୁନାଟା ସୁବଇ ମୃଦୁ, ତବେ ଓଖାନେ ଉରକମ କିଛୁ ଛିଲୋ । ” ଏଞ୍ଚାମନାର ଚୋଖ ଦୁଟୀ
ବକ୍ଷ କରଲୋ । ସୁବ ସାବଧାନେ ବଲତେ ଲାଗଲୋ ଏବାର । “ଏଟା ନିଯେ ଆମି ଡେବେଛି, ତବେ
ବୁଝିତେଇ ପାରଛେନ, ସେଟା କିଛୁ ନାଓ ହତେ ପାରେ । ମେଯେଟା ହୁଏତୋ ନିଜେଇ ଉରକମ
କରରେ । ବୁଝିଛେ କି ବଲଛି? ନିଜେ ନିଜେ କରା । କିନ୍ତୁ ଜାୟଗାଟା ଦେଖେ ଆମାର ମନେ
ହେଁଥେ ଓଟା ସ୍ବମେହନ ଛିଲୋ ନା । ଆମାର ଧାରଣା ମୃତ୍ୟୁର ପର କେଉଁ ତାକେ ପରୀକ୍ଷା କରେ
ଦେଖେହେ । ହୁଏତୋ ଦୁଃଖ୍ଟା ପରେ, କିଂବା ତାରଓ ଆଗେ । ”

“ତାକେ ପରୀକ୍ଷା କରରେ ମାନେ? ଏଟା ଦେବତେ ଯେ ଓଖାନେ କିଛୁ ହେଁଥେ କିନା? ”
ଫ୍ରାଂକ ନିଜେର ଅବିଶ୍ଵାସକେ ଲୁକାନୋର ଚଟ୍ଟା କରଲୋ ନା ।

“ଉରକମ ପରିସ୍ଥିତିତେ ତୋ ଆର ସୁବ ବେଶ ପରୀକ୍ଷା କରାର କିଛୁ ଥାକେ ନା, ତାଇ
ନା? ”

ଫ୍ରାଂକ କରେକ ମୁହଁର୍ତ୍ତ ଭେବେ ମାଥା ଝାକାଲୋ । ଆବାରେ ସେଇ ବେଲୁନ ତସ୍ତ । ଏକ
ଜାୟଗାୟ ଚାପ ଦାଓ ତୋ ଅନ୍ୟ ଜାୟଗା ଫୁଲେ ଓଠେ । କିଛୁ ନୋଟ ଲିଖେ ନିଯେ ଆନମନେ
କହିତେ ଚାମୁକ ଦିଲୋ ।

ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଯେନ୍ଦା ଲୋକଟି ବେଶ ଭାଲେ ଜାୟଗାତେଇ ନଜର ଦିତେ ପେରରେ ।
ଏଞ୍ଚାମନାର ତାର ଦିକେ ତାକିଯେ ଭାବଲୋ । ସେ ଏକଟୁ ହତବିହବଳ ହଲେଓ ଏଟାଇ ତୋ ଏ
ଧରଗେର କାଜେର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ସୁବଇ କଠିନ ଏକଟି କେସ ।

“ମେଯେଟା ସୁବଇ ମାତାଲ ଛିଲୋ । ” ଟଙ୍କିଲଜିର ରିପୋର୍ଟଟାର ଦିକେ ତାକିଯେ ଫ୍ରାଂକ
ବଲଲୋ ।

“ଦଶମିକ ଦୁଇ ଏକ । ”

ফ্রাংক হসলো । “আমি ভাবছি দশমিক দুই এক মাত্রার এলকেহল সে পান
করলো কোথেকে?”

“ওরকম জায়গাতে এসব প্রচুর পরিমাণে রয়েছে ।”

“হ্যা । কেবল দেখানে কোনো গ্রাস, বোতল আৱ পরিত্যাঙ্ক কিছু পাওয়া
যায়নি ।”

“তাহলে মেঝেটা অন্য কোথাও থেকে মদ খেয়েছে ।”

“তাহলে সে বাড়িতে গেলো কিভাবে?”

এক্সার্মিনার একটু ভাবলো । “গাড়ি চালিয়ে । এৱকম মদ খেয়েও আমি অনেকক্ষে
গাড়ি চালাতে দেখেছি ।”

“দেখেছেন মানে, অটোপ্সি কৰ্মে, তাই না?” ফ্রাংক আবার বলতে লাগলো :
“এই তদ্দেৱ একটা সমস্যা হলো, বাড়িৰ মালিক ক্যারিবিয়ানে যাবার পৱ গ্যারাজ
থেকে কোনো গাড়ি ঐ বাড়িতে যায়নি ।”

“সেটা আপনি জানলেন কি ক'রে? তিনদিন পৱ তো আৱ কোনো ইনজিন গৱম
থাকে না ।”

ফ্রাংক তাৱ নোটবুক থেকে একটা পাতা খুঁজে বেৱ কৱলো ।

“সুলিভানেৱ একজন সাৰ্বক্ষণিক শফাৱ আছে । খুবই পুৱনো লোক, বাৰ্নি কপেন্টি
নাম তাৱ । সে জানে তাৱ গাড়িৰ খবৱ । ট্যাক্সি লয়াৱেৱ হিসেবেৱ জন্যে সে
সুলিভানেৱ সব গাড়িৰ হিসাব নিখুতভাৱে রাখে । প্ৰতিদিন তাৱ লগ-বুকটা হাল নাগাদ
কৱা হয় । আমাৱ অনুৱোধে সে বইটা চেক্ ক'রে দেখেছে । মিসেস সুলিভান কেবল
একটা গাড়িই ব্যবহাৱ কৱতো । আৱ তাৱ মৃত্যুৰ সময় গাড়িটা গ্যারাজেই ছিলো ।
তাৱচেয়ে বড় কথা, কপেন্টি জানিয়েছে কোনো গাড়িই নিখোজ ছিলো না । কোনো
গাড়িতেই বাড়তি মাইলেজ যোগ হয়নি । ঐসব কোনো গাড়িতে ক্ৰিস্টিন সুলিভান
বাড়িতে যায়নি । তাহলে সে কিভাবে বাড়িতে গিয়েছিলো?”

“ক্যাবে ক'রে?”

ফ্রাংক মাথা ৰীকালো । “ওখানে যতো ক্যাব কোম্পানি আছে ভাদৱ সবাৱ সঙ্গে
কথা বলেছি । ঐ রাতে কোনো ক্যাব কোম্পানিৰ গাড়িই সুলিভানেৱ বাড়িতে ভাড়া
নিয়ে যায়নি । তাৱা নিশ্চিত কৱেই বলেছে ।”

“ক্যাব চালক হয়তো তাকে বাড়ি পৰ্যন্ত পৌছে দিয়েছিলো, সেজন্যেই ভয়ে বলেছে
না ।”

“আপনি বলতে চাচ্ছেন সে এক ক্যাব চালককে তাৱ বাড়িতে আমন্ত্ৰণ
জানিয়েছিলো?”

“আমি বলছি সে মাতাল ছিলো, তাই হয়তো কী কৱছে সেটা জানতো না ।”

“এটা হলৈ তো এলার্ম সিস্টেম অকেজো হবাৱ ঘটনাৰ সাথে মিলছে না । দু'জন
চালক চালায় এমন কোনো ক্যাব আমি কখনও দেখিনি ।”

একটা চিঞ্চা ফ্রাংকেৱ মাথায় খেল গেলো নোটে লিখে ফেললো । সে নিশ্চিত

ক্রিস্টিন সুলিভানকে তার পরিচিত কেউ গাড়িতে ক'রে বাড়িতে পৌছে দিয়েছে। হটনা ফ্টার পর থেকে সেই শোক, অথবা লোকজন আম এগিয়ে আসেনি। আব্রা দেন আসেনি সে ব্যাপারে ফ্রাংকের বেশ ভালো একটি ধারণা রয়েছে। আনালা দিয়ে দর্জুর সাহায্যে বের হয়ে যাওয়া, সামনের দরজার পরিবর্তে – তার অর্থ হলো হোনো একটা কারণে বুনিদেরকে তাড়াহড়া করতে হয়েছে। সবচাইতে নিচিত কান্দপ চলো নিরাপত্তারক্ষীদের টহল দেয়া। কিন্তু সেই রাতের দায়িত্বে ধাকা নিরাপত্তারক্ষীর অস্বাভাবিক কোনো কিছুর রিপোর্ট করেনি। হয়তো আব্রা আনতে পারেন। দুর্দশ এ টহল গাড়ি দেখেই হয়তো তাড়াহড়া ক'রে আনালা দিয়ে পাখিয়ে গেছে।

এঙ্গারিনার অনেকক্ষণ পর কথা বললো। “কোনো সন্দেহাত্মন দেখেন?”

মেৰা শেষ কৰলো ফ্রাংক। “হয়তো।”

এঙ্গারিনার তার দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকালো। “তার স্বামীর গন্ধটা কি? এ দেশের অন্যতম ধৰ্মী ব্যক্তি সে।”

“দেশের নয়, পৃথিবীর।” নোটবুকটা পকেটে বেবে ফ্রাংক প্রিপোর্টি টুপে নিয়ে কফির বাকি অংশটুকু খেয়ে ফেললো। “মেয়েটা ঠিক করেছিলো বিবাহবন্ধুর পেছে বের হয়ে বাড়িতে চলে যাবে। তার স্বামী বিশাস করেছিলো সে আদের ওয়েস্টগার্ডে এপার্টমেন্টেই থাকছে। এটা নিচিত জানা গেছে। আদের ঠেটে আছে তিনি নিয়ে মধ্যে সুলিভান এস্টেট থেকে বার্বারোজের বৃজটাউনে নিয়ে যাবার কথা ছিলো। এয়ারপোর্টে সে না আসলে সুলিভান উদ্বিগ্ন হয়ে ফোন করে। এই হলো তার গন্ধ।”

“মেয়েটা কি তার এই পরিকল্পনা বদলানোর কোনো কারণ তার স্বামীকে বলেছিলো?”

“সেটা সে আমাকে বলছে না।”

“ধনীদের মতিগতি বোৰা দায়। দেশ থেকে হাতার মাইল দূৰে ব'লে সবৰ কৰছে আৰ এদিকে তার বউ বুন হচ্ছে চোৱ-ডাকাতেৰ হাতে। আৰ্দ্ধন কি তাৰ সন্দেহ কৰেন?”

ফ্রাংক একটু ভাবলো। ওয়াপ্টার সুলিভান ঘৰ্গে ব'লে আছে এই দৃশ্যটা তাৰ গোৰেৰ সামনে ভেসে উঠলো। কেউ তাকে দেখেছে এটাটো সে আনগে না।

ফ্রাংক এঙ্গারিনারের দিকে তাকালো। তাৰপৰ চলে যাবার পৰ্যন্ত উঠে দাঁড়ালো। “না। কৰি না।”

অধ্যায় ১০

বিল বার্টন হোয়াইট হাউজের সিক্রেট সার্ভিসের কমান্ড পোস্টে বসে আছে। তৃতীয় বারের মতো পত্রিকাটা নামিয়ে রাখলো সে। প্রতিটাতেই ক্রিস্টিন সুলিভানের হত্যার খবর রয়েছে। সেই একই কথা। নতুন কোনো খবর নেই।

ভার্নি আর জনসনের সঙ্গে সে কথা বলেছে। তারা দু'জন সপ্তাহাতে তার বাড়িতেই ছিলো। কেবল তারা তিন জন। ভন্টের ভেতরে থাকা লোকটা প্রেসিডেন্ট এবং মিসেসকে দেখেছে। লোকটা বেরিয়ে এসে প্রেসিডেন্টকে পর্যুদন্ত করে, মহিলাকে ঝুন করে, বার্টন আর কলিনের আপ্রান চেষ্টা সত্ত্বেও সে পালাতে সক্ষম হয়। এই গল্পটা ঐরাতে ঘটে যাওয়া সব কিছুর সাথে না মিললেও তারা দু'জনেই এটাকে ঐ ঘটনার সংক্রান্ত বলে বিনাবাক্যে মনে নিয়েছে। তাদের কাছ থেকে কেউই শোনেনি যে, প্রেসিডেন্ট এ ঘটনায় জড়িত।

তারা চলে যাবার পর বার্টন পেছনের আঙিনায় বসে বসে বিয়ার খেয়েছে। হায়, তারা যদি জানতো। সমস্যা হলো, সে জানে। সারাজীবন সৎ একজন মানুষ হিসেবে বিল বার্টন ঠিক কাজটা করেনি।

দ্বিতীয় কাপ কফিটা গলাধকরণ করে বার্টন হাতঘড়িটা দেখলো। আরেক কাপ খেয়ে হোয়াইট হাউজের সিক্রেট সার্ভিস কোয়ার্টারের দিকে তাকালো সে।

সে সব সময়ই এলিট সিকিউরিটি ফোর্সের সদস্য হতে চেয়েছিলো। এই গ্রহের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে রক্ষা করতে চেয়েছে। একজন বিখ্যাত ব্যক্তিকে বাঁচাতে নিজের জীবন বিপন্ন করাটা এক ধরণের আত্মোৎসর্গই বটে। এতোদিন সে এমনই মহৎ কাজের জন্য গর্বিত বোধ করতো। কিন্তু এখন এজেন্ট উইলিয়াম জ্যোতি বার্টনের সেই গবেষণা আর নেই।

একটা তাজা ডিনামাইটের ওপর বসে আছে সে। গ্লোরিয়াসেল তাকে যতোই বোঝায় ততোই তার কাছে ব্যাপারটা আরো বেশি ভয়ংকর বলে মনে হয়।

গাড়িটা একটা আপদ ছিলো। খুব বিচক্ষণতার সাথে তদন্ত করলে ডিসি পুলিশ এটা বের করতে পারবে। এটা খুবই বিপজ্জনক। মাঝে তাকে বকাবকা করেছে।

পত্রিকাটা ভাঁজ করে পাশের এজেন্টকে সেবিদিয়ে দিলো।

রাসেলের নিকুঠি করি। ব্যাপারটা বার্টন যতোই ভাবে ততোই সে ক্ষেপে যায়। কিন্তু এখন আর পেছনে ফিরে তাকানোর সময় নয়। নিজের জ্যাকেটের বাম পাশে স্পর্শ করলো। তার ৩৫৭ আর কলিনের ৯ মি.মি.টা সেভার্ন নদীর তলদেশে এখন

ঠাই পেয়েছে যেখানে কেউ ওপলো খুঁজে পাবে না । একটা অপ্রয়োজনীয় সতর্কতা এটা । কিন্তু বার্টনের কাছে মনে হয় এরকম সতর্কতার কোনো দরকার ছিলো না । পুলিশের কাছে একটা অপ্রয়োজনীয় সীসা রয়েছে আর অন্যটা কখনই তারা খুঁজে পাবে না । যদি পায়ও তার নতুন পিশ্চলের ব্যাবেলটা দেখা যাবে খুব বেশি পরিষ্কার । স্থানীয় ভার্জিনিয়া পুলিশের ব্যালাস্টিক ডিপার্টমেন্টটা তাকে একেবারেই চিন্তায় ফেলছে না ।

বার্টন জানে তারা পুরো ঘটনাটা ভিন্নভাবে প্রবাহিত করেছে, আড়াল করেছে । তারা মিথ্যে বলেছে । নিরব থেকেই তারা মিথ্যে বলেছে । কিন্তু সে কি সব সময়ে মিথ্যে বলে না? ঐসব মধ্যরাতের অভিসারণলোর ব্যাপারে? যখন সে প্রতি সকালে ফার্স্ট লেভিকে উভেছা জানায়? যখন তাদের দুটো বাচ্চার সঙ্গে পেছনের লনে বেলাধূলা করে? তাদের বাবা আর তার স্বামী যে খুব ভোগাভালা মানুষ নন, সেটা না বলাটা তো মিথ্যে বলাই হলো । পুরো দেশই জানে তিনি একজন ভদ্র ও সৎ ব্যক্তি ।

কিন্তু বার্টন কাজ করে সিক্রেট সার্ভিসে । সে অনেক কিছুই জানে যা অনেকের অজানা । ক্ষমতা মানুষকে উন্মাদ ক'রে তোলে । এতে ক'রে তারা নিজেদেরকে অপ্রতিরোধ্য ভাবতে বাধ্য হয় । আর যখনই বাজে কিছু ঘটে যায় তখন সেই জঙ্গল সাফ করার দায়িত্ব পড়ে সিক্রেট সার্ভিসের উপর ।

কয়েকবারই বার্টন ফোন তুলে সিক্রেট সার্ভিসের ডিরেক্টরকে পুরো ঘটনাটি বলতে চেয়েছিলো । কিন্তু নিজের ক্যারিয়ার, জীবন আর অনেক কিছু ভেবে কিছুই বলতে পারেনি । প্রতিদিনই বার্টনের আশা একটু একটু ক'রে বাড়ছে যে, সব কিছুই চাপা পড়ে যাবে । কিছুই হবে না । কিন্তু তার কাঞ্জান বলছে, না, তা হবে না । এখন সত্যি কথাটা বলার জন্যে খুব বেশি দেরি হয়ে গেছে বলৈ তার মনে হচ্ছে । দু'একদিন এর মধ্যে বললে হয়তো ব্যাব্যা করা যেতো । কিন্তু এখন সেটা করা যাবে না ।

তার চিন্তাবন্ধন আবারো ফিরে গেলো ক্রিস্টিন সুলিভানের ইত্যাকৃষ্ণের তদন্ত কার্যের দিকে । অটোপ্সির রিপোর্টটা বার্টন খুব আগ্রহ নিয়ে থাইছে । প্রেসিডেন্ট স্থানীয় পুলিশকে এই তদন্তে জোর দেয়ার জন্যে অনুরোধ করেছেন । এমন ভাব করছেন যে, এই নির্মল ঘটনায় একেবারে মুৰৰে পড়েছেন । স্ট্যাকও নিকুঠি করি ।

ভাঙ্গা ঢোয়াল আর ধন্তাধন্তির চিহ্ন । তার এবং কলিমের ওলি সেইসব ক্ষতস্থানকে ঢাকতে পারেনি । যেয়েটা যে তাঁকে খুন করতে চেয়েছিলো তার অনেক সম্পত্তি কারণ ছিলো । কিন্তু বার্টন সেটা হতে দেয়নি । হতে দেখার কোনো কারণও নেই, পরিশ্রিতি যাইহোক না কেন ।

সে ঠিক কাজটাই করেছে । হাজার বার একথাটা বার্টন নিজেকে বলেছে । এমন কাজের প্রশিক্ষণই তো তাকে দেয়া হচ্ছে । সাধারণ জনগণ এটা বুঝবে না, কখনও বুঝতে পারবে না ।

অনেকদিন আগে সে জনএফ কেনেডির এক এজেন্টের সঙ্গে কথা বলেছিলো ।

লোকটা প্রেসিডেন্টের লিমোর পাশেই ছিলো । কিছুই করতে পারেনি । প্রেসিডেন্ট মাঝ
গিয়েছিলো । তার চোখের সামনে প্রেসিডেন্টের মাথায় গুলি লাগে । কিছুই করার ছিলো
না, কিন্তু একটা আগাম সতর্কতা তুমি অবলম্বন করতে পারো । ডান দিকে না থেকে
বাম দিকে ঘুরে যাও । একটা ভবনকে খুব ভালো করৈ পর্যবেক্ষণ করো । মানুষের
ভীড়টাকে আরো গভীরভাবে দেখো ।

কেনেডির লোক এরকমটি করেনি । চাকরি হেড়ে দিয়ে, ডিভার্স করৈ
মিসিসিপির এক সুপচিতে গিয়ে বাকী জীবন কাটিয়ে দিয়েছে সে ।

এরকমটি বিল বার্টনের বেলায় কখনও ঘটবে না । সিন্ধান্ত নেবার বেলায় তার
দেরি হয় না । এজন্যেই সে ক্রিস্টিন সুলিভানকে গুলি করেছে । আজকেও সে একই
কাজ করতো । তাকে খুন করতো, যতো দ্রুত সম্ভব খুন করতো ।

সে আবার কাজে ফিরে গেলো ।

* * *

চিফ অব স্টাফ রাসেল করিডোর দিয়ে হন হন করৈ ছুটে যাচ্ছে । রাশিয়া-ইউক্রেন
দলের ওপর প্রেসিডেন্টের বৃফটা প্রেসিডেন্টের প্রেস সেক্রেটারিকে এইমাত্র দিয়ে
এসেছে । প্রকাশ্য রাজনীতিটা হলো রাশিয়াকে সমর্থন দেয়া । কিন্তু রিচমন্ড প্রশাসনে
প্রকাশ্য রাজনীতি আর সিন্ধান্ত গ্রহণ বা সমর্থনের বিষয়টি খুবই বিরল ব্যাপার ।
রাশিয়ান ভালুকটার কাছে পুরো মহাদেশের সব পারমাণবিক অস্ত্র রয়ে গেছে এখন ।
কিন্তু ইউক্রেন ক্রমশ পশ্চিমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে । প্রেসিডেন্ট এসব সিন্ধান্ত
নিচেন এমন এক সময়ে যখন তিনি তাঁর ব্যক্তিগত বক্স ওয়াল্টার সুলিভানের স্ত্রী
বিয়োগে ব্যথিত । এই লোকটা প্রেসিডেন্টের নির্বাচনী তহবিলে বারো মিলিয়ন ডলার
দিয়েছে । ওভাল অফিস সঙ্গত কারণেই তাঁর স্বার্থকে সংরক্ষণ করবে । কিন্তু এই
ঘটনায় তো আর তাঁর স্বার্থকে প্রাধান্য না দেয়ার কোনো সুযোগ নেই । ইউক্রেনের
সঙ্গে সুলিভানের একটা নতুন ব্যবসায়িক চুক্তি হয়েছে । তাঁর আংমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র
ইউক্রেনকেই সমর্থন দিবে ।

রাসেল হাত ঘড়িটার দিকে তাকালো । কিয়েভকে স্মকের ওপর স্থান দিতে
হবে । সে ধরেই নিলো রিচমন্ডও এব্যাপারে একমত হচ্ছেন । তবে এক্ষেত্রে একটা বড়
সমস্যা রয়েছে । সে নিজের ডেক্সে বসে সংক্ষেপে ভালিকাটা নিয়ে ভাবতে লাগলো ।

পনেরো মিনিট পরে, রাসেল জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো । রাজনীতির
খেলাটা রাসেল ভালোই বোঝে । এই খেলাটাতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে ভালোবাসে
সে । অবিবাহিত এবং বাচ্চাকাচ্চা ছাড়া এই জীবনটা নিয়ে এখন একটু দৃশ্যমানস্ত
হতে শুরু করেছে । পেশাদার জীবনটা একধেয়েমী লাগতে শুরু করলো যখন, ঠিক
তখনই তাঁর জীবনে এলানের আগমন ঘটে । তাকে অন্য এক স্তরে নিয়ে যায় । সম্ভবত

এমন এটা স্তর যেখানে এদেশের কোনো মেয়ে আজ পর্যন্ত যেতে পারেনি। এরপরই আচম্ভকা তার মনে পড়ে গেলো সেই কথাটা। কোথায় লোকটা? সে কেন এগিয়ে আসছে না? তার অবস্থান কোথায় সেটা তার জানা দরকার। যদি টাকার জন্যে হয়ে থাকে সে তা দেবে। গোপন তহবিলে যে পরিমাণ টাকা আছে তা দিয়ে যেকোনো অসম্ভব দাবিকেও মেটানো যাবে। রাসেল আরো বাজে কিছু প্রত্যাশা করছে। কেউ জানে না হোয়াইট হাউজ চালাতে কী পরিমাণ টাকা লাগে, অনেক এজেন্সি একাজে জড়িত তাই তাদের ভীড়ে এ সত্যটা জানা যায় না। রাসেল ভাবলো টাকা হলো তার দুর্ভাবনার সবচাইতে কম ওরুত্পূর্ণ বিষয়। তার সঙ্গে আরো অনেককেও এ নিয়ে দুর্ভাবনায় পড়তে হবে। সে একা নয়।

লোকটা কি জানে ঐ পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট একদমই অসচেতন ছিলো? এটাই রাসেলের দুশ্চিন্তার মূল কারণ। সে যদি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে তাহলে কী হবে? সে মাথা দুলিয়ে জানামার পাশে গিয়ে বসলো। তবে তো রিচমন্ড সঙ্গে সঙ্গেই রাসেলের উদ্দেশ্যটা বুঝে ফেলবে। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহই নেই। প্রেসিডেন্ট উন্নাসিক হলেও বোকা নন। তাহলে তো সে রাসেলকে ধ্বংস করৈ ফেলবে। সে হয়ে পড়বে আত্মরক্ষাহীন। প্রেসিডেন্টের জড়িত হবার কথাটি চাউড় করৈ দিলেও ভালো কিছু হবে না। কোনো কিছু প্রমাণ করতে পারবে না। তার বিকল্পে রাসেল কিছু বললে রাসেলের স্থান হবে রাজনীতির আস্তাকুঠে। তাকে সবাই নিন্দা করবে এবং শ্রেষ্ঠ সবাই তাকে ভুলে যাবে।

ঐ লোকটাকে খুঁজে বের করতেই হবে। যেভাবেই হোক তাকে একটা বার্তা পৌছে দেয়া হবে যে, তাকে তার মাধ্যমেই কাজ করতে হবে। আর এ কাজে তাকে একবার একজনই সাহায্য করতে পারে। নিজের ডেক্সে বাসে ধীরস্থিরভাবে কাজ করতে শুরু করলো। ভয় পাবার সময় এটি নয়। এখন তাকে বুবই শক্ত আর শক্তিশালী হতে হবে। নিজের নাড়ীটাকে শক্ত করৈ রাখতে পারলে সে (পুরুষ) বিয়য়টাই নিয়ন্ত্রণে নিতে পারবে। এই ডগ্রাল থেকে সে বের হয়ে আসতে পারবে। সে জানে সোয়েকে তাকে শুরু করতে হবে।

যে কৌশলটা সে ব্যবহার করার জন্যে বেছে নিয়েছে সেটা গ্রোরিয়াকে যারা চেনে তারা অচুতই ভাববে। কিন্তু তাকে যারা ভালো করে চেনে তারা অবশ্যই অবাক হবে। তার পেশাদার ক্যারিয়ারটা সব সময়ই এখানেই তার জীবনের ভিত্তি একটি ক্ষেত্র থেকে। যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে তার ব্যক্তিগত জীবন এবং যৌন সম্পর্কগুলো। গ্রোরিয়া রাসেল নিজেকে বুবই কাঞ্চিত একজন ভাবে। তার মধ্যে যে আবেদন রয়েছে, নানীদের যে আকর্ষণ আছে সেটা অফিশিয়াল কাজকর্মে ঢাকা পড়ে থাকে।

কয়েক ঘণ্টা পরে ডেক্সের ল্যাপটা ভুলিয়ে তার গাড়ির জন্যে ফোন করলো। এরপর সিঙ্গেট সার্ভিসের স্টাফদের তালিকাটা দেবে আরেকটা ফোন করলো। তিনি মিনিট পরে, একেন্ট কলিন তার সামনে দাঁড়িয়ে। বুকের সামনে দুহাত ভাঁজ করে

আছে সে, যেমনটি সব এজেন্ট ক'রে থাকে। গ্রোরিয়া রাসেল তাকে অপেক্ষা করার ইশারা করে একটু বেক-আপ নিয়ে ঠোটে লিপস্টিক মাখলো। আঁড়চোখে সে দেখলো সুঠাম আৱ দীর্ঘদেহী পুরুষ মানুষটা তার ডেক্সের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সচেতনভাবে এমন সুপুরুষকে অবহেলা কৱা প্ৰায় অসম্ভব। টিম কলিন, অবশ্যই তার এই ছেউ জীবনে অনেক মেয়েৰ হৃদয় ভেঙেছে বলৈ রাসেলেৰ ধাৰণা হলো।

সে চেয়াৱ থেকে উঠে দাঁড়ালে কলিন তার পায়েৱ দিকে তাকালো কিন্তু রাসেল সেটা লক্ষ্য কৱলো না। সে যদি লক্ষ্য কৱতো তবে বুশিই হোতো।

“টিম, প্ৰেসিডেন্ট আগামী সপ্তাহে মিডলটন কোর্ট হাউজে একটা সাংবাদিক সম্মেলন কৱবেন।”

“হ্যা, ম্যাম, সাড়ে নটা বাজে। আমৱা এ ব্যাপারে প্ৰাথমিক কাজ শুৱ ক'রে দিয়েছি।” তার ঢোখ সোজা সামনেৰ দিকে। .

“তোমাৰ কাছে কি এটা একটু অস্তুত মনে হচ্ছে?”

কলিন তার দিকে তাকালো। “কি রকম, ম্যাম?”

“এখন ছুটিৰ সময়, তুমি আমাকে গ্ৰোরিয়া বলৈ ডাকতে পাৱো।”

কলিন একটু অস্বস্তিবোধ কৱলে গ্ৰোরিয়া তার দিকে তাকিয়ে হাসলো। “সাংবাদিক সম্মেলনটা কি নিয়ে হবে বুঝতে পেৱেছো কি, বোৰোনি?”

“প্ৰেসিডেন্ট ভাৰণ দেবেন—” কলিন একটু ঢোক গিললো - “মিসেস সুলিভানেৰ হত্যাৰ ব্যাপারে।”

“ঠিক। একজন প্ৰেসিডেন্ট একজন নাগৱিকেৱ হত্যাকাণ্ডেৰ ব্যাপার নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন কৱতে যাচ্ছেন। তোমাৰ কাছে কি অস্তুত মনে হচ্ছে না? আমাৰ বিশ্বাস এটা প্ৰেসিডেন্সিয়াল ইতিহাসে প্ৰথম ঘটনা।”

“আমি সেটা জানতাম না, ম্যা - গ্ৰোরিয়া।”

“তুমি তো প্ৰেসিডেন্টেৰ সঙ্গে অনেক সময় কাটিয়েছো। প্ৰেসিডেন্টেৰ ব্যাপারে কি অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য কৱেছো?”

“কি রকম?”

“একটু মানসিকভাৱে বিপৰ্যস্ত কিংবা ঘাবড়ানো?”

কলিন আস্তে আস্তে মাথা নাড়লো। সে জানে এইসব কথাৰ্বাৰ্তাৰ গন্তব্য কোথায়।

“আমাৰ মনে হয় আমাদেৱ একটু ছোটোখাটো সমস্যা আছে, টিম। মনে হচ্ছে প্ৰেসিডেন্টেৰ এখন আমাদেৱ সাহায্যেৰ দৰকাৱ রয়েছে। তুমি তাকে সাহায্য কৱাৱ জন্যে প্ৰস্তুত আছো, আছো না?”

“তিনি প্ৰেসিডেন্ট, ম্যাম। এটাই তো আমাৰ কাজ, তাৰ দিকে লক্ষ্য রাখা।”

নিজেৰ ব্যাগটা হাতাতে হাতাতে সে বললো, “আজ রাতে কি তুমি ব্যস্ত আছো,

ତିମ? ଆଉକେ ତୋ ତୋମାର ଛୁଟି, ତାଇ ନା? ଆମି ଜାନି ପ୍ରେସିଡେନ୍ଟ ନିଜ ବାସଭବନେଇ ଆହେ ।”

ମେ ଯାଥା ନେଡ଼େ ସାଝ ଦିଲୋ ।

“ତୁମି ଜାନୋ ଆମି କୋଧାୟ ଥାକି । ଅଳମି ଏସେ ପଡ଼ୋ, ଓଖାନେ । ତୋମାର ସାଥେ ଆମାର ଏକାତ୍ମେ କଥା ବଲାର ଦରକାର । ତୁମି କି ପ୍ରେସିଡେନ୍ଟ ଏବଂ ଆମାକେ ସାହାୟ କରବେ ନା?”

କଲିନେର ଜୀବାଟା ସମେ ସମେଇ ଏଲୋ । “ଆମି ଠିକ ସମୟେଇ ଉପଦ୍ରିତ ଥାକବୋ ମେଖାନେ, ଗୋରିଯା ।”

* * *

ଜ୍ୟାକ ଆବାରୋ ଦରଜାୟ ନକ୍ଷ କରିଲୋ । କୋନୋ ସାଡା ନେଇ । ଜାନାଦାୟ ପର୍ଦା ନାମାନୋ ତାଇ ବାଢ଼ି ଥେକେ କୋନୋ ଆଲୋ ଦେଖା ଯାହେ ନା । ହୟ ମେ ଘୁମିଯେ ଆହେ ନୟତୋ ବାଢ଼ିତେ ନେଇ । ଘଢ଼ି ଦେଖିଲୋ । ନଟା ବାଜେ । ତାର ମନେ ପଡ଼େ ଗେଲେ ମୁଖାର ହିଟନି ଦୂଟୋ ଅଥବା ତିନଟାର ଆଗେ ବୁବ କମଇ ବାଢ଼ିତେ ଫେରେ । ପୁରନୋ ଫୋର୍ଡ ଗାଡ଼ିଟା ବାଢ଼ିର ସାମନେଇ ରାଖା ଆହେ । ହୋଟ ଗ୍ୟାରାଜେର ଦରଜାଟା ବନ୍ଦ । ଜ୍ୟାକ ପାଶେ ରାଖା ମେଇଲବସ୍ଟଟା ଦେଖିଲୋ । ସେଟା ଏକବାରେ ଭରେ ଆହେ । ତାର ମାନେ ଅନେକ ଦିନ ଥେକେଇ ବାଢ଼ିତେ ନେଇ? ମୁଖାର ଏବନ ମଧ୍ୟକାଟେ । ମେ କି ତାର ପୁରନୋ ବକୁକେ ଚିନିତେ ପାରବେ? ଆଶପାଶେ ତାକିଯେ ଜ୍ୟାକ ସାମନେର ଦରଜାର ପାଶେ ଟେଙ୍ଗା-କୋଟା କରା ଜାନାମାର ଖୋପଟାର ଦିକେ ତାକାଲୋ । ବାଢ଼ିତ ଚାବିଟା ଏବନେ ଓଖାନେଇ ଆହେ । ଆଶପାଶେ ଆରେକବାର ତାକିଯେ ଚାବିଟା ନିଯେ ଦରଜା ବୁଲେ ଫେଲିଲୋ ।

ଲିଭିଂ ରୁମଟା ସୁନ୍ଦର କରେ ସାଜାନୋ । ମେଖାନେ ଯା ଥାକାର, ସବ କିନ୍ତୁଇ ଆହେ ।

“ମୁଖାର?” ହଲାହ୍ୟେ ଦିଯି ଯେତେ ଯେତେ ମେ ଭାକିଲୋ । ହୋଟ ବେଡ଼ିମ୍ବଟ୍ଟାତେ ଚକେ ପଚଳୋ ଜ୍ୟାକ । ଏଟା ଓ ସୁନ୍ଦରଭାବେ ଗୋଛଗାହ କରେ ରାଖା ଆହେ ।

ବିହୁନାର ପାଶେ ବସିଲେ ନାଇନ୍ଟ୍ୟାଭେର ପାଶେ କେଇଟେର ଅନେକଟିଲୋ ହବି ସାଜାନୋ ଅବହ୍ୟ ଦେଖତେ ପେଲୋ । ଦ୍ରୁତ ଘର ଥେକେ ବେଳ ହୟେ ଗେଲୋ ମେ ।

କନ ପେତେ କିନ୍ତୁ ଶୋନାର ଚେଷ୍ଟା କରିଲୋ । ନା, କିନ୍ତୁ ମେହିଁ

ଏକଟା ହୋଟ ପ୍ରାଣିକର ଚେଯାରେ ବନିଲୋ । ବାତି ଝାଲାଯାନି । ଅକକାରେଇ ବସେ ଯୈଜ୍ଞା କିନ୍ତୁକଣ । ଫ୍ରିଜଟା ବୁଲେ ମେ ହାସିଲୋ । କତେହୁଲୋ ବାଡ଼ ଓ ଯାଇଜାର ମଦ ତାର ଦିକେ ହଟିଯେ ଆହେ । ଏକଟା ବୋତଳ ନିଯେ ବାଢ଼ିର ବାହିରେ ଚଲେ ଏଲୋ ।

ହେବୁ ବାଗାନଟା ତହନହ ହୟେ ଆହେ । ଚାର ଦିକେର ବେଡ଼ାଟିଲୋ ଭାଙ୍ଗାଚୋରା ।

ବାଗାନେ ବସେ ମେ ବିଯାରେ ଚରୁକ ଦିଲୋ । ଏଟା ପରିଷାର ମୁଖାର ଏବାନେ କଯେକଦିନ ଥରେ ଲେଇ । ତାହାରେ? ମେ ଏକଜନ ପ୍ରାପ୍ତବୟକ ମାନୁଷ । ଯେଥାନେ ବୁଶି ମେଖାନେ ଯେତେଇ ଥର ମେ । ଲିପ୍ତ ଏକଟୁ ଉନ୍ତାପାଟ୍ଟା ଲିପୁ ହୟେଛେ ବଂଶେ ମନେ ହୟେ । ତବେ କାନ୍ଦକ ବହର

হয়ে গেছে। হয়তো তার অভ্যাস বদলে গেছে। কিন্তু এটাও তো ঠিক লুখারের অভ্যন্তরে সহজে বদলাতো না। লোকটা সেরকম নয়। পাথরের মতো কঠিন আর নির্ভরযোগ্য এক লোক। জ্যাক জীবনেও তার মতো দৃঢ়চেতা লোক দেখেনি। একগাদা নেইল জমে আছে, বাগানটা মরা ফুলে ভরে গেছে, গ্যারাঞ্জে গাড়ি নেই, এভাবে, ধানে, ইচ্ছাকৃতভাবে তো কখনও ফেলে যাওয়ার কথা নয়।

জ্যাক আবারো ভেতরে গেলো। এসারিং-মেশিনের টেপটা ফাঁকা। বেড়ান্তে আবার চুকে আরেকবার ঘরটা ভালো ক'রে দেখলো। একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে ব'লে তার কাছে মনে হলো। সে তো কোনো গোয়েন্দা নয়। তারপর আপন মনেই হাসলো। সম্ভবত লুখার কোনো আইল্যান্ডে সঙ্গাহখানেকের জন্যে বেড়াতে গেছে। আর সে কিনা উদ্ধিষ্ঠ বাবা-মায়ের মতো এখানে এসে তাকে ঝুঁজছে। লুখার হলো জ্যাকের দেখা সবচাইতে সম্ভব একজন মানুষ। তাছাড়া হাইটনি পরিবার নিয়ে তার চিন্তার কিছু নেই। বাবা অথবা মেয়ে। সত্যি বলতে কি, সে কেন এখানে তাও জানে না। পুরনো দিনের কথাবার্তা ব'লে নিজেকে হালকা করার জন্যে? এই বুড়ো লোকটার মাধ্যমে কেইটকে পাওয়ার চেষ্টা? এই চিন্তাটা একেবারেই অসম্ভব।

জ্যাক দরজাটা বন্ধ ক'রে চাবিটা জানালার খোপে রেখে দিয়ে বাড়িটার দিকে পেছনে ফিরে তাকিয়ে নিজের গাড়ির দিকে চলে গেলো।

* * *

গ্রোরিয়া রাসেলের বাড়িটা যফস্বল এলাকার নদীতীরবর্তী সড়কের পাশেই অবস্থিত। দেশের অনেকগুলোর বড় কর্পোরেশনের পক্ষে কনসালটিং করা, অধ্যাপনা এবং বর্তমানে প্রেসিডেন্টের চিফ অব স্টাফ পদের কাজটার ফলে তার টাকা-পয়সা বেশ বড় অংকেই পৌছেছে। সুন্দর সুন্দর জিনিসের মাঝে থাকতে সে শুন্দ করে। সামনের দরজাটা অভিজাত বাড়ির দরজাগুলোর মতো। বাড়িটার চারপাশ কোমর সমান ইটের দেয়ালে ঘেরা। বাড়ির ভেতরের বাগানটাতে টর্ভিল আর ছাতায় সাজানো। বাগানের মাঝখানে একটা ফোয়ারা নিঃশব্দের মাঝে একমাত্র প্রতিবাদটি জানাচ্ছে। বাড়িটার সামনের বড়বড় জানালা দিয়ে আলো ছিন্নে বের হচ্ছে।

এজেন্ট কলিন যখন প্রবেশ করলো তখন গ্রোরিয়া রাসেল বাগানের টেবিলে একা ব'সে রয়েছে। কলিনের পরনে ডিউচির সেই চিয়াচ্চো সুট-টাই। চিফ অব স্টাফেরও পোশাক পাল্টানো হয়নি। সে তার দিকে তাকিয়ে হাসলো, এগিয়ে এসে তাকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেলো।

“ত্রিংক চলবে? বারবোন-ওয়াটার পারসন?” রাসেল যুবকের দিকে তাকিয়ে তৃতীয়বারের মতো সাদা মদের গ্লাসটি গলাধকরণ করলো। অনেক দিন পর সে আবার একজন যুবকের উপর চড়াও হতে যাচ্ছে।

“যদি বিয়ার ধাকে, তবে তাই দিন।”

“আসছি।” নিজের পায়ের হিলজোড়া খুলে সে রান্নাঘরের দিকে গেলো। কলিন আশা করলো খুব জলদিই বিয়ার নিয়ে আসবে সে। একজন জনপ্রিয় এ্যাথলেট হিসেবে এর আগেও মেয়েরা তাকে প্রমুক করেছে। কিন্তু এটা কোনো স্কুল নয়, আর প্রেরিয়া রাসেলও কোনো চিয়ারলিভার-খুকি নয়। আজকে এখানে আসার কথাটা সে বার্টনকে বলতে চেয়েছিলো, কিন্তু কিছু একটার জন্যে সে ঠিক করলো কিছুই বলবে না। বার্টন খুবই ঝুঁতে পড়েছে। তারা তো ভুল কিছু করেনি। ঘটনাটা যেভাবে ঘটেছে তাতে ব্যাপারটা গোপন রাখতেই হবে। মেয়েটাকে খুন করার জন্যে তার অনুশোচনা রয়েছে, কিন্তু এছাড়া তো আর কোনো পথও ছিলো না। মৃত্যু, হত্যা, এসব ঘট্টে ধাকে সব সহজেই। ক্রিস্টিন সুলিভানেরটাও সেরকমই একটা ঘটনা।

কয়েক মিনিট পরে, সে বাসে বাসে বিয়ারে চুমুক দিচ্ছে। চিফ অব স্টাফ সোফায় আরাম ক'রে বাসে মদে আল্টো ক'রে চুমুক দিচ্ছে আর তার দিকে তাকিয়ে মুচ্কি হাসছে।

“এ কাজে কতোদিন ধরে আছো, তিম?”

“প্রায় ছয় বছর।”

“তোমার খুব দ্রুত উন্নতি হয়েছে। প্রেসিডেন্ট তোমাকে নিয়ে বেশ ভাবে। তুমি যে তার জীবন বাংচিয়েছো সে কথা সে কথনও ভুলবে না।”

“তবে খুব ভালো লাগছে। সত্যি ভালো লাগছে।”

তার চোখ ছেলেটার উপর বিচরণ করতে লাগলো। সে বাসে আছে আড়ষ্টভাবে। তার নার্ভাস ভাবটা রাসেলকে খুব মজা দিচ্ছে। খুব বেশিই মজা দিচ্ছে। তরুণ এজেন্ট নিজের অবস্থি লুকাবার জন্যে চারপাশের অসংখ্য তৈলচিত্রের দিকে চোখ ঝুঁচছে।

“চমৎকার।” তৈলচিত্রের দিকে ইঙ্গিত ক'রে বললো সে।

তার দিকে তাকিয়ে হাসলো সে। চমৎকার। একই কথা রাসেলও ভাবছে।

“আসো, এর চেয়ে বেশি আরাম ক'রে বসি, তিম।” ট্রেইনার কানে রাসেল তাকে বললো। তার পেছনে পেছনে লিভিং রুমে এসে পড়লো সে। বাতি ড্যাশালে কলিন দেখতে পেলো এবাব থেকে পাশের শোবার ঘরটা দেখে আছে, সেটার দরজা খোলা।

“আমি একটু পোশাক পাল্ট আসলে কি স্ক্রিপ্টেক্ষু মনে করবে? এই পোশাকে খুব অবস্থি লাগছে।”

কলিন তাকে শোবার ঘরে যেতে দেখলো। সে দরজাটা পুরোপুরি বন্ধ করলো ন। কলিন মুখটা সরিয়ে নিলো। নস্কা করা ফায়ারপ্রেস আর এন্টিকণ্ট্রোর দিকে স্বত্ত্ব ব্লেন্ডার তেলে দিলো। শোবার ঘর থেকে খুটখাট শব্দ হলে সেখানে না অবাকন্ত চেষ্টা করলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পারলো না। খোলা দরজাটার দিকে

তাকালো । প্রথমে কিছুই দেখতে পেলো না । এরপরই খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে তাকে দেখা গেলো ।

বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে কাপড় তুলে নিচেছে । তার চোখের সামনে চিফ অব স্টাফ গ্লোরিয়া রাসেল সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে আছে । দৃশ্যটা তার সারা দেহে কাপন ধরালো । যদিও কলিন এরকমটিই আশা করেছিলো । অথবা এরকম কিছু ।

কলিন বিয়ারে চুমুক দিলো । নতুন অস্ত্রের বাটটা বগলের নিচে শেগে আছে । সাধারণত এটা তাকে স্বত্ত্ব দেয়, কিন্তু এখন এটা তাকে বিরক্ত করছে ।

তাদের দায়িত্বকালীন আইনের কথাটা ভাবলো সে । অফিশিয়াল পলিসিটা বুবই পরিষ্কার । কলিনকে যদি চিফ অব স্টাফের বিছানায় নগ্ন অবস্থায় পাওয়া যায় তবে তার ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যাবে ।

সে ভাবতে লাগলো এখনই চলে যেতে পারে । বার্টনের কাছে রিপোর্ট দিতে পারে । কিন্তু সেটা কেমন দেখাবে? রাসেল পুরোপুরি সব কিছু অধীকার করলে কপিন বোকা হয়ে যাবে । তার ক্যারিয়ারটাও সাম্র হয়ে যাবে তার সঙ্গে । রাসেল তাকে এখানে নিয়ে এসেছে তার একটা কারণ রয়েছে নিচয় । সে বলেছে প্রেসিডেন্টের তার সাহায্যের দরকার আছে । এখন সে ভাবছে আসলে সে কাকে সাহায্য করছে । এই প্রথমবারের মতো এজেন্ট কলিনের মনে হলো সে ফাঁদে পড়ে গেছে, যেখানে তার পেশীবস্তু শরীর আর ৯ মি.মি. অঙ্গটা একেবারেই অর্থহীন । বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে এই মহিলার সঙ্গে তার খাপ খায় না । অফিশিয়াল দিক থেকে, ক্ষমতার স্তরের দিকে থেকে সে এই মহিলার অনেক নিচু স্তরের । মনে হচ্ছে রাতটা বেশ দীর্ঘ হবে ।

* * *

স্যান্ডি লর্ড ওয়ান্টার সুলভানকে পায়চারি করতে দেখছে । লর্ডের ডেস্কের এক কোণে এক বোতল ক্ষচ রয়েছে । বাইরে এখন বেশ রাত । একটু গরম খোঁশ করলে লর্ড তার এই বিশেষ অতিথির জন্যে এসিটা ছেড়ে দিলো । সুলভান পায়চারি ধারিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকালো । সুলভান আজ রাতে ব্যবসার ক্ষেত্রে ভাববে না । তবে লর্ড ভাবছে । সে বুবই চালাক, তাই এটা একদমই প্রকৃতি করছে না । আজ রাতে সে এখন কেবলই তার বক্তু । সুলভানের মর্যাদাতন্ত্র কথা উনহে একাধিচিত্তে । যতো তাড়াতাড়ি সে শোক কাটিয়ে উঠবে, ততো তাড়াতাড়ি লর্ড কাজের কথার হেতে পারবে, মানে পরের চুক্তিটার ব্যাপারে ।

“বুব চমৎকার সার্ভিস ছিলো সেটা, শোকজন দীর্ঘদিন মনে রাখবে ।” লর্ড বুব সতর্কভাবে কথাটা বললো । ওয়ান্টার সুলভান লর্ডের বেশ পুরনো বক্তু হলেও তাদের বন্ধুত্বটা গড়ে উঠেছে এটর্নি-ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কের উপরে । তাছাড়া সুলভানই হলো লর্ডের

পরিচিতজনদের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি যে কিনা তাকে শুভকে দিতে পারে। এই লোকটা তার সমকক্ষ কিংবা বলা চলে তার চেয়েও বেশি প্রতিভাবান।

“হ্যা, তা ছিলো।” সুলিভান রাস্তার দিকে চেয়েই বললো। তার বিশ্বাস সে পুলিশকে অবশেষে বোঝাতে পেরেছে যে, একমুখী আয়নাটার সঙ্গে অপরাধের কোনো সংযোগ নেই। তারা পুরোপুরি বুঝতে পেরেছে কিনা সেটা অবশ্য আলাদা ব্যাপার। যেভাবেই দেখা হোক, এই মৃদৃঢ়টা তার মতো একজন মানুষের জন্য খুবই বিব্রতকর ছিলো। যে গোয়েন্দাটি সুলিভানকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, তার নাম সুলিভান মনে করতে পারছে না, সে তার সংগে যথাযথ ব্যবহার করেনি। এজন্যে বৃক্ষ লোকটি দারুণ ক্ষেপে আছে। সবাই তাকে সম্মান করে। সুলিভান স্থানীয় পুলিশের ক্ষমতার ওপর মোটেই আস্থাবান নয়, তারা যে অপরাধীকে ধরতে পারবে সেটা সে বিশ্বাস করে না।

আয়নার দিকে তাকাতেই সে মাথা ঝাঁকালো। অন্ততপক্ষে এটা প্রেসের কাছে ঢাউড় করা হয়নি, সেটাই ভাগ্যের কথা। এটা হলে সুলিভান সহজ করতে পারতো না। আয়নাটা ক্রিস্টনের আইডিয়া ছিলো। তবে এটাও ঠিক, সেটাকে সে অনুমোদন করেছিলো। এখন এটাকে একেবারেই আপন ব'লে মনে হচ্ছে। অশ্বীল আর হাস্যকরও বটে। প্রথমে এটা তাকে আনন্দ দিয়েছিলো। নিজের বউকে অন্যের সঙ্গে ওসব করতে দেখে অন্যরকম আনন্দ লেগেছিলো। বউকে সন্তুষ্ট করার বয়স বছদিন আগেই পেরিয়ে গেছে সে। কিন্তু অন্যভাবে শারীরিক আনন্দ পাওয়াটা বাদ দিতে পারেনি। তবে এসব কিছু একেবারেই অর্থহীন ছিলো, তাদের বিয়েটাও এর মধ্যে পড়ে। অবশেষে সে লর্ডের দিকে তাকালো।

“দায়িত্বে ধাকা গোয়েন্দার ওপর আমি কোনো আস্তা রাখতে পারছি না। ফেডারেলকে আমরা কিভাবে এই তদন্তে জড়িত করতে পারি?”

মদের গ্লাসটা রেখে লর্ড একটা সিগারেট ধরালো। “একজন নাগরিকের হত্যাকাণ্ডে তো ফেডারেল তদন্তের মধ্যে পড়ে না।”

“রিচমন্ড জড়িত হচ্ছে।”

“লোক দেখানো, আর কি।”

সুলিভান তার বিশাল মাথাটা ঝাঁকালো। “না। মনে হচ্ছে সে আন্তরিকভাবেই এ নিয়ে চিন্তিত।”

“হতে পারে। এই চিন্তিত হবার ব্যাপারটাকে বেশি গুরুত্ব দেবেন না। তাঁকে হাজার হাজার বিষয় দেখতে হয়।”

“যারা দায়ি তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে চাই আমি, স্যার্ভি।”

“সেটা আমি বুঝি, ওয়াল্টার। আপনাকে একটু দৈর্ঘ্য ধরতে হবে। এইসব লোক তো যা-তা লোক নয়। তারা জানে তারা কী করেছে। তবে কথা হলো সবাই ভুল ক'রে থাকে। তাদের সঠিক বিচার হবে, কথাটা মনে রাখবেন।”

“তারপর? যাবজ্জীবন কারাদও, তাই না?” সুলিভান ক্ষিণি হয়ে বললো।

“এটাৰ শাস্তি সৰ্বোচ্চ হবে না। তবে প্যারোলেৱ কোনো সংক্ষিপ্ত নেই। ওয়াল্টাৱ, বিশ্বাস কৰুন। মুক্তি বাতাসে তামা আৱ বাতাস নিতে পাৱবে না।”

সুলিভান ব'সে তাৱ বদ্ধুৱ দিকে তাকালো। ওয়াল্টাৱ সুলিভান কোনো মাহলীৰ অংশ হতে চায় না। বিশেষ ক'ৱে যেখানে অপৱাধেৱ সব খুটিনাটি উন্মুক্ত হয়ে পড়াৱ বুঁকি রয়েছে। সবাই তাৱ জীবনেৱ সবচাইতে গোপনীয় অংশেৱ কথাও জনে যাবে। তাৱ মৃত ত্ৰীৱ চৱিত্বও প্ৰকাশিত হয়ে পড়বে। এটা সে সহ্য কৱতে পাৱবে না। সে কেবল চায় লোকটা ধৰা পড়ুক। বাকিটা সে ব্যবস্থা কৱতে পাৱবে। লৰ্ড যখন বললো কমনওয়েলথ অৱ ভাৰ্জিনিয়া দায়ি বাস্তিকে যাবজ্জীবন শাস্তি দেবে তখনই ওয়াল্টাৱ সুলিভান সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে যে লোকটাকে বাকি জীবন পুৰণতে কমনওয়েলথকে অনেক বেশি খৰচ কৱতে হবে। সেই খৰচ সে কমিয়ে দেবে।

* * *

সোফাৱ এক কোণে রাসেল হাটু মুড়ে বসলো, তাৱ পৱনে ঢিলেচালা একটা সূতিৰ গাউন, সেটা হাটু অবধি উঠে আছে। তাৱ প্ৰশংস্ত উৱা কাপড়েৱ ফাঁক দিয়ে উকি মাৰলো। কলিন আৱো দুটো বিয়াৱ নিমো আৱ সঙ্গে ক'ৱে নিয়ে আসা বোতল থেকে গ্ৰোৱিয়া রাসেলকে এক গ্ৰাস মদ ঢেলে দিলো। তাৱ টাইটা এখন আলগা, জ্যাকেট আৱ অঙ্গেৱ হোলস্টারটা সোফাৱ ওপৱ খুলে রাখা হয়েছে। খোলাৱ সময় গ্ৰোৱিয়া সেটাতে হাত বুলালো।

“খুব ভাৱি।”

“পৱতে পৱতে অভ্যন্ত হয়ে গেছি।” গ্ৰোৱিয়া প্ৰশ্ন না কৱলেও সে বললো। গ্ৰোৱিয়া জানে সে খুন কৱেছে।

“তুমি কি সত্যি প্ৰেসিডেন্টেৱ জন্য একটা বুলেট বুক পেতে নেবে?” মাদকতা চোখে তাকিয়ে সে জানতে চাইলো। তাকে একটা লক্ষ্য নিয়ে এগোতে হবে, নিজেকে সে বললো। তাৱপৱও শেষ পৰ্যন্ত হয়তো এতে ক'ৱে যুবকষ্টাকে নিজেৱ বিছানায় নেয়া থেকে বিৱত রাখতে পাৱবে না। তাৱ আত্মানিয়ন্ত্ৰণৰ অনেকটা অংশই ফস্কে যাচ্ছে। কিন্তু সে খুবই দক্ষতাৰ সঙ্গে নিয়ন্ত্ৰণ নেবাৱ চেষ্টা কৱলো। আৱে, সে কী কৱছে? তাৱ জীবনেৱ এই সংকটময় মুহূৰ্তে বেশামৰ্দেৱ মতো একি কৱছে সে। অবশ্য ব্যাপারটা সে এভাবে দেখছে না। তাৱ অন্য দিক থেকেও একটা তাড়া আছে। তাৱ নিজেৱ শৱীৱটা ক্ৰমশ বলগাহীন হয়ে পড়ছে।

কলিন তাৱ দিকে তাকিয়ে বললো, “হ্যা।” সে উঠে দাঁড়াতে চাইলো কিন্তু পাৱলো না।

“ଆମାର ଜନ୍ୟେ ଓ ତଥି ଖେତେ ପାରବୋ, ଗୋରିଯା ।”

“ଆମାର ଜନ୍ୟେ ?” ତାର କଟ୍ଟଟା ଏକଟୁ କେଂପେ ଉଠିଲୋ । ତାର ସମ୍ମତ ପରିକଳ୍ପନା ଭେଟେ ଗେଲୋ ।

“କୋଣୋ କିଛୁ ନା ଭେବେଇ କରବୋ । ସିଙ୍କ୍ରେଟ ସାର୍କିସେର ଅନେକ ଏଜେନ୍ଟ ଆହେ । କିନ୍ତୁ ଚିକ ଅବ ସ୍ଟୋଫ ମାତ୍ର ଏକଜନ । ଏତାବେଇ ଦେଖା ହୟ ।” ସେ ଆପ୍ନେ କରେ ବଲଲୋ, “ଏଟା କୋଣୋ ବେଶୀ ନୟ, ଗୋରିଯା ।”

ଆରୋ ବିଯାରେର ଜନ୍ୟେ ଉଠେ ଦାଙ୍ଡାଲେ ସେ ସେଯାଳ କରଲୋ ଗୋରିଯା ଆରୋ ଘନିଷ୍ଠଭାବେ କାହେ ଏସେ ପଡ଼ିଲେ ତାର ହାଟୁ ଏବଂ ଉରୁ କଲିନେର ଶରୀରେର ସାଥେ ଲେଗେ ଗେଲୋ । ସେ ପା ଦିଯେ କଲିନେର ପାଯ ଘର୍ଷତେ ଉରୁ କରଲୋ । ମାଧ୍ୟନେର ମତୋ ତାର ଉରୁର ରଙ୍ଗ । ବୟକ୍ତ ମହିଳାର ପା ବଳେ ମନେଇ ହଞ୍ଚେ ନା । ବରଂ ଦାରୁଣ ଆକଷଣୀୟ ଲାଗଛେ । କଲିନ ଚୋଖ ଦିଯେ ତାର ଦେହଟା ଚଷେ ବେଡ଼ାଲୋ ।

“ତୁମି ଜାନୋ, ଆମି ସବସମୟଇ ତୋମାକେ ପଛଦ କରଭାବ ।” ମନେ ହଲୋ ଗୋରିଯା ଏକଟୁ ବିବ୍ରତ ହଲୋ । “ଆମି ତୋମାକେ ବେଶ ଭାଲୋଇ ପଛଦ କରି ।”

“କାଜଟା ଦାରୁଣ ।” ଆରେକଟା ବିଯାର ଖୁଲଲୋ ସେ । ତାର ଏବନ ଖୁବ ଭାଲୋ ଲାଗଛେ ।

ଗୋରିଯା ତାର ଦିକେ ଚେଯେ ହାସଲୋ । “ଆଜ ରାତେ ତୁମି ଏସେହୋ ବଳେ ଆମି ଖୁବ ଖୁଣି ହେଁଛି ।”

“ଯେକୋନୋ ସାହାଯ୍ୟେର ଜନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଛି, ଗୋରିଯା ।” ତାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବେଡ଼େ ଯାଚେ ଏଥିକୋହଲେର ମାତ୍ରା ବାଡ଼ାର ସମେ ସମେ । ଗୋରିଯା ତାକେ ଦରଜାର ପାଶେ ଏକଟା ତାକ ଥେକେ ମଦ ନେବାର ଜନ୍ୟ ଇଶାରା କରଲୋ । ମଦଟା ନିଯେ ଫିରେ ଏଲୋ ସେ ।

“ମନେ ହଞ୍ଚେ ତୋମାକେ ବିଶ୍ୱାସ କରା ଯାଇ, ଟିମ ।”

“ନିଚ୍ଯ ।”

“ଆଶା କରି ତୁମି ଏଟା ଅନ୍ୟଭାବେ ନେବେ ନା । ତବେ ଏରକମଟି ଆମି ବାର୍ତ୍ତନେର ବେଳାୟ ଭାବତେ ପାରି ନା ।”

“ବିଲ ଖୁବି ଉଚ୍ଚମାନେର ଏଜେନ୍ଟ । ସେଇ ଏକଜନ ।” ସେ ତାର ହାତେଟ୍ ସ୍ପର୍ଶ କରଲୋ ।

“ଆମି ସେ ଅର୍ଥେ ବଲିନି । ଆମି ଜାନି ସେ ଖୁବ ଭାଲୋ । କର୍ମକଳ୍ପନା କରନ୍ତି ଆମି ତାକେ ଚିନିତେ ପାରି ନା । ଏଟା ବୋଝାନୋ ଖୁବ କଠିନ ।”

“ତାକେ ଆପନାର ବିଶ୍ୱାସ କରା ଉଚିତ ।” ସେ ତାର ଦିକେ ତାକାଲୋ । ଗୋରିଯାକେ ଏବନ ବେଶ କମ ବୟସୀ ଦେଖାଚେ । ଖୁବି କମବୟସୀ, ମେଲ୍ଲୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟେର ଛାତ୍ରି ।

“ଆମାର ମନ ବଲଛେ ତୁମିଇ ହଲେ ସେଇ ଶୋକ ଯାର ଓପର ଆମି ଆସ୍ତା ରାଖତେ ପାରି, ଟିମ ।”

“ତା ପାରେନ ।” ସେ ମଦେ ଚମୁକ ଦିଲୋ ।

“ସବସମୟ ?”

ସେ ତାର ଗ୍ରାସଟା ରାସେଲେର ଗ୍ରାସେ ଟୁକେ ବଲଲୋ, “ସବସମୟ ।”

ତାର ଚୋଖ ଦୁଟୋ ଏବନ ଭାରି । ହାଇସ୍କ୍ରିଲେର କଥା ମନେ ପଡ଼େ ଗେଲୋ ତାର । ସେଟେ

চ্যাম্পিয়নশীপে বিজয়ী গোলটা দেবার পরে সিভি পারকেট তার দিকে ঠিক এভাবেই তাকিয়েছিলো ।

সে গ্লোরিয়ার উরতে হাত বোলাতে লাগলো । গ্লোরিয়া একটুও বাধা দিলো না, বরং আরো একটু কাছে এগিয়ে আসলো । তার হাতটা আন্তে ক'রে গাউনের নিচে ঢুকে গেলো । তার পেটে হাতটা ঘুরে বেড়ালো, সেখান থেকে স্তনের ঠিক নিচে । অন্য হাতটা গ্লোরিয়ার কোমর জড়িয়ে ধরলো । একটু টেনে তাকে আরো কাছে নিয়ে এলো । একটা হাত গ্লোরিয়ার গোপনাসে চলে গেলো । চিফ অব স্টাফ ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করেছে । শরীরের সাথে শরীরটা লেন্টে যাচ্ছে । কলিনের উদ্যত লিঙ্গে হাত রাখলো গ্লোরিয়া, সেটা হাতের মুঠোয় পুরে মোচড়াতে শুরু করলো । এরপর পুরো জিনিসটা মুখে পুরে নিলে কলিনের উঙ্গেজনা তুঙ্গে উঠে গেলো ।

শরীরের কাপড়টা খুলে ফেলতে লাগলো । ব্রার হকটা খুলে একেবারে বিবৰ্ষ হয়ে গেলো । দুটো স্তনের মাঝখানে তার মাথাটা চেপে ধরলো । একমাত্র যে পোশাকটি তার শরীরে ছিলো, কালো লেশের প্যান্টি, সেটাও তিরোহিত হলো অবশেষে । তার দিকে চেয়ে চোখের ভাষায় আমন্ত্রণ জানালে কলিন তাকে কোলে তুলে নিয়ে শোবার ঘরে চলে গেলো ।

অধ্যায় ১১

জাগুয়ারটা আস্তে ক'রে এসে বাড়ির সামনে ধামতেই দু'জন লোক বের হয়ে এলো ।

জ্যাক তার কোটের কশারটা তুলে দিলো । সঙ্ক্ষাটা বেশ ঠগা, বৃষ্টি আসবে আসবে করছে । জেনিফার গাড়ির সামনে এসে তার পাশে দাঁড়ালো । তারা দু'জনেই গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছে ।

জায়গাটার দিকে জ্যাক তাকালো । তাকে মানতেই হলো বাড়িটা খুবই সুন্দর । সুন্দর জিনিসগুলো নিয়ে সমস্যা কি? চার লক্ষ ডলারের একজন পার্টনার । সে যদি অন্য কোনো মক্কেল নিয়ে আসতে পারে, তাহলে কে জানে? লর্ড এর পাঁচগুণ কামাই, বহুরে বিশলক্ষ ডলার ।

বোনাসের অংকটা খুব গোপনীয় ব্যাপার, এটা নিয়ে কোনো আলোচনাই হয় না । যদিও জ্যাক কম্পিউটারে সংরক্ষিত পার্টনার-কম্প থেকে পাসওয়ার্ড দিয়ে সত্যিকারের তথ্যটা জেনে গেছে । পাসওয়ার্ডটা ছিলো ‘ফিড’ মানে শোড ।

ফিয়াসের দিকে তাকালো জ্যাক । “বাচ্চা-কাচ্চাদের সঙ্গে এই আভিনায় ফুটবল খেলা যাবে অনায়াসে ।”

“হ্যা, তা করা যাবে ।” সেও হেসে বললো । তার গালে আল্টো ক'রে চুমু খেয়ে দু'হাতে কোমর ছড়িয়ে ধরলো ।

জ্যাক আবারো বাড়িটার দিকে তাকালো । খুব জলদিই আটক্রিল লক্ষ ডলারের এই বাড়িটা তাদের হয়ে যাবে । জেনিফারের চোখ দুটো ভুঁজুল করছে ।

বাড়িটার দিকে তাকাতেই জ্যাকের একটু স্বত্ত্ববোধ হলো । এবার সে কেবল জানালাই দেখতে পেলো ।

* * *

ছত্রিশ হাজার ফিট উপরে, ওয়ান্টার সুলিভান স্কুল ৭৪৭ প্রেনের ক্যাবিনের আরামদায়ক কোচে ব'সে জানালা দিয়ে নিচে ঝক্কালো । যতোই বুঝো হচ্ছে ঘুম ততোই ক'রে যাচ্ছে ।

তার সামনে বসা শোকটা তাকে ভালো ক'রে দেবলো । সুলিভান আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন ব্যবসায়ী । বৈধ ব্যবসার ব্যবসায়ী । এই বৈধ শব্দটিই মাইকেল ম্যাককার্টির মাথায় ঘুরছে । বৈধ ব্যবসায়ীরা ম্যাককার্টির মতো পেশার লোকদের সঙ্গে

কথা বলার কোনো প্রয়োজন বোধ করে না। কিন্তু কেউ যখন বিশ্বস্ত একটি মাধ্যমে সাহায্য করতে পারে না এই পৃথিবীর সবচাইতে ধনী লোকের সাথে ম্যাককার্টির সাক্ষাতের দাদা করে দিলো তখন তো সেটা ফিরিয়ে দেয়া যায় না। ম্যাককার্টি এই পৃথিবীর সবচাইতে অগ্রগণ্য গুণ্ডাতেক হয়ে উঠেছে কারণ সে কাজটা উপভোগ করে থাকে। সে টাকাও উপভোগ করে আর পছন্দ করে অভিজাত সব কিছুতে।

ম্যাককার্টির আরো একটা সুবিধা হলো তাকে আপাত দর্শনে একজন ব্যবসায়ী বল্লে মনে হয়। তাছাড়া ডার্টবুথ থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তার একটা ভিত্তি রয়েছে। ঘন সোনালী চুল আর চওড়া কাঁধের সুন্দর মুখের একজন ব্যবসায়ী সে, তাকে লোকে ভুল করে চলচ্ছিত্র তারকাও ভেবে বসতে পারে। কিন্তু সত্য হলো তার জীবিকা নির্বাহ হয় খুন করে প্রতিটি খুনের জন্য এক মিলিয়ন ডলার নেয়।

সুলিভান অবশ্যে তার দিকে তাকালো। ম্যাককার্টি অসীম সাহসী আর আত্মবিশ্বাসী, চাপের মধ্যেও সে মাথা ঠাণ্ডা রাখে, কিন্তু এই বিলিয়নার ব্যবসায়ীর উপস্থিতিতে সে একটু ঘাবড়ে গেলো।

“আমি চাই তুমি আমার হয়ে কাউকে খুন করবে,” সুলিভান সোজাসুজিই বললো। “দুর্ভাগ্যবশত, ঠিক এই মুহূর্তে আমি জানি না লোকটা কে। তবে তাগা ভালো হলে একদিন না একদিন তাকে খুঁজে পাবোই। সেই মুহূর্ত আসার আগ পর্যন্ত আমি তোমাকে একজন বেতনভূক্ত হিসেবে রাখবো। যাতে করে সময় আসলে যখন তখন আমি তোমাকে দিয়ে কাজটা করাতে পারি।”

ম্যাককার্টি হেসে মাথা দোলালো। “আপনি হয়তো আমার সুনাম সম্পর্কে সচেতন আছেন, মি: সুলিভান। আমার কাজের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। সারা পৃথিবীতেই আমার কাজ আছে। আমি কেন পুরোটা সময় আপনাকে দেবো, যতোক্ষণ না সময় আসে? এতে করে তো আমার সুনাম এবং ব্যাংক একাউন্ট দুটোই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।”

সুলিভানের জবাবটা সঙ্গে সঙ্গেই এলো। “যতোদিন না সুযোগটা আসছে ততোদিন তুমি প্রতিদিন একলক্ষ ডলার করে পাবে, মি: ম্যাককার্টি। কাজটা সফলভাবে করতে পারলে পাবে তার চেয়ে দ্বিগুণ। আমি তোমার সুনাম রক্ষা করতে পারবো না, তবে তোমার অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো করতে পারবো।”

ম্যাককার্টির চোখ দুটো বড়বড় হয়ে গেলো। তারপর সঙ্গে সঙ্গেই ধাতঙ্গ করে ফেললো নিজেকে।

“আমার মনে হয় এটা পর্যাপ্তই হবে, মি: সুলিভান।”

“তুমি অবশ্যই বুঝতে পারছো, আমি কেবল তোমার দক্ষতাই চাচ্ছি না, সেই সঙ্গে বিচক্ষণতাও চাইছি।”

ম্যাককার্টি তার হাসি লুকালো। তাকে সুলিভানের প্রেমে তোলা হয়েছে ইন্তামুল থেকে, স্থানীয় সময় মাঝরাতে। ফ্লাইট ক্রুদের কোনো ধারণাই নেই কে সে। কেউ তাকে কখনই চিনতে পারেনি।

সুলিভান আবারো বলতে লাগলো । “তোমাকে ওয়াশিংটন ডিসিটে থাকতে হবে, যদিও তোমাকে কাজের ধার্তিরে বিশ্বের যেকোনো জায়গাতেই যেতে হবে । তুমি কোথায় থাকবে সবসময় আমাকে জানাবে, আর তোমার সাথে আমার প্রতিদিনই একটি নিরাপদ ব্যবস্থায় যোগাযোগ হবে । তোমার একটা একাউন্টে টাকা চলে যাবে, সেখান থেকে তুমি তোমার ধরচ নির্বাহ করতে পারবে । প্রয়োজনে তুমি আমার প্রেন ঘরন তখন ব্যবহার করতে পারবে । বুঝেছো?”

ম্যাককার্টি সায় দিলো । তার মক্কেল এখন একের পর এক নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে । কিন্তু একজন বিলিয়নার তো এরকমই করবে । তাহাড়া পত্রিকায় সে ক্রিস্টিন সুলিভানের ধৰণটা পড়েছে । কে আর এই বৃক্ষলোককে দোষ দেবে?

সুলিভান তার চেয়ারের হাতপের একটি বোতাম চাপলো ।

“টমাস? আর কতোক্ষণ লাগবে?”

কঠটা ঘরঘর ক'রে বললো, “পাঁচ ঘণ্টা পনেরো মিনিট, মি: সুলিভান, যদি আমরা বর্তমান উচ্চতায় এবং গতিতে যেতে পারি ।”

“তবে সেটাই নিশ্চিত করো ।”

“ঞ্জি, স্যার ।”

এরপর সুলিভান আরেকটা বোতাম চাপলে ক্যাবিন এলেভেল্যান্ট এসে তাদেরকে ডিনার দিয়ে গেলো । এমন দূর্ভুত ডিনার সে কখনও প্রেনে দেখেনি । ডিনার শেষ হবার আগে সুলিভান ম্যাককার্টিকে কিছুই বললো না । শেষ হলে তাকে ঘুমানোর জন্য ক্যাবিনে নিয়ে যাওয়া হলো ।

ক্যাবিনে ঢোকার আগে সুলিভান এসে হাঁকির হলো । “আরেকটা ভিনিস, মি: ম্যাককার্টি । তুমি কি কখনও কোনো মিশনে ব্যর্থ হয়েছো?”

ম্যাককার্টির চোৰ দুটো তার নতুন নিয়োগকর্তার দিকে তাকিয়ে শ্বিব হয়ে গেলো । এই প্রথম সে বুঝতে পারলো লোকটা মান্দাদ্বক গুরমেরই বিপক্ষনক ।

“একবার, মি: সুলিভান । ইসক্রায়েলিদের বেলায় । কখনও কখনও তারা মানুষের চেয়েও বেশি কিছু বলে মনে হয় ।”

“দয়া ক'রে ছিত্রীয়বার ব্যর্থ হয়ো না, ধন্যবাদ তোমাকে ।”

* * *

নেদ ফ্রাঙ্ক সুলিভানের বাড়িটাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে । বাইরে পুলিশের হলুদ ফিতার লাইনটা এখনও আছে । ফিতাতমো বাতাসে দূলছে । প্রচও বাতাস বইছে । বৃষ্টি হতে পারে । সুলিভান থাকে গ্যাবগেট পেন্ডাউজে । ফ্লেরিভার ফিশার আইল্যান্ডে তার কর্মকর্তা-কর্মচারিদ্বা থাকে । এইসব গৃহস্থানী কাজে নিয়োজিত কর্মচারীদের সবার সঙ্গে নে ইতিমধ্যেই কথা বলেছে । তাদেরকে শৈতানই আবার জেবা করা হবে ।

চারপাশটা দেবে তার সম্ম জাগলো । যেনো জাদুঘর পরিদর্শনে এসেছে । সব টাকার বেলা । এই বাড়ির সব কিছুই আসল আর দামি ।

সে রান্নাঘরে গেলো, তারপর ডাইনিংকুমে । তার পা ভারি মোটা কার্পেটে ঘুরে যাচ্ছে । চারপাশে চোখ বুলিয়ে বুঝতে পারলো এখানে কিছুই ঘটেনি । সময় চলে যাচ্ছে কিন্তু তদন্তে কোনো অগ্রগতি হচ্ছে না ।

বাইরে কিছুক্ষণের জন্যে ভারি বেঘের স্তর ভেদ ক'রে সূর্য উকি মারলে ফ্রাঙ্ক তার প্রথম সূত্রটি পেয়ে গেলো । ছাদের দিকে না তাকালে সে হয়তো এটা খেয়ালই করতো না । তার বাবা একজন কাঠমিন্ডি ছিলো ।

যখন সিলিংয়ে রঙধনু নাচতে শুরু করলো তখন সে ওটা দেখলো । রঙের সমান্তরালের ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে সে ভাবতে শুরু করলো এটার উৎস নিয়ে । তার চোখ ঘরটা পর্যবেক্ষণ করলো । কয়েক সেকেন্ড মাগলো ওটা খুঁজে বের করতে । সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের পাশে হাটু গেড়ে ব'সে টেবিলের একটা পায়ার নিচে উকি মারলো । টেবিলটা শেরাটনের, অষ্টাদশ শতকের । তার মানে এটা বেশ ভারি । দু'বার চেষ্টা করতে হলো তাকে । তার কপালে আর ডান চোখে গুড়ে পড়লে চোখ বুজে ফেললো । কিন্তু শেষে সে টেবিলটা নড়াতে সক্ষম হলো ।

তার হাতে থাকা জিনিসটার দিকে তাকালো । সিলভার রঙের ছোট টুকরোর জিনিসটা ফার্নিচারের মাঝখানে রাখা হয় ভেঁজা কার্পেট থেকে পানি চুইয়ে যাতে না উঠতে পারে, কাঠের ক্ষতি করতে না পারে সেজন্যে । সূর্যের আলোতে এর পৃষ্ঠদেশ রঙধনুর সৃষ্টি করে ।

সে নোটবুকটা বের করলো । চাকর-বাকরেরা আগামীকাল সকালে ডালেসে এসে পৌছাবে । ফ্রাঙ্ক সন্দেহ করলো, তার হাতে থাকা জিনিসটা এখানে বেশিদিন ধরে আছে বলে । এটা হতে পারে সব কিছু । সে যদি খুব বেশি ভাগ্যবান হয়ে থাকে । খুবই ভাগ্যবান ।

ফ্রোরে আঘাত ক'রে সে কার্পেটে আণ নিলো । কার্পেটের ওপর আঙুল বোলালো । আজকাল যে ধরনের জিনিস তারা ব্যবহার ক'রে, সেটা তুমি কুম্হনও জানতে পারবে না । কোনো গন্ধ নেই, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শুকিয়ে যায় । এটা এখানে কতোদিন ধরে আছে সেটা খুব জলদিই জানতে পারবে । যদি এটা আকে কিছু বলতে পারে । সে সুলিভানকে ফোন করতে পারে, তবে এটা সে অনুকোড়ো কাছ থেকেই শুনতে চায় । বৃক্ষলোকটা সন্দেহের তালিকার খুব বেশি উপরে নেই । তবে ফ্রাঙ্ক বেশ শ্মার্ট, সে জানে সুলিভান তালিকাতে থাকবেই । সেটা নির্ভর করছে ফ্রাঙ্ক আজ, আগামীকাল এবং পরের সপ্তাহে কি পাবে তার ওপর । এটা এ রকমই সহজ সরল । কারণ এখন পর্যন্ত ক্রিস্টিন সুলিভানের মৃত্যুটা মোটেই সহজ সরল ব'লে মনে হচ্ছে না । ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়ে পুলিশের তদন্তকাজ নিয়ে ভাবলো ।

* * *

বাটন জনসমাগমটার দিকে চোখ বুলালো, তার পাশেই আছে কলিন। মিডলটন কোর্ট হাউজের সামনে একটা পোড়িয়াবের দিকে এলান রিচমন্ড এগিয়ে গেলেন। পাশেই আবেরিকান পাতাকাটা বাতাসে উড়ছে। ঠিক নটা পয়ত্রিশে প্রেসিডেন্ট বঙ্গব্য শর্ক করলেন। তাঁর পেছনে বিধ্বন্ত এবং নির্বিকার ওয়াল্টার সুলভান আর হার্বার্ট স্যাভারসন মর্ড দাঁড়িয়ে আছে।

সামনে একদল সাংবাদিকের দিকে আরেকটু এগিয়ে গেলো কলিন। তোর তিনটা বাজে সে চিফ অব স্টাফের বাড়ি থেকে বের হয়েছে। কী দারণ রাতই না ছিলো সেটা। পুরো সশ্রাহটা কী দারণই না কেটেছে। নির্মল, মায়াদয়াহীন এবং অনুভূতিশূন্য যে গ্রোরিয়া রাসেলকে জনগণ দেখে থাকে তার অন্য দিকটা দেখেছে কলিন। এমন একটা দিক যার প্রতি সে ভীষণ আকর্ষণ বোধ করে। এটা এখনও তার কাছে দিবাস্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। সে প্রেসিডেন্টের চিফ অব স্টাফের সঙ্গে উয়েছে। এটা সচরাচর ঘটে না। তবে এজেন্ট কলিনের বেলায় ঘটেছে। তারা প্রতি রাতে একে অন্যের সঙ্গে দেখা করার পরিকল্পনাও করেছে। তাদেরকে খুব সতর্ক ধাকতে হবে, তবে এটাও তো ঠিক তাদের স্বভাবই হলো সতর্ক ধাকা। এটার পরবর্তী গন্তব্য কোথায়, কলিন জানে না।

কানসাস-এর মরেসে কলিনের জন্য এবং বেড়ে ওঠা, মধ্যপশ্চিমা মৃল্যবোধ তার। তুমি ডেট করবে, প্রেমে পড়বে, বিয়ে করবে এবং চারটা পাঁচটা বাচ্চা-কাচ্চা হবে, এটাই প্রথা। এর বাইরে যাওয়া যাবে না। এটা যে এখানে ঘটবে তা সে দেখতে পাচ্ছে না। সে কেবল জানে তার সঙ্গে আবার মিলিত হতে চায়। প্রেসিডেন্টের বাম পাশে দাঁড়িয়ে আছে, এবার তার দিকে তাকালো সে। চোখে সানগ্লাস, বাতাসে চুল উড়ছে। দেখে মনে হচ্ছে তার চারপাশের উপর তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।

বাটনের চোখ জনসমাগমের দিকে। তার পার্টনারের দিকে তাকিয়ে চিফ অব স্টাফের এক ধরণের চোখাচোখিটা সে দেখে ফেললে বাটন খুবই অবাক হলো। কলিন একজন ভালো এজেন্ট। কাজও করে ভালো। কিন্তু এমন সময়ে তোমার চোখ ধাকবে জনতার উপর অন্য কারোর দিকে নয়। এসব হচ্ছে কি? বাটন এবার রাসেলের দিকে তাকালো। সে সোজা সামনের দিকে চেয়ে আছে। কলিনের দিকে তাকালো এবার বাটন। এখন সে সোজা সামনের দিকেই চেয়ে আছে। কিন্তু বাটন চিফ অব স্টাফের সেই চাহনিটা ভুলতে পারছে না। সৈনগ্লাসের পেছনে এমন কিছু সে দেখেছে যা তার মনঃপুত হচ্ছে না।

এলান রিচমন্ড তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন মেঘাচ্ছন্ন আকাশ এবং তারপরে একবলক ওয়াল্টার সুলভানের দিকে তাকিয়ে।

“হায়, ইশ্বর, আমি খুবই দুঃখিত, ওয়াল্টার। আমার আন্তরিক সমবেদনা নেবে। যদি আমার কিছু করার থাকে, বলবে। তুমিও জানো, আমি তা করবো।”

সুলভান বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ধরলো। তার পা দুটো কেঁপে উঠলে দু'জন মোক

দুপাশ থেকে ধরে ফেললো তাকে ।

“ধন্যবাদ, মি: প্রেসিডেন্ট ।”

“এলান ব'লে ভাকো, ওয়াল্টার, প্রিজ । তুমি আমরা বঙ্গ, ভূলে যাবে না ।”

“ধন্যবাদ, এলান । তুমি হয়তো জানো না, তোমার এই উদ্যোগ আর মূল্যবান সময় দেবার জন্যে আমার কতোটা ভালো লাগছে । তোমার কথা উনে কী খুশই না হওতো ক্রিস্টি ।”

কেবলমাত্র গ্রেইয়া রাসেল খুব কাছে থাকার দরুণ তার বসের মুখে প্রচন্ড একটা ঠাট্টার ভাব দেখতে পেলো । অবশ্য মুহূর্তেই সেটা চলে গেলো ।

“তোমাকে সাত্ত্বনা দেবার কোনো ভাষা আমার নেই, ওয়াল্টার । এরকম ঘটনা কেন ঘটলো, আমি বুঝতে পারছি না । কেউই পারছে না । ইঠাং ক'রে যদি তার শরীরটা খারাপ না হওতো তবে এই অনাকাঙ্খিত ঘটনাটা ঘটতো না । এখন তোমাকে আমি কেবল এটা জানানোর জন্যেই এখানে এসেছি যে, তোমার যখনই দরকার হবে, আমাকে তুমি পাবে । যেখানেই থাকি, যখন বলবে, পাবে । আমরা দীর্ঘদিন ধরে একসঙ্গে আছি । তুমি আমাকে অনেক দুঃসময়ে সাহায্য করেছো ।”

“তোমার বঙ্গুত্ত্ব আমার কাছে সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ, এলান । এটা আমি ভুলবো না ।”

রিচমন্ড বৃক্ষের কাঁধে হাত রাখলেন ।

“ওয়াল্টার, আমি এতে জড়িত হতে চাইছি । আমি জানি, অনেকেই বলবে, এটা আমার কাজ নয় । কিন্তু তুমি তো আমার বঙ্গ, ওয়াল্টার । বঙ্গকে সাহায্য না ক'রে আমি থাকতে পারি না । যারা এ জগন্য কাজ করেছে তারা অবশ্যই শাস্তি পাবে ।”

তারা দু'জনে কোলাকুলি করলে ফটোগ্রাফাররা ব্যস্ত হয়ে উঠলো । একটু দূরে দাঁড় ক'রে রাখা টিভি চ্যানেলগুলোর সম্প্রচার ভ্যান থেকে এ দৃশ্য সারা পৃথিবীতেই দেখানো হচ্ছে । প্রেসিডেন্ট এলান রিচমন্ডের আরেকটা বদান্যতা । এটা হোয়াইট হাউজ পি.আর স্টাফকে লোভি ক'রে তুললো সামনের নির্বাচনের প্রচারণায় এটা ব্যবহার করার জন্যে ।

* * *

টেলিভিশন চ্যানেলটা এমটিভি থেকে কার্টুন নেটওয়ার্ক, সেখান থেকে কিউভিসি, সিএনএন, রেসলিং চ্যানেল এবং আবার সিএএস-এ ফিরে এলো । লোকটা বিছানায় উঠে ব'সে সিগারেটটা ফেলে রিপোর্টটা বিছানায় রেখে দিলো । প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠতম বঙ্গ ওয়াল্টার সুলভানের যুবতী স্ত্রীর বীভৎস হত্যাকাণ্ডে সে দারুণ অবাক হলো । এদেশের আইনশৃঙ্খলা কতো বাজে পর্যায়ে গেছে এটা হলো তারই উদাহরণ । নিহত মানুষটা যদি কৃষ্ণাঙ্গ, এশিয়ান, হিসপ্যানিক হওতো তবে তিনি এমন বক্তব্য দিতেন

କିନା କେ ଜାନେ । ଏବକମ କତୋ ଲୋକଇ ତୋ ଗଲାକାଟା ଅବଶ୍ୟ ଏ ଶହରେ ପଢ଼େ ଥାକେ । ପ୍ରେସିଡେନ୍ଟକେ ଯଥାଧିକ ଦୁକ୍ଷ ଏବଂ କଠିନ ବଳେ ମନେ ହଞ୍ଚେ । ସହିଂସତା ଅବଶ୍ୟ ବକ୍ଷ କରିବେ । ଲୋକଜନ ନିଜେଦେର ଘରେ ଏବଂ ବାଇଦେର ନିରାପଦ ବୋଧ କରିବେ । ଦୃଶ୍ୟଟା ବୁବଇ ଉଦ୍‌ଦୀପନାମୂଳକ : ଚିତ୍ରାଶୀଳ ଏବଂ ଉଦ୍‌ଧିଗ୍ନ ଏକଜନ ପ୍ରେସିଡେନ୍ଟ ।

ସାଂବାଦିକେରା ଏଟା ଭାଲୋଇ ଥାବେ । ସବ ଧରଣେର ପ୍ରଶ୍ନାଇ ଜିଜ୍ଞେସ କରିବେ ତାରା । ଟେଲିଭିଶନେ ଚିଫ ଅବ ସ୍ଟୋଫ ଗ୍ରୋରିଆ ରାସେଲକେ ଦେଖା ଯାଛେ, କାଳୋ ପୋଶାକ ପରେ ଆଛେ । ପ୍ରେସିଡେନ୍ଟ ଯତୋବାରଇ ଉପ୍ୟୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର କଥା ବଲହେନ, ମେ ତତୋ ବାରଇ ତାର କଥାର ସାଥେ ସାଥ୍ ଦିଯେ ଆପ୍ନେ ଆପ୍ନେ ମାଥା ଦୁଲାଚେ । ପରେର ନିର୍ବାଚନେ ବେଶ ଭାଲୋ ଏକଟା ପୂର୍ଜି ହବେ ଏଟା ।

ରାସେଲକେ ଏଥିକେ ଦେବହେ ସେଟା ଯଦି ମେ ଜାନତୋ ତବେ ମେ ମୋଟେଇ ବୁଶି ହେତୋ ନା । ତାର ଦୁଇତାର ପ୍ରେସିଡେନ୍ଟ ଏବଂ ରାସେଲେର ଚେହାରା ବୁଟିଯେ ବୁଟିଯେ ଦେବହେ ଆର ମେଇ ରାତରେ କଥା ଶ୍ମରଣ କରଇବେ ।

ବାବାରୋଜେର ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟା ପୁରୋପୁରି ନିର୍ବିଗ୍ନ ଛିଲୋ । ପ୍ରେନ୍ଟାର ଏକଟା ସିଟ୍ଟେ ଖାଲି ଛିଲୋ ନା । ବେଶିରଭାଗଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ତାରା ସାନହଓଯାନ, କ୍ୟାରିବିଯ ଅଙ୍କଳ ଏବଂ ଅଜସ୍ର ଦୀପେ ଘୁରେ ବେଡାବେ ।

ପେଛନେର ସିଟ୍ଟେ ବସା ଦମ୍ପତ୍ତି ଦୁଇଜନ ନାନା ପରିକଳ୍ପନା ଆଟିଛିଲୋ । ସାମନେର ସିଟ୍ଟେ ବସା ବୃକ୍ଷଲୋକ ଜାନାଲା ଦିଯେ ବାଇରେ ତାକିଯେ ନିଚେର ହୋଟୋ ହୋଟୋ ଦୀପଗୁଲୋ ଦେଖିଲୋ ଆର କୋଥାଯ ତାର ଅବଶ୍ୟନ ସେଟା ଭାବିଛିଲୋ ।

ଦୀପେର ଶେଷ ପ୍ରାପ୍ତେ ମାନୁଷେର ତୈରି ସୈକତେର ପାଶେଇ ଆମେରିକାନ ମାନେର ହିଲଟନ ହୋଟେଲେ ବେଶ ଭାଲୋଇ ସମୟ କାଟିବେ । ଦୀପେର ଚରପାଶେ ଆଟଲାଟିକ ବହିଛେ । ବେଶିର ଭାଗ ସମୟଇ ମେ ତାର ଘରେ ସ୍ଵନ୍ଧ ଆଲୋ ଜ୍ବାଲିଯେ ରେଖେ ସମୟ କାଟାଯ । ଟିକି ଚଲିବେ, କୁମ ସାର୍ଟିସେର ଦେଯା ଖାବାରେର ଟ୍ରେଣ୍ଟଲୋ ପଢ଼େ ଆଛେ ।

ପ୍ରଥମ ଦିନଇ ଲୁଥାର ହୋଟେଲେର ସାମନେ ଥେକେ ଏକଟା କାଂକଡ଼ା ଧରେ ଫେଲିଛିଲୋ । ତାରପର ଦୀପେର ଏକେବାରେ ଶେଷ ପ୍ରାପ୍ତେ ଚଲେ ଗିଯେଛିଲୋ ହାଟଟେ ହାଟଟେ ମେଖାନ ଥେକେ ପାହାଡ଼େର ଉପରେ ଅବଶ୍ଵିତ ସୁଲିଭାନ ଏସ୍ଟେଟ୍ଟଟା ଦେଖା ଯାଛେ । ଲୁଥାର ବାବାରୋଜେକେ ଏମନି ଏମନି ବେହେ ନେଯନି ।

“ଆପନି ମି: ସୁଲିଭାନକେ ଚେନେ? ତିନି ଏଖାନେ ଲେଇ । ଆମେରିକାଯ ଗେହେନ ।” ଏକ କ୍ୟାରିବିଯ ସୁରେଲା କଷ୍ଟେ ଟେନେ ଟେନେ ବଲଲେ, କ୍ୟାରିବିଯ ଉଦ୍‌ଦୀନ ଭାବଟା କେତେ ଗେଲୋ । ପାହାଡ଼େର ପାଦଦେଶେ ବିଶାଳ ଲୋହାର ଗେଟ୍‌ଇ ହଲୋ ଏସ୍ଟେଟ୍ଟେ ଢୋକାର ପ୍ରବେଶ ପଥ । ମେଖାନ ଥେକେ ଦୀର୍ଘ ଏକ ପଥ ଏଂକେବେକେ ଚଲେ ଗେହେ ମ୍ୟାନସନେର ଦିକେ । ଆଠାରୋ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ସାଦା ମାର୍ବେଲେର କଲାମ ଆର ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗେର ବାଡ଼ିଟା ଏଇ ସବୁଜେର ମଧ୍ୟେ ବେଶ ଦାରୁଣ ଲାଗଇବେ । ଯେନୋ ଘନ ଝୋପେର ମଧ୍ୟେ ବିଶାଳ ଏକଟା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗେର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ।

“ଆମି ତାର ଓଖାନେ ଗିଯେଛିଲାମ,” ଲୁଥାର ଜବାବ ଦିଲୋ । “ଏସ୍ଟେଟ୍ଟେ ।”

କ୍ୟାବ ଚାଲକ ତାର ଦିକେ ସମ୍ବରେ ଦୃଷ୍ଟିତେ ତାକାଲୋ ।

“বাড়িতে কি কেউ আছে? কোনো স্টাফ?”

লোকটা মাথা দুলালো। “সবাই চলে গেছে, আজ সকালে।”

মুখার পেছনের সিটে গিয়ে বসলো। কারণটা সঙ্গতই। তারা বাড়িটার মালেকীনকে খুঁজে পেয়েছে মৃত অবস্থায়।

বাকি কয়েকটা দিন মুখার সাগর তীরেই কাটিয়ে দিলো সাগরের জাহাজ আর শোকজন দেখে দেখে।

পাঁচ ডলারে আপনি সূর্য ডোবার সময় এক গ্রাস মদ কিনে খেতে পারবেন। আর চল্লিশ ডলারে নিজের শরীরটা রোদে পোড়াতে পারবেন অনায়াসেই। চারপাশে সাদা চামড়ার অসংখ্য মহিলা সেই সুযোগ নিচ্ছে। যতোদূর সম্ভব, সংক্ষিপ্ত পোশাক পরে আছে তারা।

ধীপের সৌন্দর্য মুখার বিনা পয়সাতেই দেখতে পেলো। অপূর্ব সে দৃশ্য। কিছুটা বিষপ্ত মন নিয়ে উপভোগ করলো সে। কয়েক দিনের মধ্যেই অন্য জায়গায় চলে যাবার পরিকল্পনা করলো মুখার। তবে কোথায় যাবে, সেব্যাপারে নিশ্চিত নয়।

চ্যানেলটা সিএনএন-এ খেমে আছে। যে দৃশ্য সে দেখলো তাতে ক'রে আগের সবগুলো স্মৃতিই তার মনে প্রবল বেগে ফিরে আসলো। যেজন্যে আজ সে হাজার হাজার ডলার ব্যরচ ক'রে হাজার মাইল দূরে চলে এসেছে, পালানোর চেষ্টা করছে।

* * *

রাসেল বিছানা থেকে নেমে ড্রয়ার থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করলো।

“তারা তোমার আয়ু দশ বছর কমিয়ে দেবে।” কলিন বিছানায় গড়িয়ে তার নগুশরীরটার দিকে চেয়ে বললো।

“ইতিমধ্যেই এটা হয়ে গেছে।” আগুন ধরিয়ে কয়েকটা টান দিয়ে বিছানায় আবার ফিরে গিয়ে কলিনের পাছার ওপরে বসলো।

“সাংবাদিক সম্মেলনটা ভালোই হয়েছে, তোমার কি মনে হয়?” সে কি ভাবছে সেটা রাসেল বুঝতে পারছে। সানগ্রাস ছাড়া এসব এজেন্টদের চোখ দেবেই তাদের চিন্তাভাবনাগুলো পড়ে ফেলা যায়।

“যতোক্ত না তারা আসল সত্যটা জানতে পারবে।

রাসেল তার বুকে আত্ম বোলালো। নয়ম বুক তার। রিচম্বের বুকটা লোমশ, কিছু কিছু লোম ধূসর হয়ে গেছে। কালীনেরটা সে তুলনায় শিশুদের মতো, তবে চামড়ার নিচে শক্ত সামর্থ্য পেশীর টের পাওয়া যায়। ইচ্ছে করলে সে রাসেলের ঘাড় মটকে দিতে পারবে। কয়েক মুহূর্ত ভাবলো ওরুকম ঘটলে তার কেফন লাগবে।

“তুমি জানো আমাদের একটা সমস্যা আছে।”

কলিন প্রায় হেসেই ফেলছিলো। “হ্যা, এক লোক প্রেসিডেন্টকে দেখে ফেলেছে

বৃত্ত এক মহিলাসহ। তার কাছে মহিলার আঙুলের ছাপ আর রক্তমাখা একটি চাকু আছে। এটাই আমার কাছে বড় সমস্যা মনে হচ্ছে।”

“লোকটা কেন এগিয়ে আসছে না বল্লে তোমার মনে হয়?”

কলিন কাঁধ ঝাঁকালো। লোকটার যদি বুদ্ধি থাকে তবে সে উধাও হয়ে যাবে। তার কাছে মিলিয়ন ডলার আছে। কলিন হলেও তাই করতো। তবে এই পরিমাণ টাকা ধাকলে গ্রেরিয়া তার সঙ্গে পালাতো কিনা কে জানে। এরপরই সে আবার আগের চিত্তায় চলে গেলো। হতে পারে লোকটা প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক দলের সদস্য, হতে পারে সে তাঁকেই ভোট দিয়েছে। যাইহোক না কেন, এরকম সমস্যায় কেউ নিজেকে জড়াবে না।

“হয়তো তয় পেয়ে গেছে,” অবশ্যে কলিন বললো।

“আড়ালে থেকেও কিন্তু এ কাজ করা যায়।”

“লোকটা হয়তো অতো সূক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন নয়। হতে পারে এই কাজে সে কোনো লাভ দেখতে পায়নি। সে যদি এগিয়ে আসতে চাইতো তাহলে সেটাই করতো। যদি সে সেটা করে, আমরা বুব জলদিই জানতে পারবো।”

গ্রেরিয়া বিছানায় উঠে বসলো। “চিম, আমি এনিয়ে সত্ত্ব বুব উঠিম।” তার কঠের গভীরতার জন্যে কলিনও বিছানা থেকে উঠে বসলো। “চাকুটা রাখার নিষ্কান্ত আমি এমনিতেই নিয়েছিলাম। প্রেসিডেন্ট যদি এটা জানতে পারে ...” সে তার দিকে তাকালো। কলিন তার চোখের ভাষা বুঝতে পেরে তার দু'পাশের চুলে হাত বোলাতে বোলাতে তাকে আশ্রম করলো।

“আমার কাছ থেকে তিনি কিছুই জানতে পারবেন না।”

রাসেল হাসলো। “জানি, চিম। কিন্তু এই লোকটা যদি কোনোভাবে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে তাহলে কী হবে।”

কলিনকে হতভম্ব দেখালো। “সে কেন এটা করতে যাবে?”

রাসেল তার পা দুটো বিছানা থেকে মাটির দিকে ঝুলিয়ে রাখলো। এই প্রথম কলিন মন্ত্র করলো ছোট একটা পয়সা-আকৃতির লালচে জনু দাণিরয়েছে তার ঘাড়ের পেছনে। এরপর বেয়াল করলো রাসেল উঁফ এই ঘরেও কাঁপছে।

“সে কেন এটা করতে যাবে, গ্রেরিয়া?” কলিন আবেক্ষণ্যে এসে বললো।

দেয়ালের দিকে মুখ কর্তৃ সে কথা বললো। “ক্ষেত্রাব কাছে কি মনে হয়নি এ চিঠি খোলার চাকুটা এই পৃথিবীর সবচাইতে দান্তিমস্তু? সে বলিনের দিকে ফিরে তার চুলে হাত বোলাতে বোলাতে একটু হাসলো।

“য্যাকমেইল?”

গ্রেরিয়া সামন দিয়ে মাথা দোলালো।

“তুমি একজন প্রেসিডেন্টকে কিভাবে য্যাকমেইল করবে?”

গ্রেরিয়া উঠে দাঁড়ালো। গায়ে একটা বোব জড়িয়ে আবেক গ্রাস মদ ঢামালো।

“প্রেসিডেন্ট হওয়া মানে এই নয় যে, তুমি ব্র্যাকবেইলের শিকার হওয়ার চাহ থেকে সুদৃষ্টিত থাকবে, তিনি। আরে, এতে ক'রে আরো বেশি কিছু করা যায় ...”

আন্তে ক'রে সে সোফায় বসে মনের গ্রাসটা তুলে নিলো আবার। স্বাভাবিক্সে তুলনায় বেশি মদই থাচ্ছে। তার কাঁধে একটি রাজনৈতিক দুর্যোগ চেপে বসেছে। এটা নিয়ে আগামীকাল ভাববে। এখন তার বিছানায় এক যুবক, আর নিজেকেও তার পনেরো বছর কম বয়সী জাগছে। এই যুবকের সঙ্গে প্রতিটি মুহূর্তে তার বয়স করে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। তার আসল উদ্দেশ্যের কথা সে ভুলে যাচ্ছে না। তবে তাৰ সমষ্টাও তো উপভোগ কৱছে সে।

“তুমি আমাকে দিয়ে কী কৱাতে চাও?” কলিন তার দিকে তাকালো।

রাসেল এজনেই অপেক্ষা কৱছিলো। তার দিকে মাদকতা নিয়ে তাকিয়ে এক হাত দিয়ে নিজের শরীর থেকে রোবটা খুলে মাটিতে ফেলে দিলো। এখনও অনেক সময় প'ড়ে আছে। বিশেষ ক'রে সাইত্রিশ বছর বয়সের এক মহিলার বেলায় যে কিনা এ জীবনে কোনো পুরুষের সঙ্গে সেভাবে কোনো সম্পর্ক তৈরি কৱেনি। সবকিছুর জন্যেই সময় রয়ে গেছে। মদ তার ভীতি আৰ সন্দেহকে নিঃশেষ ক'রে ফেলেছে। সেই সঙ্গে তার অতি সতর্কতা। এসবই তার খুব দৰকার। তবে আজ রাতে নয়।

“আমার জন্যে তোমার কিছু কৱার আছে। তবে সেটা তোমাকে সকালে বলবো।” সোফায় শয়ে মিষ্টি ক'রে হেসে হাত বাড়ালো সে। বাধ্য ছেলের মতো উঠে তার কাছে এগিয়ে গেলো সে। কিছুক্ষণ বাদে কেবল শিংকার আৰ উল্লাসধ্বনি শোনা গেলো। সোফাতে দুটো শরীর ব্যাকুলভাবে একে অন্যকে পেতে উদ্ধৃত হলো।

* * *

রাসেলের বাড়ি থেকে আধ বুক দূৰে বিল বাটন হাতে ডায়েট কোক নিয়ে তার স্তৰ একটি সাধারণ বনভিল গাড়িতে বসে আছে। মাঝে মাঝেই সে বাড়িটার দিকে তাকাচ্ছে যেখানে রাত সাড়ে বারোটার দিকে তার পার্টনার প্রয়োগ কৱেছে। সে চিফ অব স্টাফকে এক ঝলক দেখেছে। সে যে পোশাক পরেছে তাতে মনে হচ্ছে না এটা কোনো কাজের প্রয়োজনে সাক্ষাত। দূরপাল্লার একটা লেন্সের ক্যামেরা দিয়ে সে এমন দুটো দৃশ্যের ছবি তুলেছে যা কৱায়ন কৱার জন্যে রাস্তার খুন পর্যন্ত কৱতে চাইবে।

বাটন তার পার্টনারের গাড়ির পেছনের লাইটস্টেল দিকে তাকালো। ছেলেটা একটা ভুল কৱেছে এখানে এসে। এটা তার এবং রাসেল দু'জনের ক্যারিয়ারই শেষ ক'রে দেবে। বাটন সেই রাতের কথা মনে কৱলো। কলিন পাগলের মতো বাড়িটাতে ফিরে গেলো। রাসেলের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিলো। কেন? বাটনের মনে একটু প্রশ্ন জাগলেও সে জিজ্ঞেস কৱেনি। এৱপৰই তারা শস্যক্ষেত দিয়ে লোকটাকে তাড়া কৱেছে।

কিন্তু কলিন সেই বাড়িতে কোনো একটা কারণে গিয়েছিলো । আর সময় এসেছে সেই কারণটা জানার । একটা ষড়যন্ত্রের টের পাছে সে । যেহেতু তাকে এই ষড়যন্ত্রে বাদ রাখা হয়েছে, তাই স্পষ্টতই বোধ যাচ্ছে এতে তার লাভবান হবার কোনো সম্ভাবনা নেই । এক মুহূর্তের জন্যেও সে বিশ্বাস করে না রাসেল কেবল তার পার্টনারের জিপারের পেছনের মূল্যবান বস্তির জন্য আগ্রহী । সে ঐরকম মেয়ে নয় । সে যা কিছু করে তার একটা উদ্দেশ্য থাকে । একজন তরতাজা যুবকের কাছ থেকে অতি উত্তম সপ্তমের বাদ পাওয়া কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয় ।

আরো দু'ঘণ্টা অতিক্রম হলে বার্টন ঘড়ির দিকে তাকালো । কলিনকে সামনের দরজা খুলতে দেখে আড়ষ্ট হয়ে গেলো সে । নিজের গাড়ির দিকে হেটে গেলো কলিন । গাড়িটা চলতেই বার্টন নিজের সিটে নড়েচড়ে বসলো । সহকর্মীকে অনুসরণ করার জন্যে তার মধ্যে কিঞ্চিত অপরাধবোধ হলো । গাড়িটাকে বেশ দামি এলাকার দিকে চলে যেতে দেখলো সে ।

বার্টন বাড়িটার দিকে আবার তাকালো । লিভিংরুম থেকে আলো দেখা যাচ্ছে । অনেক রাত হয়ে গেছে, তবে মনে হচ্ছে বাড়ির কর্তৃ এখনও বেশ শক্তি রাখে । হোয়াইট হাউজে তার উদ্যমতা নিয়ে কিংবদন্তী রয়েছে । বার্টন ভাবলো এরকম উদ্যমতা সে বিছানাতেও দেখাতে পারে কিনা । দুই মিনিট পরে রাস্তাটা ফাঁকা হয়ে গেলো । বাড়ির বাতিটা এখনও জুলছে ।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১২

প্রেনটা ন্যাশনাল এয়ারপোর্টের বেইন ভানওয়ের ছোট একটা স্ত্রিপে অবতরণ করলো। একটু দূরে যাওয়ার পরই বাম দিকে মোড় নিয়ে কয়েকশো গজ অতিক্রম করলো। একগাদা ক্যারেব্রা খোলানো উদ্বিগ্ন পর্টকের নানান প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে এক নিরাপত্তা অফিসার। তার পাশ দিয়ে দ্রুত চলে যাওয়া একজন লোককে সে খেয়ালই করতে পারেনি।

মুখারের ফিরে আসাটার পেছনে উদ্দেশ্য রয়েছে। মায়ামিতে থেমে তারপর ডালাসের ফোর্টওর্থ হয়ে এখানে এসেছে সে।

একটা ক্যাব নিয়ে জর্জ ওয়াশিংটন পার্কওয়ের দিকে ছুটে চললো। আকাশ প্রতিক্রিতি দিচ্ছে আরো অনেক বৃষ্টি হবে। বিমান বন্দর থেকে বিরামাইন প্রেন উঠেছে নামছে। যেগুলো উড়ে যাচ্ছে সেগুলো কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘন মেঘের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে।

আরেকটা যুক্তের জন্যে মুখারের এই ফিরে আসা। অদ্র এবং সৎ প্রেসিডেন্ট হিসেবে এলান রিচমন্ডের যে ইমেজ সেটা মুখারের কাছে স্পষ্ট। বক্তৃতার সময়ে তার পাশে থাকা চিফ অব স্টাফই এখন মুখারের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। যে বৃক্ষলোকটি ভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলো সে আর এখন ক্রান্ত, ভয়ার্ত নয়। এক তরুণীর হত্যায়জ্ঞ তার সামনেই ঘটেছে। তার শরীরের প্রতিটি রক্তবিন্দু এখন সেই ঘৃণা কাজের সাথে জড়িতদেরকে ঘৃণা করছে।

মুখার নিজের সিটে আরাম করে বসলো। প্রেনে দেয়া কিছু ক্র্যাকার রয়ে গিয়েছিলো, সেগুলো বেতে বেতে ভাবলো গ্রোরিয়া রাসেল ভয়ের খেজাণ্টে দক্ষ কিনা।

* * *

সেদ ফ্রাঙ্ক গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো ওয়াল্টার সুলভানের বাড়ির কাজের লোকজনদের সাথে তার সাক্ষাতের ফলে দুটো কৌতুহলী জিনিস বেড়িয়ে এসেছে। প্রথমটি হলো বিজনেস এন্টারপ্রাইজ, যার সামনে এখন সে গাড়ি থায়িয়েছে। দ্বিতীয়টি প্রকাশ করা যাবে না। বেল্টওয়ের বাইরে বাণিজ্যিক এলাকাতে বিশাল একটা ভবনে অফিসটা স্থাপিত। এখানে এখন হভির ব্যবসা চলে। এটি আমেরিকান, চায়নিজ মাফিয়াদের একটা আঞ্চলিক সংস্করণ। একজন কাপেট

ক্লিনারও কাজটা অনায়াসে করতে পারে, অবশ্য ফ্রাংক জানে না, কাজটা কোনো একক বাস্তি করেছে, নাকি একটা সংঘবন্ধ দল করেছে। মনে হচ্ছে সে একটা কানাগলির দিকে ছুটে যাচ্ছে। কিন্তু এটাও ঠিক, তুমি সেটা কখনই জানতে পারবে না। তিনি মিনিটের ব্যবধানে দুটো টহলগাড়ি এসে পড়লো, কোনো অঘটন যদি ঘটে সেটা সামাজ দেবার জন্যে। ফ্রাংক তার গাড়ি থেকে বের হয়ে এলো।

“এটা হতে পারে রজার্স, বুদিজিন্স্কি এবং জেরোমে পেট্রিস। হ্যা, আগস্ট ৩০, নটা বাজে, চতুর্থ তলায়। বাড়িটা খুবই বড়। তিনি জনে কাজ করেও সারা দিন লেগেছে।” জর্জ প্যাটারসন তার রেকর্ডবুকে যখন মনোযোগ দিচ্ছে তখন ফ্রাংক অফিসের চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিলো।

“তাদের সঙ্গে কি কথা বলতে পারি?”

“পেট্রিসের সঙ্গে পারবেন। বাকি দু'জন চলে গেছে।”

“স্থায়ীভাবে?” প্যাটারসন সায় দিলো। “তারা কতোদিন ধরে আপনার সঙ্গে ছিলো?”

প্যাটারসন কর্মচারীদের খাতার দিকে তাকালো। “জেরোমে আমার সঙ্গে পাঁচ বছর ধরে আছে। সে আমার সেরা লোকের মধ্যে পড়ে। রজার্স আছে দুই সপ্তাহ ধরে। মনে হয় সে এলাকা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। বুদিজিন্স্কি আছে চার সপ্তাহ ধরে।”

“খুব অল্পদিনই থাকে দেখছি।”

“আরে, এটাই এই ব্যবসার ধরণ। এইসব লোকের প্রশিক্ষণে হাজার হাজার ডলার খরচ করা হয়, আর যখনই তৈরি হয়, তারা চলে যায়। এটা ক্যারিয়ার-টাইপ কাজ নয়। কি বললাম, বুবেছেন? এটা খুবই নোংরা কাজ। কিন্তু বিনিময়ে যা পাওয়া যায় তা দিয়ে আপনি আরাম আয়েশ করতে পারবেন না। বুবেছেন?”

“তাদের ঠিকানাগুলো তো আপনার কাছে আছে?” ফ্রাংক তার স্লাটবুকটা বের করলো।

“বললামই তো, রজার্স অন্য জায়গায় চলে গেছে। পেট্রিস আজ আছে। আপনি তার সঙ্গে কথা বলতে পারেন। আধিঘষ্টার মধ্যেই ম্যাক্সিনের জন্যে তাকে একটা কাজ ক'রে দিতে হবে। এখন সে ট্রাকে ক'রে মাল নিতে আসবে।”

“কোন্ ক্রু কোন্ বাড়িতে যাবে এটা কে ঠিক ক'রে দেয়?”

“আমি।”

“সবসময়?”

প্যাটারসন ইতস্তত করলো। “আরো কয়েকজন লোক আছে যারা বিশেষ ধরণের কাজ ক'রে থাকে।”

“দামি দামি সব এলাকাতে যারা কাজ করতে পারদর্শী?”

“জেরোমে। আপনাকে তো বলেছিই, সে হলো আমার সেরা লোক।”

“বাকি দু'জন কিভাবে তাকে কাজের দায়িত্ব দেয়?”

“জানি না। যাকে যখন পাওয়া যায়, তার ওপর নির্ভর করে।”

“আপনার কি মনে আছে এই তিন জনের মধ্যে সুলিভানের বাড়িতে যেতে বেশি আগ্রহী ছিলো কে?”

প্যাটারসন মাথা ঝাঁকালো।

“বুদিজিন্স্কির খবর কি? তার তো একটা ঠিকানা আছে আপনার কাছে?”

প্যাটারসন রেকর্ডবুক ঘাঁটলো। “এটা আরলিংটনের। জানি না, সে এখনও ওখানে আছে কিনা।”

“আমি তাদের চাকরির নিয়োগের ফাইলটা দেখতে চাই। সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার, জন্ম তারিখ, চাকরির ইতিহাস, সব কিছু।”

“স্যালি এটা আপনাকে দিতে পারবে। এই ছুকরি ডেক্সে বসে।”

“ধন্যবাদ। এসব লোকের ছবি আছে আপনার কাছে?”

প্যাটারসন এমনভাবে ফ্রাঙ্কের দিকে তাকালো যেনো সে একজন গর্দড়। “ঠাণ্টা করছেন? আরে, এটা তো এফবিআই নয়।”

“তাদের বর্ণনা তো দিতে পারবেন?” ফ্রাঙ্ক ধৈর্যের সঙ্গে বললো।

“আমার এখানে পয়ষ্টিজন কর্মচারী রয়েছে। ডাঙ্গা হবার পরও আমি এদের অনেকের চেহারা দেখতে পাই না। কিছুদিন পরই তাদের সবাইকে দেখতে একই রুকম লাগে। পেটিস মনে করতে পারবে।”

“আর কিছু কি আছে যাতে আমার সাহায্য লাগবে বলে মনে করেন?”

প্যাটারসন মাথা ঝাঁকালো। “আপনি ডাবছেন তাদের একজনই হয়তো মহিলাকে খুন করেছে?”

“আমি জানি না। আপনার কি মনে হয়?”

“আমার এরকম কিছু মনে হচ্ছে না। অস্বাভাবিক কিছু আমার চোখে পড়েনি।”

ফ্রাঙ্ক চলে যেতে উদ্যত হলেও আবার ফিরে তাকালো। “ওহ, জ্ঞানো কথা। বিগত দু'বছরে মিডলটনের যেসব বাড়িতে আপনার ফার্ম পরিষ্কারের কাজ করেছে তার সবগুলোর ঠিকানা আমি চাই।”

প্যাটারসন চেয়ার ছেড়ে ঝট করে উঠে দাঁড়ালো। “কেমন বালের প্রয়োজনে?”

“আপনার কাছে রেকর্ড আছে?”

“হ্যা, সব আছে।”

“বেশ, সেগুলো তৈরি করে আমাকে আনাবেন। তালো থাকুন।”

* * *

জেরোয়ে পেটিস একজন দীর্ঘকায় কৃষ্ণাঙ্গ, যার বয়স চান্দিশের মতো হবে, ঠোঁটে তার সারাঙ্গই সিগারেট ঝুলে থাকে। যেভাবে সে ট্রাকে পরিষ্কার করার যত্নপাতিগুলো

তুলছে সেটা ফ্রাংক প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকালো । তার নিল রঙের পোশাক বলে দিচ্ছে সে মেট্রোর একজন সিলিয়র টেকনিশিয়ান । ফ্রাংকের দিকে সে তাকালো না, কাজ করেই চললো । চারপাশে এই বিশাল গ্যারাজে অসংখ্য সাদা ভ্যান রয়েছে ।

“মি: প্যাটারনসন বলেছেন, আপনি নাকি কিছু প্রশ্ন করবেন?”

ভ্যানের সামনে এসে দাঁড়ালো ফ্রাংক । “অন্নকয়েকটা । এ বছর ৩০শে আগস্টে আপনি ওয়াল্টার সুলিভানের মিডলটনের বাড়িতে কাজ করেছেন?”

পেট্রিস ভুক্ত তুললো । “আগস্টে? আরে, দিনে আমি চারটা বাড়িতে কাজ করি । এসব আমি মনে রাখি না ।”

“এই বাড়িটা করতে সারা দিন লুঁগে যায় । মিডলটনের সবচাইতে বড় বাড়ি । রজার্স আর বুদিজিনুক্ষি আপনার সঙ্গে ছিলো ।”

পেট্রিস হাসলো । “ঠিক বলেছেন । আমার দেখা সবচাইতে বড় বাড়ি, আর ওখানে খুব খারাপ কিছু জায়গাও দেখেছি আমি ।”

ফ্রাংকও হাসলো । “আমি যখন দেখেছিলাম তখন আমারও এরকম মনে হয়েছিলো ।”

পেট্রিস একটা সিগারেট ধরালো । “এসব আসবাবপত্রগুলোই আসল সমস্যা । ওগুলো সরিয়ে কাজ করতে হয়, জিনিসগুলো বেশ ভারি ।”

“তাহলে আপনি ওখানে সারাদিনই ছিলেন?” ফ্রাংক অবশ্য প্রশ্নটা এভাবে করতে চায়নি ।

পেট্রিস শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেটে টান দিয়ে ভ্যানের দরজায় হেলান দিলো । “কাপেটগুলো কিভাবে পরিষ্কার করা হয় সে ব্যাপারে পুলিশেরা কেন আগ্রহী?”

“ঐ বাড়িতে এক মহিলা খুন হয়েছে । মনে হচ্ছে চুরি-ডাকাতির ঘটনা । আপনি কি পত্রিকা পড়েন না?”

“কেবল খেলাধূলার খবর পড়ি । আপনি ভাবছেন আমি হলাম স্মিথসব চের-ডাকাতদের একজন?”

“না, এখনও সেরকম কিছু ভাবছি না । আমি কেবল তথ্য যোগাড় করছি । ঐ বাড়িতে যারা যেতো তাদের সবার সঙ্গেই কথা বলছে এবং পরে হয়তো আমি ডাকপিয়নের কাছে যাবো ।”

“আপনি খুব মজার একজন পুলিশ । আপনি ভাবছেন মেয়েটাকে আমি খুন করেছি?”

“আপনি কাজটা করলে তো এখানে আমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে অপেক্ষা করতেন না । আপনার সঙ্গে যে দু'জন ছিলো তাদের সম্পর্কে কি জানেন?”

পেট্রিস সিগারেট শেষ ক'রে কোনো জবাব না দিয়ে ফ্রাংকের দিকে তাকালে ফ্রাংক তার নোট বুকটা বক্ষ ক'রে রাখলো ।

“আপনার কি একজন উকিল দরকার, জেরোমে?”

“আমাৰ কি এন্দৰু একজন লাগবে নাকি?”

“আমি অবশ্য তা মনে কৰছি না। তবে এটা আপনাৰ ব্যাপাৰ।”

“দেখুন। আমি মি: প্যাটারননেৱ সঙ্গে দীৰ্ঘদিন ধৰে আছি। প্ৰতিদিন কাজ কৰি, টাকা নিয়ে বাসায় চলে যাই।”

“তাহলে তো মনে হচ্ছে আপনাৰ ঘাৰড়ানোৱ কিছু নেই।”

“ঠিক। দেখুন, আমাৰ অনেক কাজ আছে। এখনে ব'সে ব'সে আপনাৰ সঙ্গে ফালতু কথা বলাৰ কোনো ইচ্ছে আমাৰ নেই, বুঝলেন?”

“বুঝেছি।”

“আমাৰ চাৰটা বাচ্চা আছে, বউ নেই। আমি সেই বাড়িতে ভাকাতি কৰিনি। সেই মহিলাৰও কিছু কৰিনি।”

“আপনাৰ কথা আমি বিশ্বাস কৰছি, জেৱোমে। আমি আসলে রঞ্জাৰ্স এবং বুদিজিন্সিৰ ব্যাপাৰে বেশি আগ্ৰহী।”

পেট্রিস গোয়েন্দাৰ দিকে কয়েক মুহূৰ্ত চেয়ে রইলো। “চলুন, একটু হাতি।”

দু'জন লোক গ্যান্নাজ থেকে বেৱ হয়ে একটা পুৱনো বুইক গাড়িৰ দিকে গেলো। পেট্রিস গাড়িৰ ভেতৱে ঢুকলে ফ্ৰাংকও তাকে অনুসৰণ কৰলো।

“দেয়ালেৰ কান আছে, জানেনই তো?”

ফ্ৰাংক মাথা নেড়ে সায় দিলো।

“ত্ৰায়ান রঞ্জাৰ্স। আমৱা ডাকি চিকনা ব'লে, কাৱণ সে খুব দ্রুত মাল তুলতে পাৱে।”

“সে দেখতে কেমন?”

“শ্ৰেতাঙ্গ, পঞ্চাশ কিংবা বেশি হবে বয়স। বেশি লম্বা না, পাঁচ ফুট আট হবে। বাচাল। তবে পৰিশ্ৰমী।”

“বুদিজিন্সি?”

“বুদি। এখানকাৰ সবাৱই ডাক নাম রয়েছে। আমি হলাম কৃকাল। ওকনো ব'লে। বুঝলেন।” ফ্ৰাংক একথাতে হাসলো। “সেও শ্ৰেতাঙ্গ, একটু বড়সড়। চিকনাৰ চেয়েও বেশি বয়স্ক হবে হয়তো। সে একটু শান্ত প্ৰকৃতিৰ বলা হবে তাই কৰবে, এৱ একটু বেশিৰ নয় কমও নয়।”

“মাস্টাৱ বেড়ৱমেৰ কাজ কে কৰেছে?”

“আমৱা সবাই কৰেছি। বিছানা আৱ বুকোজি তুলে তাৱপৱ কাজ কৰতে হয় আমাদেৱ। কয়েক টুন ওজন হবে একেকটাৱ। এখনও কোমৱ ব্যথা কৰছে।” জেৱোমে কুলারটা ছেড়ে দিলো। “আজ সকালে কোনো নাস্তা কৱা হয়নি সময়েৱ অভাৱে।” একটা কলা আৱ বিস্কুট বেৱ ক'ৱে সে বললো।

“তাৱা দু'জনে কি মাস্টাৱ বেড়ৱমে একা ছিলো কিছু সময়েৱ জন্যে?”

“ঐ বাড়িতে সবসময়ই কেউ না কেউ থাকে। ওখানে অনেক লোক কাজ কৰে।

তারা উপরের তলায় যেতেই পারে । আমি তো আর তাদেরকে চোখে চোখে রাখিনি । এটা তো আমার কাজও নয়, বুঝলেন ?”

“সেদিন রঞ্জার্স আর বুদিজিন্স্কি আপনার সঙ্গে কিভাবে কাজে এসেছিলো ?”

জেরোমে একটু ভাবলো । “আমি ঠিক বলতে পারছি না । আমি কেবল জানি বুব সকালে যেতে হয়েছিলো । তারা আমার আগে ওখানে ছিলো । কখনও কখনও এমন হয় ।”

“তাহলে তারা যদি আগে থেকেই জানে আপনি এরকম জায়গাতে বুব সকালে যাচ্ছেন, আর তারা সবার আগে এখানে এসে পড়ে, তাহলে তো তারা আপনাকে বাদ দিয়ে দিতে পারে ?”

“হ্যা, আমার মনে হয় তারা পারে । আমরা তো কেবল শরীর চাই, বুঝলেন, কি বললাম ? এরকম কাজে কোনো মাথা লাগে না, সার্জন !”

“তাদেরকে শেষবার আপনি কখন দেখেছিলেন ?”

লোকটা কলাতে কামড় বসিয়ে একটু ভেবে নিলো । “কয়েক মাস আগে, হয়তো তার চেয়েও বেশি । বুদি আগে চলে গেছে, কখনও বলেনি কেন । লোকজন আসে যায়, সবসময়ই তো এরকম হয় । যি: প্যাটারসন ছাড়া আমিই এখানে সবচাইতে দীর্ঘদিন ধরে আছি । আমার ধারণা চিকনাটাও চলে গেছে ।”

“কোথায় ?”

“তাকে কানসাস সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছিলাম আমি । কোনো কনস্ট্রাকশন কাজে । আসলে সে একজন কাঠমিন্টি । ঐ কাজ ছেড়ে এখানে এসেছিলো ।”

ফ্রাংক এসব তথ্য নোটে টুকে নিয়ে তারা আবার এক সঙ্গে গ্যারাজে ফিরে গেলো । ফ্রাংক ভ্যানটার ভেতরে তাকালো ।

“এই ভ্যানটাই তো সুলিভানের ওখানে কাজের জন্যে ব্যবহার করেন ?”

“তিনি বছর ধরে এটা আমার ভ্যান । এ জায়গার সবচাইতে সেরা গাড়ি ।”

“একই যন্ত্রপাতি রাখেন এই ভ্যানে ?”

“একেবারে ।”

“তাহলে কিছুদিনের জন্যে আপনাকে নতুন ভ্যান যোগাড় করে নিতে হবে ।”

“কি ?” জেরোমে ড্রাইভারের সিট থেকে আস্তে কর্বে দেখে এলো ।

“আমি প্যাটারসনের সঙ্গে কথা বলবো । এই গাড়িটা জৰু করা হবে ।”

“আমার বাল জৰু করবেন ।”

“না, জেরোমে, তোমার বাল আমার দরকার নেই, কেবল গাড়িটা দরকার ।”

* * *

“ওয়াল্টার, এ হলো জ্যাক গ্রাহাম । জ্যাক, ইনি হলেন ওয়াল্টার সুলিভান ।” স্যান্ডি লর্ড তার চেয়ারে বসে আছে । জ্যাক তার সঙ্গে করমর্দন করলে পাঁচ নম্বর কনফারেন্স

ক্রমের ছেষ টেবিলের চারপাশে থাকা লোকগুলো বসে পড়লো। সকাল আটটা বাজে। জ্যাক এখানে ছুটা বাজে এসেছে। এরই মধ্যে সে তিন কাপ কফি খেয়েছে, চার নাম্বার কাপে এখন কফি ঢালা হচ্ছে।

“ওয়াল্টার, জ্যাককে আমি ইউকেন চুক্তি সম্পর্কে বলেছি। এটার গঠনপ্রণালীটা ঠিক করেছি। বুব ভালো হওয়েছে। রিচমন্ড সব বোতাম ঠিক ঠিক সময়েই চেপে দিচ্ছেন। আপনার লোক ভালোই করছে।”

“সে আমার ঘনিষ্ঠতম বস্তু। বস্তুর কাছ থেকে আমি এরকমই প্রত্যাশা করি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এই চুক্তিটাতে অনেক বেশি উকিলকে জড়িয়ে ফেলছি আমরা, স্যাডি?” সুলিভান জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। রৌদ্রোজ্জ্বল দিন। সুলিভানের সাম্পত্তিক্তম চুক্তিটার ব্যাপারে নোট লিখতে লিখতে জ্যাক লোকটার দিকে এক ঝলক তাকালো। সুলিভানকে দেখে মনে হচ্ছে না সে বিলিয়ন ডলারের বিশাল ব্যবসায়ীক চুক্তির ব্যাপারে মনোযোগী। জ্যাক জানে না, লোকটার ভাবনা এখন ভার্জিনিয়ার মর্গে চলে গেছে, একটা মুখ স্মরণ করছে সে।

লর্ড যখন জ্যাককে এই বিশাল কর্মসূজে দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি হিসেবে নিযুক্ত করলো তখন তার দম বক্স হয়ে গিয়েছিলো। কয়েকজন সিনিয়র পার্টনারকে ডিঙিয়ে এটা করা হয়েছে। এখন অবশ্য জ্যাক ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। তার এই অবস্থানের ব্যাপারে অপরাধবোধে ভুগতে ভুগতে জ্যাক ক্লান্ত হয়ে গেছে। এটা হলো জ্যাকের সামর্থ্য পরীক্ষা করার জন্যে লর্ডের একটি পদক্ষেপ। তো, সে যদি চুক্তিটা বাগাতে চায় তবে জ্যাক তাই করবে।

“জ্যাক হলো আমাদের এখানকার সেরা এটর্নির একজন। সে বল্ডউইনদের আইনী ব্যাপারগুলোও দেখাশোনা করে।”

সুলিভান তাদের দিকে তাকালো। “র্যানসম বল্ডউইন?”

“হ্যা।”

সুলিভান এবার ভিন্নভাবে জ্যাককে মূল্যায়ন করলো বলৈ মনে হলো। তারপর আবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো।

“আমাদের সুযোগের জানালাগুলো যেভাবেই হোক আজকাল সংকীর্ণ হয়ে উঠছে,” লর্ড আবার বলতে লাগলো। “আমাদেরকে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে কিয়েভ যেনো জানে তাদেরকে কী করতে হবে।”

“আপনি কি এটা সামলাতে পারবেন না?”

লর্ড জ্যাকের দিকে চেয়ে সুলিভানের দিকে তাকালো। “অবশ্যই আমি এটা সামলাতে পারবো, ওয়াল্টার, কিন্তু আপনি এখন বিরাট একটা ধাক্কা খেয়েছেন। তাই আপনার কাজ কমিয়ে দিতে চাই। যদিও আপনাকে বড় একটা ভূমিকা পালন করতে হবে। আপনার এ কাজে অংশগ্রহণ থাকতে হবে। সবদিক থেকেই।” সুলিভান একটুও নড়লো না।

“ଶ୍ରୀମତୀର, ଏଟା ଆପନାର କ୍ୟାରିଆରେର ଏକଟା ଗୌରବଜନକ ଖୁବୁଟ ହବେ ।”

“ଏଟା ଆପନି ସବାର ଶେଷେ ବଲବେନ ।”

“ଆପନି ବେଶ ଭାଲୋ ଅବଶ୍ଵାନେ ଚଲେ ଯେତେ ପାରବେନ,” ଲର୍ଡ ପାଲ୍ଟା ବଲଲୋ ।

ଅବଶେଷେ ସୁଲିଭାନ ତାର ବ୍ୟାପରେ ମୃଦୁଯର ଖବରଟା ଶୋନାର ପର ଏହି ପ୍ରଥମ ହାସଲୋ ।

ଲର୍ଡ ଏକଟୁ ସଂତି ପେଯେ ଜ୍ୟାକେର ଦିକେ ତାକାଲୋ । ଏଟା ତାରା ରିହାର୍ସେଲ କରେଛିଲୋ କମ୍ବେକବାରଇ ।

“ଆମି ବଲବୋ ଆପନି ଜ୍ୟାକେକେ ନିଯେ କିଯେଭ-ଏ ଯାନ । ସଠିକ ହାତେର ସଙ୍ଗେ କରମର୍ଦନ କରନୁ, ତାଦେରକେ ଦେଖିଯେ ଦିନ ଏଥି ଟ୍ରେନଟା ଆପନାର ନିୟମଣେଇ ଆଛେ । କ୍ୟାପିଟାଲିଜମ ଏଥିଓ ତାଦେର କାହେ ନତୁନ ଏକଟି ଖେଳା ।”

“ଆର ଜ୍ୟାକେର ଭୂମିକା?”

ଲର୍ଡ ଜ୍ୟାକେର ଦିକେ ଫିରିଲୋ ।

ଜ୍ୟାକ ଉଠେ ଜାନାଲାର କାହେ ଗେଲୋ । “ମି: ସୁଲିଭାନ, ଆମି ଆଟଚିଲିଶ ଘଣ୍ଟା ଧରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିର ବ୍ୟାପାରେ ସବକିଛୁ ଭାଲୋଭାବେ ଦେଖେଛି । ଏହି ଫାର୍ମେର ବାକି ଆଇନଜୀବିରା ଟୁକରୋ ଟୁକରୋଭାବେ ଏହି ଚୁକ୍ତିର ଉପର କାଜ କରେଛେ । ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୟାନ୍ତିର କଥା ଆଲାଦା । ଆମାର ମନେ ହୁଯ ନା, ଏହି ଫାର୍ମେ ଆମାର ଚେଯେ ଅନ୍ୟ କେତେ ଆପନାର ଚାହିଦା ଭାଲୋଭାବେ ମୋଟାତେ ପାରବେ ।”

ସୁଲିଭାନ ଆପେକ୍ଷି କରେ ଜ୍ୟାକେର ଦିକେ ତାକାଲୋ । “ଏଟା ତୋ ଦେଖି ଖୁବଇ ଜୋରଦାର ବକ୍ତବ୍ୟ ।”

“ଏହି ଚୁକ୍ତିଓ ଖୁବ ଜୋରଦାର ଏକଟା ଜିନିସ, ସ୍ୟାର ।”

“ତାହଲେ ଆପନି ଜାନେନ ଆମାର ଚାହିଦା କି?”

“ହ୍ୟ, ସ୍ୟାର ।”

“ତାହଲେ ଆପନି କୀ ଭାବଛେନ ସେଟୋ ଆମାକେ ଅବଗତ କରଛେନ ନା କେନ୍ତା?” ସୁଲିଭାନ ବୈଶେ ପଡ଼ିଲୋ । ହିର ଦୃଷ୍ଟିତେ ଜ୍ୟାକେର ଦିକେ ତାକିଯେ ଆଛେ ସେ ।

ଜ୍ୟାକ ମୋଟେ ଘାବଡ଼ାଲୋ ନା । “ଇଉକ୍ରେନେର ରଯେଛେ ବିଶାଳ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ । ଏହି ପୃଥିବୀର ଭାରି ଶିଲ୍ପର ଯାବତୀୟ ବନ୍ଦିଇ ତାଦେର ସମ୍ପଦେର ମଧ୍ୟେ ଆଛେ । ମୂଳ ବିଷୟ ହଲୋ ଏହି ସମ୍ପଦ ଇଉକ୍ରେନ ଥିକେ କିଭାବେ କତୋ କମ ଖରଚ ଆବଶ୍ୟକ ଝୁକିତେ ବେର କରେ ଆନା ଯାଇ ସେ ଦେଶର ବର୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟେର ବିଷେଚନାୟ ।”

ସୁଲିଭାନ ଏକଟୁ ନଡ଼େଚଢ଼େ ବୈଶେ କଫିତେ ଚମ୍ପକ ଦିଲ୍ଲୋବ

ଜ୍ୟାକ ଆବାର ବଲତେ ଲାଗିଲୋ । “ଆପନି କାହିଁହନ୍ତି କିଯେଭ ଏଟା ବିଶ୍ୱାସ କରନୁ ଯେ ଆପନାର କୋମ୍ପାନିର ରଣ୍ଟାନୀ ଇଉକ୍ରେନେର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣେର ସଙ୍ଗେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହବେ । ଆମାର ଧାରଣା ଦୀର୍ଘମେଯାଦୀ ଏକଟା ବିନିଯୋଗ ଆପନି ଚାହେନ ନା ।”

“ଆମି ଆମାର ଯୌବନେର ବିଶାଳ ଏକଟି ଅଂଶ ଏହି ଲାଲଦେରକେ ଡଯ କରେ କାଟିଯେଛି । ଆମି ମନେ କରି କମିଉନିସ୍ଟଦେରକେ ଯତୋ ବେଶ ଶୋଷଣ କରତେ ପାରବୋ ତତୋ ବେଶ ଦେଶପ୍ରେମିକ ଆମି ।”

জ্যাক বললো, “একদম ঠিক, স্যার। ‘শোষণ’ হচ্ছে যথার্থ শব্দ। নিজে থেকেই সেটা ধর্ম হবার আগে কারাকাসকে শোষণ করুন ...” জ্যাক দু'জন মানুষের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে একটু ধামলো। লর্ড হাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তার মুখ দেখে কিছু বোৰা যাচ্ছে না।

সুলিভান চাঙ্গা হলো। “বলে যান। আপনি সবচাইতে মজার অংশটার দিকে যাচ্ছিলেন।”

“মজার অংশটা হলো কিভাবে চুক্তি করলে সুলিভান এবং তার কোম্পানি কোনো ধরণের বাজে প্রচারণা পাবে না এবং বেশি সুবিধা লাভ করবে। আপনি হয় চুক্তির দালাল হবেন অথবা আপনি সরাসরিই ইউক্রেন থেকে কিনতে পারেন এবং তা বহুজাতিক কোম্পানির কাছে বিক্রি করতে পারেন।”

“ঠিক। প্রকারভাবে দেশটা ফতুর হয়ে যাবে। আমি দুই বিলিয়ন ডলার নিট মুনাফা করতে পারবো।”

জ্যাক আবারো লর্ডের দিকে তাকালো। সে এখন তাদের দিকেই তাকিয়ে আছে গভীর ঘনোয়েগের সঙ্গে। এটাই হলো আওটা, আটকে রাখার জন্যে। জ্যাক কেবলমাত্র গতকালকেই এটা নিয়ে জ্ঞেবেছে।

“তাহলে ইউক্রেন থেকে নেয়া হবে না কেন?” জ্যাক ধামলো। “এটা করলে আপনি একই সময়ে তিনিশ বেশি লাভ করতে পারবেন।”

সুলিভান তার দিকে হিঁর চেয়ে আছে। “কিভাবে?”

“আইআরবিএম। মাঝের পাত্র ক্ষেপণাস্ত্র। ইউক্রেনের কাছে ভূরি ভূরি আছে। ১৯৯৪’র অস্ত্রনির্দ্ধারণ চুক্তি ভেঙে পড়লে এইসব পারমাণবিক অস্ত্রগুলো পর্যবেক্ষণের কাছে আবারো মাঝে ব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।”

“তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছন কি? আমি এইসব ক্ষালতু জিনিস কিনবো? এসব বুদ্ধি মাল নিয়ে আমি করবেটা কি?”

জ্যাক দেখলো লর্ড অবশ্যে সামনের দিকে ঝুঁকে এসেছে। তার আবারো সে বলতে লাগলো। “আপনি সেগুলো কিনবেন বুব সন্তান, হয়তো আধ মিলিয়নে, কাঁচামাল দিক্রি করে এব একটা অংশটা ব্যাথার করবেন। ডলার ব্যাথার করে সেগুলো আপনি কিনবেন। এতে করে ইউক্রেন তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস বিশ্বাস্তা থেকে কিনে নিতে পারবে।”

“সন্তান কিভাবে? মধ্যপ্রাচ্যের প্রাণিটি দেশই ওগুলো নিয়ে নেবে।”

“ইউক্রেন তো তাদের কাছে দিক্রি করতে পারবে না। জি-৭ দেশগুলো এটা করবে অনুমোদন করবে না। এটা করলে তাদেরকে ইইউ থেকে বাদ দেয়া হবে, বাকি পশ্চিমা বাড়ার থেকেও বিদায় করা হবে। তারা মরে যাবে।”

“তাহলে আমি সেগুলো কিনে কার কাছে দিক্রি করবো?”

জ্যাক না হেসে পারলো না। “আবাদের কাছে। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে। এগুলো

সর্বনিম্ন মূল্য হলো ছয় বিলিয়ন ডলার। ওসবে রয়েছে পুটোনিয়াম। অমূল্য জিনিস। আপনার সঙ্গে কিয়েভের সুসম্পর্কই এটা নিশ্চিত করতে পারে। তারা আপনাকে তাদের আণকর্তা হিসেবে দেববে।”

সুলিভান খিম মেরে গেলো। উঠে দাঁড়িয়ে ভালোভাবে ভাবতে লাগলো। তার কাছেও এই পরিমাণ টাকা বিশাল কিছু। কিন্তু তার তো যথেষ্ট টাকা রয়েছে। তবে পারমাণবিক অস্ত্র একটা এলাকা থেকে সরিয়ে ফেললে ভারসাম্য নষ্ট হবে যা এই পৃথিবীর চরম ...”

“এটা কার আইডিয়া?” প্রশ্নটা করার সময় সুলিভান লর্ডের দিকে তাকালো। লর্ড জ্যাকের দিকে ইঙ্গিত করলো।

সুলিভান নিজের চেয়ারে বসে জ্যাকের দিকে তাকালো। আচমকাই সে চেয়ার ছেড়ে চট ক'রে উঠে দাঁড়ালে জ্যাক চম্কে গেলো। বিলিয়নার শক্ত ক'রে জ্যাকের হাতটা ধরলো। “আপনি যাচ্ছেন, সঙ্গে আমি গেলে কি কিছু মনে করবেন?”

লর্ড খুশি হয়েছে বোধ গেলো। জ্যাক হাসি থামাতে পারলো না।

সুলিভান চলে যাবার পর জ্যাক আর স্যান্ডি টেবিলে বসলো।

অবশেষে স্যান্ডি বললো, “আমি বুঝতে পারছি এটা কোনো সহজ কাজ হবে না। তোমার কি মনে হচ্ছে?”

জ্যাক না হেসে পারলো না। “মনে হচ্ছে হাইকুলের সবচাইতে সুন্দরী মেয়ের সাথে ঘূর্মিয়েছি। সারা শরীরে শিহরণ লেগে আছে।”

লর্ড হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালো। “তুমি বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম নাও। সুলিভান হয়তো গাড়ি থেকেই তার পাইলটকে ফোন করবে। অস্ততপক্ষে আমরা তার মনটা ঐ মাগির দিক থেকে ফেরাতে পেরেছি।”

জ্যাক ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলো বলে শেবের কথাটা শুনতে পেলো না। অনেক দিন বাদে তার খুব ভালো লাগছে। কোনো দুঃখিতা নেই, কেবল স্মৃতিস্নান আর সম্ভাবনা। সীমাহীন সম্ভাবনা।

সেই রাতে প্রবল উচ্ছ্঵াস নিয়ে জেনিফার বন্ডউইনকে সব খুলে বললো। এরপরই ঠাণ্ডা শ্যাম্পেইন আর চিংড়ি মাছ ভাজা খেয়ে তারা দু'জন পরিষ্কার হবার পর সবচাইতে উদ্বামপূর্ণ সঙ্গমটি উপভোগ করলো। এবার আর জ্যাকের কাছে উচু ছাদ আর ম্যুরাল একটুও বিরক্তিকর বলে ঠেকলো না। সত্যি বলতে কিন্তু এসব পছন্দ করতে শুরু করেছে।

অধ্যায় ১৩

হোয়াইট হাউজ প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ আন অফিশিয়াল চিঠি পেয়ে থাকে। প্রতিটি চিঠি ভালো করে খতিয়ে দেখা হয়। এজন্যে হোয়াইট হাউজে নিজস্ব স্টাফ রয়েছে, সিক্রেট সার্ভিসের লোকেরা সেইসব চিঠি বিশ্বেষণ করে থাকে নিয়মিত।

দুটো চিঠি গ্রোরিয়া রাসেলকে উল্লেখ করে মেখা হয়েছে। এটা একটু অস্বাভাবিকই, কেননা এ ধরণের চিঠির প্রায় সবগুলোই প্রেসিডেন্টকে উদ্দেশ্য করে মেখা হয়। কিছু মেখা হয় তাঁর পরিবার পরিজনদের কাছে।

দুটোই হাতে মেখা। খামগুলো সাদা এবং বেশ সস্তা। খুবই সহজলভ্য। রাসেল চিঠিগুলো হাতে পেলো বারোটার দিকে। এগুলো পাবার আগে তার দিনটা খুব চমৎকারই যাচ্ছিলো। একটার ভেতরে এক টুকরো কাগজ আর অন্যটার ভেতরে এমন একটা জিনিস আছে যেটার দিকে সে কয়েক মিনিট চেয়ে রইলো। কাগজে লেখা আছে :

প্রশ্ন : বড়সড় অপরাধ এবং বাজে কাজ কি করা হয়েছে? উত্তর:
আমার মনে হয় না জিনিসটা আপনি খুঁজে পাবেন। সেই
মূল্যবান জিনিসটা আছে আমার কাছে, আরো চিঠি পাবেন।
নিজের নাম লিখলাম না, আপনার একজন অজ্ঞাত ভক্ত।

এটা গ্রোরিয়া প্রত্যাশা করলেও, আকুলভাবে এর জন্যে অপেক্ষা করলেও, এই চিঠিটা প'ড়ে তার বুক ধরফর করছে। এক গ্লাস পানি খেয়ে চিঠিটা কাঁপা কাঁপা হাতে ধরে রাখলো। এরপর তাকালো দ্বিতীয় বস্তুটির দিকে। একটা ছুঁধি। চিঠি খোলার চাকুটার ছবি দেখে দৃঢ়সহ সেই রাতের কথা মনে প'ড়ে গোলো তার। চেয়ারের হাতলটা শক্ত করে ধরলো গ্রোরিয়া। অবশ্যে তাহলে ঘটনাটা ঘটলো।

“অন্ততপক্ষে সে একটা দরকষাকষি করতে চায়,” কলিন ছবি আর চিঠিটা রেখে চেয়ারে বসে বললো। গ্রোরিয়ার বিবর্ণ-ফ্যাকাশে মুখটা দেখে সে অবাকই হচ্ছে। মহিলা এরকম পরিস্থিতি সামলাতে পারবে কিন্তু কে জানে।

“হয়তো। আবার এও হতে পারে, এটা একটা চাল।”

কলিন মাথা ঝাঁকালো। “আমার তা মনে হচ্ছে না।”

“কেন নয়?” রাসেল দুচোখ ঘষে বললো।

“এভাৱে কেন চাল চালবে? সত্যি বলতে কী, চালই বা হবে কেন? তাৱ কাছে যা আছে তা দিয়ে আমাদেৱকে শেষ ক'ৱে দিতে পাৱে। চাল চালাৰ তো কোনো দৱকাৱ নেই। সে আসলে টাকা-ই চায়।”

“হয়তো সে সুলিভানেৱ আত্মানা থেকে কয়েক মিলিয়ন পেয়েছে।”

“হতে পাৱে। তবে এ ব্যাপাৱে আমৱা কিছুই জানি না। হয়তো সে এটা মুকাতে পাৱছে না। হয়তো সে অসম্ভব লোভী একজন। এমন লোক পৃথিবীতে প্ৰচুৱ আছে।”

“আমাকে একটু মদ খেতে হবে। তুমি কি আজ রাতে আসতে পাৱবে?”

“কানাডিয়ান রাষ্ট্ৰদূতেৱ সঙ্গে প্ৰেসিডেন্টেৱ ডিনাৱ আছে।”

“ধ্যাত্। তোমাৱ জ্যায়গায় কাউকে দায়িত্ব দিতে পাৱো না?”

“হয়তো পাৱবো, যদি তুমি একটু কলকাঠি নাড়ো।”

“ধৰে নাও কলকাঠি নেড়েছি। তোমাৱ কি ঘনে হয়, কতো জলদি আবাৱ সে যোগাযোগ কৱবে?”

“তাকে তো খুব বেশি উদ্বিঘ্ন ঘনে হচ্ছে না। যদিও সে একটু সতৰ্ক আচৱণ কৱছে। তাৱ জ্যায়গায় আমি হলে তা-ই কৱতাম।”

“দারুণ। তাহলে তাৱ কাছ থেকে কিছু পাৱাৱ আগে আমি দুই প্যাকেট মেষ্টল সিগাৱেট খেয়ে শেষ কৱতে পাৱি। ততোক্ষণে তো আমি ফুসফুসে ক্যাসাৱেই মাৱা যাবো।”

“সে যদি টাকা চায় তবে তুমি কী কৱবে?” জানতে চাইলো কলিন।

“সেটা নিৰ্ভৱ কৱছে কি পৱিমাণ চাইছে তাৱ ওপৱ, টাকা দেয়াটা খুব বেশি কঠিন কাজ হবে না।” এখন তাকে একটু শাস্ত ঘনে হচ্ছে।

কলিন চলে যাবাৱ জন্যে উঠে দাঁড়ালো। “তুমি হলে বস্।”

“টিম?” রাসেল তাৱ দিকে এগেলো। “আমাকে কিছুক্ষণ জড়িয়ে ধৰে রাখো।” তাকে জড়িয়ে ধৰলে কলিনেৱ বগলেৱ নিচে শক্ত পিস্তলটা টেৱ পেলো।

“টিম, সে যদি টাকা না চেয়ে অন্য কিছু চায়। যদি আমৱা সেটা ফিরে পেতে না পাৱি।”

কলিন তাৱ দিকে তাকালো।

“তাহলে সেটা আমি সামলাবো।” রাসেলেৱ মেটে আঙুল বুলিয়ে সে চলে গেলো।

* * *

হলওয়েতে বাট্টনেৱ সঙ্গে কলিনেৱ দেখা হয়ে গেলো।

বাট্টন যুবকেৱ পা থেকে মাথা পৰ্যন্ত দেখলো। “রাসেলেৱ কি হয়েছে?”

“ঠিক আছে এখন।” কলিন হাটতে হাটতে বললো। বাট্টন তাৱ হাতটা ধৰে টান মেৰে তাকে থামালো।

“আরে, এসব হচ্ছে কি, টিম?” কলিন তার শক্ত হাতটা থেকে নিজেকে ধর্ঘন নিলো।

“এই জায়গায় এসব কথা বলা যাবে না, বিল।”

“তাহলে বলো, কোথায় এবং কবন বলবে, আমি সেখানে চলে যাবো, দয়ন তোমার সঙ্গে আমার কথা বলতে হবে।”

“কি বিষয়ে?”

“আরে ছোক্ৰা, তুমি আমার সাথে বালেৱ খেলছো, বুঝলে?” একটা ঘটক মেৰে কলিনকে এক কোণে নিয়ে গেলো সে। “আমি চাই, তুমি ঐ মহিলা সম্পর্কে সত্য এবং পরিষ্কার ধাৰণা নাও। সে তোমাকে কিংবা আমাকে কিছু দেবে না। আমাদেৱ নিয়ে সে ভাবেও না, সে কেবল নিজেৱ পাছা বাচানোৱ চিন্তা কৰছে। আমি জানি না ঐ মহিলা তোমার মাথায় কোন্ গল্প চুকিয়ে দিয়েছে। আৱ তুমিই বা সেটা নিয়ে কী ভাবছো। কিন্তু আমি তোমাকে বলছি, সাবধানে থেকো। তুমি তার জন্যে উজাড় হয়ে কিছু কৰো সেটা আমি চাই না।”

“তোমার দুশ্চিন্তাটা আমি বুঝি, আমার ভালোৱ জন্যেই বলছো কিন্তু আমি জানি আমি কী কৰছি, বিল।”

“বোৰো তুমি? চিফ অব স্টাফকে যৌনসূৰ্য দেয়াটা কি তোমার সিক্রেট সার্ভিসেৱ দায়িত্বেৱ মধ্যে পড়ে? এই কথাটা তুমি আমাকে কোন্ য্যানুয়ালে দেখাতে পাৱবে? আমি সেটা পড়তে চাই। আৱ আমাকে তুমি একটু বলবে কি ঐ বাড়িতে ফিৰে গিয়েছিলাম কোন্ কাৱণে। কাৱণ, আমৰা সেটা পাইনি। কে পেয়েছে তা মনে হৰ আমি জানি। আৱে, আমিও তো ঐ ঘটনায় জড়িয়ে গেছি, টিম। তাই জানতে চাইছি।”

একজন সহকাৰী তাদেৱ দিকে আসতে থাকলে তাৱা চুপ মেৰে গেলো। বার্টন তার দিকে তাকিয়ে হাসলো।

“আৱে টিম, আমার জায়গায় তুমি হলে কী কৰতে?”

কলিন তার দিকে তাকিয়ে একটু শান্ত হলো। তাই তেন্তে সে যদি বার্টনেৱ জায়গায় হোতো তবে কি কৰতো? উন্নৱটা খুব সহজ। সে পাছায় লাখি মেৰে কথা আদায় কৰতো, বার্টন তার বক্স, এটা সময়ে প্ৰমাণিত হয়েছে। আবাৱো প্ৰমাণিত হলো। বার্টন রাসেল সম্পর্কে যা বলেছে সম্ভবত সেটা সত্য। নৱম মাংস আৱ যৌনতাৰ স্বাদ পেলেও কলিনেৱ যুক্তিবুদ্ধি একেবাৱে স্লোপ পায়নি।

“এক কাপ কফি খাবাৱ সময় তোমার হবে, বিল?”

* * *

ফ্ৰাঙ্ক দুটো সিঁড়ি উঠে ডান দিকে ঘুৰে ক্রাইম-ল্যাবেৱ দৱজাটা খুললো। লৱা সাইমন ক্ষ্যাপাটে হওয়া সত্ত্বেও ঘৱটা বেশ সাজানো গোছানো। ফ্ৰাঙ্ক কল্পনা কৰতে পাৱলো

ଲାଗାର ବାଡ଼ିଟା ଦୁଟୋ ଛୋଟ ବାଢ଼ା ଥାକାର ପରା ସାଜାନୋ ଗୋଛାନୋ ଆର ପରିପାଟିଇ ହବେ ।

ଧରେର ଏକ କୋଣେ ମାଇକ୍ରୋଫୋପେର ନିଚେ କୀ ଯେନୋ ଦେଖିବେ ଲାଗା ।

“ତୁମି ଫୋନ କରେଛିଲେ?” ଫ୍ରାଂକ ତାର ଦିକେ ଝୁକେ ବଲଲୋ । କାଂଚେର ସ୍ଲାଇଡେ ଏକଟା ହେଟ ବସ୍ତୁ ରାଖା ଆଛେ । ଏବରମ ହେଟ ଜିନିସ ନିୟେ ମାଇକ୍ରୋଫୋପେ ସାରାଦିନ ଦେଖାର ଅଳ୍ପ ସେ ଚିନ୍ତାଓ କରିବାରେ ପାରେ ନା । ତାଦେର ତଦନ୍ତକାଜେ ଲାଗାର ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଭୂମିକାଟା ସେ ଭାଲୋ କରେଇ ବୋବେ ।

“ଏଟା ଦ୍ୟାବୋ ।” ସାଇମନ ଲେଙ୍ଗେର ଦିକେ ଇନିତ କରଲୋ । ଫ୍ରାଂକ ଚଶମାଟା ଝୁଲେ ମାଇକ୍ରୋଫୋପେ ଚୋଖ ରାଖଲୋ । ଭାଲୋ କରି ଦେଖେ ଚୋଖ ସରାଲୋ ସେ ।

“ଲାଗା, ଆମି ଏଟା ଦେଖେ କଥନ୍ତି ବୁଝିବୋ ନା ଜିନିସଟା କି, ତୁମି ଭାଲୋ କରେଇ ଆନୋ । ଏଟା କି, ଲାଗା?”

“ସୁଲିଭାନେର ଶୋବାର ଘରେର କାର୍ପେଟେର ଏକଟା ନମୁନା ।”

“ଏଟାର ବିଶେଷତ୍ବ କି?”

“ଶୋବାର ଘରେର କାର୍ପେଟୀଟା ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ । ପ୍ରତି ବର୍ଗଫୁଟେର ମୂଲ୍ୟ ହବେ ଦୁଶୋ ଡଳାର । ଶୋବାର ଘରେଟା କାର୍ପେଟେ ମୁଡିତେ ପ୍ରାୟ ଆଡ଼ାଇ ଲକ୍ଷ ଡଳାର ଲେଗେଛେ ।”

“ହାୟ ଟୈଶ୍ଵର!” ଫ୍ରାଂକ ଆରେକଟା ଗାମ ମୁଖେ ଦିଲୋ । ସିଗାରେଟେ ଛେଡି ଦେବାର ଚଢ଼ୀ କରିବେ, କାରଣ ଏତେ କରି ଦାତ ନଷ୍ଟ ହେଁ ଯାଏ ଆର କୋମର ପ୍ରସାରିତ ହଜେ । “ଆଡ଼ାଇ ଲକ୍ଷ ଡଳାରେର ଓପର ତୁମି ହାଟିବେ?”

“ଏଟା ଖୁବଇ ଟେକସଇ । ଅବିଶ୍ୱାସ୍ୟ ରକମେର ଟେକସଇ । ଏଟାର ଓପର ଦିଯେ ତୁମି ଏକଟା ଟ୍ୟାଂକ ଚାଲାଲେଓ କିଛୁ ହବେ ନା ।”

“ପୁରନୋ? ବାଡ଼ିଟା ତୋ ମାତ୍ର କରେକ ବହର ଆଗେର ।”

“ଓୟାଟ୍ଟାର ସୁଲିଭାନକେ ଯଥନ ଐ ମୃତ ମେଯେଟି ବିଯେ କରି ତଥନକାର ସମୟେର ।”

“ଓହ୍ ।”

“ମେଯେରାଇ ଏସବ ଘରଦୋଡ଼ ସାଜାଯ, ସେଦ । ଆସଲେ କାର୍ପେଟେର ବ୍ୟାପାରର ବେଶ ଭାଲୋ ରୁଚିଇ ଛିଲୋ ।”

“ଠିକ ଆଛେ । ତୋ, ତାର ଏହି ଭାଲୋ ରୁଚି ଆମାଦେରକେ କୋଥାମେ ନିୟେ ଯାବେ?”

“ଆଶଗୁଲୋର ଦିକେ ଆବାର ତାକାଓ ।”

ଫ୍ରାଂକ ଏକଟା ଦୀର୍ଘଶ୍ଵାସ ଫେଲେ ତାର କଥାମତେ ମାଇକ୍ରୋଫୋପେ ଚୋଖ ରାଖଲୋ ।

“ମାଥାର ଓପରକାର ଅଂଶ୍ଟୁକୁ ଦେଖେଛୋ? ଓଗୁଲୋ କୁଟୀ ହେଁବେ । ମନେ ହଜେ ନା ଖୁବ ଧାରାଲୋ କାଂଚି ଦିଯେ କରା ହେଁବେ । ଆମି ତୋ ଅଟେଇ ବଲେଇ ଏହି ସବ ଆଶ ଲୋହାର ମତେ ଶକ୍ତ, ତାଇ କାଟିବେ ଗିଯେ ଏବଜ୍ଜୋଥେବଜ୍ଜୋ ହେଁବେ ଗେଛେ ।”

ତାର ଦିକେ ତାକାଲୋ ସେ । “କେଟେଛେ? ଏଟା କେନ କରା ହବେ? ଏଗୁଲୋ କୋଥାକାର?”

“ବିଛାନାର ପାଶେର ଅଂଶ ଥେକେ ଯେ ନମୁନାଗୁଲୋ ନେଯା ହେଁବେ, ସେ ଜାଇଗାର ।

“ତୁମି କାର୍ପେଟେର ଜୋଡ଼ା ଲାଗା ଅଂଶ ଥେକେ ଏଟା ପେଯେଛୋ?”

“ହ୍ୟା । ବିଛାନାର ନିଚେ, ବାମ ପାଶେ ।”

ফ্রাংক সাইমনের পাশে ব'সে পড়লো ।

“এটাই কেবল নয়, একটা টুকরোতে আমি সলভেন্ট জাতীয় জিনিসের অঙ্গ পেয়েছি। দাগ মোছার কাজে ব্যবহৃত তরল ।”

“এটা হয়তো সর্বশেষ কার্পেট পরিষ্কার করার সময় হয়েছে। অথবা চাকরবাদৰ কিছু ফেলে দিয়ে ছিলো ।”

সাইমন মাথা ঝাঁকালো। “আহ। ক্লিনিং কোম্পানিগুলো স্টিম সিস্টেম ব্যবহৃত করে। দাগ মোছার জন্যে তারা ব্যবহার করে বিশেষ ধরণের অর্গানিক সলভেন্ট। আমি চেক করেছি। এটা পেট্রোলিয়াম জাতীয় সলভেন্ট। চাকরবাকরেরা এটা ব্যবহার ক'রে থাকে প্রস্তুতকারকদের নির্দেশনায়। এটাও অরগানিক জাতীয়। পেট্রোলিয়াম জাতীয় সলভেন্ট কার্পেটের ক্ষতি ক'রে থাকে ।”

“তাহলে অনুমান করা যায় অপরাধী আঁশ তুলে ফেলেছে কারণ ওতে কিছু মেগে গিয়েছিলো, তাই না?”

“আমি যে নমুনাটি পেয়েছি সেটাতে নয়, সে এটা করেছে যাতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে কোনো কিছু ফেলে যাওয়া হয়নি, সেজন্যে ।”

“ঐ কার্পেটে কি থাকতে পারে যার জন্যে এক সেন্টিমিটার আঁশ কেঁটে ফেলা হবে?”

সাইমন এবং ফ্রাংক এই বিষয়টা নিয়ে কয়েক মুহূর্ত ভাবলো।

“রক্ত,” সাইমন চট ক'রে বললো।

“নিহতের নয় নিশ্চয়। আমার যতোটুকু মনে আছে ঐ জায়গার কাছাকাছি মেয়েটা ছিলো না।” ফ্রাংক আরো বললো, “আমার মনে হয় আরেকবার দ্যাখো, লরা।”

দেয়ালে একটা জিনিস ঝুলিয়ে রেখে সে বললো, “তুমি আসার আগে এটাই আমি করতে যাচ্ছিলাম।”

“স্মার্ট মেয়ে।”

* * *

গাড়িতে ক'রে যেতে ত্রিশ মিনিট সময় লাগলো। জানালার কাঁচ নামিয়ে দিয়ে ফ্রাংক তার মুখে বাতাসের ঝাপটা লাগতে দিলো।

ফ্রাংকের নির্দেশে শোবার ঘরটা বক্স করেই রাখা আছে।

ফ্রাংক ওয়াল্টার সুলিভানের শোবার ঘরের এক পাশ থেকে সাইমনকে দেখতে লাগলো। সে কিছু রাসায়নিক বস্তু মিশিয়ে একটা প্লাস্টিকের টিউবে ঢেলে ফলাফল দেখলো। এরপর ফ্রাংক সাইমনের তোয়ালেটা দরজার নিচ দিয়ে দিতে এবং জানালাতে বাদামী প্যাকিং কাগজ লাগাতে সাহায্য করলো। জানালার ভারি পর্দাটা বক্স ক'রে দিলো তারা। সব ধরণের প্রাকৃতিক আলো যাতে এ ঘরে না আসতে পারে তার ব্যবস্থা করা হলো।

ফ্রাংক ঘরটা আরো একবার নিরীক্ষণ করলো। সে আয়না, বিছানা, জানালা, ক্লোসেট এবং নাইটস্ট্যাভের দিকে তাকালো, যেখান থেকে প্লাস্টার নেয়া হয়েছে সেদিকেও তাকালো। অবশ্যে ছবিটার দিকে তার চোখ গেলো। তার আবারো মনে পড়ে গেলো ক্রিস্টিন সুলভান খুবই সুন্দরী মহিলা ছিলো। ছবিতে সে বিছানার পাশে একটা চেয়ারে বসে আছে। তার বাম দিকে নাইটস্ট্যাভটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

সে ছবিটা নামিয়ে রেখে সাইমনের ফুইডটার কি অবস্থা সেটা দেখতে লাগলো। ছবিটার দিকে আবার তার চোখ গেলো।

“এই জিনিসটাকে কি বলে, লরা?”

“মুমিনল। অনেক নামেই এটা বিক্রি করা হয়। আমি এখন প্রস্তুত।”

কার্পেটের যেখান থেকে আঁশগুলো কেঁটে নেয়া হয়েছে বোতলটা সেখানে রাখলো সে।

“ভাগ্য ভালো যে, এই কার্পেটের জন্য তোমাকে টাকা দিতে হবে না।” গোয়েন্দা ভদ্রলোক তার দিকে হেসে বললো।

“তাতে আমার কিছু আসে যায় না,” লরা বললো। “আমাকে কেবল দেউলিয়া ঘোষণা করা হবে। তারা আমার মৃত্যু পর্যন্ত আমার বেতন কেঁটে নিতে পারবে।”

ফ্রাংক বাতিটা নিভিয়ে দিলে ঘরটা নিকষ কালো অঙ্ককারে ঢুবে গেলো। সাইমন স্প্রে বোতলটা চাপ দিলে বাতাসের শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে, অনেকটা জুলজুলে ছোটোছোটো পোকার মতো কিছু কার্পেটের উপর দেখা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো। ফ্রাংক মাথার ওপরকার বাতির দিকে ঘুরে সাইমনের দিকে তাকালো।

“তাহলে আমরা অন্য আরেকজনের রক্ত পেলাম। দারুণ লরা। এটা কি তুমি বিশ্বেষণ করতে পারবে, রক্তের গ্রুপ? ডিএনএ-এর টাইপ?”

সাইমনকে সন্দেহগ্রস্ত দেখালো। “আমরা কার্পেটটা টেনে দেখবো কোনো ছিদ্র আছে কিনা, তবে তাতে আমার সন্দেহ রয়েছে। এরকম কাপেটি খুব সুতরাং এটা হিসেবের মধ্যে রেখো না।”

“ঠিক আছে, একজন অপরাধী আহত হয়েছে। বেশি বজ্জনয়, খুব অল্প রক্ত।” সে সাইমনের দিকে সমর্থনের আশায় তাকালে সে ইতিবাচকভাবে মাথা দোলালো। “আহত হয়েছে, কিন্তু কিসে? মেয়েটাকে যখন আমরা পেয়েছিলাম তখন তার হাতে আমরা কিছুই পাইনি।”

সাইমন তার চিন্তাটা ধরতে পারলো। “তার মৃত্যু এতো দ্রুত হয়েছে যে, হাতে কিছু ধরা থাকলে সেটা ছাড়াতে তার হাতের আঙ্গুল ভাঙতে হোতো।”

“কিন্তু অটোপ্সিতে সেটার কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি।”

“যদিনা গুলির আঘাতের সময় ওটা তার হাত থেকে ছিটকে পড়ে।”

“এরকমটি কি সচরাচর ঘট্টে থাকে?”

“একবার ঘটলেই তো যথেষ্ট।”

“ঠিক আছে। ধরা যাক তার হাতে একটা অস্ত্র ছিলো। এখন এই অস্ত্রটা নিখোঁজ। কি ধরণের অস্ত্র হতে পারে সেটা?”

সাইমন তার যত্নপাতি গোছগাছ করতে করতে কথাটা একটু ভাবলো।

“পিস্টলের কথা তুমি বাদ দিতে পারো। তার হাতে কোনো গানপাউডারের চিহ্ন ছিলো না।”

“ভালো। তাহাড়া মেয়েটার কাছে পিস্টল ছিলো বলেও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি এই বাড়িতে কোনো বন্দুক-পিস্টল ছিলো না।”

“তাহলে কোনো পিস্টল নেই। একটা চাকু হতে পারে। বলতে পারছি না আঘাতটা কি রকম হয়েছিলো, হয়তো একটা আংচড়, খুব জোরে নয়, হাল্কাভাবে। আংশ তোলা হয়েছে খুব অল্পসংখ্যক, তাই মরণঘাতি আঘাত হয়নি ধরে নিতে হবে।”

“তাহলে মেয়েটা একজন অপরাধীকে চাকু মেরেছিলো। পায়ে কিংবা হাতে। তারপর তারা ফিরে এসে তাকে গুলি করে? অথবা মরার সময় সে চাকু মেরেছে?”

ফ্রাঙ্ক শুধরে বললো। “না, মেয়েটা তৎক্ষণাত্মে মরে গিয়েছিলো। তাদের একজনকে সে অন্য একটা ঘরে চাকু মেরেছে, দৌড়ে এ ঘরে আসার পর গুলি খেয়েছে। অপরাধী ওখানে দাঁড়িয়ে গুলি করলে তার শরীর থেকে রক্ত পড়েছে।”

“ভট্টটা ওখানে আছে, কেবল এটা বাদ দিলে তোমার কথা-ই ঠিক। কিন্তু মনে হচ্ছে মেয়েটা তাদেরকে চম্কে দিয়েছিলো।”

“ঠিক, কেবল মনে রাখবে গুলিটা দরজার দিক থেকে করা হয়েছে, এবং একটু নিচু হয়ে। কে কাকে চম্কে দিয়েছিলো? এটাই আমাকে ভাবাচ্ছে।”

“যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে চাকুটা নিলো কেন?”

“কারণ ওতে কারোর পরিচয় জেনে যাবার সম্ভাবনা ছিলো।”

“আঙুলের ছাপ?” সাইমন টেনে টেনে কথাটা বললো।

ফ্রাঙ্ক সায় দিলো। “আমার কাছে তাই মনে হচ্ছে।”

“প্রয়াত মিসেস সুলিভানের চাকু রাখার অভ্যেস ছিলো?”

‘ ফ্রাঙ্ক নিজের মাথায় হাত দিয়ে এমনভাবে চাপড় মারলো যে, সাইমন ভুক্ত কৃত্তকালো। সে দেখতে পেলো ফ্রাঙ্ক নাইটস্ট্যাডের দিকে ঝেলো। ছবিটা তুলে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে তার হাতে দিলো।

“এই হলো তোমার প্রশ্নের উত্তর।”

ছবিটার দিকে তাকালো সাইমন। নাইটস্ট্যাডের পাশেই একটা চামড়ার হাতাওয়ালা চিঠি খোলার চাকু রাখা আছে।

“চামড়ার হাতলটা আরো জানাচ্ছে যে, হাতের তালুর তৈলাক্ত ছাপ ওতে খুব সহজেই লাগবে।”

ঘরের দরজার সামনে গিয়ে ফ্রাঙ্ক থামলো। সিকিউরিটি কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে তাকালো সে। তারপর মুঢ়কি হাসলো।

“ମରା, ଟ୍ରାଂକେ ତୋମାର କାହେ ଫୁରୋସେନ୍ଟ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଆଛେ?”

“ହ୍ୟା, କେନ୍?”

“ସେଟା କି ଏକଟୁ ନିଯେ ଆମବେ?”

ହତତ୍ୱ ସାଇବନ ତାଇ କରଲୋ । ସେ ଫ୍ୟାରେର କାହେ ଚଲେ ଗିଯେ ଲ୍ୟାମ୍ପଟାତେ ସୁଇଚ୍ ଦିଲୋ ।

“ନାଥାର ଲେଖା କି-ଗୁଲୋତେ ଆଲୋ ଫେଲୋ ।”

ଫୁରୋସେନ୍ଟର ଆଲୋତେ ଯା ଉତ୍ସାହିତ ହଲୋ ତାତେ କରେ ଫ୍ରାଂକେର ମୁଖେ ଆବାରୋ ହାସିର ଦେଖା ମିଳିଲୋ ।

“କୀ ଦାରୁଣ, ତାଇ ନା!”

“ଏହି ମାନେ କି?” ସାଇବନ ଭୂରୁ ତୁଲେ ତାର ଦିକେ ତାକିଯେ ଜାନତେ ଚାଇଲୋ ।

“ଏହି ଅର୍ଥ ଦାଙ୍ଗାୟ ଦୁଟୋ । ପ୍ରଥମତ, ନିଶ୍ଚିତଭାବେଇ ଭେତରେ ଏକଜନ ଛିଲୋ, ଦ୍ଵିତୀୟତ, ଆମାଦେର ଅପରାଧୀ ସତିଇ ଏକଜନ ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ।”

* * *

ଫ୍ରାଂକ ହୋଟ୍ ଇନ୍ଟେରୋଗେଶନ-ରୁମ୍ୟେ ବିଷେ ଆଛେ, ସେ ଠିକ୍ କରଲୋ ସିଗାରେଟେର ବଦଳେ ଆରେକଟା ଗାମ ଥାବେ । ଚାରପାଶେର ଦେୟାଳ, ସଞ୍ଚା ଲୋହାର ଟୈବିଲ ଆର ଶାନ୍ତି ଦେବାର ଚେୟାରେ ତାକିଯେ ବୁଝିତେ ପାରିଲୋ ଜେରା କରାର ଜନ୍ୟେ ଜାୟଗାଟା ଥୁବି ବାଜେ ଜାୟଗା । ଏଟାଇ ଭାଲୋ, ଏରକମ ବାଜେ ଜାୟଗାତେ ଲୋକଜନେର ନାର୍ତ୍ତ ହୟେ ପଢ଼େ ଦୂର୍ବଳ । ଆର ଦୂର୍ବଳ ନାର୍ତ୍ତର ଲୋକେରା କଥା ବଲେ, ଥୁବ କମିଇ ଲୁକାତେ ପାରେ । ଫ୍ରାଂକ ସେଇ କଥାଇ ଶୁଣିବା ଚାଯ । ସାରାଦିନ ଧରେ ସେ ଉନବେ ।

ମାମଲାଟା ଏଥିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଲାଟେ ହଲେଓ କିଛୁ କିଛୁ ଜିନିସ ଶ୍ପଷ୍ଟ ହୟେ ଉଠେଛେ ।

ବୁଦିଜିନ୍‌କ୍ଷି ଏଥିନେ ଆରଲିଂଟନେ ଥାକେ, ଏଥିନ ସେ ଫଳ୍ସ ଚାର୍ଚ୍‌ର ଏକଟା ଗାଡ଼ି ଧୋଯାର ଗ୍ୟାରାଜେ କାଜ କରେଛେ । ସେ ସ୍ବିକାର କରେଛେ ସୁଲିଭାନ ହାଉଁଜେ ଗିଯେଛିଲୋ, ହତ୍ୟାକାନ୍ତେ ଖବରଟା ପଢ଼େଛେ, ଏହାଡ଼ା କିଛୁଇ ଜାନେ ନାହିଁ । ଫ୍ରାଂକ ତାର କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରେଛେ । ଲୋକଟାକେ ଦେଖେ ଥୁବ ବେଶ ମେଧାବୀ ବିଲ୍ଲମ୍ବନେ ହୟ ନା, ପୁଲିଶେର ଥାତ୍ୟାନ୍ତ ତାର କୋନୋ ରେକର୍ଡ ନେଇ । ବୁଦିଜିନ୍‌କ୍ଷି ହଲୋ ଏକଟା କାନାଗଲି ।

ଅନ୍ୟଦିକେ ରଜାର୍ସ ଏକଟା ସମ୍ପଦ ହିସେବେଇ ପ୍ରମଧ କରିବାକୁ ନିଜେକେ । ତାର ଚାକରିର ଆବେଦନପତ୍ରେ ଯେ ସୋଶ୍ୟାଲ ସିକିଡ଼ିରିଟି ନାମରୀଟା ଦିଯେଛେ ସେଟାଇ ଯଥେଷ୍ଟ । ଓଟା ଏକଜନ ମହିଳାର, ଯେ ସେଟ ଡିପାର୍ଟମେନ୍ଟେ କାଜ କରତୋ, ବିଗତ ଦୁଇତର ଧରେ ସେ ଥାଇଲ୍ୟାନ୍ଡେ କର୍ମରତ ଆଛେ । ସେ ଜାନତୋ କାପେଟ କ୍ଲିନିଂ କୋମ୍ପାନି ଏଟା ଥିତିଯେ ଦେଖିବେ ନା । ଏଟା ନିଯେ ତାରା ମାଥା ଘାମାବେ କେନ୍? ଆବେଦନପତ୍ରେ ଯେ ଠିକାନା ଆଛେ ସେଟା ମେରିଲ୍ୟାନ୍ଡେର ଏକଟି ମଟେଲେର । ଏ ମଟେଲେ ବିଗତ ଏକ ବହରେ ଏ ନାମେ କେଉଁ ରେଜିସ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରେନି । କାନସାସ ରାଜ୍ୟେ ତାର ସମ୍ପର୍କେ କୋନୋ ରେକର୍ଡ ନେଇ । ତାରଚେଯେ ବଢ଼ି କଥା

মেট্রো কোম্পানি থেকে তাকে বেতন হিসেবে যেসব চেক দেয়া হয়েছিলো সেগুলো সে কখনই ভাঙ্গানি ।

পেটিসের বর্ণনা থেকে একজন চিত্রশিল্পী নিচের হলওয়েতে ব'সে রাজার্সের একটা ছবি আঁকার চেষ্টা ক'রে যাচ্ছে । এই ছবিটা সব জায়গাতে পাঠানো হবে ।

রাজার্সই হলো সেই লোক, ফ্রাংক সেটা অনুধাবন করছে । সোকটা বাড়িতে ছিদ্রো, তারপর উধাও হয়ে গেছে, আর পেছনে ফেলে গেছে ডুয়া সব ঠিকানা । সাইমন ঠিকই বলেছে পেটিসের ভানে রাজার্সের আঙুলের ছাপ কোথাও না কোথাও সেগে ব্যয়েছে । ঘটনাস্থলে তারা কোনো আঙুলের ছাপ পায়নি যে, মিলিয়ে দেখবে । কিন্তু তারা যদি রাজার্সের ছাপ পায় ফ্রাংকের কেস্টা একটা ভালো অবস্থায় গিয়ে দাঁড়াবে । যে লোকটার জন্যে সে অপেক্ষা করছে সে যদি সহযোগীতা করে তবে এক সাফে কেস্টা সমাধানের দিকে চলে যাবে ।

ওয়ান্টার সুলিভান নিশ্চিত করেছে তার শোবার ঘর থেকে চিঠি খোলার একটা চাকু পাওয়া যাচ্ছে না । ফ্রাংক লোকটাকে তার তস্তি জানিয়েছে যাতে ধারণা করা হচ্ছে তার স্ত্রী আক্রমণকারীকে চাকু মেরেছে । তখ্টাতে তনে বৃক্ষের মধ্যে কোনো ভাবাত্ত বা দেবা যায়নি । ফ্রাংকের ক্ষণিকের জন্য মনে হলো সুলিভান ওটা হারিয়ে ফেলেছে কিনা কে জানে ।

সুলিভানের বাড়িতে কর্মরত লোকদের তালিভাটা আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিলো গোয়েন্দা ভদ্রলোক । যদিও ইতিমধ্যেই তাদের সবার নাম তার মুখ্য হয়ে গেছে । তাদের মধ্যে কেবল একজনের ব্যাপারেই তার আগ্রহ রয়েছে ।

সিলিউরিটি কোম্পানির প্রতিনিধির বক্তব্যটি তার মনে পড়ে গেলো । পনেরো এবং পাঁচ সংখ্যার কোড ভাঙ্গা কোনো বহনযোগ্য কম্পিউটারের পক্ষে অসম্ভব । ভার ওপরে ঐ শব্দ সময়ে সেটা আরো বেশি অসম্ভব । এটা করতে হলে কিছু সম্ভাবনাকে আগে থেকেই বাদ দিয়ে দিতে হবে । কিন্তু সেটা কি ক'রে করা যেতে পারে?

কি-প্যাডে রাসায়নিক কিছুর অস্তিত্ব পাওয়া গেছে - ফুরোসেন্ট আলোতে সেটা দেবা গেছে, প্রতিটি নাধাৰ কি-তে সেটা ব্যবহার কৰা হয়েছে ।

ফ্রাংক ওয়ান্টার সুলিভানের কথা আবার ভাবলো - অপর্যাপ্ত সেই বাটলার, আর যে এই এলাখ্টা সেট করে, তার কথা । কোডটা ঢোকাতে হচ্ছে আঙুলগুলো যথাযথ কি-তে পাঁচটা সংখ্যায় হিট করতে হবে, তবেই এলাখ্টা সেট হয়ে যাবে । সোকটা চলে গেলে একদমই বুঝতে পারবে না বা খেয়াল করবে না যে, কি-ওলোতে অদ্দ্য রাসায়নিক দ্রব্য সেগে ছিলো, খালি ঢোকে যা দেখা যায় না । এভাবে তারা তাদের অগোচরেই কোডটা উন্মোচন ক'রে দেবে । ফুরোসেন্টের আলোৱ নিচে অপরাধী দেবতে পাবে কোন কোন সংখ্যার কি-তে আঙুলের ছাপ পড়েছে । এই তখ্টাতা কম্পিউটারের সাহায্যে যথাযথ ধারাক্রম অনুযায়ী কোডটা বের কৰা যাবে ।

এখন প্রশ্ন হলো রাসায়নিক দ্রব্যটি ব্যবহার করলো কে? প্রথমেই ফ্রাংকের মনে

হলো রাজার্সের কথা, অথবা তার নাম যাইহোক না কেন। বাড়িতে ঝাড়ামোছার কাজের সমস্ত এটা সে ক'রে থাকতে পারে। কিন্তু এটা একটু বেশি অযৌক্তিক হয়ে যাচ্ছে, কারণ বাড়িটাতে সবসময়ই লোকজনে পরিপূর্ণ থাকে। কেউ যদি এলার্ম প্যানেলের দিকে ঘুরঘুর করে তবে খুব সহজেই সন্দেহের উদ্বেক করবে। দ্বিতীয়ত, প্রবেশদ্বারের ফয়ারটা বিশাল এবং খোলামেলা একটা জায়গা। পরিশেষে এটা বলা যায়, কাজটা করতে একটু সময়ও লাগবে। রাজার্সের পক্ষে সেটা করা সম্ভব নয়। সামান্যতম সন্দেহের সৃষ্টি হলেই তার পুরো পরিকল্পনাটি ভেঙ্গে যাবে। এ কাজ যে করেছে সে একরম ঝুঁকি নেবে না। রাজার্স এটা করেনি। কিন্তু ফ্রাংক খুব নিশ্চিত কাজটা কে করেছে।

* * *

প্রথম দেখাতে মহিলাকে খুবই রোগা ব'লে মনে হলো। এটা তার রোগের কারণে হয়তো। কিন্তু ভালো ক'রে দেখলে তাকে অতোটা রোগা ব'লে মনে হয় না।

“দয়া ক'রে বসুন, মিস্ ক্রুম। আপনি নিচে নেমে এসেছেন ব'লে আমি খুব খুশি হয়েছি।”

মহিলা সায় দিয়ে একটা চেয়ারে ব'সে পড়লো। একটা মস্বা ফুলের নস্ত্বাওয়ালা স্কার্ট পড়েছে সে। গলায় নকল মুঞ্জার হার। কিছু কিছু চুল পাকতে শুরু করেছে। ফ্রাংক তার বয়স উনচল্লিশ ব'লে ধরে নিলো। আসলে তার বয়স আরো কম হবে।

“আমার মনে হয় ইতিমধ্যেই আপনি আমার সঙ্গে কথা বলেছেন, মি: ফ্রাংক।”

“দয়া ক'রে আমাকে সেদ ব'লে ডাকবেন। ধূমপান করেন?”

মহিলা মাথা নাড়লো।

“কিছু ফলো-আপ প্রশ্ন আছে আমার। আপনি এক্ষেত্রে একা নন। আপনি মি: সুলিভানের চাকরিটা ছেড়ে দিচ্ছেন?”

মহিলা ঢোক গিলে মাথা নিচু ক'রে তারপর মুখ তুললো। “আমি মিসেস সুলিভানের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম। এখন খুব কষ্ট হচ্ছে, বুঝতেই পারছোঁ...” তার কষ্টটা মিহিয়ে গেলো।

“বুঝেছি। খুবই কষ্টের, বেদনাদায়ক।” ফ্রাংক একটু ধামলো। “কতোদিন ধরে সুলিভানদের সঙ্গে আছেন?”

“এক বছরের বেশি হবে।”

“আপনি ঝাড়ামোছার কাজ করতেন এবং .”

“আমি ঝাড়ামোছার কাজে সাহায্য করতাম। আমরা চারজন আছি এখানে। স্যালি, রেবেকা এবং আমি। ক্যারেন টেলর রান্না-বান্নার কাজ করে। আমি মিসেস সুলিভানের কিছু কাজও ক'রে দিতাম। আমি তার একরকম সহকারী ছিলাম। মি: সুলিভানের অবশ্য রিচার্ড নামের একজন সহকারী রয়েছে।”

“কফি খাবেন?”

ফ্রাংক তার জরুরের জন্যে অপেক্ষা করলো না। ইন্টেরোগেশন-ক্রমের দরজে
পুরলো সে।

“মিসি, আবাদেরকে একটু জাভা কফি দেবে কি?” সে মিসেস ক্রমের নিঃ
শুরলো। “ত্যাক? ক্রিম?”

“ত্যাক।”

“দুটো ত্যাক, মিলি।”

দরজা বন্ধ করে চেয়ারে বসলো ফ্রাংক।

“বাড়াস্টা খুব ঠাণ্ডা,” দেয়ালে টোকা মারলো সে। “এইসব দেয়ালের জন্যে
এমন লাগে। তো, আপনি মিসেস সুলিভান সম্পর্কে বলছিলেন?”

“উনি আমার সঙ্গে বেশ ভালো ব্যবহার করতেন। মানে, আমার সঙ্গে অনেক
বিষয় নিয়েই কথা বলতেন আর কি। উনি তো আসলে, মানে, উনি তো উচ্চশ্রেণীর
থেকে আসেননি। উনি মিডলটনের হাইস্কুলে পড়েছেন।”

“তাহলে খুব বেশি দিন ধরে তাকে চেনেন না।”

তার কথায় মহিলা হেসে ফেললো। “এটা আমাকে মানতেই হবে।”

দরজাটা খুলে গেলে কফি পরিবেশন করা হলো। খুবই গরম আর তাজা।

“আমি বলবো না উনি উচুশ্রেণীর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেননি। তবে মনে
হোতো একটু গুটিয়ে থাকতেন। কারো কাছ থেকে কিছু নিতেন না।”

ফ্রাংক কথাটা সংগত কারণেই বিশ্বাস করলো।

“আপনি কি বলবেন সুলিভানদের মধ্যে সম্পর্কটা ভালো, খারাপ অথবা এর
মাঝামাঝি?”

মহিলা ইতস্তত করলো না। “খুব ভালো ছিলো। আমি জানি লোকজন দু'জনের
বয়সের পার্থক্য নিয়ে কি বলে, তবে উনি মি: সুলিভানের জন্যে বেশ ভালোই ছিলেন।
দু'জনের জন্যেই দু'জনে ভালো ছিলেন। আমি এটা সত্যি বিশ্বাস করি। উনি
মিসেসকে খুব ভালোবাসতেন, এটা আমি বলতে পারি। অনেকটা কিংবা কন্যাকে
যেমন ভালোবাসে, তেমনই বলা চলে। তবে সেটা তো ভালোবাসা-ই।”

“মিসেস সুলিভান কি তাকে ভালোবাসতেন?”

এবার একটু দ্বিধাগ্রস্ততা দেখা গেলো। “আপনাকে বুঝতেইবে, ওনার বয়স খুবই
কম ছিলো। মি: সুলিভান তার জন্যে সম্পূর্ণ নতুন একটা জগত উন্মোচন করে
দিয়েছিলেন।” সে খেমে গেলো। বোঝা যাচ্ছে কী সঙ্গে খুবতে পারছে না। কথা
গুছিয়ে নিচ্ছে।

ফ্রাংক প্রসঙ্গ পাল্টালো। “বেডরুমের ভল্টের ব্যাপারটা কি? এটার ব্যাপারে কে
জানতো?”

“আমি জানি না। আসলেই জানি না। আমার ধারণা মি: এবং মিসেস সুলিভানই
জানতেন। মি: সুলিভানের সহকারী রিচার্ড, সেও জানতে পারে। তবে আমি নিশ্চিত
নই।”

“তাহলে ক্রিস্টিন সুলিভান অথবা তার স্বামী আপনাকে কখনই বলেনি আয়নার পেছনে একটা ভল্ট রয়েছে?”

“না। উনার বন্ধুর মতো হলেও আমি তো সামান্য একজন কর্মচারী। মাত্র এক বছর হলো তাদের সঙ্গে আছি। মি: সুলিভান আমার সঙ্গে কখনই কথা বলেননি। মানে, আমি বলতে চাইছি, এটা তো আর আলোচনার মতো কোনো বিষয় নয়, বিশেষ ক'রে আমার মতো কারোর সঙ্গে, আপনি কি বলেন?”

“না, তা তো ঠিকই।” ফ্রাংক নিশ্চিত মহিলা মিথ্যে বলছে। ক্রিস্টিন সুলিভান এমন মহিলা ছিলো যে নিজের সম্পদ জাহির ক'রে বেড়াতে পছন্দ করতো।

“তাহলে শোবার ঘরের আয়নাটা যে একমুখী আয়না সেটা আপনি জানতেন না?”

এবার মহিলা খুব অবাক হবার চেষ্টা করলো।

“ওয়াভা, আমি কি আপনাকে ওয়াভা বলে ডাকতে পারি? ওয়াভা, আপনি তো বোঝেন, যে লোকটা বাড়িতে ঢুকেছিলো সে এলার্ম সিস্টেমটা বন্ধ ক'রে ছিলো? এটা যথাযথ কোড ঢুকিয়ে করা হয়েছে। এবার বলুন, কে এলার্মটা সেট করে?”

“রিচার্ড করে,” সে সঙ্গে সঙ্গে বললো। “কখনও কখনও মি: সুলিভানও এটা করেন।”

“তাহলে এ বাড়ির সবাই কোড-টা জানে?”

“ওহ, না, অবশ্যই না। রিচার্ড জানে। সে মি: সুলিভানের সঙ্গে দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে আছে। মি: সুলিভান ছাড়া সে-ই কেবল কোডটা জানে।”

“আপনি কি কখনও তাকে এলার্ম সেট করতে দেখেছেন?”

“রাতে যখন এ কাজ করা হয়, তখন আমি ঘুমিয়ে থাকি।”

ফ্রাংক তার দিকে চেয়ে রইলো। আমি বাজি ধরে বলতে পারি আপনি দেখেছেন, ওয়াভা। বাজি ধরে বলতে পারি সেটা। ওয়াভা ক্রমের চোখ দুটো গোল গোল হয়ে গেলো। “আপনি নিচয় রিচার্ডকে সন্দেহ করছেন না, তাই না?”

“ওয়াভা, এলার্মটা কেউ একজন যেভাবেই হোক বন্ধ করতে পেরেছিলো, তাই স্বাভাবিকভাবেই যে লোক কোডটা জানে সন্দেহটা তার ওপরই পথ গিয়ে পড়ে।”

ওয়াভা ক্রমকে দেখে মনে হলো সে কেন্দে ফেলবে। “রিচার্ডের বয়স প্রায় সত্ত্বুর।”

“তাহলে হয়তো তার দরকার ছোট একটা আশ্রয় দেবেছেন, আমি কি বলছি?”

সে নাক মুছতে মুছতে মাথা দোলালো। ক্রিস্টিন এতোক্ষণ ছুঁয়েও দেবেনি। এবার এক লহমায় সেটা নিঃশেষ হয়ে গেলো।

ফ্রাংক আবারো বলতে লাগলো। “এলার্ম সিস্টেমটা কিভাবে অচল করা হলো এটা না জানা পর্যন্ত আমি কোনো কূলকিনারা করতে পারছি না।”

তার দিকেই চেয়ে আছে সে। ওয়াভা ক্রম সম্পর্কে জানার জন্যে সে গতকালের সারাটা দিন ব্যয় করেছে। একটা ঘটনা বাদে পুরোটা ইতিহাসই সাদামাটা। তার বয়স চৌচল্লিশ বছর, দু'দুবার ডিভোর্স, দুটো সন্তান রয়েছে। এ বাড়ির ভেতরে কর্মচারীদের

যে কোয়ার্টার আছে সেখানে থাকে । এখান থেকে চার মাইল দূরে থাকে তার আশি
বছরের বৃক্ষ মা । এক বছর আগে ক্রমকে মি: সুলিভান নিয়োগ দেন । ফ্রাঙ্ক বুদ্ধতে
পারলো, সে-ই হলো এখানকার সবচাইতে নতুন । তবে সে অবশ্যই বিশ্বস্ত হবে ।
কিন্তু প্রশ্ন হলো কার প্রতি ?

একটা খট্কা হলো, ওয়াভা ক্রম কিছুদিন জেল খেটেছে, বিশ বছর আগে ।
তহবিল তছরপের দায়ে । তখন সে পিট্সবার্গের এক ডাক্তারের বুক-কিপার ছিলো ।
বাকি কর্মচারীরা একেবারেই পরিষ্কার । তাহলে এই মহিলা আইনভঙ্গ করতে সক্ষম ।
তার নাম জেলখাটার সময়ে ছিলো ওয়াভা জ্যাকসন । হয়তো জ্যাকসন সাহেবকে
ডিভোর্স করলে নামটা পাল্টে যায় । এরপর থেকে প্রেফতার হওয়ার আর কোনো
রের্কেড নেই । সবগুলো উৎস থেকেই জানা গেছে ক্রম সৎ এবং নিষ্ঠাবান একজন
নাগরিক । বিশেষ ক'রে বিগত বিশ বছর ধরে ।

“এমন কিছু আপনার মনে পড়ছে অথবা আপনি ভাবছেন যা আমাকে সাহায্য
করতে পারে, ওয়াভা ?” সে নরম ক'রে বললো ।

পরিষ্কার করার সময় কাপড়ে ক'রে রাসায়নিক বস্তুটি কি-গুলোতে মেঝে দেয়াটা
এমন কোনো কঠিন কাজ নয় । সে এটা করলে এখানকার কেউ সন্দেহের চোখেও
দেখবে না । এটাই তো তার কাজ । আর সবাই ঘুমিয়ে পড়লে ফুরোসেন্ট আলো
ফেলে সংখ্যাগুলো জেনে নেয়া খুব সহজ । তবে ওয়াভা ক্রমকে একজন খুনি হিসেবে
তার মনে হচ্ছে না । খুন করা খুব সহজ কাজ নয় । কিন্তু একাজে তার একটা ভূমিকা
নিশ্চয় রয়েছে । খুবই ছোট্ট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ।

“ওয়াভা ?” ফ্রাঙ্ক টেবিলের দিকে ঝুঁকে খুবই আন্তরিকভাবে তার একটা হাত
ধরলো । “আপনি কি অন্য কিছু ভাবতে পারছেন ? এমন কিছু যাতে আপনার বন্ধুর
হত্যাকারীকে ধরতে সাহায্য আসে আমাদের ?”

ফ্রাঙ্ক কেবল তার মাথা দোলানো উত্তরই পেলো । এর বেশি অবশ্য সে আশাও
করেনি । তবে সে তার উদ্দেশ্যটা বোঝাতে পেরেছে । এই মহিলা লেক্ট্রিটাকে সতর্ক
করবে না । এ ব্যাপারে ফ্রাঙ্ক নিশ্চিত । আন্তে আন্তে সে ওয়াভা ক্রমকে ধরে ফেলছে ।
সে ইতিমধ্যেই অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে ।

অধ্যায় ১৪

জ্যাক তার হাতের ব্যাগটা এক কোণে ছুড়ে সোফার ওপর ওভার কোটটা রেখে কার্পেটের ওপর বসে পড়লো। ইউক্রেনে বিগত পাঁচটা দিন তাকে একেবারে বুন ক'রে ফেলেছে। সাত ঘণ্টার সময়ের হেরফের বাজে কিছু হবার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু ওয়াল্টার সুলিভানের মতো অদম্য-অক্লান্ত কারোর সঙ্গে থাকাটা সহজ ছিলো না।

সুলিভানের সুনাম এবং ধনসম্পদের কারণে তাদেরকে বিশাল নিরাপত্তা দেয়া হয়েছিলো। দীর্ঘ এবং একের পর এক মিটিং করতে হয়েছে তাদেরকে প্রথম দিনেই। শিল্প-কলকারখানা, খনিজ সম্পদ উৎসোলন কেন্দ্র, অফিস, হাসপাতাল পরিদর্শন ক'রে আবার কিয়েভ-এর মেয়ারের সঙ্গে ডিনারের মদ খেয়ে মাতাল হতে হয়েছে তাদের। দ্বিতীয় দিনে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাদের দেখা হয়। তারা এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেছে। ধনতন্ত্র এবং উদ্যোগীমনোভাবকে সব গণতান্ত্রিক দেশেই সম্মানের সঙ্গে দেখা হয়। সুলিভান হলো সে হিসেবে একজন হোমড়াচোমড়া ধনতান্ত্রিক পুঁজিপতি। সবাই তার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছে, হাত মেলাতে চেয়েছে, যেনো তার সঙ্গে হাত মেলাতে পারলে তার বিশাল টাকার কিছু অংশ নিজেদের হাতে উঠে আসবে।

তারা যতোটা আশা করেছিলো ফলাফল তার চাইতেও বেশি হয়েছে। ইউক্রেন ব্যবসা করার জন্যে মরিয়া হয়ে আছে। ডলারের বদলে পারমাণবিক অস্ত্র। একটা অপ্রযোজনীয় সম্পদকে মূল্যবান সম্পদ হিসেবে রূপান্তর করা যেতে পারে।

সুলিভানের প্রাইভেট জেটটা কিয়েভ থেকে বিডব্রিউআই-এ নামিয়ে দিলে তার লিমোতে করেই জ্যাককে এখানে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। তার শরীর এতো ক্লান্ত যে ঘুম আসছে কিন্তু প্রচণ্ড শ্বিদের কারণে তাকে রান্নাঘরে যেতে হালো। ফৃজে টক হয়ে যাওয়া দুধ ছাড়া আর কিছুই নেই। কিয়েভে ভারি খাওয়া দাওয়া হয়েছে, আর তার চেয়েও বেশি হয়েছে মদ। এ রকম ব্যবসায় যা কোনো ভাবেই এড়ানো যায় না।

বাবারের জন্য বাইরে যেতে হবে তাকে। ওভার কোটটা গায়ে চাপাতেই ফোনটা বেজে উঠলো। ফোনটা না ধরেই বাইরে যেতে উদ্বিগ্ন হলেও ফিরে আসলো আবার।

“জ্যাক?”

কঠটা এমনভাবে তাকে চম্কে দিলো যেনো বিনা মেঘে বজ্রপাত হয়েছে।

“মুথার?”

* * *

রেংস্টোরাটা যেনো একটা গুহার মতো, আর এজনোই এটা জ্যাকের বুব প্রিয়। দিন রাত যেকোনো সময়ে এখানে খাবার পাওয়া যায়। এটা এমন একটা জায়গা যেখানে জেনিফার বল্ডউইন কখনও পা মাড়ায়নি, কিন্তু সে এবং কেইট অসংখ্যবার এসেছে এখানে। জীবন নিখুঁত নয়, তুমি কেবল এটা নিখুঁত করার জন্যে সারাটা জীবন অপেক্ষা করতে পারো। এটা সে করবে না।

জ্যাক ইতিমধ্যেই বেকন, ডিম আর চার টুকরো টোস্ট খেয়ে ফেলেছে। কফিটা যখন তার গলা দিয়ে নামলো, গলাটা যেনো পুড়িয়ে ফেললো সেটা। পাঁচ দিন ধৰে মদ আর ভারি খাবার যাওয়ার পর এটা তার কাছে অমৃত ব'লে মনে হলো।

লুধারের দিকে ভাকালো জ্যাক। কফিতে চুমুক দিচ্ছে আর জানালা দিয়ে বাইরে পথঘাটের যানবাহন দেখছে সে।

জ্যাক কফিটা নামিয়ে রাখলো। “তোমাকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে।”

“তোমাকেও, জ্যাক।”

“আমি তো দেশের বাইরে ছিলাম।”

“আমিও।”

“আমি তোমার বাড়িতে গিয়েছিলাম,” জ্যাক বললো।

“কেন?”

এই প্রশ্নটা জ্যাক আশা করেছিলো। লুধার হাইটনি সরাসরি কথা বলা ছাড়া কথা বলতে পারে না। কিন্তু অনুমান করা এক জিনিস, আর জবাব প্রস্তুত রাখা আবেক জিনিস। জ্যাক কাঁধ ঝোকালো। “জানি না। কেবল তোমাকে দেখতে গিয়েছিলাম, মনে হয়। অনেক দিন তোমাকে দেখিনি তো।”

লুধার কথাটা মেনে সায় দিলো।

“তুমি আবারো কেইটের সঙ্গে দেখা করছো?”

প্রশ্নটার জবাব দেবার আগে জ্যাক এক চুমুক কফি খেয়ে নিলো। তার মাথা ধপ্ধপ্ত করতে শুরু করেছে।

“না। কেন?”

“আমার মনে হয় তোমাদের দু'জনকে কয়েক দিন আগে একসঙ্গে দেখেছি।”

“আমরা কেবল দেখা করেছি। এই যা।”

জ্যাক ঠিক মতো কথাটা বলতে পারলো না। কিন্তু লুধার এই জবাবটা তনে হতাশ হলো ব'লে মনে হচ্ছে। সে খেয়াল করেছে জ্যাক তাকে ভালো ক'রে শক্ত করছে। তাবপর সে হাসলো।

“আমার মেয়েটা ভালো আছে কিনা সেটা আনার জন্যে তুমিই ছিলে একমাত্র উপায়। তুমি আমার তথ্যের উৎস, জ্যাক।”

“তুমি কি কখনও তার সাথে সরাসরি কথা বলার চিন্তা করেছো, লুধার? তুমি জানো তাতে কাঞ্চ হতে পারে। অনেক বছর তো পার হয়ে গেছে।”

লুথার হাত নেড়ে এই উপদেশটা বাতিল ক'রে দিয়ে আবারো জানালার বাইরে তাকালো ।

জ্যাক তাকে ভালো ক'রে দেখলো । চেহারাটা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি কেনো । চোখ দুটো ফোলাফোলা । কিন্তু চার বছর হয়ে গেছে । লুথারের এখন যে বয়স তাতে খুব দ্রুতই বুড়িয়ে যায় মানুষ, প্রতিদিন বয়সের ছাপ বাঢ়তে থাকে ।

লুথারের চোখ দুটোও দেখলো সে । এ দুটি চোখ জ্যাককে সবসময়ই মুক্ষ করতো, গভীর সবুজ আৱ বড়বড় । দৃঢ়তা রয়েছে তাতে । কোনো পাইলট বা জেনারেলের মতো । কোনো কিছুতেই তারা চমকে যায় না । ঐ দুটো চোখে জ্যাক সুধের উচ্চাস দেখেছিলো যখন সে তাকে জানিয়েছিলো কেইট এবং জ্যাক বিয়ে করতে যাচ্ছে । তবে মাঝে মাঝে ঐ চোখে বিশ্বন্তাও দেবেছে । কিন্তু এখন এই দুটো চোখে এমন দুটো জিনিস দেখতে পেলো যা সে কখনও দেখেনি । সে দেখলো ভয় । ঘৃণা । সে নিশ্চিত নয় দুটোর মধ্যে কোন্টা তাকে বেশি ব্যতিব্যস্ত করছে ।

“লুথার, তুমি কি কোনো সমস্যায় পড়েছো?”

জ্যাকের বাধা সন্ত্রেও লুথার পকেট থেকে টাকা বের ক'রে খাবারের বিল পরিশোধ করলো ।

“চলো, একটু হাটাহাটি করি ।”

ট্যাঙ্কিতে ক'রে তারা মল-এ এসে পড়লো । স্মিথসোনিয়ান প্রাসাদের সামনের একটা বেঞ্চে বসলো তারা । ঠাণ্ডা বাতাসের জন্যে জ্যাক তার কলারটা টেনে তুলে দিলো । লুথার উঠে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালো ।

“নতুন অভ্যাস ।” সিগারেটের দিকে ইঙ্গিত ক'রে জ্যাক বললো ।

“এই বয়সে আৱ অতো সচেতন হয়ে কী লাভ?” ম্যাচের কাঠিটা ফেলে আবার বসে পড়লো । “জ্যাক, আমি চাই, তুমি আমাকে একটু সাহায্য করো ।”

“ঠিক আছে, করবো ।”

“কি সাহায্য সেটা তো এখনও শুনলে না ।” লুথার ছটক'রে আবার উঠে দাঁড়ালো । “একটু হাটি? আমার গিটগুলো জ'মে গেছে ।”

ওয়াশিংটন মনুমেন্টটা পেরিয়ে তারা ক্যাপিটলের দিকে যখন যাচ্ছে তখন লুথার নিরবতা ভাঙলো ।

“আমি একটু ফেঁসে গেছি, জ্যাক । এখনও অতোটা খারাপ অবস্থা হয়নি । তবে আমার মনে হচ্ছে খুব জলদিই খারাপ কিছু একটা ঘটবে ।” লুথার তার দিকে তাকালো না । মনে হলো সে সামনের বিশাল ক্যাপিটাল ভবনের দিকে চেয়ে আছে ।

“আমি জানি না কিভাবে এটা মোকাবেলা করবো, তবে ঘটনা যদি খারাপের দিকে যায়, আমার একজন উকিলের দরকার হবে । সে ক্ষেত্ৰে আমি তোমাকে চাই । কোনো গৰ্দত বা কাঁচা উকিল চাই না । তুমি হলে আমার দেখা সেৱা ডিফেন্স এটৰ্নি ।”

“আবি তো আর এ রকম কাজ এখন করছি না, মুখার। আমি এখন কাপড় ২৫
চুড়ি-চুড়ি টেরি করি।”

মনে হলো না কথটা লুপ্তার ক্ষতে পেলো। “এটা বিনা পয়সাচ হবে ন
আমাকে আবি টুকু দেবো। কিন্তু আবি এমন একজনকে চাই যাকে বিশ্বাস করে
পাববো। আবু তুমি হলে একজন ব্যক্তি যাকে আবি বিশ্বাস করি, জ্যাক।” মুখার হট
ধারিয়ে জ্যাকের দিকে ঠাকালো জবাবটা পাবার জন্যে।

“মুখার, কি হয়েছে সেটা কি আমাকে বলতে চাও?”

মুপ্তার মাথা নাড়লো। “যতোক্ষণ আমি দেখবো এতে তোমার বা অন্য কারো
কোনো ক্ষতি হচ্ছে ততোক্ষণ আমি বলবো না।” সে জ্যাকের দিকে গভী
মনোযোগের সঙ্গে চেয়ে রইলো।

“কী বলতে চাচ্ছো?”

“মানে, এতে ক'রে কারোর বড়সড় কোনো ক্ষতি হতে পারে, জ্যাক। ক্ষতি মানে
চূড়ান্ত ক্ষতি।”

জ্যাক হাটা ধামালো। “এরকম লোক যদি তোমার পেছনে লেগে থাকে তবে
একটা কাজ করো, ইমিউনিটি নিয়ে উইটনেস প্রোটেকশন প্রোগ্রাম-এর অধীনে উধাও
হয়ে যাও। অনেকেই এরকম ক'রে থাকে।”

মুখার সশব্দে হেসে ফেললো। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেলো তার।
জ্যাক তাকে ধরলে সে একটু উঠে দাঁড়ালো। বৃক্ষলোকটার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যে কাঁপছে
জ্যাক সেটা বুঝতে পারলো। কিন্তু এই কাঁপকাঁপিটা যে ক্রোধের জন্যে সেটা সে
বুঝতে পারলো না। এভাবে হাসাটা মুখারের চরিত্রের সঙ্গে একদম বেমানান।

মুখার সুস্থির হলো অবশ্যে।

“উপদেশটা দেবার জন্যে ধন্যবাদ। এব জন্যে আমাকে একটা বিল পাঠিয়ে দিও,
টাকা দিয়ে দেবো। আমাকে যেতে হবে এখন।”

“যাবে? আবে, কোথায় যাবে? আমি জানতে চাই হয়েছেটা কি মুখার?”

“আমার যদি কিছু হয়—”

“উফ, মুখার। এই মুকোচুরি খেলায় আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।”

মুখারের চোখ দুটো কুচকে গেলো। তার মধ্যে আত্মবিশ্বাসটা আবারো ফিরে
এসেছে। “আমি যা কিছু করছি তার একটা কালুক রয়েছে, জ্যাক। তোমাকে যদি
আমি ঘটনাটা না বলি তবে তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে অবশ্যই এর একটা কারণ
রয়েছে। তুমি হয়তো এ মুহূর্তে এটা বুঝবে না, তবে তোমাকে নিরাপদ রাখতে হবে
আমাকে। আমার যখন প্রয়োজন হবে এবং তুমি আমাকে সাহায্য করতে রাজি হবে,
কেবল তখনই তোমাকে সব বলবো। আব যদি রাজি না হও, এই সাফাতের কথাটা
ভুলে যেও, এটা কখনও ঘটেনি ব'লে মনে কোরো। আব আমাকেও যে চেনো না।”

“ଆମେ, କୀ ହଜାରୋ ଏବର ।”

“ଆମି ଠିକ୍‌ଇ ବଲାହି, ଜ୍ୟାକ ।”

ତାହା ମୁଖ୍ୟମେ ଉଠି ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚଭାବେ ଏବେ ଅନୋବ ଦିକେ ଥାକାଳେ ।

“ଆମି ଗ୍ରାମ, ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ଆୟାକେନ୍ତେ ସାଥେ କରର୍ମନ କିମ୍ବା ନିଷିଦ୍ଧେଇ ସନ ଅଛନ୍ତାରେ ଉଧାଓ ଦିଯେ ଗେଲେ ।

ଏପାଠ୍ୟେଟ ବିଭିନ୍ନେର ସାଥନେ କାହାଟା ଶାବିଯେ ପିଲୋ ଆୟାକରେ । ମାତାର ଓପାରେଇ ପେ-ବୋନଟା । ଏକଟୁ ଥେବେ ସାହୁ ସମ୍ମା କରିଲେ ଲେ । ସେ କାଜ କରିବେ ଯାତ୍ରେ ତଥା ତଥା ତଥା ଏହି ମାର୍ଗେ ଶତିଲ ପରୋଜନ ହେବେ ।

“ଯାଲୋ ?” କଟ୍ଟଟା ଦୁଇ ଜନ୍ମାନୋ ।

“କେହିଟ ?”

“ଯା ଶ୍ଵର, ଆୟକ, କୃଷି କି ଜାଲୋ ଏଥିନ କଟ୍ଟଟା ବାହେ ?”

“ଆମି କି ଆସିଲେ ପାରି ?”

“ନା, ଆସିଲେ ପାରେ ନା । ଆମାର ମନେ ହୁଏ ଆମାଦେର ମଧ୍ୟେ ସବ ଚକ୍ରବୁକେ ଗେଲେ ।”

ଏକଟୁ ଥେବେ ଶତି ସମ୍ମା କରିଲେ । “ଏଟା ଏହି ବ୍ୟାପାର ନିଯେ ନହିଁ ।” ଆବାରୋ ଭାବଲେ । “ତୋବାର ବାବାର ବ୍ୟାପାରେ ।”

ସେ ନିରବତା ଲେବେ ଏଲୋ ମେଟୋ ଭାଙ୍ଗା ଖୁବ କଟିଲା ।

“ତାର ଆବାର କି ହେବେ ?” ଲେ ହେମନ୍ତି ଧାରନା କରିଲିଲେ କଟ୍ଟଟା ଡାଙ୍ଗୋ ଶୀତଳ ଲୋକାଲୋ ନା ।

“ଲେ ଖୁବ ଧିପଦେ ଆହେ ।”

ଅବାର କଟ୍ଟଟା ଆଶେର ଯେଉଁ କିମ୍ବା ଗେଲେ । “ତୋ ? ଏଟା ନିଯେ ତୋମାର ତୋ ଟବିପ୍ପ ହବାର କଥା ନାହିଁ ?”

“ମାନେ, ବନ୍ଦତେ ଚାହିଲାମ, ଲେ ଖୁବଇ ସମ୍ମାନ ଦିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତ । ଆମାକେ ଖୁଲେବ ଫଳାହେ ନା, ଏତୋଟାଇ କଟିଲା ଅବଶ୍ୟା । ତବେ ବିପଟା ମନେ ହୁଏ ଶୁଦ୍ଧି ସାଂସାରିକ ।”

“ଆୟକ, ଅନେକ ହାତ ହେବେ, ଆର ଆବାର ବାବା ଯା କିମ୍ବା କିମ୍ବା ଅଭିଭ୍ୟାସ କେଲେ ।

“କେହିଟ, ଲେ ଖୁବ ଉଠେ ଆହେ । ମାନେ, ଆସିଲେ ତଥା ଆହେ । ଏତୋଟାଇ ସେ - ”

ଆବାରୋ ଦୀର୍ଘ ଏକଟା ନିରବତା ଲେବେ ଏଲୋ । ଅନେକକଷ୍ଟ ପର ନିରବତାର ଅବସାନ ଘଟିଲେ ।

“କୃଷି କୋଧାଯ ?”

“ମାତାର ଓପାରେ ।”

ଆୟକ ଦେଖିଲେ ପିଲୋ ଜାନାଲାତ୍ତ ସାଥନେ ଏକଟା ଆବଶ୍ୟା ଅବଶ୍ୟ ତାର ଦିକେ

তাকিয়ে আছে। জ্যাক হাত নড়লো।

নক্ করতেই দরজাটা খুলে গেলো। কেইট রান্নাঘরে একটা চুলাতে চা বানাচ্ছে। বোকার মতো একটু দাঁড়িয়ে রইলো সে, তারপর ভেতরে চুকে পড়লো।

কিছুক্ষণ পর কেইট রান্নাঘর থেকে বের হয়ে এলো। পায়ের গোড়ালী পর্দস্ত লম্বা একটা বাথরোব পরেছে। পাদুটো খালি। জ্যাক বুঝতে পারলো সে আসলে কেইটের পায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। কেইটও বুঝতে পারলো সেটা। তার দিকে তাকালে সে একটু চম্কে উঠলো। “পায়ের অবস্থা কি? দেখে তো ভালোই মনে হচ্ছে।” হেসে বললো।

ভুরু তুলে কর্কশভাবে বললো কেইট, “অনেক রাত হয়েছে, জ্যাক। তার কী হয়েছে, বলো তো?”

তাকে অনুসরণ ক'রে জ্যাক লিভিংরুমে চুকে সোফায় গিয়ে বসলো। কেইট বসলো তার মুখোমুখি।

“কয়েক ঘণ্টা আগে সে আমাকে ফোন করেছিলো। আমাকে সাহায্য করার জন্যে বললো। সে নাকি খুবই সমস্যার মধ্যে পড়েছে। এমন কিছু লোকের সঙ্গে সমস্যায় জড়িয়েছে যারা তার মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। মানে চূড়ান্ত ক্ষতি।”

কেইট ঝট ক'রে রান্নাঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ বাদে দু'কাপ চা নিয়ে ফিরে এলো।

“কী রকম সাহায্য?” চায়ে চুমুক দিয়ে বললো। জ্যাক তার কাপটা ছুয়েও দেখলো না।

“সে বলেছে তার একজন উকিল দরকার। মানে, তার হয়তো উকিলের দরকার হবে। সে চায় আমি তার উকিল হই।”

চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখলো সে। “এই?”

“এটা কি যথেষ্ট নয়?”

“একজন সৎ, সম্মানিত ব্যক্তির জন্যে হতে পারে, কিন্তু তার জন্যে নয়।”

“হায় দৈশ্বর, কেইট, লোকটা ভয়ে আছে। তাকে কবনও আমি অমন ভয় পেতে দেখিনি। তুমি দেখেছো?”

“আমার যা দেখার তা দেখেছি। সে তার জীবন বেছে নিয়েছে, এখন মনে হচ্ছে ফেঁসে যাচ্ছে।”

“আরে, সে তোমার বাবা।”

“জ্যাক, আমি এ নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছ না। সে উঠে দাঁড়ালো।

“তার যদি কিছু হয় তাহলে কি হবে?”

শীতল চোখে তার দিকে তাকালো। “হলে হবে। এটা আমার সমস্যা নয়।”

জ্যাক চলে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়ালো। তারপর রেগেমেগে তার দিকে ফিরলো। “আমি তোমাকে জানাবো শেষকৃত্যটা কি রকম হলো। আরে, সেটা নিয়েও তো তোমার কোনো পরোয়া নেই, তাই না? তোমার জন্যে ডেখ সার্টিফিকেটটার

একটা কপি রেখে দেবো।”

কেইট যে এতো দ্রুত কাছে এসে এমন চড় বসাবে এটা সে বুঝতে পারেনি। এক সঙ্গে পর্যন্ত তার গাল ব্যথা করবে, এমনই সজোড়ে মেরেছে। তার গালে যেনো এসিড ঢেলে দেয়া হয়েছে।

“কতো বড় আস্পর্ধা তোমার?” কটমট ক’রে তার দিকে তাকালো সে। জ্যাক নিজের গালটাতে হাত বোলাতে লাগলো।

এরপরই কান্নায় ভেঙে পড়লো কেইট।

শান্ত কষ্টে জ্যাক বললো, “যে খবরটা বয়ে এনেছে তাকে মেরে কী লাভ, কেইট, আমি সুধারকে বলেছি, তোমাকেও বলেছি, এসব করার জন্যে জীবনটা খুব বেশি সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। ঠিক আছে, লোকটাকে পছন্দ না করার জন্যে তোমার কাছে অনেক কারণ রয়েছে। কিন্তু লোকটা তোমাকে ভীষণ ভালোবাসে। সেই ভালোবাসাকে তোমার সম্মান দেয়া উচিত। এটাই আমার উপদেশ, হয় মানবে, নয়তো মানবে না।”

দরজার দিকে যেতেই কেইট আবারো তার আগে সামনে এসে দাঁড়ালো।

“তুমি এসবের কিছুই জানো না।”

“চমৎকার। আমি এসবের কিছু জানি না। যাও, বিছানায় গিয়ে আরাম ক’রে ঘুমাও। তোমার কাছে তো কোনো কিছুই খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়।”

কেইট শক্ত ক’রে তার কোটটা খাম্চে ধরে প্রবলভাবে ঝাঁকালো।

“সে যখন জেলে যায় তখন আমার বয়স মাত্র দুই বছর। যখন বের হয়ে এলো তখন আমির নয় বছরের। তুমি কি বুঝতে পারো ছেটে একটা মেয়ের জন্যে তার বাবা জেল খাটছে এটা কতোটা লজ্জার হতে পারে? যার বাবা অন্যের সম্পদ চুরি ক’রে বেঁচে থাকার জন্যে? স্কুলের এক বাচ্চা বললো তার বাবা ডাক্তার, আরেকজন বললো ট্রাক ড্রাইভার, আর যখন আমার পালা এলো তখন শিক্ষক মাথা নিচু ক’রে আমতা আমতা ক’রে জানালো যে, কেটির বাবাকে জেলে যেতে হয়েছে কারণ তিনি একটা বাজে কাজ করেছিলেন?”

“সে কখনই আমাদের ছিলো না। কখনও না! মা তার কথাই ভেবে ভেবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তবে সে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বিশ্বাস অচুট রেখেছিলো।”

“তোমার মা কিন্তু তাকে শেষ পর্যন্ত তালাক দিয়েছিলো, কেইট,” জ্যাক তাকে মনে করিয়ে দিলো।

“তার কারণ, এছাড়া তার আর কোনো উপর্যুক্ত ছিলো না। তার স্তন ক্যাসার ধরা পড়লো। এরপর তো মাত্র ছয়মাস বেঁচে ছিলো।”

কেইট ক্লান্ত ভঙ্গীতে দেয়ালে হেলান দিলো। “তুমি জানো, সবচাইতে অবাক করার ব্যাপার কি ছিলো? সে তাকে একমুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারেনি। ভালোবেসে গেছে। হাজার হোক লোকটা তার ঘধ্যে একটা অবিশ্বাস্য জিনিস তুকিয়ে দিতে পেরেছিলো, তাই।” কেইট মাথা ঝাঁকালো। কথাটা বেশি তিক্ত হয়ে গেছে। জ্যাকের

দিকে তাকালো ।

“আমাদের দুঃহনের মধ্যে অনেক ঘৃণা আছে ।” কেইট স্থির চোখে তার দিকে চেয়ে আছে, তার মুখে আদর্শবাদীতার গর্বিত আভা ফুটে উঠেছে ।

“এটাই কি ন্যায় বিচারের ধারণা, তোমার, কেইট? সমপরিমাণ ভালোবাসার বিপক্ষে সমপরিমাণ ঘৃণা । সমান সমান হয়ে গেলো, তাই না?”

সে একটু পিছু হতে গেলো । “তুমি কি বলছো?”

“তোমার এসব ঘ্যানঘ্যানানি উনতে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি । তুমি নিজেকে ভাবো একজন বিশুদ্ধবাদী । যথার্থ রক্ষক, যে কিনা ডিকটিমের পাশে এসে দাঁড়ায় । এর বাইরে আর কিছুই তোমার কাছে ধরা পড়ে না । না আমি, না তোমার বাবা, এমনকি তুমি নিজেও না । তুমি উয়োরের বাচ্চাদের বিরুদ্ধে আইনী লড়াই করে তার কারণ, তোমার বাবা তোমাকে কষ্ট দিয়েছে । সব অপরাধীকে মোক্ষম শান্তি দিতে পারলে তোমার ভালো লাগে । যেনো নিজের বাবাকেই শান্তি দিচ্ছো ।”

কেইটের হাতটা তার মুখের কাছে আসতেই জ্যাক সেটা ধরে ফেললো । “তুমি কি জানো, লুধার তোমাকে এতোটাই ভালোবাসে যে, তোমার সঙ্গে কখনও যোগাযোগ করার চেষ্টা করেনি? কখনও তোমার জীবনের অংশ হবার চেষ্টা করেনি । কারণ সে জানে, তুমি এমনটিই চাও । তার একমাত্র সন্তান মাত্র কয়েক মাইল দূরে থাকলেও সে পুরোপুরি নিজেকে তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছে । তার কেমন লাগে সেটা কি কখনও ভেবে দেখেছো? তোমার ঘৃণা কি কখনও সেটা হতে দিয়েছে?”

কেইট কোনো জবাব দিলো না ।

“তুমি কি কখনও ভাবোনি, কেন তোমার মা তাকে ভালোবাসতো?” সে তার কাঁধ ধরে প্রবল বেগে ঝাঁকালো । “তোমার ঘৃণা কি এতোই বেশি? এজন্যে কি তুমি কোনো কিছুকেই ভালোবাসতে পারো না, কেইট!”

কেইট তার দিকে স্থিরভাবে চেয়ে রইলো ।

জ্যাক একটু দ্বিধাপ্রস্ত হলো । “সত্যি হলো, তুমি তোমার বাবাকে কাছে পাবার আশা-ই করতে পারো না ।” একটু খেমে আবারো বললো । “তুমি ভালোবাসা পাবারই যোগ্য নও ।”

আচম্কা, প্রবল ক্রোধে সে চিন্কার করতে লাগলো । জ্যাকের বুকে দু'হাত দিয়ে ঘূঁষি মারতে লাগলো প্রবল বেগে । তার গালে চড়ে গেলো অবিরাম । একটা আঘাতকেও তার কাছে যন্ত্রণার বলে মনে হলো না । তাই ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইলো তাকে বাঁধা না দিয়ে । অবশেষে কেইট কান্নায় ভেড়ে পড়লো ।

যেমন আচম্কা শুরু হয়েছিলো তেমন আচম্কাই শেষ হলো তার আক্রমণ । দু'হাতে তার কোটটা আঁকড়ে ধরে রাখলো কেইট । তারপর আস্তে আস্তে মাটিতে চুটিয়ে পড়লো । কান্নার জল গড়িয়ে পড়লো দু'চোখ বেয়ে ।

তাকে কোলে তুলে সোফায় নিয়ে বসালো জ্যাক । তার পাশে হাটু গেড়ে বসে

তাকে কাঁদতে দিলো । দীর্ঘক্ষণ ধরে কেইট কেঁদে গেলো । শেষে তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো । এভাবে দু'জন দু'জনকে অনেকক্ষণ ধরে জড়িয়ে ধরে রাখলো ।

বখন সে ধাতস্ত হলো, নিজেকে জ্যাকের বহুক্ষন থেকে ছাড়িয়ে নিলো আন্তে ক'রে ।

জ্যাক একটু সরে গেলো ।

সে জ্যাকের দিকে তাকালো না । “চলে যাও, জ্যাক ।”

“কেইট – ”

“চলে যাও!” চিৎকার করলেও তার কপ্টটা ভঙ্গুর শোনালো । দু'হাতে সে নিজের মুখটাও ঢেকে রাখলো ।

রাস্তায় নেমে বিল্ডিংটার দিকে তাকালো জ্যাক । জানালায় আবছায়া অবয়বটা দেখতে পেলো । তার দিকে দেখছে না, তবে বাইরে তাকিয়ে আছে । কেইট কিছু একটা দেখার চেষ্টা করছে, তবে সে নিশ্চিত নয় কী সেটা । হাটতে শুরু করলে জানালা থেকে ছায়াটা সরে গেলো, তারপর ঘরে বাতিটাও নিতে গেলো ।

দু'চোখ মুছে ধীরে ধীরে হাটতে লাগলো জ্যাক । বাড়ির দিকে যাচ্ছে সে । দিনটা তার জীবনের সবচাইতে দীর্ঘতম দিন ।

* * *

“ধ্যাত্তারিকা । কতোক্ষণ আগে?” সেদু ফ্রাংক গাড়িটার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে । ঠিক আটটাও বাজে না ।

ফোয়ারফ্যাক্সের তরুণ কাউন্টি পেট্রলম্যান ঘটনার তাৎপর্য বুঝতে পারেনি ব'লে গোয়েন্দা ভদ্রলোকের এভাবে ক্ষিণ হওয়াতে চম্কে গেলো ।

“মেয়েটাকে আমরা এক ঘণ্টা আগে পেয়েছি । ভোর বেলায় একজন্মের গাড়িটা দেখে খবর দিয়েছে ।”

ফ্রাংক গাড়িটার অন্যপাশে গিয়ে সামনের সিটের দিকে উঁকি মারলো । চেহারাটাতে এক ধরণের প্রশান্তি আছে । লম্বা চুলটা খেলা ওয়াভা ক্রমকে দেখে মনে হচ্ছে সে ঘুমাচ্ছে ।

তিনি ঘণ্টা পরে, ক্রাইম-সিন তদন্তকারী দল পড়লো । গাড়ির সিট থেকে চারটা বড়ি পাওয়া গেছে । অটোপ্সি রিপোর্টে জন্ম যাবে আসলে ঘটনাটা কি । লাশটা পুঁজে পাওয়া গেছে মৃত্যুর দু'ঘণ্টা পরে । সুলিভানের বাড়ি থেকে খুব কাছেই একটা পথের পাশে । বড়ি ছাড়া আর যে আলামতটা পাওয়া গেছে সেটা হলো একটা প্রাস্টিকের ব্যাগ যা ফ্রাংক সঙ্গে ক'রে হেডকোয়ার্টারে নিয়ে গেলো । নোটটা একটা স্পাইরাল নোটপ্যাডে লেখা হয়েছে । হাতের লেখাটা মেয়ে মানুষেরই, মসৃণ, অভিজাত এবং অলংকারিক । ওয়ান্ডার শেষ বক্রব্যটা কেবল মাত্র দুটো শব্দের ।

আমি দুঃখিত ।

ফ্রাংক গাড়িতে ক'বৰ যাবাৰ সবল বিষয়টা নিবে ভাবলো । মহিলা যে আশাহীসহ কৰবে এটা কখনই তাৰ মনে দৱনি । এখনও ইচ্ছে না । মহিলাৰ জন্য শুব দুঃখকেৰ হলো । কিন্তু তাৰ বোকাৰীতে প্ৰচণ্ড বেগে আছে সে । তবে এটাৰ ঠিক মহিলা শুবই বিষয় ছিলো । ফ্রাংকেৰ মনে হলো, ক্ৰিস্টিন সুলভান তাৰ শুব ঘনিষ্ঠ ছিলো, তাই তন মৃত্যাতে তাৰ অবদান রয়েছে এই অপৰাধ বোধ আৰুতৈই পাৰে । অনিচ্ছাকৃত কৃষ হলোও অনুশোচনা তো হবেই । এটা বোধগম্যই । কিন্তু মহিলাৰ মৃত্যাতে ফ্রাংকেৰ সবচাইতে সেৱা এবং সন্তুষ্টি একমাত্ৰ সুযোগটিও নস্যাই হলো ।

এই দুই মহিলাৰ শুনিকে কিভাৱে ব্যাহৰ শান্তি দেয়া যাব সে কথা ভাবতেই ওয়াভা কুৰৱেৰ কথাটা শুলে গেলো ফ্রাংক ।

* * *

“উফ, টাৱ, আজকেই?” জ্যাক প্যাটন, শ'র রিসেপশনে ব'সে তাৰ মক্কলেৰ দিকে তাকালো । লোকটাকে শুবই বিপৰ্যস্ত আৱ এলোমেলো দেখাচ্ছে ।

“সাড়ে দশটায় । এখন এগারোটা পনেৱো বাজে, তাৰ মানে কি আমি পাঁচটাঙ্গি মিনিট পাৰো? ভালো কথা, তোমাকে শুবই বিপৰ্যস্ত দেখাচ্ছে ।”

ঘূৰ তাৰ ক্লান্তিকে একটুও কমাতে পাৱেনি ।

“বিশ্বাস কৰো, আমাকে যেমন দেখাচ্ছে তাৰ চেয়েও আমি ভালো বোধ কৰাই ।”
দু'জন লোক কৰমৰ্দন কৰলো ।

“আৱে, এটা আমৰা আৱেক দিন কৰতে পাৱবো, জ্যাক । আমি শুবতে পাৱাই হ্যাঙওভাৱ হয়েছে ।”

“তুমি যখন এসেছো তখন আৱ বাদ দেবো কেন । আমাৰ বালি একটু চাসা হবাৰ দৰকাৰ । আমি তোমাকে লাক্ষণে নিয়ে যাবো, বিলও আমি দেবো ।”

তাৰা হলওয়ে দিয়ে যেতে থাকলৈ লুসিভা, প্ৰিম আৱ প্ৰিমাৰ্ব শতিৰ নিশ্চাস ফেললো ।

“আমি দুঃখিত টাৱ, ভীষণ চাপে ছিলাম,” জ্যাক তাঙ্গোট্টা শুলে চেয়াৱে রেখে নিজেৰ ডেক্ষে গিয়ে বসলো ।

“দেশেৰ বাইৱে ছিলে, উনেছি । আশা কৰি জাণ্ডাটা মজাৱ ছিলো ।”

“ফাটাফাটি । শুব জলদিই তুমি আমাকে বড়সড় মক্কেল হিসেবে পাৰে । তোমাৰ পার্টনাৱৰা আমাকে এখানে দেবে শুশি হবে তখন ।”

“তাদেৱ কথা ছাড়ো, তুমি টাকা দিয়ে সেৱা নাও ।”

“এটা ভালো, বড় মক্কেল হিসেবে কিছু পাওনা পৱিশোধ কৰাৱ চেয়ে ছোট মক্কেলেৰ সব পাওনা মেটানো অনেক ভালো ।”

ଜ୍ୟାକ ହାସଲୋ । “ତୁମି ଆମାଦେର ସବହି ବୁଝେ ଫେଲେଛୋ, ତାଇ ନା?”

“ଆରେ ବନ୍ଧୁ, ତୁମି ଏକଟାକେ ଦେଖେଛୋ ତୋ ତାଦେର ସବାଇକେଇ ଦେଖେଛୋ ।”

ଟାରେର ଫାଇଲ ବୁଲେ ଦ୍ରୁତ କାଜେ ନେମେ ପଡ଼ିଲୋ ଜ୍ୟାକ ।

“ତୋମାର ନତୁନ ଏସ କର୍ପୋରେଶନେର ସେଟ-ଆପଟା ଆଗାମୀକାଳ କ'ରେ ଫେଲିବୋ । ଡେଲାଓଡ଼୍ୟାର କର୍ପୋରେଶନ ଡିସ୍ଟ୍ରିଷ୍ଟେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଁବେ, ଠିକ୍?”

ଟାର ସାଥ୍ ଦିଲୋ ।

“ଏଟାର କ୍ୟାପିଟାଇଲାଇଜିଂ କିଭାବେ କରାର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛୋ?”

ଟାର ଏକଟା ଲିଗ୍ୟାଲ ପ୍ରୋଟୋଲୋଜି ବେର କରିଲୋ । “ସମ୍ଭାବ୍ୟଦେର ଏକଟା ତାଲିକା ଆମାର କାହେ ଆହେ । ଶେଷ ଚୁକ୍ତିଟାର ମତୋଇ । ଆମି କି ରେଟଟା କମିଯେ ଦେବୋ?” ଟାର ହାସଲୋ । ସେ ଜ୍ୟାକକେ ପଛଦ କରେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସା ତୋ ବ୍ୟବସାଇ ।

ତାରା ଦୁଇଜନେଇ ହେଁସ ଫେଲିଲୋ ।

“ନତୁନ କୋମ୍ପାନିଟା କିମେର?” ଜ୍ୟାକ ଜାନତେ ଚାଇଲୋ ।

“ସାର୍ଭିଲେଙ୍ଗ କାଜେର ନତୁନ ଟେକନୋଲୋଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତ ।”

“ସାର୍ଭିଲେଙ୍ଗ? ଏଟା ତୋମାର ଜନ୍ୟେ ଅନ୍ୟ ରକମ ହେଁ ଗେଲୋ ନା?”

“ଯୁଗେର ସାଥେ ତାଲ ମେଲାତେ ହୟ । କର୍ପୋରେଟ ବ୍ୟବସାୟ ମନ୍ଦା ଯାଚେ । ଯଥନ ଏକଟା ମାର୍କେଟ ନିଚେର ଦିକେ ଯାବେ ତଥନ ଆମାର ମତୋ ଭାଲୋ ଉଦ୍‌ଯୋଜା ନତୁନ କିଛୁ ତୋ ବୁଝିବେଇ । ଆହିନ ପ୍ରୋଗକାରୀ ସଂସ୍ଥାୟ ସାର୍ଭିଲେଙ୍ଗେର ଚାହିଦା ବେଡ଼େ ଯାଚେ ଦିନ ଦିନ ।”

“କିଭାବେ କାଜ କରେ ଏଟା?”

“ଦୁଇଭାବେ । ପ୍ରଥମତ, ମେଟ୍ରୋପଲିଟନ ପୁଲିଶେର ଟ୍ର୍ୟାକିଂ ସେଶନେର ସମେ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟେର ଡାଉନଲିଂକ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ । ଦ୍ୱିତୀୟତ, ସାମରିକ ଧରଣେର ସାର୍ଭିଲେଙ୍ଗ ଯ୍ୱରପାତି, ସେପର ଏବଂ ଟ୍ର୍ୟାକିଂ ସାମଗ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଜାୟଗାୟ ସ୍ଥାପନ କରାର ମାଧ୍ୟମେ । ତାଦେର ଅବଶ୍ୟାନଗୁଲୋ ଅବଶ୍ୟ ଗୋପନ ରାଖା ହବେ ।”

ଜ୍ୟାକ ମାଥା ଝାକାଲୋ । “ଆମି ବୁଝିବାର ପାଇଁ କତିପର ନାଗରିକ ଅଧିକାର ବର୍ବ ହିତେ ଯାଚେ ।”

“ସେଟା ଆମାର ବ୍ୟାପାର ନଯ ।”

ଜ୍ୟାକ ମାଥା ଦୋଲାତେ ଦୋଲାତେ ଫାଇଲେର ଦିକେ ମନୋଯୋଗ ଦିଲୋ ଆବାର ।

“ବିଯେର ଅନୁଷ୍ଠାନେର ପରିକଳ୍ପନାର ବ୍ୟବର କି?”

ଜ୍ୟାକ ଚୋଖ ତୁଲେ ତାକାଲୋ । “ଜାନି ନା । ଏସବିଲ୍ୟେ ଆମି ମାଥା ଘାମାଛି ନା ।”

ଟାର ହେଁସ ଉଠିଲୋ । “ଜୁନି ଆର ଆମି ମାତ୍ର ବିଶ ଡଲାରେ ବିଯେ ଏବଂ ହାନିମୁନ ସେରେ ଫେଲେଛିଲାମ । ହାର୍ଲେ ଡେଭିଡସନ ମୋଟର ସାଇକେଲେ କ'ରେ ମାଯାମି ସୈକତେ ଗିଯେ ଓଖାନେଇ ରାତଟା କାଟିଯେଛିଲାମ । ସୈକତେଇ ଆମାଦେର ଫାଟାଫାଟି ସମ୍ପର୍କ ହେଁବାନେଇ ।”

ଜ୍ୟାକ ମାଥା ଦୋଲାତେ ଦୋଲାତେ ହାସଲୋ । “ଆମାର ମନେ ହୟ ବଲ୍ଡ଼ୁଇନଦେର ଏୟାପାରେ ବିଶାଲ ଆଯୋଜନ ରହେଛେ । ଯଦିଓ ତୋମାଦେର ମତୋ କରତେ ପାରଲେଇ ବେଶ ମଜା ହେତୋ ବ'ଲେ ମନେ ହଚେ ।”

টার একটু দুষ্টমীর হাসি দিয়ে মাথা দোলাতে লাগলো । “এই, তুমি যখন পাবলিশ ডিফেন্ডার ছিলে তখন একটা মেয়ের সাথে ডেট করছিলে না, কী যেনো নাম, যা, কেইট, তার কি হয়েছে?”

জ্যাক চোখ তুলে তাকালো না । “আমরা দু’জনে ঠিক করেছি আলাদা পথে চলবো,” আস্তে ক’রে কথাটা বললো সে ।

“আহ, আমার সব সময়ই মনে হোতো তোমরা দু’জন বেশ ভালো জুটি ছিলে ।”

জ্যাক কিছুক্ষণ দু’চোখ বন্ধ ক’রে জবাবটা দেবার জন্যে প্রস্তুত হলো । “কখনও কখনও দেখে কিছুই বোঝা যায় না ।”

টার তার মুখের দিকে ভালো ক’রে তাকালো । “তুমি নিশ্চিত?”

“আমি নিশ্চিত ।”

* * *

দাক্ষের পর কিছু অসমাপ্ত কাজ সেরে জ্যাক তার ফোন মেসেজের জবাবগুলো দিয়ে জানালার দিকে চেয়ে লুখার হইটনির কথা ভাবলো । সে কিসে জড়িয়ে পড়েছে সেটা কেবল জ্যাক আন্দাজ করতে পারে । কিন্তু সে যতোদূর জানে, লুখার একা একাই কাজ ক’রে থাকে । তাহলে অন্যলোকগুলো কারা হতে পারে? তার হাতে কি কেউ আহত বা নিহত হয়েছে? কিন্তু সে তো এরকম লোক নয় । তার হাতে কেউ কোনো দিন আহত হয়নি, নিহত হওয়া তো দূরের কথা ।

দু’চোখ ঘষে সে চেয়ারে বসলো । তার জীবনে এই মুহূর্তে হইটনিকে টেনে আনাটা ঠিক হয়নি । তাহলে সে কেন এটা করলো? টাইটা আলগা ক’রে নিলো । আশা করলো লুখারকে প্রয়োজনে সাহায্য করার যে কথা সে দিয়েছে সেটার যেনো কোনো দরকার না পড়ে ।

এবার জেনিফারের কথা ভাবতে লাগলো । জেনিফার এবং তার মধ্যে সম্পর্কটা বেশ উন্নতি লাভ করছে । তার মন্তিক বলছে এটা নষ্ট করা ঠিক হবে না । কিন্তু বুকের মধ্যে যে প্রত্যঙ্গটি আছে সেটা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছে না । তবে সে ভাবছে তার মন্তিকের উচিত তার জীবনের নিয়ন্ত্রণ নেয়া । এটা গ্রেজন্যে নয় যে এতে ক’রে তাদের সম্পর্কটা বদলে গেছে । সে কি আপোষ ক’রে ছেলেছে? হয়তো । কিন্তু সারাটা জীবন আপোষ ছাড়া পার করা যায়, এ কথা কে বললো?

জেনিফারের অফিসে ফোন ক’রে জানলো সে চলে গেছে । ঘড়িতে সময় দেখলো । সাড়ে পাঁচটা বাজে । কিন্তু জেনিফার সাধারণত আটটার আগে অফিস থেকে বের হয় না । গত রাতে বিমান বন্দর থেকে ফোন করেও তাকে পায়নি । আশা করলো কোনো অঘটন ঘটেনি ।

তার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেবার জন্যে যে-ই না মনস্তির করলো অমনি দরজা

বুলে ভ্যান কার্কস্টেন উকি দিলো ।

“জ্যাক, তোমাকে কি কয়েক মিনিট বিরক্ত করতে পারি?”

জ্যাক ইতস্তত করলো । এই কার্কস্টেন লোকটা জ্যাককে মোটেই পছন্দ করেন না । তার সম্পর্কে নিচু ধারণা পোষণ করে । জ্যাকও তাকে দেখলে বিরক্ত হয় ।

“আমি বের হবার চিন্তা করছিলাম ।”

“জানি ।” কার্কস্টেন হাসলো । “কয়েক মিনিট লাগবে, আমি এক নাষ্ঠার কনফারেন্স রুমে যাচ্ছি ।” কার্কস্টেন চলে গেলো ।

এটা আবার কি হলো? জ্যাক ভাবতে লাগলো । কোটটা হাতে তুলে নিয়ে বের হয়ে গেলো । হলওয়ে দিয়ে যাবার সময় কিছু এসোসিয়েট তার দিকে তীর্যকভাবে তাকালে তার বিশ্বয়টা আরো বেড়ে গেলো ।

কনফারেন্স রুমের স্লাইডিং দরজাটা বন্ধ, যা খুবই অস্বাভাবিক ঘটনা । দরজা খুলতেই ঘন অন্ধকার ঘরটা দেখে যেই না কিছু ভাবতে যাবে অমনি বাতি জুলে উঠলে অবাক হয়ে জ্যাক দেখলো তার সামনে একটা পাটি প্রস্তুত হয়ে আছে । দেয়ালের একটা ব্যানারের দিকে চোখ গেলো : কংগ্রাচুলেশাস্স পার্টনার!

লর্ড হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে, তার পাশে জেনিফার এবং তার বাবা-মা ।

“ডার্লিং, আমি তোমার জন্যে খুবই গর্বিত ।” তার চোখ দেখে জ্যাক বুঝতে পারলো সে ইতিমধ্যেই অনেক মদ্যপান ক'রে ফেলেছে, তার চোখের ভাষা ব'লে দিচ্ছে রাতের কাজটা দারূণ হবে ।

“এই পার্টনারশিপের জন্যে তোমার বাবার অবদান রয়েছে, জেন ।”

“ডার্লিং, তুমি যদি ভালো কাজ না করতে বাবা তোমাকে মোটেই সাহায্য করতো না । তোমার নিজেকে কিছু কৃতিত্ব দেয়া উচিত । তোমার ধারণা স্যান্তি লর্ড আর ওয়াল্টার সুলিভানকে খুশি করা সহজ কাজ? ডার্লিং, তুমি সুলিভানকে তাক লাগিয়ে দিয়েছো, এ কাজ হাতে গোনা কয়েকজন এটনিই করতে পেরেছে ।”

জ্যাক এক ঢোক মদ পান করলো । কথাটা তাকে মানতেই হচ্ছে ।

“হ্যাতো তোমার কথাই ঠিক ।”

“অবশ্যই ঠিক । এই ফার্মটা যদি ফুটবল টিম হয়ে থাকে তবে তুমি হলে স্ট্রাইকার ।” জেনিফার আরো মদ পান ক'রে জ্যাকের ক্লেম্বর জড়িয়ে ধরলো ।

“তার চেয়েও বড় কথা হলো আমি যেরকম জীবন-যাপনে অভ্যন্ত তার জন্য যে খরচ হয় সেটা এখন তোমার সাধ্যের মধ্যে এম্বেশন পড়লো ।”

“অভ্যন্ত, ঠিক! জন্ম থেকেই ।” তারা একে অন্যেকে জড়িয়ে ধ'রে নিবিড় ক'রে চুম্ব খেলো ।

“তুমি তো সুপারস্টার হয়ে গেছো ।” সে জ্যাককে তার মা-বাবার দিকে টেনে নিয়ে গেলো ।

জ্যাক চারপাশে তাকালো । এ ঘরের সবাই মিলিয়নার । তাদের মধ্যে সবচাইতে

পর্টে দল লে। ঠার এক বেকে এটো কর রহন হচ্ছে না। সবাইক চাঁচে
দুরদু হচ্ছে স্কুলন দুরদু হচ্ছে। ঠার বলে ইলো টেকনিকসি মেও এক বৃক্ষ
বিশিষ্টনৰ। তাৰ দফত পাসেও ঠার কাছে বিশিষ্ট বৃক্ষ হিলো অস্তুব দিছু।

এন্টো দুরু ভালৈ লে জ'কুম পড়েনি। ঠার টেকা কামানেটো তো গুড়ভূষণ
আবেদিকান্দেই দপ্প, ঠাই ন? দিয়ু কৰশৈব বৰন দুবি এটো অৰ্জন কৰবে ঠার বি
এৰ জন্মে টেকাৰ বাধ্য বশত খৰেখ টৈরি হবে?

নে টেকৰ পেলো ঠার কাঁধে একটো হাত। ঘূৰে দেবে স্যাডি লড় লাল-লাল তেজে
আৱ দিকে দাঁকিয়ে আছে। এবত্তেৰ সবাই ঠার নিকে চেৱে আছে।

“তোবাকে বদাক ক'রে লিয়েছি, ঠাই না?” এটো জ্বাককে মানতেই হলো।

“চেয়ে দ্যাবো, ছ্যাক। এবাবে সবাই চায় তোমাৰ মতো হতে।”

“বুব বেশি হয়ে যাচ্ছে। বুব দ্রুত ঘটছে সবকিছু।”

“আবে, এবত্তেই হয়, সবনৰষ্য। এক লাকে অনেক দূৰ চলে যাওয়া। একৰ
আমাৰ সঙ্গে হাত বেলাও উয়াল্টাৰকে দাকুল কিছু উপহাৰ দেবাৰ জন্মে।”

“আমিও বুশি, স্যাডি। মোকটাকে আমাৰও পছন্দ হয়েছে।”

“ভালো কথা, শনিবাৰে আমাৰ বাড়িতে একটা পুণমিলনী পার্টি হবে। উখানে
এমন কিছু লোক আবে যাদেৱ সঙ্গে তোমাৰ দেৰা ইওয়াব দৱকাৰ বুয়েছে। মেষ্টো
হয়তো কিছু ব্যাবনাৰ সুযোগও বুঝে পাৰে। সে তাৰ বাবাৰ মতোই হয়েছে।”

* * *

সব পাটনাৰেৰ সঙ্গেই হাত বেলালো, কাৰো কাৰো সঙ্গে একাধিকবাৱ। নটা বাজে
জেনিফাৰ তাকে নিয়ে কোম্পানিৰ লিমোতে ক'ৰে বাড়িতে চলে এলো। একটাৰ মধ্যে
তাৰা দু'দুবাৰ সঙ্গম ক'ৰে ফেলালো আৱ সাড়ে একটাৰ দিকে জেনিফাৰ ঢলে পড়লো
গভীৰ ঘূমে।

জ্যাকেৰ ঘূম এলো না।

জানালাৰ সামনে দাঁড়িয়ে সে আৰাশেৱ তাৱা দেখলো অনেকক্ষণ ধৰে।
জেনিফাৰেৰ দিকে তাকালো। সিঙ্গেৱ গাউন পৱে গভীৰ ঘূমে অঞ্চল। তাদেৱ দু'জনেৰ
নতুন বাড়িটা হয়তো ক্লিমাসেৰ মধ্যেই তৈৰি হয়ে যাবে।

এইমাত্ৰ এ শহৱেৰ সবচাইতে স্বনামধন্য কাৰ্মেৰ পাঞ্জাব হয়েছে সে। সবই তাৱ
আছে। ধনী বাপেৱ সুন্দৰী ব্ৰাজকল্যা, বৃক্ষ শুভৱ ব্যাণ্কে মোটা অংকেৰ টাকা।
এতোসব পেয়েও নিজেকে বুব একা একা মনে হচ্ছে। প্ৰচণ্ড অনিছু থাকা সঙ্গেও তাৱ
চিঞ্চাভাবনাসমূহ একজন ভয়াৰ্ত এবং কুকু বৃক্ষলোকেৰ দিকেই ধাবিত হচ্ছে। সেই
সঙ্গে তাৱ নিৱাবেগ মেয়েৰ কথাও। এই দুই নারীৰ কথা ভাবতে ভাবতেই সে দেৰতে
পেলো দিনেৰ প্ৰথম আলোটা আকাশে উঁকি মাৰছে।

* * *

ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ଜାନାଳା ଦିଯେ ଦେଖିତେ ପେଲୋ ତାର ବାଡ଼ିର ସାମନେ କାଳୋ ସିଡାନ ଗାଡ଼ିଟା ଏସେ ଥାମଛେ । ଦୁଇ ପାଯେର ହାଟୁଟେ ଆର୍ଥରାଇଟିସେର କାରଣେ ବୈଶିକ୍ଷଣ ଦାଙ୍ଗିଯେ ଧାକତେ ପାରେ ନା ସେ । ତାର ପିଠଟା ଶ୍ଵାସୀଭାବେ କୁଞ୍ଜୋ ହୟେ ଗେଛେ । ଅତିରିକ୍ତ ସିଗାରେଟ ଖେଯେ ଫୁସଫୁସଟୋଓ ନାଜୁକ ହୟେ ଗେଛେ । ଏଥନ ମୃତ୍ୟୁର ଦିନ ଗୁନଛେ । ତାର ମେଯେର ମୃତ୍ୟୁର ପର, ଲାଶଟା ପୁଲିଶସ୍ଟେଶନ ଥେକେ ଫିରେ ଆସଲେ ସେ ବୁଝାତେ ପେରେଛେ ତାର ବାଡ଼ିତେ ପୁଲିଶ ଆସବେ ଖୁବ ଜଳଦିଇ । ଗତ ସନ୍ତାହେର କଥାଟା ଡାବତେଇ ବୃଦ୍ଧାର ଚୋଖେ ଜଳ ଚଲେ ଏଲୋ ।

“ଆମାରଇ ଦୋଷ ଛିଲୋ, ମା ।” ତାର ମେଯେ ତାକେ ଏକଥା ବଲେଛିଲୋ । ମାକେ ଦେଖିତେ ଏସେ ଏ କଥାଟା ବାରବାର ବଲେଛେ ଆର ଆଫଶୋସ କରେଛେ ।

ଏଥନ ତାର ମେଯେ ମରେ ଗେଛେ, ଆର ତାର ବାଡ଼ିତେ ଏସେହେ ପୁଲିଶ । ଏଡ଼ିଇନାକେ ଏଥନ ସଠିକ କାଜଟାଇ କରନ୍ତେ ହବେ । ଏକାଶ ବହର ବୟାସେ, ଈଶ୍ଵର ଭକ୍ତ ଏଡ଼ିଇନା ପୁଲିଶେର କାହେ ମିଥ୍ୟେ ବଲବେ, ଏଟାଇ କେବଳ ତାର କରାର ଆହେ ।

“ଆପନାର ମେଯେର ବ୍ୟାପାରେ ଆମି ଖୁବଇ ଦୁଃଖିତ, ମିସେସ କ୍ରୂମ ।” ଫ୍ରାଂକେର କଥାଟା ବୃଦ୍ଧାର କାହେ ଖୁବଇ ଆନ୍ତରିକ ବଲେ ମନେ ହଲୋ । ତାର ଚୋଖ ବେଯେ କରେକ ଫୌଟା ଅଞ୍ଚ ଗାଡ଼ିଯେ ପଡ଼ିଲୋ ।

ଓୟାଭା ଯେ ନୋଟଟା ରେବେ ଗେଛେ ସେଟା ଏଡ଼ିଇନାକେ ଦେଯା ହଲେ ସେ ମୋଟା ମ୍ୟାଗନିଫାଇ୍ ଗ୍ରାସ ହାତେ ନିଯେ ପାଇଁ ଗୋଯେନ୍ଦାର ଦିକେ ଚେଯେ ବଲିଲୋ, “ଏଟା ଯଥନ ମେ ଲିବେଛେ ତଥନ ମେ କି ଭାବଛିଲୋ ସେଟା ଆମି କମ୍ବନାଓ କରନ୍ତେ ପାରାଇ ନା ।”

“ଆପନି ଜାନେନ ତୋ, ସୁଲିଭାନେର ବାଡ଼ିତେ ଡାକାତି ହେବେଛିଲୋ? ଡାକାତେରା କ୍ରିସ୍ଟିନ ସୁଲିଭାନକେ ଖୁବ କରେଛେ ।”

“ଟେଲିଭିଶନେ ଦେବେହି । ଖୁବଇ ଭୟକ୍ରମ କଥା । ଖୁବଇ ଭୟକ୍ରମ ।”

“ଏ ଘଟନା ସମ୍ପର୍କେ ଆପନାର ମେଯେ କି ଆପନାକେ କିଛୁ ବଲେଛିଲୋ ।”

“ଅବଶ୍ୟଇ ବଲେଛିଲୋ । ମିସେସ ସୁଲିଭାନେର ସମେ ଓର ବେଶ ଭାଲୋ ସମ୍ପର୍କ ଛିଲୋ । ଏଜନ୍ୟେ ତାର ଭୀଷଣ କଟି ହିଛିଲୋ । ଏକଦମ ଡେଙ୍ଗେ ପଡ଼େଛିଲୋ ।”

“କେନ ମେ ନିଜେର ଜୀବନଟା ଏଭାବେ ଶେଷ କରେ ଦିଲୋ ରିଲେ ଆପନି ମନେ କରେନ?”

“ଯଦି ଜାନତାମ ତୋ ବଲତାମ ।”

“ଆପନାର ମେଯେ କି ଏମନ କିଛୁ ବଲେହେ ଯା ଏହି ମାମଲାର ତଦ୍ଦତକାଜେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ପାରେ?”

“ନା । ମେ ତାର କାଜଟା ଖୁବଇ ପରିଚନ କରନ୍ତୋ । ତାରା ତାର ସମେ ବେଶ ଭାଲୋ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୋ । ଏଟା ତାରଇ କଥା । ବଢ଼ ବାଡ଼ିତେ ଧାକା, ଏଟା ତୋ ଚମକୋର ବ୍ୟାପାର ।”

“ମିସେସ କ୍ରୂମ, ଆମି ଜାନି ଓୟାଭା ଅନେକ ଦିନ ଆଗେ ବେଆଇନୀ କିଛୁ କରେଛିଲୋ ।”

“ଅନେକ ଦିନ ଆଗେ । ତାରପର ଥେକେ ମେ ଭାଲୋଭାବେଇ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୋ ।” ଏଡ଼ିଇନାର ଚୋଖ ଦୁଟୋ କୁଚକ୍କେ ଗେଲୋ, ହିରଭାବେ ଫ୍ରାଂକେର ଦିକେ ଚେଯେ ରଇଲୋ ।

“আমিও নিশ্চিত সে তাই করতো,” ফ্রাংক টট করে বললো। “ওয়াভা কি পঠ কয়েক মাসে আপনাকে দেখতে আসার সময় কাউকে সঙ্গে নিয়ে আসতো? এবন কাউকে, যাকে হয়তো আপনিও চিমতেন না?”

এডউইনা মাথা নাড়লো। তবে কথাটা সত্য।

“ঘটনাটা যখন ঘটে তখন আপনার মেয়ে দেশের বাইরে ছিলো?”

“সুলিভানের সঙ্গে ধীপে গিয়েছিলো। তারা প্রতি বছরই ওখানে যায়, আমাকে সে বলেছিলো।”

“কিন্তু মিসেস সুলিভান যাননি।”

“আমার ধারণাও সেরকমই, যেহেতু তিনি এখানেই খুন হয়েছেন।”

ফ্রাংক প্রায় হেসেই ফেললো। সে যতোটা বোধহীন বলে এই বৃক্ষকে ভেবেছিলো মহিলা আসলে তা নয়। “মিসেস সুলিভান কেন যাননি সে ব্যাপারে কি আপনি কোনো ধারণা আছে? ওয়াভা কি এ ব্যাপারে কিছু বলেছিলো আপনাকে?”

এডউইনা মাথা ঝোকালো, তার কোলে একটা বেড়াল লাফিষ্টে উঠলে সেটাৰ পাত্র আদরের পরশ বোলালো।

“আচ্ছা, আমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।”

“আপনাকেও ধন্যবাদ।”

উঠে দাঁড়াতে গেলে তাঁর পক্ষে ধেকে চিঠিটা পঁড়ে গেলো। ফ্রাংক উপুত্ত হয়ে সেটা তুলতে গেলে এডউইনার হন্দকম্প বেড়ে গেলো। কিন্তু সে খটোর দিকে তা তাকিয়েই তুলে তার হাতে দিয়ে দিলো।

মহিলা তাকে গাড়ি চালিয়ে চলে যেতে দেখলো। আন্তর আন্তর চেয়ারে ফিরে পিত্ত চিঠিটা খুললো সে।

এটা পুরুষ মানুষের হাতের মেঝা এটা বেশ ভালো করেই জানে সে : আবি এটা কল্পনি। কিন্তু কে করেছে সেটা যদি আমি বলি তবে তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে না।

এডউইনার ক্রমের জন্যে এটাই কেবল জানার দরকার ছিলো। মুখ্য হইটনি চৈব দিনের বকু ছিলো, কেবলমাত্র ওয়াভাৰ জন্যেই ঐ বাড়িতে চুরি করতে গিয়ে ছিলো। পুলিশ যদি তাকে ধরে তবে সেটাতে তাৰ কোনো অবদান ধাকবে না।

তাৰ বকু তাকে যা কৰতে বলেছে সে তাই কৰবে। উশৰ তাকে সাহায্য কৰুক। এটাই কেবল তাৰতে পাবলো সে।

* * *

সেদে ফ্রাংক এবং বিল বার্টন কৰমদন করে বাসে পড়লো। তারা বসেছে ফ্রাংকের অফিসেই।

“আপনাকে দেখে ভালো লাগছে, সেদ !”

“আপনার এখানে আসাটা একটু অস্বাভাবিক।”

“সত্যি বলতে কি একেবারেই অস্বাভাবিক।” বার্টন হাসলো। “সিগারেট ধরালে কি মনে কিছু করবেন?”

“আপনার সঙ্গে আমিও যদি খাই তবে কেমন হয়?” তারা দুজনেই সিগারেট ধরালো।

“দীর্ঘদিন ধরে আমি এ পেশায় আছি, আজই প্রথম আমি এরকম কিছুর মুখোমুখি হলাম। তবে আমি ব্যাপারটা বুঝি। বৃক্ষ সুলভান প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁকে রাজনীতিতে অনেক সাহায্য করেছেন। একজন সত্যিকারের পৃষ্ঠপোষক। তবে আমার মনে হয় না প্রেসিডেন্ট আসলে চাচ্ছেন এই মামলায় কিছু করতে, বরং তিনি এমন একটা ধারণা দিতে চাচ্ছেন যে, তিনি এ ব্যাপারে বেশ তৎপর আছেন। আপনার কাজে মাথা ঘামানোর ইচ্ছে আমাদের একদমই নেই।”

“এটা করার এক্ষতিয়ারও তো আপনাদের নেই।”

“একদম ঠিক, সেদ। আরে, আট বছর প্যারাট্রুপার ছিলাম। আমি জানি পুলিশের তদন্ত কিভাবে হয়। আমরা পারতপক্ষে আপনাদের কাজের ব্যাপারে মোটেও নাক গলাতে চাচ্ছি না।”

ফ্রাংকের মুখ থেকে উদ্বিগ্নতার ছাপটা বিলীন হতে শুরু করলো। “তাহলে আপনার প্রস্তাবটা কি?”

“আমি আমার ভূমিকাটাকে দেবি প্রেসিডেন্টের তথ্যের একটি পাইপলাইন হিসেবে। কোনো অগ্রগতি হলে আমাকে ফোন ক'রে জানাবেন, আমি প্রেসিডেন্টকে সেটা অবহিত করবো। তারপর উনি উনার বন্ধু ওয়াল্টার সুলভানকে হয়তো জানাবেন। এটা কোনো ধাক্কাবাজি নয়, প্রেসিডেন্ট আসলেই এই মামলাটা নিয়ে খুব চিন্তিত।” বার্টন চওড়া একটা হাসি দিলো।

“ফেডারেল কর্তৃপক্ষের কাছে কোনো খবর নেই। কোনো ধারণা  নেই।”

“আমি কোনো এফিভিআই নই। এটাও কোনো ফেডারেল মামলা নয়। আমাকে একজন ভিআইপির বেসামরিক প্রতিনিধি হিসেবে দেখুন। অতো বেশি পেশাগত সৌজন্য দেখানোর দরকার নেই।”

ফ্রাংক তার অফিসের চারপাশে তাকিয়ে পরিচ্ছিতিতা বোঝার চেষ্টা করলো। বার্টনও তার দৃষ্টিকে অনুসরণ ক'রে কিছু স্নেহীর চেষ্টা করলো। সে অনেক গোয়েন্দাকে চেনে। বেশিরভাগই গড়পরতার মেধার। সাধারণ মানের। কিন্তু তার সামনে যে লোকটা বসে আছে তার ফাইল ঘেটে দেখেছে, এই লোকটা এনওয়াইপিডি থেকে এই মিডলটন কাউন্টিতে আসার পর কোনো হজ্যাকওই অমীমাংসিত থাকেনি। একটাও না। জায়গাটা মফশ্বল হলেও একশো ডাগ সফলতা বিরাট একটি ব্যাপার। এসবের জন্যে বার্টনের বেশ সুবিধাই হলো। কারণ প্রেসিডেন্ট যদিও তাকে নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে খোজ রাখতে যাতে

ক'রে সুলিভানকে দেয়া তাঁর প্রতিক্রিয়া পালন করতে পারেন তিনি, কিন্তু এই তদন্ত
কাজে প্রবেশের ব্যাপারে বার্টনের নিজের একটা কারণও রয়েছে।

“যদি বুব দ্রুত কিছু ঘটে যায়, তবে আমি আপনাকে হয়তো ঠিক তখনি জানতে
পারবো না।”

“আমি তো অসম্ভব কিছু চাচ্ছি না, সেদ। কেবল একটু তথ্য জানতে চাই। এই
যা।” বার্টন উঠে দাঁড়িয়ে সিগারেটটা মাটিতে ফেলে পিষে দিলো। “এই কথাই তবে
থাকলো?”

“আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো, বিল।”

“এর চেয়ে বেশি কিছু চাইও না। তো, আপনি কিছু সূত্র-টুত্র পেলেন কি?”

সেদ ফ্রাংক কাঁধ ঝাঁকালো। “কিছু পেয়েছি কিন্তু ব্যতিয়ে দেখতে হবে।”

“আমাকে সে সম্পর্কে বলুন।” বার্টন আবার ফিরে এলো দরজার কাছ থেকে।
“আরে, বিনিময়ে আপনিও সুবিধা পাবেন। যদি তদন্ত কাজে কোনো ডাটাবেজে
তোকার দরকার প'ড়ে আমি সাহায্য করবো। এই নিন আমার ফোন নামার।”

ফ্রাংক বাড়িয়ে দেয়া কার্ডটা নিলো। “ধন্যবাদ বিল।”

দুঃঘটা পরে সেদ ফ্রাংক নিজের ফোনটা তুলে নিলো, কিন্তু কিছুই হলো না।
কোনো ডায়াল টোন নেই। ফোন কোম্পানিতে ফোন করা হলো।

এক ঘণ্টা বাদে, সেদ ফ্রাংক আবারো ফোনটা তুলে তুলে নিলে এবার ডায়াল
টোন পাওয়া গেলো। সিস্টেমটাতে আঁড়িপাতা হয়েছে। ফোনের ক্লোসেটটা সবসময়ই
তালা মারা থাকে। কিন্তু কেউ যদি তেতরে দেখতে সক্ষমও হয় তারপরও আনাড়ী
লোকের পক্ষে এইসব যন্ত্রপাতি দেখে বোধা সম্ভব নয় যে এখানে কিছু করা হয়েছে।
পুলিশফোর্স তাদের ফোনে আঁড়িপাতা হলো কিনা তা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকে না।

বিল বার্টনের লাইনটা এখন খোলা আছে। সেদ ফ্রাংক অবশ্য এতেটা আশা
করেনি।

অধ্যায় ১৫

“আমাৰ মনে হয় এটা ভূল হচ্ছে, এলান। আমাৰ ধাৰণা তদন্তকাজটা কৱায়স্ত কৱাৰ চেষ্টা না ক'ৰে আমোৰা নিজেদেৱকে এ থেকে দূৰে সৱিয়ে রাখলৈ ভালো হয়।” শুভাল অফিসে প্ৰেসিডেন্টেৰ ডেক্ষেত্ৰ পাশে বাসেল দাঁড়িয়ে আছে।

“গ্ৰেইয়া, নিজেৰ প্ৰোগ্ৰাম নিয়ে এগোও, বুঝলে?” রিচমন্ড নিৰ্বাচনেৰ অনেক আগে থেকেই সেটা নিয়ে ভাবছেন। তাৰ সম্ভাৱ্য প্ৰতিপক্ষ হেনৱি জ্যাকবস্, ছেটোখাটো, দেখতে মোটেই প্ৰীতিকৰ তো নয়ই, ভালো বজাও নয় সে। দু'জন প্ৰধান প্ৰতিদ্বন্দ্বী যৌন কেলেংকাৰী আৰ অন্যান্য ঘটনায় জৰ্জিৱত হয়ে পিছু হটে গেছে। এসব দেখে রিচমন্ড অবাক হয়ে ভাবেন তাৱপৱণ কেন তাৰ জনপ্ৰিয়তাৰ রেটিং বত্ৰিশ, পঞ্চাশ নয় কেন।

অবশ্যে তিনি তাৰ চিফ অৰ স্টাফেৰ দিকে তাকালেন।

“দ্যাখো, আমি সুলিভানেৰ কাছে প্ৰতীজ্ঞা কৱেছি এটা আমি দেববো। এটা ক'ৰে আমি ব্যাপক প্ৰচাৰণা পেয়েছি। নিৰ্বাচনে একটু সুবিধাও পাচ্ছি।”

“এলান, নিৰ্বাচনটা আমাদেৱ ব্যাগেৰ মধ্যেই আছে। আমোৰা দু'জনেই সেটা জানি। কিন্তু আমাদেৱকে এখন দেখতে হবে আমোৰা যেনো নতুন ক'ৰে কোনো ঝামেলায় না পড়ি। আমাদেৱকে কুব সতৰ্ক থাকতে হবে। লোকটা এখনও বাইৱে রয়ে গেছে। সে ধৰা পড়লে কি হবে?”

বিৱৰণ হয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। “আৱে, তুমি দেবি তাকে ভূলতে পাৱছো না! তুমি এই লোকটাকে নিয়ে মাথা না ঘামালে আমি একটু সুস্থিৰ হয়ে কাজ কৱতে পাৰি। আমি যদি শুভাবে ঘোষণা দিয়ে সাহায্য কৱাৰ কথা না বলতো তবে কিছু কালতু সাংবাদিক ঠিকই বেৱ ক'ৰে ফেলতো যে, ক্ৰিস্টিন সুলিভানেৰ হত্যাকাণ্ডেৰ সঙ্গে প্ৰেসিডেন্ট জড়িত আছেন। এখন আমি সাৱা জাতিৰ সামনে বলেছি অপৰাধীকে উপযুক্ত শাস্তি দেবো, বিচাৱেৰ মুখোমুৰি কৱাৰো। যদি কেউ আমাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ তোলে তবে লোকজন ভাববে লোকটা আমাকে টিভিতু দেখে এই চটকদাৱ গল্প বলছে।”

বাসেল চেয়াৱে বসলো। সমস্যা হলো রিচমন্ড সবগুলো সত্য জানে না। সে যদি জানতো চিঠি খোলাৰ চাকুটাৰ কথা? সে যদি জানতো বাসেল একটা চিঠি আৱ ছবি পেয়েছে? এসব তথ্য সে তাৱ বসেৱ কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছে, যে তথ্য তাদেৱ দু'জনকেই ধৰ্স ক'ৰে ফেলতে পাৱে। একেবাৱে শেষ ক'ৰে দিতে পাৱে।

ରାସେଲ ତାର ଅକିସେ ଫିରେ ଯାବାର ସମୟ ବେୟାଳ କରେନି ହଲଓୟେତେ ବିଲ ବାର୍ଟନ ଟାର ଦିକେ ତାକିଯେଛିଲୋ । ଏଇ ତାକାନୋଟାର ମଧ୍ୟେ କୋନୋ ପଛଦେର ବ୍ୟାପାର ଛିଲୋ ନା, ଛିଲୋ ଏକ ଧରଣେର ଘୃନା ।

ବୋକାଚୋଦା ମାଗି । ସେ ଯେଥାନେ ଦାଁଡ଼ିଯେ ଦାଁଡ଼ିଯେ ତାକେ ଦେଖିଲୋ ସେଥାନ ଥେବେ ଖୁବ ସହଜେଇ ତାର ମାଥାର ପେଛନେ ତିନଟା ବୁଲେଟ ଚୁକିଯେ ଦିତେ ପାରତୋ । କଲିନେର ନାମ କଥା ବଲେ ସବ ବୁଝେ ଫେଲେଛେ ସେ । ଏ ରାତେ ଯଦି ସେ ପୁଲିଶକେ ଡାକତୋ ତବେ ଏଟା ସମସ୍ୟା ହେତୋ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ତାର ଏବଂ କଲିନେର ସମସ୍ୟା ହେତୋ ନା । ପ୍ରେସିଡେନ୍ଟ ଏବଂ ତାର ଏଇ ସହକାରୀ ମାଗିଟାଇ ଫେଂସେ ଯେତୋ । ଏଇ ମହିଳା ତାର ସଙ୍ଗେ ଚାଲାକି କରେଛେ ।

ରାସେଲେର ଚେଯେ ସେ ଭାଲୋ କରେଇ ଜାନେ କିସେର ସଙ୍ଗେ ତାଦେରକେ ମୋକାବେଳୀ କରତେ ହବେ । ଆର ଏଇ ଜାନାର କାରଣେଇ ସେ ତାର ସିନ୍ଧାନ୍ତ ନିଯେ ଫେଲେଛେ । ଏଟା କର୍ତ୍ତା ଖୁବ ସହଜ ଛିଲୋ ନା, ତବେ ଏଟାଇ କେବଳ ସେ କରତେ ପାରତୋ । ଏଜନ୍ୟେଇ ସେ ସେମ ଫ୍ରାଂକେର ସଙ୍ଗେ ଦେଖା କରେଛେ । ଗୋଯେନ୍ଦ୍ର ଭଦ୍ରଲୋକେର ଟେଲିଫୋନେ ଆଂଡ଼ିପାତାର କାରଣ୍ଣ ଏଟା । ତୋମାର ହାତେ ଥାକା କାର୍ଡ ନିଯେଇ ତୋମାକେ ଖେଲତେ ହବେ, ତୁମି କେବଳ ଆଶା କରତେ ପାରୋ ଭାଗ୍ୟ ସୁପ୍ରସନ୍ନ ହୋକ ।

ଏଇ ମହିଳା ତାକେ ଏମନ ଅବସ୍ଥାୟ ଠେଲେ ଦିଯେଛେ ବଲେ ଆବାରୋ ସେ କ୍ରୋଧେ ଫେଁଟେ ପଡ଼ିଲୋ । ମହିଳାର ବୋକାମୀର କାରଣେଇ ଏମନ ଏକଟା ସିନ୍ଧାନ୍ତ ସେ ନିଯେଛେ । ତାର ଇଚ୍ଛା କରଛେ ମହିଳାର ଘାଡ଼ଟା ମଟ୍ଟକେ ଦିତେ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ସେ କରବେ ନା ବଲେ ପ୍ରତୀଜ୍ଞା କରେଲୋ । ଏଇ ମହିଳାକେ ସେ କ୍ଷମତାର କେନ୍ଦ୍ର ଥେକେ ଆହ୍ଵାନ ମେରେ ମାଟିତେ ନାମିଯେ ଦେବେ; ତଥନ ସେ ବୁଝାତେ ପାରବେ ବାନ୍ଧବତା କାକେ ବଲେ - ଆର ଏଟା ଦେଖତେ ବେଶ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହବେ ।

* * *

ଗୋରିଯା ରାସେଲ ଆଯନାର ସାମନେ ଦାଁଡ଼ିଯେ ତାର ଠୋଟେ ଲିପ୍‌ସ୍ଟିକଟା ଟିକ୍ କରେ ନିଲୋ । ସେ ଜାନେ ତାର ଆଚରଣ ପ୍ରେମେମସ ଅନ୍ତିର ତରୁଣୀର ମତୋ ହୟେ ଯାଇଛେ । କିନ୍ତୁ କଲିନେର ମଧ୍ୟେ ଏମନ ତାରଣ୍ୟ ଆର ପୌରସ ଆଛେ ଯା ତାକେ ନିଜେର କାଙ୍ଜକର୍ମ ଥେକେ ବିମୁଖ କରେ ରେଖେଛେ । ଏରକମଟି ଏର ଆଗେ କଥନ୍ତ ହୟନି ତାର । ରାସେଲ ତାର ପୁରସ ସନ୍ଦାତିକେ ଅନୁସରଣ କରାର ମଧ୍ୟେ ଦୋଷେର କିଛୁ ଦେବହେ ନା । ଏଟାକେ ସେ ତାର ଅବସ୍ଥାନେର ଆରେକଟି ଉପରି ପାଓନା ହିସେବେଇ ଦେବହେ ।

ନିଜେର ଶରୀରେ ସବଟୁକୁ ପୋଶାକ ଖୁଲତେ ଗିଯେ ରାସେଲ ଭାବଲୋ ସେ କେନ କଲିନେର ମତୋ ଯୁବକକେ ପ୍ରଲୁକ୍ତ କରଛେ । ଦୁଟୋ କାରଣେ ତାକେ ତାର ଦରକାର । ଏକ, ସେ ତାର ଚିଠି ଖୋଲାର ଚାକୁଟା ନିଯେ ଚାଲାକି କରାର ଘଟନାଟା ଜାନେ, ଆର ତାର ଦରକାର ଏ କଥାଟା ଏକଦମ ଗୋପନ ରାଖାର ନିଶ୍ଚଯତା । ଦୁଇ, ଏ ଆଲାମତଟି ପୁଣରୁଦ୍ଧାରେର ଜନ୍ୟେ ତାର

সাহায্যের দরবার রয়েছে। আজ রাতে তারা আবার মিলিত হবে, ঠিক আগের রাতটার মতোই।

এ মৃহূর্তে তার মনে হলো সে টির কলিনকে তার জীবনের বাকি সময়টুকুর প্রতি রাতেই ভোগ করতে পারবে, কখনও ক্লান্ত হবে না; প্রতিটি সঙ্গে তার যে অনুভূতি হয়, শরীরে সুখের বন্যা বয়ে যায়, সেটা তাকে আরো বেশি স্কুধার্ত ক'রে তুলছে। এসব খেলা বন্ধ করার জন্যে তার মস্তিষ্ক হাজার বার বললেও তার শরীর এসব কিছুই তনহে না।

দরজায় নক্টা একটু আগেই হলো। নিজের মেক-আপটা দ্রুত ঠিক ক'রে চুলটা আঁচড়ে জুতাটা পরে তড়িঘড়ি ক'রে দরজা বুলতেই তার মনে হলো কে যেনো তার স্ত্রী নে চাকু মেরেছে।

“আরে, তুমি এখানে কী করতে এসেছো?”

বার্টন আক্রমণাত্মকভাবেই ঘরে ঢুকে পড়েলো। সশ্বে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলো সে। “আমাদেরকে কথা বলতে হবে।”

রাসেল অবচেতনেই পেছনে তাকালো আর কেউ আছে কিনা, কারণ সে প্রেমের খেলা খেলার জন্যে অপেক্ষা করছিলো। বার্টন তার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলো। “দৃঃখ্যিত, তোমার নাগরটি আর আসছে না, চিফ।”

রাসেল কিছু বলতে চেয়েছিলো, কিন্তু কোনো কিছু বলার শক্তি ক্ষণিকের জন্যে হারিয়ে ফেলেছে। তাই কিছু না বলে ভেতরে চলে গেলো।

বার্টন দেখতে পেলো চিফ অব স্টাফ এখন তার শরীরের লোভনীয় অংশগুলো ঢাকতেই বেশি ব্যস্ত আর সেই সঙ্গে পরিস্থিতিটা সামলে নেবার জন্য সময়ও নিচ্ছে। কোনোটাতেই সে সফল হলো না।

“বেরিয়ে যাও, বার্টন! তোমার কতো বড় আস্পর্ধা তুমি এখানে এসেছো, এভাবে?”

বার্টন তাকে পাশ কাটিয়ে লিভিংরুমের সোফায় বসলো। আবার সময় তার শরীরের সাথে আল্টো ক'রে ধাক্কা দিয়ে গেলো।

“হয় আমরা এখানে, না হয় অন্য কোথাও কথা বললো। সব তোমার ওপর নির্ভর করছে।”

“এসব কী বলছো? আমি তোমাকে না বললাম বোরয়ে যেতে।”

সে তার দিকে তাকালো। “তুমি কি সব সংয়োগ এমন পোশাক পরে দরজা খোলো নাকি?” কলিনের এতো আগ্রহ কেন সেটা এবার বোঝা গেলো। পাতলা নাইট গাউনটা চিফ অব স্টাফের উদ্দাম শরীরের কিছুই চোখের আড়াল করতে পারছে না। মহিলাকে দেখে তারও উথান ঘটতে শুরু করেছে। এমন জিনিস চোখের সামনে থাকলে বয়স কি বাধা হতে পারে, না, পারে না।

“জাহান্নামে যাও, বার্টন!”

“সন্তুষ্ট আমরা সবাই সেখানেই যাচ্ছি। তো, তুমি কেন তাড়াতাড়ি জ্বল কেনো পোশাক পরে আসছো না। আমাদেরকে কথা বলতে হবে। তারপরই আমি চলে যাবো। তা না হলে আমি এক চুলও নড়ছি না।”

“তুমি কি বুঝতে পারছো, তুমি কি করছো? তোমাকে আমি শেষ ক'রে দিতে পারি।”

“ঠিক!” পকেট থেকে সে কয়েকটা ছবি বের ক'রে টেবিলের উপর রাখলো। প্রথমে রাসেল ছবিগুলোর দিকে না তাকালেও, অবশ্যে ছবিগুলো হাতে তুলে নিলে তার দু'পা কাঁপতে লাগলো। টেবিলের ওপর এক হাত দিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করলো সে।

“কলিনের সঙ্গে তোমাকে বেশ মানিয়েছে। ভালোই লাগছে। আমার মনে হয় না গণমাধ্যম এসব জিনিস থেকে মুখ সরিয়ে রাখবে। আরে, এদিয়ে তো চমৎকার একটা সিনেমাও হতে পারে। তোমার কি মনে হয়? চিফ অব স্টাফ একজন সিক্রেট সার্ভিসের ছোকরার সঙ্গে ফটিনষ্টি করছে। তুমি এটাকে বলতে পারো, শতান্ত্রীর সেরা পোড়মারা। বুব আকর্ষণীয় শিরোণাম হবে, তাই না?”

সে প্রচণ্ড জোরে তার গালে চড় মারলে নিজের হাতটাতেই বেশি ব্যাথা পেলো। মনে হলো লোহার গায়ে চড় মেরেছে। বার্টন তার হাতটা ধরে মোচড় মারলে যন্ত্রণাম চিংকার দিয়ে উঠলো গ্রোরিয়া রাসেল।

“এই মেয়ে, শোনো। এখানকার সবকিছুই আমি জানি। সবকিছু। চিঠি খোলার চাকুটা, কার কাছে সেটা আছে; সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হলো সে ওটা কিভাবে পেলো, তাও জানি। আর ঐ লোকটা, যে এখন চিঠি চালাচালি করছে, তাও। এবার বেশ্যাদের পোশাক ছেড়ে অন্য পোশাক পরে আসো। তুমি যদি তোমার নাদুসন্দুস পাছাটা বাঁচাতে চাও তবে আমি যা বলবো ঠিক তাই করতে হবে। বুঝেছো? যদি এটা না করো তবে আমরা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে গিয়ে আজড়া মেরে আসবো। সেবই তোমার ওপর নির্ভর করছে!” শেষ কথাটা বলেই বার্টন পুঁপু ফেললো রাসেলকে ঘৃণা করার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে।

বার্টন তার হাতটা ছেড়ে দিলে রাসেল হাতটা ঘষতে ঘষতে তার দিকে অসহায়ের মতো চেয়ে রইলো।

সঙ্গে সঙ্গে বাখরুমে গিয়ে মুখে ঠাণ্ডা পানি দেখাবুলে একটু ধাতস্ত হলো সে। তারপর আস্তে আস্তে হেটে শোবার ঘরে চলে এলো।

পরনের পোশাক পাল্টে মোটা সোয়েটার আর প্যান্ট পরে নিলো। তার সমস্ত জগৎটা এখনও দুলছে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করলো। তার অবস্থা এমন যেনো অন্ধবয়সী কোনো মেয়ে তার বাবার কাছে বিছানায় এক ছেলের সঙ্গে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে।

লিভিংরুমে ফিরে এসে দেখতে পেলো বার্টন তার কোটটা খুলে এক কাপ কফি

ট্রেইনে রেখে নিয়েছে। তার বগলের নিচে চামড়ার হোলস্টোরটার দিকে তাকালো। অবৃত্তি আরো ভীতিকর বলে মনে হচ্ছে এখন।

“ক্রিম এবং চিনি, ঠিক?”

কোনোক্ষয়ে তার দিকে তাকাতে পাইলো সে। “হ্যা।” সে বসে পড়লো। “তোমাকে কতোটা বলেছে টি ... কলিন?”

“তোমাদের দু’জনের ব্যাপারে? তেমন কিছুই না। সে অমন ছেলে নয়। আমার মনে হয় ছেলেটা তোমার প্রেমে হাবুড়ুবু থাচ্ছে। তুমি তাকে এমন চোদন দিয়েছো যে দেশগার হৃদয় আর মাথা দুটোই নষ্ট হয়ে গেছে। ভালোই খেলা চলছিলো।”

“তুমি কিছুই বুঝছো না, বুঝেছো কি?” সে নিজের চেয়ার থেকে প্রায় উঠেই যাচ্ছিলো।

বার্টন অস্বাভাবিক রকম শাস্তি আছে। “আমি ভালোই বুঝি। আমরা একেবারে খাদের কিনারাতে আছি। সত্যি বলতে কি, তুমি কার সাথে ঘুমালে সেটা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। সেজন্যে আমি এখানে আসিনি।”

রাসেল আবার চেয়ারে বসে পড়লো। অনেকটা জোর করেই কফিতে চুমুক দিলো।

বার্টন তার দিকে ঝুকে আলতো করে তার একটা হাত ধরলো।

“দ্যাখো, মিস্ রাসেল। এখানে এসে আমি হাবিজাবি কথা বলতে চাছি না। আমরা এই ঘটনায় একসঙ্গে জড়িয়ে গেছি। আমি কেবল জানি আমাদেরকে বাঁচতে হলে, এ সংকট থেকে রেহাই পেতে হলে, এক সঙ্গে, একটা দলের মতো কাজ করতে হবে। এই প্রস্তাবটাই আমি দিতে এসেছি।” বার্টন তার দিকে তাকালো।

রাসেল তার কফিটা রেখে রুমাল দিয়ে ঠোঁট মুছে নিলো। “ঠিক আছে।”

বার্টন সঙ্গে সঙ্গে আবার ঝুকে কাছে এলো। “কেবল মনে রেখো, এ চিঠি খোলার চাকুটাতে এখনও প্রেসিডেন্ট এবং ক্রিস্টিন সুলিভানের আঙুলের ছাপ খেলে আছে। তাদের রক্ষণ। ঠিক?”

“হ্যা।”

“যেকোনো উকিলের জন্যেই এটা একেবারে সোনার চাবি। আমাদেরকে ওটা ফিরে পেতেই হবে।”

“ওটা আমরা কিনে নেবো। সে ওটা বেঁচেওঁচাই। পরের চিঠিতেই জানতে পাইবো কতো চাচ্ছে।”

বার্টন তাকে দ্বিতীয়বারের মতো ভড়কে দিলো। সে এনভেলোপটা বের করে দেখালো।

রাসেল চিঠিটা হাতে নিয়ে পড়লো। আগের মতোই লেখাগুলো ব্লক প্রিন্টের। লেখাটা খুব সংক্ষিপ্ত :

খুব জলদিই চিঠি পাবেন। আগে ভাগেই টাকা পয়সার ব্যাপারে পদক্ষেপ নেবার

জন্যে উপদেশ দেয়া হলো। এরকম অতিমূল্যবান জিনিস সাত অঙ্কের ঘরেই হবে, আগ্রহী হলে চিঠির মাধ্যমে জবাব দিন।

“তার লেখার একটা বৈশিষ্ট্য আছে, তাই না? হেয়ালি হলেও স্পষ্ট করেই বলেছে সে।” বার্টন আরেক কাপ কফি ঢেলে নিলো। তারপর আরেকটা ছবি বের করলো যা রাসেল ফিরে পাবার জন্যে মরিয়া হয়ে আছে।

“সে অবশ্যই পীড়ন করতে ভালোবাসে, তাই না, মিস রাসেল?”

“অন্ততপক্ষে সে একটা সমঝোতার জন্য তো প্রস্তুত।”

“আমরা অনেক বড় অঙ্কের টাকা নিয়ে কথা বলছি। এর জন্যে তুমি প্রস্তুত আছো?”

“এটা নিয়ে আমাকেই চিন্তিত হতে দাও, বার্টন। টাকা কোনো সমস্যা হবে না।” তার মন মেজাজ আবার স্বর্ণপে ফিরে এসেছে।

“হয়তো হবে না,” সেও একমত হলো। “যাকগে, তুমি কলিনকে দিয়ে এই ঝামেলাটাকে উপড়ে ফেললে না কেন?”

“এটার জবাব আমি দেবো না।”

রাসেল এবং বার্টন আসলে একে অনোর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো। হয়তো রাসেলের ধারণা ভুল ছিলো। বার্টনকে সে পথের কাঁটা ভেবেছিলো, কিন্তু সে বুরই চতুর আর সতর্ক। সে বুঝতে পারলো এখন তার দরকার এরকম একজন মানুষের, কলিনের মতো সুপুরুষ আর বলিষ্ঠ দেহের কাউকে না।

“এই পাজলের আরেকটা টুকরো রয়েছে, চিক।”

“সেটা কি?”

“ত্রি লোকটাকে যদি খুন করার সময় এসে পড়ে তবে কি তুমি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হবে?”

রাসেল তার কফিতে চুমুক দিতে শাগলে বার্টন আক্ষরিক অর্থে তাকু পিঠে চাপড় মারতে লাগলো যতোক্ষণ না সে স্বাভাবিকভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে পারলো।

“আমার মনে হয় তাই কদ্রত হবে।”

“আরে, এসব কী বলছো, বার্টন – তাকে খুন করবে?”

“তুমি এখনও বুঝতে পারছো না কী হচ্ছে, বোঝো কিন্তু আমি জানতাম তুমি এক সবচেয়ে ধোঁধো অধ্যাপক হিসে। আসো, তোমাকে এটা সহজ করে বুঝিয়ে দেই। এই লোকটা প্রেসিডেন্ট যে ক্রিস্টিন সুলিভানকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন সে ঘটনার প্রতাক্ষদর্শী, আমি আর কলিন আমাদের কাজ করেছি, প্রেসিডেন্ট ফেঁসে যাওয়ার আগেই তাকে সরিয়ে দিয়েছি। একজন প্রতাক্ষদর্শী! এই শব্দটা মনে রেখো। লোকটা যেভাবেই হোক ঘটনাটা ফাঁস করবে। ফাঁস করলে আর কিছুই করার ধাকবে না: কোনো কিছু ব্যাখ্যা করা যাবে না, বুঝেছো?”

“কিন্তু এসব তো ঘটেনি আর আমার মনে হচ্ছে আমরা বেশ ভাগ্যবান, কারণ

ଲୋକଟା ଏତୋଇ ଭୀତୁ ଯେ ସାମନେ ଏସେ ଦାଢ଼ାଚେହେ ନା । ଏଥନ ଆମି ଏହି ବ୍ୟାକମେଇଲେର ଜିନିମଟା ପେଯେଛି, ନିଜେକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରଛି ଏବଂ ମାନେ କି ।”

“ବାର୍ଟନ ସପ୍ରଶ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିତେ ରାସେଲେର ଦିକେ ଥାକାଲୋ ।

ମେ ଜୀବାବ ଦିଲୋ । “ତାର ମାନେ, ମେ ଚାକୁଟାର ବଦଳେ ଟାକା ଚାଯ । ଏଟା ତାର ଲଟାରି । ଏହାଡା କି ମାନେ ହତେ ପାରେ, ବାର୍ଟନ ?”

ବାର୍ଟନ ମାଥା ଝାକାଲୋ । “ନା, ଏବଂ ମାନେ ହଲୋ ଏହି ଲୋକଟା ଆମାଦେର ସାଥେ ପୋଙ୍ଗମାରା ଖେଳଛେ । ବୁନ୍ଦିର ଖେଳ ଖେଳଛେ । ଏବଂ ମାନେ ଆମାଦେର ସବ ଘଟନାର ଏକଜନ ଚାକ୍ଷୁଷ ସାକ୍ଷୀ ରହେଛେ, ଯେ ଖୁବଇ ସାହସୀ ଆର ଖୁବ ପେଶାଦାରଓ ବଟେ, ମନେ ରାଖବେ ମେ ଶୁଣିଭାନେର ବାଡ଼ିତେ ଚୁକତେ ପେରେଛିଲୋ । ସୁତରାଏ ଏହି ଲୋକଟା ଏମନ ନୟ ଯେ, ଖୁବ ସହଜେ ଡକ୍ ପେଯେ ଯାବେ ।”

“ତୋ? ଆମରା ଯଦି ଚାକୁଟା ଫିରେ ପାଇ ତବେ କି ମୁକ୍ତ ହୟେ ଯାବୋ ନା?”

“ଯଦି ତାର କାହେ ଛବିଟା ନା ଥାକତୋ, ଏଟା ଯେକୋନୋ ଦିନ ପୋସ୍ଟ-ଏର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାଯି ଦେଖା ଯାବେ । ଆର ଓଟାର ମଧ୍ୟେ ଯେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ଟେର ହାତେର ଛାପ ଆହେ ତାଓ ବଲା ଥାକବେ । ଏ ନିୟେ ପତ୍ରିକା ଆର ଚିତ୍ର ଚ୍ୟାନେଲଗୁଲୋ ହଲସ୍ତଳ ଶୁରୁ କରେ ଦେବେ । ଏଟା ଛାଡ଼ାଓ ତୋ ଆମାଦେର ଆରେକଟା ସମସ୍ୟା ଆହେ ।”

ରାସେଲ ଏଗିଯେ ଏସେ ବଲଲୋ, “କୋନ୍ଟା?”

“ମନେ ହୟ ତୁମି ଭୁଲେ ଗେଛୋ ଲୋକଟା ସବ ଦେଖେଛେ, ମେହି ରାତେ ଆମରା ଯା କିଛି କରେଛି ତାର ସବଇ । ଆମାଦେର ସବାର ନାମ । ଆମରା କି ପୋଶାକ ପରେ ଛିଲାମ, କିଭାବେ ଜାଯଗାଟା ଥେକେ ସମ୍ମତ ଆଲାମତ ସାଫ କରେଛି, ସବ । ଆମରା କିଭାବେ ଏମେହିଲାମ ଆର କିଭାବେ ଚଲେ ଗେଲାମ ସବଇ ମେ ପୁଲିଶକେ ବଲତେ ପାରବେ । ମେ ଏଓ ବଲତେ ପାରବେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ଟେର ହାତଟା ଚେକ୍ କରଲେ କ୍ଷତସ୍ଥାନଟି ଦେଖା ଯାବେ । ଚାକୁର ଆଘାତଟିର କଥା ବଲାଇ । ଆମରା ଯା ଯା କରେଛି ସବଇ ମେ ବଲତେ ପାରବେ । ପ୍ରଥମେ ହୟତୋ ପୁଲିଶ ଭାବରେ ମେ ଏତୋ କିଛୁ ଜାନେ ମାନେ ମେହି ହଲୋ ଘାତକ । କିନ୍ତୁ ପରେ ତାରା ବୁଝିବେ କାଜଟା ଏକଜନ ମାନୁଷେର ନୟ । ମେ ଏତୋ କିଛୁ କିଭାବେ ଜାନଲୋ ଏଟା ଯଥନ ବାତିଯେ ଦେଖିବେ ଶୁରୁ କରବେ ତଥନ ସବଇ ବେଡିଯେ ପଡ଼ିବେ ।”

ରାସେଲ ଉଠେ ବାରେର ଦିକେ ଗିଯେ ଏକ ଗ୍ରାସ କ୍ଷଚ ଟେଲି ପାନ କରଲୋ । ବାର୍ଟନେର ଜନ୍ୟେଓ ମେ ଏକ ଗ୍ରାସ ନିୟେ ଆସଲୋ । ବାର୍ଟନେର କଥାଟା ମେ ଭାବଛେ । ଲୋକଟା ସବଇ ଦେଖେ ଫେଲେଛେ । ମେ ଏବଂ ଏକଜନ ଅଚେତନ ପ୍ରେସିଡେନ୍ଟ୍ ସମ୍ମତ କରାଇଛନ୍ତି । ଡ୍ୟଂକର । ଏହି ଚିନ୍ତାଟା ମେ ମାଥା ଥେକେ ଜୋର କରି ଦୂର କରିଛନ୍ତି । ତାକେ ଟାକା ଦିଯେ ଦେବାର ପର ମେ କେମ ଏସବ କରବେ ?”

“କେ ବଲେଛେ ମେ ଆସଲେଇ ଏଗୁଲୋ କରବେ? ମନେ ଆହେ ତୁମି ମେହି ରାତେ କି ବଲେଛିଲେ? ଦୂର ଥେକେଓ ମେ ଏଟା କରତେ ପାରେ । ଏସବ କାହିନୀ ଲିଖେ ସେଟା ପୁଲିଶର କାହେ ଫ୍ୟାକ୍ କରି ଦିତେ ପାରେ । ତାରା ତଦନ୍ତ ଶୁରୁ କରଲେ କେ ବଲତେ ପାରେ ତାରା କିଛୁ ପାବେ ନା? ଘର ଥେକେ ଚାଲ, ଥୁଥୁ, ରଙ୍ଗ ପେଲେ ତୋ ଡିଏନ୍‌ଟା ବେର କରତେ ପାରବେ । ଆର

সেটা মিলিয়ে দেখলে প্রেসিডেন্ট তো ফাঁসবেনই, আমরাও শেষ হয়ে যাবো।

“আর লোকটা এসব না করলেই বা কি? যে গোয়েন্দা একাজে আছে তাৰ ব্বৰু
কিন্তু গোবৰ নেই। আমাৱ মন বলছে এই গোয়েন্দা এক সময় না এক সন্ধি ছু
লোকটাকে ঠিকই পাকড়াও কৱতে পাৱবে।”

ৰাসেলেৱ শীড়দাড়া দিয়ে একটা শীতল প্ৰবাহ বয়ে গেলো। বার্টন যা বললৈ
তাতে যুক্তি আছে।

“তাহাড়া, আমি তোমাৱ সম্পর্কে জানি না, তবে এৱকম আতংক আৱ বলত
নিয়ে অস্তত আমি বাকি জীৱন কাটাতে চাই না।”

“কিন্তু তাকে আমৱা কিভাৱে খুঁজে পাৱো?”

চিফ অব স্টোফ খুব সহজেই বার্টনেৱ পৰিকল্পনাটাতে চুকে পড়েছে দেখে তাৰ খুব
মজা লাগলো। এই মহিলাৰ ব্যক্তিগত জীৱনটা যখন হৃষীকীৱ মধ্যে আছে তখন একটা
জীৱনেৱ মূল্য তাৱ কাছে কিছু বলে মনে হবে না।

“চিঠিটা পাৱাৱ আগে, আমিও জানতাম আমাদেৱ কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু
ব্ল্যাকমেইলেৱ একপৰ্যায়ে টাকা দেবাৱ সময় আসবে। আৱ ঐ সময়টাই সে খুব নাহুক
হয়ে পড়বে।”

“কিন্তু সে যদি টাকাটা টি.টিৰ মাধ্যমে চায়, লোকটা তো তোমাৱ মতে খুবই শ্মার্ট
আৱ বুদ্ধিমান, সে নিশ্চয় সতৰ্ক থাকবে।”

“হতে পাৱে, নাও হতে পাৱে। তুমি আমাকে ঘাবড়ে দিচ্ছো। আসল কথা হলো
লোকটাৰ সাথে তুমি একটু খেলবে। সে যদি টাকাটা দু'দিনেৱ মধ্যে চায়, তুমি সেটা
চার দিন কৱাবে। তোমাকে কিছু সময় আদায় কৱতে হবে, প্ৰফেসৱ।” বার্টন উঠতে
গেলো ৰাসেল তাৱ হাতটা খপ্ ক'ৰে ধ'ৰে ফেললো।

“তুমি কি কৱবে?”

“যতো কম জানবে ততোই তোমাৱ জন্যে ভালো। কিন্তু তোমাৰে বুঝতে হবে,
গটনাটা ফাঁস হয়ে গেলে আমৱা সবাই, ঐ ব্যাটা প্ৰেসিডেন্টসহ রসাতলৈ যাবো। তখন
আৱ আমি কিছু কৱতে পাৱবো না।”

“তুমি শৃতিমধুৱ কিছু কৱবে না, তাই না?”

“এটাতে কখনও ভালো ফল পাইনি।” সে তাৱ কোটটা পৱে নিলো। “ভালো
কথা, তুমি বোৰো যে, রিচাৰ্ড ক্ৰিস্টিন সুলিভানকে প্ৰহৱ কৱেছে? অটোপ্ৰিসি রিপোর্টে
এটা দেখা যাবে যে, তিনি মেয়েটাৰ ঘাড় মটকে দেৱাৰ চেষ্টা কৱেছিলেন।”

“বুঝেছি। এটা জানা কি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ?”

“তোমাৱ তো কোনো বাচ্চা-কাচ্চা নেই, তাই না?”

ৰাসেল মাথা ঝাঁকালো।

“আমাৱ চাৱটা আছে। দুটো মেয়ে, ক্ৰিস্টিন সুলিভানেৱ মতোই বয়স হবে।
একজন পিতা-মাতা হিসেবে তুমি এৱকমটি ভাবতেই পাৱো। আমাদেৱ বস্ কেমন

মানুষ সেটা জানি। তাঁর ব্যাপারে আরেকবার ভেবে দেখো।”

সে রাসেলকে বিমৃঢ় করে রেখে চলে গেলো।

গাড়িতে উঠে একটা সিগারেট ধরালো বার্টন। বিশ বছর ধরে চাকরি করছে। খুব বেশি কিছু আর চাওয়ার নেই। পুলিশের কাছে যেতে পারে সে। তাদেরকে সব বলতে পারে। তাতে অবশ্য তার ক্যারিয়ারটা শেষ হয়ে যাবে। পুলিশ তাকে আইনী কাজে বাঁধা দেয়া এবং ষড়যন্ত্র করার জন্যে, এমনকি ক্রিস্টন সুলিভানের হত্যার জন্যেও অভিযুক্ত করতে পারবে। তবে সময় হলে সেটা করতে পারবে বার্টন। এই কেলেংকারীটা সে সহ্য করতে পারবে। পত্রপত্রিকায় যা কিছু লিখবে সবই সহ্য করতে পারবে। ইতিহাসে সে একজন অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হবে। কিন্তু বিল বার্টন যেটা সহ্য করতে পারবে না, তাহলো নিজের ছেলে-মেয়েদের কাছে হেয় হওয়াটা। এমন কি তার মতো লোকের পক্ষেও এটা মেনে নেয়া খুব কষ্টকর।

কলিনের সঙ্গে কথা বলার পর থেকে এসব চিন্তাই তার মাথার ঘূরপাক খাচ্ছে। অবশ্যে বার্টন এই সিন্কান্টি নিয়েছে। তবে ঠিকমতো যদি কাজ না করে? তো, সেটা হবে খুবই বাজে ব্যাপার। কিন্তু সে যদি রসাতলে যায় তবে সবাইকে নিয়েই যাবে।

এই চিন্তাটা আরেকটা আইডিয়াকে উস্কে দিলো। বার্টন তার গাড়ির গ্রেড কম্পার্টমেন্ট খুলে একটা ছোট রেকর্ডার আর ক্যাসেট বের করলো। বাড়িটার দিকে তাকিয়ে সিগারেটে কয়েকটা টান দিলো।

গাড়িটা স্টার্ট করে গ্রেডিয়া রাসেলের বাড়িটা ছেড়ে চলে গেলো। সে জানে বাড়িটার বাতিগুলো অনেকক্ষণ ধরেই জুলতে থাকবে।

অধ্যায় ১৬

লরা সাইমন এটা বুজে পাওয়ার আশা ছেড়েই দিলো ।

ভ্যান্টার ভেতরে-বাইরে সবজায়গায় ধূলো এবং ধোয়া দিয়ে আঙুলের ছাপ খোজার চেষ্টা করা হয়েছে । রিচমন্ড পুলিশ স্টেশন থেকে একটা বিশেষ ধরণের লেজার এনেও দেখা হয়েছে । কিন্তু প্রতিবারই তারা যা পেস্তো সেটা অন্য কারোর আঙুলের ছাপ । পেষ্টিসের ছাপটা সাইমনের মুখ্য হয়ে গেছে ।

মোট তিপান্নটি ছাপ পেলেও একটাও কোনো কাজে আসলো না । ভ্যান্টার মাঝখানে ব'সে সে ভেতরের চারপাশটায় তাকিয়ে দেখলো । সম্ভাব্য যেসব জায়গাতে আঙুলের ছাপ পাওয়া যেতে পারে তার সব জায়গাতেই দেখেছে ।

গ্রোভ কম্পার্টমেন্টটা খুলে সেটার ভেতরের জিনিসগুলো আবারো দেখলো । সবগুলো জিনিসই পরীক্ষা করা হয়ে গেছে । ভ্যান্টার মেইনটেনান্স খাতার পাতা আনমনে ওল্টাতে লাগলো সে । পাতাগুলোর দিকে চোখ বুলাতে গিয়ে একটা এন্ট্রিতে তার চোখ আঁটকে গেলো । বাকি সব এন্ট্রি শুরু হয় জি. হেনরি অথবা এইচ. টমাস দিয়ে, এ দু'জনেই মেট্রোর কর্মচারী । এই এন্ট্রিটার পাশে লেখা আছে জে.পি । জেরোম পেষ্টিস । এন্ট্রিতে দেখা যাচ্ছে ভ্যান্টাতে মবিল তেলের কমতি ছিলো, পরে তাতে মবিল দেয়া হয়েছিলো এক কোয়ার্টার । এটা কোনো ঘটনা নয়, কেবলমাত্র সেদিনের তারিখটা বাদে । তারিখটা হলো সেদিন সুলিভানের বাড়িটা পরিষ্কার করা হয়েছিলো ।

সাইমনের নিঃশ্বাস একটু বেড়ে গেলো, সে ভ্যান থেকে বের হয়ে এলো । হড়টা খুলে ইঞ্জিনটা দেখলো । আলো ফেলে কিছুক্ষণ খোজার পর সে ওটা দোয়ে গেলো । গাড়ির ইঞ্জিনের ওয়াটার-ফুইড রিঞ্জাভয়ে'র পাশে একটা তৈলাঙ্ক বুড়ো আঙুলের ছাপ । তেলের ক্যাপটা খুলতে গিয়ে ওখানে ছাপটা পড়েছে । ছাপটা দেখেই সে বুঝতে পারলো এটা পেষ্টিসের নয় । বাকি দু'জন মেকানিকেরও নয় সেটা । বুদিজিন্স্কির ছাপ আছে এমন একটা কার্ড ফাইল থেকে বের করলো । তার নিরানবই ভাগ নিচিত ধারণা এটা বুদিজিন্স্কিরও নয় । দেখা গেলো তার ধারণাই ঠিক । খুব সাবধানে ওটার ওপর পাউডার ফেলে ছাপটা তুলে নিয়ে সাইমন সোজা ছুটে চললো ফ্রাংকের অফিসের দিকে । তাকে অফিসেই পাওয়া গেলো ।

“তুমি কি পেষ্টিসকে জিজ্ঞেস ক'রে জানবে সেদিন রজার্স মবিল ভরেছিলো কিনা?”

ফ্রাংক ড্রিনিং কোম্পানিকে ফোন করলো। কিন্তু পেটিস ইতিমধ্যেই বাড়িতে চলে গেছে। তার বাড়িতে ফোন করলে কেউ ফোন ধরলো না।

সাইমন আঙ্গুলের ছাপ সংরক্ষিত আছে যে কার্ডটাতে সেটা তুলে ধরলো এমনভাবে যেনো এটা এ পৃথিবীর সবচাইতে দামি জিনিস। “বাদ দাও। আমি আমাদের ফাইল ঘেঁটে দেববো। দরকার হলে সারা রাত থাকবো। স্টেট পুলিশের ডাটাবেজে চুক্তে আমরা ফেয়ারফ্যাক্সকেও ব্যবহার করতে পারি। আমাদের ঐ শালার টার্মিনালটা এখনও অকেজো হয়ে আছে।” স্টেট পুলিশের ডাটাবেজে আঙ্গুলের ছাপের পরিচয় জানার ব্যবস্থা আছে। কম্পিউটারের এই ডাটাবেজটা বেশ কার্যকরী।

ফ্রাংক একটু ভাবলো। “আমার মনে হয় আমি তার চেয়েও ভালো কিছু করতে পারবো।”

“কিভাবে?”

ফ্রাংক তার পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে ফোনটা তুলে নিলো। ফোনে লাইন পেলে সে কথা বললো। “এজেন্ট বিল বার্টনকে একটু দিন।”

* * *

বার্টন ফ্রাংককে নিয়ে একসঙ্গে পেনসিলভানিয়ার এফবিআই’র হত্তার বিভিন্ন গেলো। এখানে কম্পিউটারাইজ যে ডাটা আছে তা পৃথিবীর সবচাইতে বড় সংগ্রহ। লক্ষ লক্ষ অপরাধীর ছবি, তথ্য এবং আঙ্গুলের ছাপ রয়েছে এখানে। পুলিশের বিশ্বস্ত এবং সেরা বন্ধু হলো এই কম্পিউটার সিস্টেমটা।

আঙ্গুলের ছাপ সংবলিত কার্ডটা দায়িত্বে থাকা টেকনিশিয়ানকে দেবার পর বার্টন এবং ফ্রাংক বাইরে নার্ভাসভাবে পায়চারী করতে করতে কফি পান করলো।

“একটু সময় দাগবে, সেদ। লক্ষ লক্ষ ছাপের সঙ্গে কম্পিউটার মিলিয়ে দেখবে। যিলে গেলে আপনাকে আমি সঙ্গে সঙ্গেই সেটা জানিয়ে দেবো।”

ফ্রাংক হাত ঘড়িটা দেখলো। তার ছোটো মেয়েটা স্কুলের নাইটের অভিনয় করবে। সেটা শুরু হতে আর মাত্র চালিশ মিনিট বাকি। একটা তরকারীর চরিত্রে সে অভিনয় করলেও মেয়েটার কাছে এ মুহূর্তটি এখন পৃথিবীর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ।

“কেবল একটা ফোন নাম্বার দিয়ে যান যাতে আপনাকে পেতে পারি।”

ফ্রাংক তাই করলো, তারপর যতো দ্রুত সম্ভব দ্বেষ হয়ে গেলো। আঙ্গুলের ছাপটা হয়তো কিছুই না। পেট্রল-পাম্পের কোনো কর্মচারীর। কিন্তু ফ্রাংকের কেন জানি মনে হচ্ছে তা হবে না। ক্লিনিক সুলিভান মারা গেছে বেশ কয়েক দিন। হলেও কোনো ক্লিনিক সুলিভান মারা গেছে বেশ কয়েক দিন। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আচম্ভকাই একটা সূত্র তারা পেয়ে যাবে; ক্ষণিকের জন্যে এসব কথা বাদ দিয়ে সে তার ছয় বছরের মেয়ের কথা ভাবলো। সে একটা শশার ভূমিকায় অভিনয় করবে; শশার পোশাকে তাকে কেমন দেখাবে ভাবতেই তার হাসি পেলো।

সেই রাতের শেষ দিকে, বার্টন যে ফলাফল পেলো তাতে সে অবাকই হলো।
একটা অপরিচিত নামের দিকে চেয়ে রইলো সে।
লুথার এলবার্ট হইটনি।

ডিওবি ৮/৫/২৯। তার সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বারটাও তালিকাবদ্ধ আছে। প্রথম
তিনটি সংখ্যা হলো ১৭৯, এটা পেনসিলভানিয়া থেকে ইসু করা হয়েছে। হইটনি
শারিয়াক বর্ণনা দেয়া আছে। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি, মধ্য ষাট, বাম হাতের কঁজিতে
দুইঞ্জির একটা কাঁটা দাগ রয়েছে। এটার সঙ্গে পেষ্টিসের দেয়া রজার্সের বর্ণনাটো
মিলে যায়।

এনসিআরসি'র ট্র্যাপল 'আই' (ইন্টার স্টেট আইডেন্টিফিকেশন ইনডেক্স)
ডাটাবেজ ব্যবহার করে বার্টন লোকটার অতীত সম্পর্কেও সম্যক ধারণা পেলো।
রিপোর্টে তিনটি চুরির ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। তিনটি আলাদা আলাদা গ্রাজো।
দীর্ঘদিন ধরেই করে আসছে এ কাজ। মধ্য ৭০'র দশকে জেল থেকে বের হয়ে
আসে। তারপর থেকে আর কোনো রেকর্ড নেই। অস্ততপক্ষে কর্তৃপক্ষের জানা নেই।
এরকম লোককে বার্টন আগে থেকেই চেনে। এরা দিন দিন দক্ষতা অর্জন করে। সে
বাজি ধরে বলতে পারে হইটনিও এরকমই একজন।

তার শেষ ঠিকানাটা লেখা আছে নিউ ইয়র্কের। বিশ বছর আগের সেটা।

বার্টন সবগুলো এলাকার নাম্বার ফোনবুক থেকে জেনে নেবে। হলওয়ে দিয়ে
ফোনবুথে চলে এলো সে। প্রথমে ডিসিতে চেষ্টা করে দেখলো। অবাক ব্যাপার হলো
খালি আছে। পরেরটা উত্তর ভার্জিনিয়া। সেখানে তিন জন লুথার তালিকাবদ্ধ রয়েছে।
পরে সে ভার্জিনিয়া স্টেট পুলিশকে করলো। ওখানে তার পুরনো বন্ধুবাদীর আছে।
মোটর গাড়ির রেজিস্ট্রিশন ডিভিশনের ডাটাবেজের রেকর্ডটাতে প্রবেশ করা যায়।
দুজন লুথার আছে, একজনের বয়স তেইশ, অন্যজনের পঁচাশি। কিন্তু লুথার হইটনি
আগস্ট ৫, ১৯২৯ সালে জন্মগ্রহণ করেছে, থাকে পূর্ব ওয়াশিংটন এভিনুতে। তার
সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার ভার্জিনিয়া থেকে করা, আর ড্রাইভিং লাইসেন্স বলছে সে
পুরুষ। তবে কি সে রজার্স? একটাই উপায় আছে সেটা খুঁজে বের করার।

বার্টন তার নোটবুকটা বের করলো। ফ্রাঙ্ক তাকে বেশ সৌজন্যবশতই তদন্ত
কাজের খৌজখবর নিতে দিয়েছে। ফোনটা তিনবার বাজ্জুর পর জেরোম পেষ্টিস
ধরলো। নিজেকে ফ্রাঙ্কের অফিসের একজন হিসেবে পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু
করলো সে।

"একদম ঠিক। ইঞ্জিনটা একেবারে অচল হয়ে গিয়েছিলো। রজার্সই ওটাতে তেম
ভরেছিলো।"

বার্টন তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফোনটা রেখে দিলো। ঘড়িতে সময় দেখলো।
ফ্রাঙ্কের জন্যে মেসেজ রেখে যাবার আগে তার হাতে এখনও সময় রয়েছে।
এতেগুলো প্রমাণ পাওয়ার পরও বার্টন একদম নিশ্চিত হতে পারছে না ভল্টের
লোকটা হইটনি কিনা। যদিও হত্যাকাণ্ডের পর লুথার আর বাড়িতে থাকবে না, থাকার

কোনো সম্ভাবনাও নেই, তারপরও বাটন জানে লোকটা কোথায় যেতে পারে সে ব্যাপারে তার কাছে বেশ ভালো ধারণাই রয়েছে। আর এ কাজটা করতে হলে সবার আগে তার বাড়িতে যেতে হবে এবং সেটা পুলিশের লোকজন যাবার আগেই। যতো দ্রুত সম্ভব নিজের গাড়ির কাছে চলে গেলো বাটন।

* * *

পৃথিবীর সবচাইতে শক্তিশালী শহরটার সাথে আবহাওয়া ছেলেখেলা খেলছে। ভেঁজা আর প্রচও ঠাণ্ডা হয়ে উঠেছে। কেইট ঠিক ক'রে জানে না সে কেন এখানে। এতোগুলো বছরে সে এখানে মাত্র একবারই এসেছিলো। সেই একবার, জ্যাক গাড়ি থেকে নেমে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলেও কেইট গাড়িতে বসে ছিলো। জ্যাক তাকে এটাই বলতে গিয়েছিলো যে, সে এবং তার একমাত্র কন্যা বিয়ে করতে যাচ্ছে। জ্যাকের চাপাচাপিতে লোকটা গাড়ির সামনে এসেছিলো। তার দিকে তাকিয়ে হেসেছিলো, যদিও তার আচরণে ছিলো জড়তা আর কুণ্ঠা। তাকে কংগ্রাচুলেশন জানাতে চাইলেও কিভাবে সেটা করবে বুঝতে পারেনি। তাই অভ্যুত ই লাগছিলো তার আচরণ। সে জ্যাকের সঙ্গে করম্মন ক'রে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে কেইটের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসেছিলো।

তিক্ষ মুখেই অন্যপাশে মুখটা সরিয়ে নিয়েছিলো সে। তার দিকে তাকাতে পারছিলো না। ঘৃণায় না অনভ্যন্তর জন্যে সে জানতে পারেনি। গাড়ির সাইড মিরর দিয়ে কেইট তার অবয়বটা দেখেছিলো। আগের চেয়ে তাকে একটু ছোটোখাটো দেখাচ্ছে বলৈ তার কাছে মনে হলো। সেও তাকিয়ে আছে তাদের গাড়িটার দিকে যতোক্ষণ না সেটা দৃষ্টিসীমার বাইরে গেলো। তার মুখে প্রশাস্তির হাসিটা স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিলো। যদিও সেই প্রশাস্তির মাঝেও একটা বিষম ভাব আড়াল করা যায়নি। কেইট এটা দেখে অবাক হলেও তার মনে কোনো করুণা জাগেনি। মুঠে একটা চোর। আইনের প্রতি তার কোনো দায়বদ্ধতা নেই। সভ্যসমাজের একজন স্বীকৃত অসভ্য।

বাড়িটার সামনেই গাড়িটা রাখলো কেইট। একেবারে ঘন ঝুককারে ঢেকে আছে সেটা। গাড়ির হেডলাইটের আলোটা বন্ধ ক'রে কেইট মঞ্চীর ক'রে দম নিলো। তারপর ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্যেই বের হয়ে এলো। তুষার পড়তে শুরু করেছে। দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো সে।

জ্যাক তাকে যে জায়গাটার কথা বলেছিলো চাবিটা এখনও সেই জায়গাতেই রয়েছে। জ্যাক বলেছে বহু বছর ধরেই নাকি চাবিটা ওখানে রাখে লুথার। কী নির্মম পরিহাসের বিষয়, দক্ষ এক চোর যেকিনা অন্যের বাড়িতে চুকে, সবার অলঙ্কৃত চুরি করে, সে নিজের বাড়িটা এরকম অবক্ষিত রেখে দেয়। দরজাটা খুলে ভেতরে ঢোকার সময় সে লক্ষ্য করেনি রাস্তার অপর পাশে রাখা একটা গাড়ি থেকে তাকে কেউ লক্ষ্য করছে। তার গাড়ির প্রেট নাম্বারটাও টুকে নেয়া হয়েছে ইতিমধ্যে।

অনেকদিন ব্যবহার না করলে ঘরদোরে যেমন গুমোট গুজ হয়, এখানেও তাই পাওয়া যাচ্ছে। সে ধারণা করেছিলো ঘরের ভেতরটা সাজানো গোছানোই থাকবে; যা দেখলো তাতে তার ধারণাই সত্য বলে প্রমাণিত হলো।

অঙ্ককারে লিভিংরুমের একটা চেয়ারে বসে পড়লো। বুঝতে পারলো না এটা তার বাবার প্রিয় চেয়ার এবং তার চেয়েও বড় কথা লুখারও আনমনে অঙ্ককারে এভাবে বসে থাকে।

ছবিটা ম্যান্টেলের উপর রাখা। সেটা কমপক্ষে ত্রিশবছর আগের হবে। কেইট তার মাঝ হাত ধরে রেখেছে। তাদের পাশেই তার বাবা শান্ত মুখে দাঁড়িয়ে আছে। কেইটের কঁচি হাতের আঙুল ধরে রেখেছে সে।

এই একই ছবি কেইটের মা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ড্রেসিং টেবিলে রেখে দিয়েছিলেন। শেষকৃত্যের দিনই কেইট ছবিটা ফেলে দিয়েছিলো। শেষকৃত্যের পর বাড়িতে এসে কেইট প্রচও ক্রোধে ফেঁটে পড়েছিলো। লুখার যতোই শান্ত হচ্ছিলো কেইট ততোই রেগে যাচ্ছিলো। দুঃহাতে সে নিজের বাবার গালে চড় মেরেছিলো ক্রমাগতভাবে, লুখার কেবল আস্তে ক'রে তার হাত দুটো ধরে তাকে প্রশংসিত করার চেষ্টা করেছিলো। তারপর, চুপচাপ ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিলো।

এখন এই চেয়ারে বসে কেইটের মনে পড়লো ঐ দিন তার বাবারও তো তীব্র কষ্ট হচ্ছিলো। যে মহিলাকে জীবনের বেশির ভাগ সময় জুড়ে ভালোবেসেছিলো তাকে হারানোর কষ্ট।

সে উঠে দাঁড়িয়ে ভেতরের ঘরে গেলো। প্রতিটি ঘর ভালো ক'রে দেখলো। আস্তে আস্তে সে নার্ভাস হয়ে পড়লো। শোবার ঘরের দরজাটা খোলাই আছে, দরজাটা ঠেঁগে ভেতরে চুক্তেই বাতি জ্বালালো। বিছানায় গিয়ে বসলো একটু সময়ের জন্যে।

একগোদা ছবি, বলতে গেলে তার কাছে পবিত্র মন্দিরের মতোই। ছোট থেকে এ পর্যন্ত তার বেড়ে পঠার একটা ধারাবাহিক দৃশ্যকল রয়েছে এখানে। ভূতের জীবনের উল্লেখযোগ্য সব ঘটনাই ছবিতে ধরে রাখা আছে।

এরপরই তার মধ্যে ক্রোধের আবির্ভাব হলো। এতোগুলো মুছর ধরে তার বাবা তার উপর নজরদারী ক'রে আসছে। তার জীবনের প্রায় সব যিশেষ মুহূর্তগুলোর ছবিই আছে এখানে। তার অগোচরেই এসব বেআইনী কাজ করেছে। তার কাছে আইনী কিছু আশাও করে না সে।

কেইটের দ্বিতীয় চিন্তাটা অপেক্ষাকৃত নরম হাতে সে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে ঘর থেকে বের হতে গেলো।

বের হতেই ঘটনাটা ঘটলো। কোথেকে যেনো এক বিশালদেহী লোক তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

* * *

“আমি দৃঢ়বিত, ম্যাম, আমি আপনাকে চম্কে দিতে চাইনি।”

“আমাকে চম্কে দিতে? আরে, আপনি আমাকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিয়েছেন।”
বিহানার পাশে ব'সে কেইট নিজের নাড়ী স্থির করার চেষ্টা করলো। কিন্তু ঘরের ভেতরের ঠাণ্ডাটা কোনো সাহায্য করলো না।

“আচ্ছা, বলবেন কি, সিক্রেটসার্ভিস আমার বাবার ব্যাপারে কেন আগ্রহী?”

“আসলে, ঠিক আগ্রহী নয়, মিস হাইটনি। কিন্তু মিডলটন কাউন্টি পুলিশ হন্তে
হয়ে বুঝছে তাকে।”

“মিডলটন?”

“হ্যা, ম্যাম। মনে হয় ক্রিস্টন সুলিভানের হত্যার ব্যবরটি আপনি পত্রপত্রিকায়
পড়েছেন।” কথাটা বলে তার প্রতিক্রিয়া কি হয় সেটা দেখতে চাইলো বার্টন।
প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়াই পেলো। একদম অবিশ্বাস করলো সে।

“আপনার ধারণা আমার বাবা এরকম কাজ করেছে?”

“দায়িত্বে থাকা গোয়েন্দার ধারণা এটি। দৃশ্যত আপনার বাবা একজন কার্পেট
ক্লিনিং ক্লু। ড্যুয়া নাম ব্যবহার করেন তিনি। হত্যাকাণ্ডের আগে সুলিভানের বাড়িতে
গিয়েছিলেন।”

কেইটের দম বন্ধ হয়ে এলো। তার বাবা কার্পেট পরিষ্কার করে? অবশ্যই, তাকে
তো জায়গাটাতে রেকি করতে হয়। দূর্বলতাগুলো দেখতে হয়। একাজে তো এমনটি
করতেই হয়। কিন্তু হত্যা?

“ঐ মহিলাকে তিনি খুন করেছেন এটা আমি বিশ্বাস করি না।”

“ঠিক, তবে আপনার বাবা যে ঐ বাড়িটাতে চুরি করার চেষ্টা করেছিলেন সেটা
তো বিশ্বাস করেন, মিস হাইটনি? মানে এটা তো আর তাঁর জন্যে নতুন কিছু নয়।”

কেইট মাথা নিচু ক'রে রাখলো। একটু পর মাথা ঝাঁকালো।

“মানুষ বদলায়, ম্যাম। আমি জানি না, আপনি আপনার বাবার সঙ্গে কতোটা
ঘনিষ্ঠি” – বার্টন একটু ধামলো – “তবে তাঁর জড়িত ধাকার আলাভাগুলো খুবই
শক্তিশালী। একজন মহিলা খুন হয়েছেন।”

কেইট তার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালো। “আমার সম্পর্কে আপনি কিভাবে
জানতে পারলেন?”

“আমি দেখলাম পুলিশের ফেরারী একজন মানুষের বাড়িতে এক মেয়ে চুকচে,
আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোক হিসেবে আমি আপনার শাড়ির নামার প্রেটটার নামার
টুকে জায়গামতো ফোন ক'রে জেনে নিলাম আপনি ইলেন মিস হাইটনি।”

ঘরের চারপাশে তাকালো কেইট। “সে এখানে নেই। মনে হচ্ছে অনেকদিন
ধরেই সে এখানে নেই।”

“হ্যা, ম্যাম। আমি জানি। আপনি মনে হয় না জানেন তিনি কোথায় আছেন,
জানেন কি? আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেননি?”

কেইটের মনে প'ড়ে গেলো মাঝরাতে জ্যাক তার বাড়িতে এসেছিলো। “না।”

জবাবটা খুব দ্রুতই দিলো ।

“তিনি যদি ধরা দেন তবে তাঁর জন্যে ভালোই হবে, মিস্ ছইটনি । তা ক’বলি
ট্গার হ্যাপি পুলিশের বপ্পড়ে পড়বেন তিনি ” বার্টন তাঁর দুক্কি টপ্পক
তুললো ।

“আমি জানি না সে কোথায় আছে, মি: বার্টন । আমার বাবা এবং অ্রি ...
আমরা খুব বেশি ঘনিষ্ঠ নই ... অনেক দিন ধরে ।”

“কিন্তু আপনি তো এখানে এসেছেন, আর চাবিটা কোথায় রাখা আছে সেটাৎ
দেবছি আপনি জানেন ।”

তাঁর কষ্টটা সগুমে চড়লো । “এই বাড়িতে এই প্রথম আমার পা পড়লো ।”

বার্টন বুঝতে পারলো মেয়েটা সত্যি কথা বলছে । বাড়িটাতে ঢেকার সময় এবং
এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাবার সময় যে অভিব্যক্তি দেখা গেছে সেটা এ কথাদেই
সমর্থন করে । তাছাড়া তাঁর বাবার সাথে তাঁর সম্পর্কটা ভালো না ।

“কোনোভাবে কি তাঁর সাথে আপনার যোগাযোগ রয়েছে?”

“কেন? আমি এসবে সত্যি জড়াতে চাই না, মি: বার্টন ।”

“আমারও মনে হয় আপনি সেটা চাইবেন না । তবে আপনি সহযোগীতা করলে
ভালো হয় ।”

কেইট ঝট ক’রে উঠে দাঁড়ালো । “তনুন, এজেন্ট বার্টন, আপনি আমাকে ধোকা
দিতে পারবেন না । আমিও আইনী পেশায় দীর্ঘদিন ধরে আছি । পুলিশ যদি আমাকে
জিজ্ঞাসাবাদ ক’রে তাদের সময় নষ্ট করতে চায় তবে আমার সৈঙ্গ কথা বলতে পারে ।
আমি হলাম সরকারের কমনওয়েলথ এটর্নি । দেখা হবে, কেমন ।”

দরজার দিকে চললো সে ।

“মিস্ ছইটনি?”

সে ঘুরে দাঁড়ালো, একহাত দেখে নেবে এই লোকটাকে, কোনো সিক্রেট
সার্ভিসের হোক আর না হোক ।

“আপনার বাবা যদি অপরাধ ক’রে থাকেন তবে দোষী সাক্ষী হবেন । যদি
নির্দোষ হন তবে তো বেকসুর খালাস পাবেন । এভাবেই তো স্টিস্টমটা কাজ করে,
আপনি এটা আমার চেয়ে বেশি ভালো ক’রে জানেন ।”

কেইট কিছু বলতে যাবে, অমনি তাঁর চোখ আঁটে গেলো ছবিগুলোর দিকে ।
আদালতে তাঁর প্রথম দিনের ছবিটা । মনে হলো অনেক দিন আগের সেটা ।

বিল বার্টন তাঁকে দেখে ঘুরে চলে গেলো । দরজার কাছে গিয়ে থেমে ছবিটার
দিকে তাকালো, তাঁরপর দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লো ।

অধ্যায় ১৭

“আপনার এটা করা ঠিক হয়নি, বিল। আপনি বলেছিলেন এই তদন্তে কোনো রকম নাক গলাবেন না। আরে, আমাকে তো খুনিকে জেলে ঢেকাতে হবে।” সেদ ফ্রাংক তার ডেঙ্কের ড্রয়ারটা সঙ্গে বন্ধ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে কটমট ক'রে বিশালদেহী লোকটার দিকে তাকালো।

বিল বাটন পায়চারি থামিয়ে বসে পড়লো। এরকম প্রতিক্রিয়াই সে আশা করেছিলো।

“আপনি ঠিকই বলেছেন, সেদ। কিন্তু আমি দীর্ঘদিন পুলিশে কাজ করেছি। আপনাকে পাওয়া যাচ্ছিলো না। আমি কেবল ঐ জায়গাটা একটু দেখতে গিয়েছিলাম। আর তখনই এক মেয়েকে চুকতে দেখলাম। আমার জায়গায় আপনি হলে কি করতেন?”

ফ্রাংক কোনো জবাব দিলো না।

“দেখুন সেদ, আপনি আমার পাছায় মাথি মারতে পারেন, কিন্তু বস্তু, এই মেয়েটি আমাদের মূলচাবিকাঠি হতে পারে। তার সাহায্যে লোকটাকে আমরা পাকড়াও করতে পারি।” ফ্রাংকের উভেজিত ভাবটা কমে গেলো, তার রাগ প্রশ্মিত হলো একটু।

“কি বলতে চাচ্ছেন?”

“মেয়েটা তার কন্যা। একেবারে আপন। সত্যি বলতে কি একমাত্র সন্তান।”

সেদ ফ্রাংক এখন মনোযোগ দিয়ে শুনছে। “বলুন।”

“মায়ের মৃত্যুর পর কেইট হাইটনি তার বাবার ওপর মহাখান্ডা হয়ে যায়। বাবার সঙ্গে সব রকম সম্পর্ক চুকিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, ল'ক্সলে ভর্তি হয়ে এ্যাসিস্টেন্ট কমনওয়েলথ এটর্নির চাকরি নেয়। ওখানে অপরাধীদের ব্যাপ্তরে তার কঠোর মনোভাবের জন্যে সুনাম রয়েছে। বিশেষ ক'রে চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি মামলাতে তার আগ্রহ এবং সংশ্লিষ্টতা বেশি দেখা যায়। যেনো ব্যক্তিগত একটা মিশন এটা। এসব লোককে কঠোর শাস্তি দেবার পক্ষে সে। আর তার কাছে মামলা পড়লে সাধারণত উপযুক্ত শাস্তি পায় তারা।”

“এসব তথ্য পেলেন কোথেকে?”

“উপযুক্ত জায়গায় কয়েকটা ফোন ক'রে। মানুষ অন্যের দুঃখকষ্টের কথা বলতে পছন্দ করে, এতে ক'রে তারা নিজেরা যে ভালো অবস্থায় আছে সেটা বেশি ক'রে অনুভব করতে পারে।”

“তো, এইসব পারিবারিক বিপর্যরে আমাদের কি সাত হবে?”

“সেদ, সন্তানাদলো দেখুন। এই মেয়েটা তার বৃক্ষ বাপকে ঘৃণা করে। একজন
ষ্টীভু ঘৃণা।”

“তো, আপনি তাকে পাকড়াও করার কাজে মেয়েটাকে ব্যবহার করতে চান
তারা যদি একে অন্যের সাথে সম্পর্ক না-ই রাখে তাহলে কাজটা করবেন কিভাবে?”

“এটাই তো ঘজা। সবচেয়ে ঘৃণা আর ক্ষেত্র ক্ষেত্র একপক্ষীয়। বাবার দিক থেকে
এরকম কিছু নেই। সে তার মেয়েকে তীব্র ভালোবাসে। যে কোনো কিছুর দৃশ্য
তাকেই বেশি ভালোবাসে। আমি আপনাকে বলছি, লোকটা এটার জন্যে মুখ্য
আছে।”

“ধরে নিলাম সে সহযোগীতা করতে রাজি হলো, তো, মেয়েটা তার সঙ্গে কিভাবে
যোগাযোগ করবে? লোকটা নিশ্চয় তার বাড়ির ফোনের কাছে ঘুরঘূর করছে না।”

“না, তা করছে না, তবে রাজি ধরে বলতে পারি সে মেসেজ চেক ক'রে দেববে।
তার বাড়িটা আপনার দেবা উচিত। লোকটা বুবই সুশৃঙ্খল, তার বাড়িতে গেলেই টের
পাবেন। তাহাড়া তার তো ধারণা নেই যে, আমরা তার পিছু নিয়েছি। অন্তত এখন
পর্যন্ত। দিনে একবার কি দুবার মেসেজ মেশিনটা সে হয়তো চেক ক'রে দেববে।”

“তাহলে, মেয়েটা একটা মেসেজ রেখে আসবে, মিটিংয়ের ব্যবস্থা করবে এবং
আমরা তাকে পাকড়াও করবো?”

বার্টন উঠে দাঁড়িয়ে প্যাকেট থেকে দুটো সিগারেট বের ক'রে একটা সিগারেট
ফ্রাংককে দিলো।

“ব্যক্তিগতভাবে আমি এরকমটিই ভাবছি, সেদ। যদিনা আপনার কাছে এর চেয়ে
ভালো কোনো আইডিয়া থাকে।”

“আমাদেরকে তো তাহলে মেয়েটাকে রাজি করাতে হবে। আপনার কথা তন
মনে হচ্ছে সে রাজি হবে না।”

“আমার মনে হয় তার সঙ্গে আপনার কথা বলা দরকার। আমাকে ছাড়া। হয়তো
আমি তার সঙ্গে একটু বেশি রুক্ষ আচরণ ক'রে ফেলেছি। এমন্তর্মাটি করার প্রবণতা
আমার তো রয়েছে।”

“সকালে প্রথমেই এটা ক'রে নেবো।”

ফ্রাংক তার টুপি এবং কোট্টা হাতে তুলে নিলেন। “দেখুন, বিল, আমি আসলে
আপনাকে আঘাত দেবার জন্যে কিছু বলতে চাইলাম।”

বার্টন দাঁত বের ক'রে হাসলো। “আরে, না, তা কেন করবেন। আপনার জায়গায়
আমি হলে তাই করতাম।”

“আপনার সহযোগীতার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।”

“যেকোনো সময়, খালি বলবেন।”

সেদ চলে যেতে উদ্যত হলো।

“এই, সেদ, এই সাবেক বুড়ো পুলিশকে একটু ছাড় দেবেন কি?”
“কি!”

“আমাকে পাকড়াও করার সসময় ধাকতে দেবেন।”

“দেবো। মেয়েটার সঙ্গে কথা বলার পর আপনাকে ফোন করে জানাবো।”

ফ্রাংক চলে গেলে বার্টন বসে বসে সিগারেট ধেলো। তারপর আধ কাপ কফি নিয়ে বসলো।

সে হাইটনির নামটা ফ্রাংকের কাছে না বললেও পারতো। তাকে বলতো এফবিআইতে ছাপটা ম্যাচ করেনি। কিন্তু খেলা ধেলার জন্যে এটা হোতো খুব বেশি বিপজ্জনক। ফ্রাংক যদি অন্য কোনো মাধ্যমে থেকে এটা খুঁজে পেতো তবে বার্টনের অবস্থা হোতো খুবই খারাপ। এই ধোকাবাজির কোনো ব্যাখ্যাই সে দিতে পারতো না। তাছাড়া, ফ্রাংকের কাছে হাইটনির পরিচয়টা জানানোর দরকার আছে বার্টনের। এই লোকটাকে খুঁজে বের করার কাজে সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টের একজন গোয়েন্দার প্রয়োজন রয়েছে। শুধু খুঁজে বের করা। তাকে ফ্রেফতার করা নয়।

বার্টন উঠে দাঁড়িয়ে কোটটা হাতে তুলে নিলো। তুল জায়গায়, তুল সময়ে, তুল লোকের অঞ্চলে পঁড়ে গেছে। তাকে যদি সে পেয়ে যায় তবে এমন কি তার আওয়াজটাও উন্তে পাবে না সে। তার আগেই ঘরে যাবে।

* * *

কলিন তার গাড়িটা বান্ধাতেই পার্ক করলো। সে খুব আটপৌড়ে পোশাক পরেছে, জিস, সৃতির সোয়েটার এবং চামড়ার জ্যাকেট। তার জ্যাকেটের নিচে কোনো অস্ত নেই। তাড়াহড়ো করে গোসল করার জন্যে তার চুলগুলো এবনও ডেঁজা।

বাড়িতে ঢুকতেই সে একটু নার্ভাস হয়ে গেলো। বাসেলের ফোনটা পেয়ে অবাক হয়েছে খুব। তার কঠ তনে স্বাভাবিকই মনে হয়েছে। কোনো অস্ত নেই কষ্টে। বার্টন বলেছে পুরো ব্যাপারটা নাকি সে খুব স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছে।

নক করতেই দরজাটা বুলে গেলো। ডেতে ঢকে দেখলো গ্রোরিয়া বাসেল দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে দরজাটা বন্ধ করে নিলো। তার মুখে হাসি। খুবই পাতলা আৱ সংক্ষিপ্ত একটা সাদা গাউল পরে আছে। পোশাকটা এতে আঁটেসাঁটো যে শরীরের সবগুলো বাঁকই স্পষ্ট ফুঁটে উঠেছে। তার পা খালি। কাছে এসে পায়ের পাতায় তার দিয়ে কলিনের ঠোটে চুমু ধেলো। তারপর তার হাত ধরে তাকে শোবার ঘরে নিয়ে গেলো।

কলিনকে বিছানায় উয়ে পড়ার ইঙ্গিত করলো। তার সামনে দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্ত পোশাকটিও বুলে ফেললো। এবপর অর্তবাসটাও খসে পড়লো। সে উঠতে গেলে গ্রোনিয়া তাকে আলতো করে ধাক্কা মেরে উইয়ে দিলো।

ধীরে ধীরে তার ওপর উঠে বসলো সে। তারপর জিসের উপর দিয়েই তার লিঙ্গটাকে খাম্চে ধরলো। কলিন প্রায় আর্তনাদ করতে যাচ্ছিলো। আবারো সে গ্রেরিয়াকে স্পর্শ করার চেষ্টা করতে গেলেই সে তাকে ধাক্কা মেরে শইয়ে দিলো। তার প্যান্টের বেন্ট খুলে প্যান্টটা খুলতে লাগলো। এরপর আভারওয়্যারটাও খুলে ফেললে উদ্যত লিঙ্গটা বেরিয়ে পড়লো। দু'হাতে ধরে মোচরাতে লাগলো সেটা।

তার কানের কাছে মুখ আনলো গ্রেরিয়া।

“চিম, তুমি আমাকে চাও, তাই না? আমাকে করার জন্য খুব মরিয়া, তাই না?”

সে গোঙাতে গোঙাতে তার পাছায় হাত দিতে গেলে গ্রেরিয়া হাতটা সরিয়ে দিলো।

“চাও না?”

“হ্যা, চাই।”

“আমিও চাই; সেই রাতে ভীষণ ইচ্ছে করছিলো তোমাকে আমার ভেতরে নিতে। তারপরই তো ও এসে পড়লো।”

“আমি জানি, এর জন্যে আমি দুঃখিত। আমরা কথা বলেছি আর—”

“আমি জানি, সে আমাকে বলেছে তুমি আমাদের সম্পর্কে তাকে কিছুই বলোনি। সে বলেছে তুমি খুবই অদ্রছেলে।”

“এটা নিয়ে সে মাথা ঘামায় না।”

“তা ঠিক, চিম। এটা তার মাথা ঘামানোর বিষয়ও নয়। তো, এখন তো তুমি আমাকে করতে চাও, তাই না?”

“চাই মানে, একেবারে পাগল হয়ে আছি।”

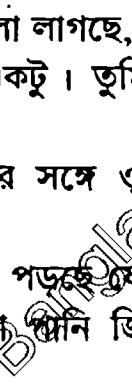
“তাই নাকি?”

“আমাকে খুন ক'রে ফেলছেরে বাবা। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।”

“তোমার খুব ভালো লাগছে, চিম, খুব ভালো লাগছে, তাই না?”

“আরে, ডার্লিং একটু অপেক্ষা করো। একটু। তুমি জানো  আজ কতোটা ভালো দেবো তোমাকে।”

“আমি জানি, চিম। আমি কেবল তোমার সঙ্গে ওটা করার কথা-ই ভাবছি। তুমিও সেটা জানো, জানো না?”

“হ্যা, জানি।” কলিনের বিচিত্রে এমন চাপ পড়ছে যে, তীব্র যন্ত্রণায় তার দু'চোখ দিয়ে পানি পড়ার উপক্রম হলো। এক ফোটা  জিভ দিয়ে মজা ক'রে চেটে নিলো গ্রাইয়া।

“তুমি নিশ্চিত, আমাকে চাও? একদম নিশ্চিত?”

“হ্যা!”

কলিন এবার মনে মনে ঠিক ক'রে রাখা তার পরিকল্পনাটার দিকে যাবার সিদ্ধান্ত নিলো।

“বের হয়ে যা।” কথাটা আন্তে ক'রে বললো কিন্তু এমন দৃঢ়তায় যে, কলিন ইত্যহ হয়ে গেলো।

“গ্রোরিয়া—”

তার মুখের ওপর প্যান্টটা ছুরে মাঝলো। উঠে ব'সে যখন পোশাক পরার চেষ্টা দূরলো তখন গ্রোরিয়া তার গায়ে একটা বাথরোব জড়িয়ে নিলো।

“আমার বাড়ি থেকে এক্সুনি বেরিয়ে যা।”

সে খুব দ্রুত পোশাক পরে নিলো। তার চোখেবুধে বিশ্বিতকর ভঙ্গী। গ্রোরিয়া গ্রাসেল পাশে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে। তার পেছনে পেছনে দরজা পর্যন্ত গেলো সে। কলিন দরজা দিয়ে বের হতে গেলে পেছন থেকে গ্রোরিয়া তাকে ধাক্কা মেরে সশক্তে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলো।

সে পেছনে তাকিয়ে ভাবতে লাগলো গ্রোরিয়া কি দরজা বন্ধ ক'রে কাঁদছে না হাসছে। তাকে আঘাত দেবার কোনো ইচ্ছে তার ছিলো না। এটা ঠিক সে তাকে খুবই বিশ্বিতকর অবস্থায় ফেলে দিয়েছে।

কিন্তু গাড়ির দিকে যাবার সময় তার মনে হলো নির্ধাত তাদের এই শ্বল সময়ের সম্পর্কটার ইতি হলো। এটা ভেবে এক ধরণের স্বন্দিও পেলো সে।

* * *

কমনওয়েলথ এটর্নি অফিসে যোগ দেবার পর এই প্রথম কেইট অসুস্থতার জন্যে ছুটি নিলো। গায়ে চাদর জড়িয়ে বিছানার ওপর ব'সে সকালের আলো দেখছে। যতোবারই বিছানা ছেড়ে উঠতে চেষ্টা করেছে ততোবারই বিল বার্টনের ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

ঝঁঝঁ রাতে জ্যাকের বিস্তুর চেহারাটার কথা ভাবলো। দু'চোখ বন্ধ ক'রে সেইসব শব্দগুলোকে ভুলে থাকার চেষ্টা করলো।

তার নিকুঠি করি।

বিছানার পাশে রাখা তার মায়ের ছবিটার দিকে তাকালে অস্মক কথাই মনে প'ড়ে গেলো তার। তার মা মরে গিয়ে তার জন্যে একজনকেই রেখে গেছে। সে প্রায় হেসেই ফেললো। লুখার হাইটনি হলো তার একমাত্র প্রায়িত্বারিক সদস্য।

বিছানায় শয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগলো। দরজায় নক হবার জন্যে অপেক্ষা করছে। মা থেকে যেয়ে। এখন তার পালা।

* * *

মুহূর্তে লুখার হাইটনি পুরনো সংবাদপত্রের দিকে আবারো তাকালো। পাশে রাখা এক

কাপ কফির কথা ভুলেই গেছে সে । এক কোণে রাখা টিভিতে সিএনএন চলছে । এছাড়া ঘরটা একদমই নিশ্চূপ ।

ওয়াভা ক্রম তার পুরনো বক্স ছিলো । খুবই ভালো বক্স । ফিলাডেলফিয়াতে দুর্ঘটনাক্রমে লুখারের শেষ মেয়াদে এবং ওয়াভার প্রথম মেয়াদের জেলখাটার সময়ে তাদের পরিচয় হয় । পত্রিকা বলছে মেয়েটা আত্মহত্যা করেছে । নিজের গাড়িতে বসে একগাদা ঘুমের বড়ি খেয়েছে সে ।

ওয়াভার করুণ মৃত্যুটা একটা নির্মম পরিহাস । সুলিভানের বাড়ির কাছটা ওয়াভারই ধারণা ছিলো । এটা এমন একটা আইডিয়া ছিলো যা লুখার এবং ওয়াভার মা, দু'জনেই প্রথমে রাজি ছিলো না ।

সে পরিকল্পনাটি করেছিলো, আর বাস্তবায়ন করেছিলো লুখার । এরকমই সোজা ছিলো ব্যাপারটা । তার কাছে এটা একটা চ্যালেঞ্জের মতো মনে হয়েছিলো, আর কোনো চ্যালেঞ্জকেই সে গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হয় না ।

ক্রিস্টিন সুলিভান যখন স্বামীর সঙ্গে ভ্রমণে গেলো না তখন ওয়াভার কেমন মনে হয়েছিলো, কে জানে ।

সে ক্রিস্টিন সুলিভানের খুব ঘনিষ্ঠ বক্স ছিলো । এটাতে কোনো খাদ ছিলো না । ওয়াল্টার সুলিভান যে জগতে বাস করে সেখানে কেবল ক্রিস্টিন সুলিভানের মতো সৌন্দর্যই নেই, আছে শিক্ষা, উচু মহলের সঙ্গে যোগাযোগ আর আভিজ্ঞাত্য, যা ক্রিস্টিন সুলিভান কখনই আয়ত্তে নিতে পারতো না । আর এই ক্রমবর্ধমান বক্সের কারণে ক্রিস্টিন সুলিভান এমন সব কথা ওয়াভাকে বলতে শুরু করে যা তার বলা উচিত হয়নি । এর মধ্যে আয়নার পেছনে রাখা ভল্টের কথা এবং তাতে কি রাখা আছে তাও ছিলো ।

ওয়াভার স্থির বিশ্বাস ছিলো, সুলিভানের এতো সম্পদ আছে যে, এই সামান্য সম্পদ চুরি হলে তেমন কোনো ক্ষতি হবে না । কিন্তু যা ভাবা হয়েছিলো, মতে কাজ হয়নি । লুখার জানে, হয়তো ওয়াভাও জানতো । কিন্তু এতে এখন কিছুই যায় আসে না ।

দীর্ঘদিন কঠোর পরিশ্রম করে ওয়াভা একটা লটারির জয়ীয় এটা করেছিলো । যেমনটি ক্রিস্টিন সুলিভান পেয়েছিলো । কিন্তু তারা দু'জনে এটা জানতো না যে এটার মূল্য কতো চড়া হতে পারে ।

লুখার বার্বাডোজে গিয়ে তাকে একটা মেসেজ দিয়েছিলো । তার মা এডউইনার কাছেও একটা চিঠি লিখেছিলো । এডউইনা সেটা তাকে দেখিয়েছিলো । কিন্তু ওয়াভা কি সেটা বিশ্বাস করেছিলো? বিশ্বাস করে থাকলেও ক্রিস্টিন সুলিভানের জীবনটা তো নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে । নিজের লোভের জন্য একটা মেয়ের মৃত্যু তাকে অপরাধী করে তোলে আর সেই অপরাধবোধেই আত্মহত্যার মতো পথ বেছে নেয় ওয়াভা ।

সে ওয়াভার শেষকৃত্যেও থাকতে পারছে না । এডউইনা ক্রমকে এও বলতে

পারছে না যে, সে কতোটা অনুশোচিত, কতোটা দৃঢ়বিত। সে এডউইনার সাথেও অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ। সে এবং এডউইনা অনেক রাত ধরে ওয়ার্ডকে বুঝিয়েছে তার পরিকল্পনাটা বাদ দিতে। কিন্তু যখন সে বুঝতে পারলো লুখার তাকে সাহায্য না করলেও এটা সে করবেই তখনই কেবল লুখারকে এডউইনা বলেছিলো তার মেয়েকে সাহায্য করতে, যাতে তাকে দ্বিতীয়বার জেলে যেতে না হয়।

অবশ্যে তার চোখ গেলো পত্রিকার ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন পাতাতে। সে যা দুঃঝিলো তা পেয়ে গেলো। আর ওটা যখন সে পড়তে লাগলো তখন মোটেই হাসলো না। বিল বার্টনের মতো লুখারও বিশ্বাস করে গ্রোরিয়া রাসেলের কোনো ইতিবাচক যোগ্যতা নেই।

সে আশা করলো তারা যেনো বিশ্বাস করে এটা কেবল টাকার জন্যেই করা হয়েছে। এক টুকরো কাগজ বের করে সে লিখতে শুরু করলো।

* * *

“একাউন্টটা ট্রেস করো।” বার্টন চিফ অব স্টাফের অফিসে তার মুখোমুখি বসে আছে। সে ডায়েট কোকে চুমুক দিচ্ছে, কিন্তু আশা করছে এর চেয়ে বেশি শক্তিশালী কিছু।

“এটা করতে আমি প্রস্তুত, বার্টন।” ফোনটা রেখে রাসেল তার কানের দুল পরে নিলো।

কলিন এক কোণে চুপচাপ বসে আছে। সে বার্টনের সঙ্গে বিশ মিনিট আগে এখানে এসেছে।

“সে আবার কখন টাকা চাইবে?” বার্টন রাসেলের দিকে তাকালো।

“যদি ওয়্যার ট্রাসফার বিজনেস বন্ধ হবার জন্যে নির্দিষ্ট একাউন্টে মো পৌছায়, তাহলে আমাদের আর কোনো আগামীকাল নেই।” সে এক ঝলক কলিনের দিকে তাকিয়ে বার্টনের দিকে ফিরলো।

“ধ্যাত্।” বার্টন উঠে দাঁড়ালো।

“আমি ভেবেছিলাম তুমি এটা দেববে, বার্টন।”

সে তার চাহনিটা এড়িয়ে গেলো। “সে কিভাবে জিনিসটা আমাদেরকে দেবে?”

“টাকাটা পাবার পরই আমাদেরকে জানাবে জিনিসটা কোথায় রাখা আছে।”

“তাহলে তো তাকে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে।”

“তাই তো মনে হচ্ছে।”

“সে কিভাবে জানতে পারলো তুমি চিঠিটা এখনও পাওনি?” বার্টন পায়চারী করতে শুরু করলো।

“আজ সকালে সেটা আমার মেইলবক্সে ছিলো। আমার মেইল ডেলিভারি দেয়া হয়েছে দুপুর বেলায়।”

বার্টন চেম্বের বাসে পড়লো আবার। “তোমার বাসের বেইলবস্ট্র! তার বাস মে
তোমার বাড়ির সামনে ছিলো?”

“এই মেনেছটা সে অন্য কাউকে দিয়ে ভেলিভারি দিয়েছে বলে মনে হয় না।”

“তুমি কিভাবে জানতে পারলে যে বেইলবস্ট্রটা চেক করা হয়েছে?”

“ফ্রাগটা ঠাণ্ডো ছিলো।” রাসেল প্রায় হেসে ফেললো।

“এই লোকটার বিচি আছে, চিফ।”

“দেখে তো মনে হচ্ছে তোমাদের চেয়েও বড় বিচি আছে।” কথাটা শেষ করলো
কলিনের দিকে দ্বিপ্লাবে চেয়ে। আন্তে ক'রে সে মাথাটা নিচু ক'রে ফেললো।

এটা দেখে বার্টন মনে মনে হাসলো। ছেলেটা তাকে এজন্যে ধন্যবাদ দিতে পারে
যে, সে তাকে এই ডাইনীর বপ্পর থেকে বাঁচিয়েছে।

“আমাকে কোনো কিছুই অবাক করছে না, চিফ। একদমই না। তোমার?” সে
রাসেল এবং কলিনের দিকে তাকালো।

রাসেল মন্তব্যটা এড়িয়ে গেলো। “টাকাটা যদি ট্রাস্ফার করা না হয় তবে আমরা
আশা করতে পারি খুব জলদিই সে এটা প্রকাশ ক'রে দেবে। আমরা আসলে ঠিক কী
করবো?”

চিফ অব স্টাফের ধীরস্থির আচরণটা ভণিতা নয়।

“সে কতো টাকা চাইছে?” বার্টন জানতে চাইলো।

“পাঁচ মিলিয়ন,” শীতল কঢ়ে জবাব দিলো সে।

বার্টনের চোখ দুটো গোল হয়ে গেলো। “এই পরিমাণ টাকা তোমার কাছে আছে?
কোথেকে পেলে?”

“এটা তোমার চিন্তা করার দরকার নেই।”

“প্রেসিডেন্ট কি এটা জানেন?” এই প্রশ্নের উত্তর জানা সত্ত্বেও বার্টন জানতে
চাইলো।

“আবারো বলছি, এটা তোমার চিন্তা করার দরকার নেই।”

বার্টন আর চাপাচাপি করলো না। ঐ গদভটা কি কোনো কিছু পরোয়া করে?

“তো, তোমার প্রশ্নের জবাবে বলছি, আমরা এ ব্যাপারে কিছু একটা করছি।
তোমার জায়গায় আমি হলে এমন একটা উপায় খুঁজে নেবে করতাম যাতে টাকাটা
আবার ফেরত পাওয়া যায়। যে লোক বেঁচে থাকবে—নাস পাঁচ মিলিয়ন ডলার দিয়ে
করবে কি?”

“যাকে খুঁজে পাচ্ছা না তাকে তুমি খুন করতে পারো না,” রাসেল পাস্টা বললো।

“এটা সত্যি। খুবই সত্যি, চিফ।” বার্টন সেদ ফ্রাঙ্কের সাথে তার কথপোকথনের
কথাটা মনে করলো।

* * *

দুরজাটা যখন খুললো তখন কেইট পুরোপুরি পোশাক পরে আছে। বাখরোব পরে ধাকলে সাক্ষাতকার্টা বেশি দীর্ঘ হতে পারে, তাই পোশাক পরে নিয়েছে। তাকে খুব নাজুক দেখাক এটা সে কোনোভাবেই চাইছে না।

“আমি ঠিক নিশ্চিত নই আমার কাছ থেকে আপনি কী চান?”

“কিছু তথ্য, মিস্ হইটনি, এই যা। আমি বুঝি আপনি আদালতের একজন অফিসার, আর বিশ্বাস করুন, আমি আপনাকে এসবে টেনে আনতে চাইনি। কিন্তু এ মুহূর্তে আপনার বাবা আমার একনামার সন্দেহভাজন, বিশাল একটা মামলা, বুঝলেন।” ফ্রাঙ্ক তার দিকে আন্তরিকভাবে তাকালো।

তারা বসে আছে ছোট লিভিংরুমে। ফ্রাঙ্ক তার মোটবুকটা বের করলো। কেইট শাস্তিশিষ্টভাবে সোফায় বসে আছে। যদিও গলার চেইনের নেকলেসটাটে তার আঙুলগুলো খেলা করছে।

“আপনি আমার কাছ থেকে আপনি খুব বেশি তথ্য পাবেন না। আমি যদি এই মামলার এসিএ হতাম তবে আমার মনে হয় না কোনো গ্রেফতারি পরোয়ানা ইসু করার মতো কিছু পেতাম।”

“হয়তো, হয়তো না।” ফ্রাঙ্ক তার আঙুল দিয়ে চেইন নাড়ার দিকে তাকালো। সে আসলে এখানে তথ্য যোগাড় করতে আসেনি। তার বাবার সম্পর্কে সে তার চেয়েও বেশি জানে।

ফ্রাঙ্ক আবারো বলতে লাগলো। “তবে আপনাকে আমি কিছু কৌতুহলোদ্দীপক কাকতালীয় ব্যাপার বলবো। খুন হবার আগে সুলিভানের বাড়িতে একটা ক্লিনিং ভ্যান গিয়েছিলো, সেই ভ্যানে আপনার বাবার আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। আমরা জানি সে এই বাড়িতে ছিলো, প্রতিটি ঘরে ছিলো। যেখানে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে সেখানেও। এ ঘটনায় আমাদের কাছে দু'জন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী আছে। ক্লিনিংয়ের কাজে সে ভূয়া নাম, ঠিকানা, সোশ্যাল সিকিউরিটি নামার ব্যবহার করেছে। আর মনে হচ্ছে সে এখন পালিয়েছে।”

কেইট তার দিকে তাকালো। “সে হয়তো আসল নাম ছিম্মা ব্যবহার করেনি এজন্যে যে, তার মনে হয়েছে তা না হলে কাজটা সে পারেন্ত। আপনি বলেছেন সে পালিয়েছে। কখনও কি ভেবেছেন, সে তো বেড়াতেও যেতে পারে?” বুঝতে পারলো একজন উকিল হিসেবে সে তার বাবার পক্ষ সন্মতি করছে। যা একেবারেই অবিশ্বাস্য। তীক্ষ্ণ একটা যন্ত্রনা শুরু হলো তার মধ্যায়।

“আরেকটা মজার আবিষ্কার হলো আপনার বাবা ক্রিস্টিন সুলিভানের ব্যক্তিগত সহকারী বা আয়া ওয়াভা ক্রমের ভালো বন্ধু ছিলো। আমি খোজ নিয়ে দেবেছি। তারা একসাথে জেল খেটেছে। বিশ্বস্তসৃত্রে জানা গেছে তারা এতোগুলো বছর ধরে বেশ ভালো যোগাযোগ রেখেছিলো। আমি বাজি ধরে বলতে পারি ওয়াভা শোবার ঘরের আয়নার পেছনে ভল্টের কথাটা জানতো।”

“তো?”

“আমি গ্লাভা ক্রনের সঙ্গেও কথা বলেছি। এটা নিচিত সে আমাকে যা বলছে তার চেয়েও বেশি সে জানে।”

“তাহলে আপনি আমার এখানে বসে বসে সময় নষ্ট না করে তার সঙ্গে কথা বলছেন না কেন? হতে পারে অপরাধটা সে নিজেই করেছে।”

“সে এই সময়ে দেশের বাইরে ছিলো। একশো জন লোক এটা সাক্ষী দেবে।” ফ্রাংক গলাটা পরিষ্কার করে নিলো। “আর তার সঙ্গে আমি কথা বলতে পারছি না, কারণ সে আত্মহত্যা করেছে। একটা চিরকুটি রেখে গেছে, তাতে বলছে সে খুবই দুঃখিত।”

কেইট উঠে দাঁড়িয়ে জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকালো। খুব ঠাণ্ডা লাগছে।

“মিস্ হাইটনি, আপনি কি ঠিক আছেন?” ফ্রাংক একটু অপেক্ষা করে বললো।

“আমরা কি বাইরে কোথাও যেতে পারি? আমি এখনও কিছু খাইনি, আর ঘরে কোনো খাবারও নেই।”

জ্যাক আর মুখার যে জায়গাতে মিলিত হয়েছিলো শেষ পর্যন্ত তারা সেখানেই গেলো। ফ্রাংক খেতে শুরু করলেও কেইট কিছুই স্পর্শ করলো না।

“জায়গাটা আপনিই বেছে নিয়েছেন, ধরে নিচ্ছি এখানকার খাবারও আপনার খুব প্রিয়। ব্যাপারটাকে ব্যক্তিগতভাবে নেবেন না। দাঁড়িয়ে থাকার জন্যেও তো আপনার কিছু শক্তি লাগবে,” ফ্রাংক বললো।

“তাহলে দেখা যাচ্ছে আপনি স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেষ্টাও বটে?”

“আমার তিনটি কন্যা রয়েছে। বড়টার বয়স ষোলো। তার উচ্চতা আমার সমান। সে যদি ঠিকমতো না খেতো তবে তার স্কুধামন্দা রোগ হोতো। আর আমার বড়, হায় ঈশ্বর, সে তো সবসময়ই ডায়েট করে থাকে। তাকে দেখতে ভালো দেখালেও নির্দিষ্ট একটা ফিংগারের জন্যে তো সব মেয়েই লালায়িত থাকে।”

“আমি বাদে সব মেয়ে।”

“নিজের খাবার খেয়ে নাও,” এই কথাটাই আমি আমার মেয়েদেরকে বলি প্রতিদিন। এবার খান।”

কেইট খেতে শুরু করলো।

“আপনি যদি মনে করেন তার সম্পর্কে অনেক ঝুঁপ্পাই আছে তো তাকে গ্রেফতার করছেন না কেন?”

ফ্রাংক মাথা ঝাঁকিয়ে তার কফিটা নামিয়ে রাখলো। “আপনি তার বাড়িতে গিয়ে ছিলেন। কয়েক দিন ধরেই সে ওখানে নেই। সম্ভবত, হত্যাকাণ্ডের পরপরই হাওয়া হয়ে গেছে।”

“যদি সে আসলেই পালিয়ে থাকে। আসলে আপনার সবটাই অনুমান। যৌক্তিক সন্দেহের ধারে কাছেও এটা নেই, লেফটেন্যান্ট।”

“আমি কি আপনাকে সরাসরি বলবো, কেইট? আপনাকে কি আমি কেইট বলৈ ভাবতে পারি?”

সে সাথ দিলো ।

“আপনি কেন বিশ্বাস করতে পারছেন না, কাজটা আপনার বাবা করেছে? এর আগে তিনটি ফৌজদারী মামলায় সে জেল খেটেছে । লোকটা তো এই পেশায় সারাজীবন কাটিয়ে দিয়েছে । আরো আধ ডজন চুরির ঘটনায় তাকে সন্দেহ করা হয় । তবে তাকে ধরা যায়নি । সে একজন পাঞ্চ অপরাধী ।”

“সে মানুষ খুন করে না,” কেইট চায়ে চুমুক দিয়ে শান্ত কষ্টে বললো । “হয়তো সে চুরি করে, কিন্তু কখনই কাউকে কোনো ক্ষতি করেনি । এভাবে সে কাজ করে না ।”

জ্যাক তার বাবার সম্পর্কে ঠিক কি বলেছিলো? তার বাবা ভয় পাচ্ছে । একেবারে ভড়কে গেছে । পুলিশ কখনও তার বাবাকে ভয় পাইয়ে দিতে পারেনি । কিন্তু সে যদি মহিলাকে খুন করে থাকে, তবে? হয়তো ঘটনাচক্রে, অন্ধ থেকে গুলি বের হয়ে ক্রিস্টিন সুলিভানের মাথায় লেগে গেছে । মুহূর্তের অস্তরকর্তায় ঘটেছে । আবার যাতে জেলে যেতে না হয় তার জন্যে গুলি করেছে হয়তো । সবই সম্ভব । তার বাবা যদি মহিলাকে খুন করে থাকে তবে তার বাবা বেশ ভয় পেয়ে যাবে । মারাত্মক ভয় পাবে ।

তার মনে প'ড়ে গেলো মায়ের শেষক্রত্যের পর সে যখন নিজের বাবাকে আঘাত করেছে তখনও সে হিংসাত্মক হয়ে ওঠেনি । শান্তই ছিলো । তাছাড়া ছোটোবেলায় সে সব সময়ই তাকে ফুল, আকাশ পাখি নিয়ে গল্প শোনাতো । কখনও তাকে আক্রমণাত্মক হতে দেখেনি কেইট ।

কিভাবে সে এ লোককে বলবে যে, মুথার হাইটনি মানুষ খুন করতে পারে না?

ফ্রাংক তার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলো ঐ দুচোখের পেছনে কি ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে । “তাহলে আপনি বলছেন আপনার বাবা ঐ মহিলাকে খুন করেছে বলৈ আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না? আমার মনে হয় আপনি বলেছিলেন যে, আপনাদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে কোনো সম্পর্ক নেই?”

“আমি বলছি না যে, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না । আমি কেবল বলছি ...” কথাটা পুরো বলতে পারলো না । একটা সিগারেট বের করলো সেদে । তার মুখের সামনে ধোঁয়া ছেড়ে দিলো ।

স্থির দৃষ্টিতে তাকালো সে । “আপনি কি সিগারেট ছাড়ার চেষ্টা করছেন?”

“চেষ্টা করেছি, কিন্তু ব্যর্থ হচ্ছি । আপনি বলেছিলেন?”

“যেমনটি আমি আপনাকে বলেছিলাম । কয়েক বছর ধরে আমার বাবাকে দেখিনি । আমাদের সম্পর্ক ভালো নয় । এটা সম্ভব যে, সে হয়তো মেয়েটাকে খুন করেছে । সবই সম্ভব । কিন্তু এটা তো আদালতে কোনো কাজে আসবে না । সাক্ষী প্রমাণই আদালতের কাজে আসে ।”

“আমরা তার বিরুদ্ধে একটা মামলা করার চেষ্টাই করছি ।”

“হচ্ছান্দাপের স্থানে তার কোনো আঙুলের হাপ নেই? প্রত্যক্ষদর্শী নেই? এবকম কিছুই নেই?”

ফ্রাঙ্ক একটু ইতস্তত ক'ব্বে জবাব দিলো, “ঠিক।”

“তার কাছ থেকে কি চুনি হওয়া কোনো মালামাল উঞ্চার করতে পেরেছেন?”

“না, এখনও পাইনি।”

“গোপালপি?”

“না। একটা বুলেটের সীমা, তবে কোনো অস্ত্র পাইনি।”

“আপনাদের কাছে এই আছে তাহলে?” তার চোখ স্থির হয়ে আছে তার দিকে।

“হ্যা, ঠিকই বলেছেন।”

“তাহলে তো আপনাদের কাছে কিছুই নেই, গোয়েন্দা সাহেব। কিছু নেই!”

“আমার যত্ত্ব বলছে শুধুর ভুইটনি সেই রাতে ঐ বাড়িতেই ছিলো এবং সে শোবার ঘণ্টেও ছিলো। এখন সে কোথায় আছে আমি কেবল সেটাই জানতে চাই।”

“সে ব্যাপারে আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারছি না। এই কথাই আপনার ঐ সোককে আমি বলেছিলাম।”

“কিন্তু আপনি তার বাড়িতে গিয়েছিলেন। কেন?”

কেইট কাঁধ ঝাঁকালো। সে ঠিক করলো জ্যাকের সঙ্গে কথপোকধনের ঘটনাটা বলবে না। তবে কি সে কিছু গোপন করছে না? হতে পারে।

“আমি জানি না।” এক হিসেবে কথাটা সত্য।

“সত্য হাসানেন আমাকে, কেইট।”

“আপনি অবাক হলেন লেফটেন্যান্ট।”

ফ্রাঙ্ক তার নোটবুকটা বক্ষ ক'ব্বে একটু সামনের দিকে এগিয়ে এলো।

“আপনার সাহায্যের দরকার আছে আমার, সত্য।”

“কিনের জন্যে?”

“এটা অংশ দ্য ব্রেকড, আনঅফিশিয়াল। আমি আইনী বৈধতার মেঝে ফলাফলের প্রতি বেশি আগ্রহী।”

“একজন সরকারী প্রসিকিউরিটেরকে এটা বলা হাস্যকর।”

“আমি বলছি না যে, আমি আইন মেনে চলি না।” ফ্রাঙ্ক সিগারেটে টান দিলো।

“আমার কাছে তথ্য আছে যে, আপনি আপনার বাবাকে দুরে সরিয়ে রাখলেও আপনার বাবা কিন্তু আপনার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে।”

“কে বলেছে আপনাকে?”

“হায় দীপ্তি, আমি একজন গোয়েন্দা। বলুন, সত্য, না মিথ্যা?”

“আমি জানি না।”

“আরে, কেইট, আমার সঙ্গে এসব খেলা খেলবেন না। সত্যি, না মিথ্যা?”

রেগেমেগে বললো, “সত্যি! খুশি হয়েছেন?”

“এখনও হইনি। তবে সেদিকেই যাচ্ছি। আপনার বাবাকে ধরার ব্যাপারে

আপনাৰ সাহায্যেৱ দৱকাৱ রয়েছে আমাদেৱ। আমি সেই সাহায্যই চাছি।"

"আমাৰ মনে হয় না আপনাকে সাহায্য কৱাৰ মতো অবস্থানে আমি আছি।" কেইট জানে এৱপৱ কি বলবে। ফ্ৰাংকেৱ চোখে সেটা সে দেখতে পাচ্ছে।

দশ মিনিট লাগলো ফ্ৰাংকেৱ পৱিকল্পনাটা বিশদভাৱে খুলে বলতে। কেইট তিনবাৰ অস্থীকাৱ কৱলো। আধৰণ্টা পৱও তাৱা টেবিলে ব'সে আছে।

ফ্ৰাংক আবাৰ সামনেৱ দিকে খুঁকে এলো। "দেখুন কেইট, এটা যদি আপনি না কৱেন, তবে তাকে আমৱা ধৰতে পাৱবো না। যদি সে অপৱাধ না ক'ৱে থাকে তবে তো বেকসুৰ খালাস পাবে। কিষ্ট সে যদি কাজটা ক'ৱে থাকে তবে আপনি বলবেন না তাকে মুক্ত কৱা হোক, শাস্তি না দেয়া হোক। এখন আপনি যদি ভাবেন, আমি ভুল বলছি, আমি আপনাকে আপনাৰ বাড়িতে নামিয়ে দেবো, আৱ কথনও আপনাৰ মুখ দেখবো না। সেই সঙ্গে আপনাৰ বৃক্ষ বাবাও তাৱ চুৱিকৰ্ম অব্যাহত রাখুক ... হয়তো খুন খারাবিও।" সে সরাসৱি তাৱ দিকে তাকিয়ে রইলো।

তাৱ মুখ খুললেও কোনো কথা বেৱ হলো না। তাৱ বাবা যদি কাজটা কৱেই থাকে তবে তো জেলখানাই তাৱ জন্যে উত্তম। বৱং যাৱা বাইৱে আছে তাৰে জন্যেই বেশি উত্তম। কাৱণ জেলে সে কোনো লোককে ক্ষতি কৱতে পাৱবে না। আৱ তাৱ বাবা দোষী না নিৰ্দোষ সেটা তো কেইট হইটনি ঠিক ক'ৱে দেবে না। সেটা ঠিক কৱবে আদালত। তাই অবশেষে পুলিশকে সাহায্য কৱতে রাজি হলো সে। নিজেৰ বাবাকে পুলিশেৱ হাতে তুলে দিতে পুলিশকে সাহায্য কৱতে রাজি হলো।

চলে যাবাৰ সময় ফ্ৰাংকেৱ একটু অপৱাধবোধ হলো। কেইট হইটনিকে সে পুৱোপুৱি সত্য বলেনি। সত্য বলতে কি, সে মামলাৰ সবচাইতে উল্লেখযোগ্য বিষয়টা নিয়ে পুৱোপুৱি মিথ্যে কথা বলেছে। আৱ সবাৱ মতোই আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাৱ লোকজনকে প্ৰায়শই মিথ্যে বলতে হয়।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৮

সেই রাতেই কেইট ফোন করলো। ফ্রাংক কোনো সময় নষ্ট করতে চায়নি। মেশিনের কঠটা কেইটকে হতবাক ক'রে দিলো। অনেক বছর পর এই কঠটা কেইট শুনতে পেলো। শান্ত, হিসেব করা, বহুল অনুশীলিত, অনেকটা সামরিক বাহিনীর লোকের মতো। তার কঠটা শুনে কেইটের হাত-পা কঁপতে শুরু করলো। তার কাছে মনে হলো তাকে ফাঁদে ফেলার জন্যেই এটা সাজিয়েছে সে। নিজেকে সে বোৰাতে লাগলো লোকটা কতো ধূর্তই না হতে পারে। সে তাকে দেখতে চায়, তার সাথে কথা বলতে চায়। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব। ভাবলো এই ধূর্ত বৃদ্ধ ফাঁদে পড়ার গন্ধ পাচ্ছে কিনা। প্রায় এক ঘণ্টা বাদে ফোনটা বাজলো। ফোনটা ধরার সময় তার মনে হলো ফ্রাংকের অনুরোধে সম্মত না হলেই বোধহয় ভালো হোতো।

“কেটি।” কেইট আঁচ করলো তার কঠ একটু ভাঙ। হাল্কা অবিশ্বাস্যের ছাপ রয়েছে তাতে।

“হ্যালো, বাবা।” এই শব্দটা তার মুখ থেকে বের হলো ব'লে সে কৃতজ্ঞ।

তার এপার্টমেন্টটা নিরাপদ নয়। তার বাবা এটা বুঝতে পারে। ওখানে প্রাইভেসি রক্ষা করা কঠিন। তার বাবার জায়গাটা, সে জানে, সম্ভত কারণেই সম্ভব নয়। তারা তৃতীয় কোনো স্থানে দেখা করতে পারে। অবশ্যই তারা পারে। কেইট কথা বলতে চায়। সে নিশ্চয় মেয়ের কথা শুনতে চায়। শোনার জন্যে মরিয়া।

একটা সময় ঠিক করা হলো। আগামীকাল চারটা বাজে। কেইটের অফিসের সামনে ছোট্ট একটা অফিসে। ঐ সময়ে জায়গাটা ফাঁকা থাকে। ওখানেই তারা কথা বলতে পারে। তার বাবা ওখানে পৌছে যাবে। কেইট নিশ্চিত মৃত্যুছাড়া তাকে এ কাজে বিরত রাখতে পারবে না। সে অবশ্যই আসবে।

ফোনটা রেখে সে ফ্রাংকে ফোন করলো। স্থান এবং সময়টা তাকে জানিয়ে দিলো। এরপরই কি করেছে এ কথাটা ভাবতেই নিজের ভেতর থেকে উঠে আসা কান্নাটা আর থামাতে পারলো না। এতো জোরে কাঁক্কুতে শুরু করলো যে, মাটিতে কুকড়ে পড়ে গেলো। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অনেকক্ষণ কাঁপলো সে।

ফ্রাংক কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। চিংকার ক'রে তাকে ডাকলেও কেইট শুনতে পেলো না। ফ্রাংক তার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছে। কেইট লোকটাকে এখনও ভালোবাসে। সেদে ফ্রাংক তিনি কন্যা সন্তানের জনক। তার দু'চোখ ভিজে গেলো। হঠাৎ করেই নিজের পেশাটাকে অপছন্দ করতে শুরু করলো সে।

* * *

বার্টন ফোনটা রেখে দিলো। ফ্রাংক তার কাছে যে প্রতীজ্ঞা করেছিলো সেটা সে রেখেছে। লোকটাকে পাকড়াও করার সময় থাকতে দেবে।

কয়েক মিনিট পরই বার্টন রাসেলের অফিসে চলে এলো।

“আমি জানতে চাই না তুমি এটা কিভাবে করবে।”

রাসেলকে খুব উদ্বিগ্ন দেখালো।

বার্টন মনে মনে হাসলো। সে যেমনটি তাকে ভেবেছে ঠিক তাই, একদম ভড়কে যাচ্ছে।

“তোমাকে কেবল এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, প্রেসিডেন্ট যেনো সুলিভানকে জানিয়ে দেন এটা কোথায় এবং কখন হবে।”

রাসেলকে খুবই হতবাক হতে দেখা গেলো। “কেন?”

“এটা নিয়ে আমাকেই উদ্বিগ্ন থাকতে দাও। কেবল যা বললাম তাই করো।”
রাসেল রেগেমেগে কিছু বলার আগেই সে চলে গেলো।

* * *

“পুলিশ কি নিশ্চিত এই লোকটাই সেই লোক?” প্রেসিডেন্টের কষ্টে উদ্বেগ।

রাসেল ঘরে পায়চারী করছে। “এলান, আমার মনে হয় এই লোকটা সেই লোক না হলে তারা তাকে গ্রেফতার করতে এমন মরিয়া হোতো না।”

“তারা এর আগে ভুল করেছে, গ্রোরিয়া।”

“সেটা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। আমাদের মতো তারাও ভুল করেছে।”

প্রেসিডেন্ট উঠে জানালা দিয়ে হোয়াইট হাউজের শনের দিকে তাকালেন।

“তাহলে সে খুব জলদিই গ্রেফতার হচ্ছে?” রাসেলের দিকে চেয়ে রাষ্ট্রপতি বললেন।

“তাইতো মনে হচ্ছে।”

“এর মানে কি?”

“যদি পরিকল্পনা মতো সব হয়।”

“বার্টন কি জানে?”

“বার্টনই তো সব পরিকল্পনা করেছে।”

প্রেসিডেন্ট রাসেলের কাছে এসে তার কাঁধে হাত রাখলো। “তুমি বলছো কি?”

রাসেল বিগত কয়েকদিন ধরে কী কী ঘটেছে সবই প্রেসিডেন্টকে অবগত করেছে।

প্রেসিডেন্ট তাঁর চোয়াল ঘষলেন। “বার্টন কেন এসবে জড়িত হলো?” প্রশ্নটা যেনে নিজেকেই করলেন তিনি।

“সেটা তুমি তাকে জিজ্ঞেস করছো না কেন? সে খুবই চাপাচাপি করছে তুমি

মেনো সুলিভানকে এই খবরটা দাও।”

“সুলিভান? আরে, তাকে কেন...?” প্রেসিডেন্ট কথাটা শেষ করতে পারলেন না। তিনি বার্টনকে ফোন করলে তাকে বলা হলো হঠাতে করেই নাকি তার শরীর বারাপ হয়ে গেছে তাই সে হাসপাতালে গেছে।

প্রেসিডেন্টের চোখ চিফ অব স্টাফের দিকে তাকালো। “আমি যা ভাবছি বার্টন কি সেটাই করতে যাচ্ছে?”

“সেটা নির্ভর করছে তুমি কি ভাবছো তার ওপর।”

“কেড়ে ফেলো, গ্লোরিয়া। তুমি নিশ্চয় বুঝেছো আমি কি বলতে চাচ্ছি।”

“তুমি যদি ভেবে থাকো বার্টন এই লোকটাকে কখনও কাস্টডিতে দিতে দেবে না, তাহলে সেটা ঠিকই আছে।”

প্রেসিডেন্টের আঙুল ডেঙ্কের ওপর রাখা একটা চিঠি খোলার চাকুর ওপর খেলছে।

“এলান? তুমি আমাকে কি করতে বলছো?”

তাঁর চোখ দুটো ঘন কালো, শীতল আর কর্তৃপরায়ণ। “কিছুই না। আমি চাই তুমি কিছু করবে না। আমি এটা নিয়ে সুলিভানের সঙ্গে কথা বলবো। সময় আর স্থানটা আমাকে আবার বলো তো।”

প্রেসিডেন্ট ফোনটা তুলে নিলেন। রাসেল তাঁর হাতের ওপর হাত রাখলো। “এলান, রিপোর্টটাতে বলেছে ক্রিস্টিন সুলিভানের চোয়াল দোমড়ানো আর ধন্তাধন্তির চিহ্নও আছে শরীরে।”

প্রেসিডেন্ট মুখ তুলে তাকালেন। “ওহ, সত্যি?”

“বিছানায় ঠিক কি হয়েছিলো, এলান?”

“সব তো মনে নেই। যেটুকু মনে আছে, সে আমার সঙ্গে একটু ঝঞ্জভাবে খেলতে চেয়েছিলো। তার ঘাড়ে কি চিহ্ন পাওয়া গেছে?” তিনি একটু থেমে ফোনটা রেখে দিলেন। “ব্যাপারটা এভাবে দেখো একটু। ক্রিস্টির অনেক অসুস্থিতিস্থিতি ছিলো, গ্লোরিয়া। তার মধ্যে যৌনবিকৃতিও পড়ে। তুমি তো জানোই পুলকান্দের সময় একটু উন্মাদনার সূষ্টি হয়।”

“এটা শুনেছি, এলান। তবে ভাবিনি তুমি এরকম কিছুজড়িত হতে পারো।” তার কষ্টটা খুবই কর্কশ শোনালো।

প্রেসিডেন্ট পাল্টা জবাব দিলেন। “নিজের অবস্থানের কথাটা মনে রেখো, রাসেল। আমি আমার কোনো আচরণের ব্যাপারে তোমার বা অন্য কারোর কোনো প্রশ্নের উত্তর দেবো না।”

রাসেলও চট ক'রে বললো, “অবশ্যই দেবে না। আমি দুঃখিত, মি: প্রেসিডেন্ট।”

রিচমন্ডের চেহারায় স্বস্তির ভাব দেখা গেলো। “ক্রিস্টির জন্যে এটা আমি করেছিলাম, গ্লোরিয়া। আর কী বলবো। মেয়েরা মাঝে মাঝে পুরুষের ওপর অস্তুত প্রভাব ফেলে থাকে। আমি এটা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারিনি।”

“তাহলে মেয়েটা কেন তোমাকে খুন করার চেষ্টা করেছিলো?”

“যেমনটি বলেছি, আমার চেয়েও সে বেশি কুকুভাবে খেলাটা খেলতে চেয়েছিলো। সে খুব মাতাল ছিলো, নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে ছিলো। দুর্তাগ্যজনক। দিস্ত ঘটনাটা ঘটে গেছে।”

গ্রোরিয়া জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। ক্রিস্টিন সুলিভানের সঙ্গে দৈর্ঘ্যটা কেবল ‘ঘটে গেছে’ বলে পার পার পাওয়া যাবে না। এই মিলনের ব্যাকুলতার পরিণাম প্রকারণতে নির্বাচনী প্রচারণাটার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। মাথা ঝাঁকিয়ে সে ঐ রাতের ঘটনাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলো।

প্রেসিডেন্ট পেছনে এসে তার দু'কাঁধে হাত রেখে তাকে তাঁর দিকে ঘূরালেন।

“এটা সবার জন্যেই একটা বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতা ছিলো, গ্রোরিয়া। ক্রিস্টি মারা যাক সেটা নিশ্চয় আমি চাইনি। আমি কেন এটা চাইতে যাবো। আমি তো এক সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে চমৎকার একটা রাত কাটাতে গিয়েছিলাম। হায় ঈশ্বর, আমি তো কোনো দানব নই।”

“আমি সেটা জানি, এলান। কখনও কখনও খারাপ কিছু ঘটে যায়, কিছুই করার থাকে না।”

প্রেসিডেন্ট কাঁধ ঝাঁকালেন। “তো, তোমাকে যেমন বলেছি, আমি তো একমাত্র প্রেসিডেন্ট নই যে, এরকম কুকর্ম করি। কখনও কখনও মানসিক চাপ দূর করার জন্যে এরকম ফুর্তি করতেই হয়। আর আমাকে তো চাপমুক্ত থাকতে হবেই, কারণ যারা আমাকে নির্বাচিত করেছে তারা আমাকে বিশ্বাস করে। আমিও মাথা ঠাণ্ডা রেখে তাদের বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে বদ্ধপরিকর।”

নিজের ডেক্সের দিকে তাকালেন তিনি। “তাহাড়া, সুন্দরীদের সঙ্গ উপভোগ করলে অনেকটা চাপমুক্ত হওয়া যায়।”

গ্রোরিয়া তাঁর পেছন দিকে রেগেমেগে তাকালো। গদভটা তাকে ঝাঁক দিচ্ছে। তাকে কচি খুকি ভাবে। “কিন্তু ক্রিস্টিন সুলিভানের জন্যে এটা নিশ্চয় চাপমুক্ত হবার ব্যাপার ছিলো না,” সে একটু জোরেই বললো।

বিচ্যুত তার দিকে ঘুরে তাকালেন। তাঁর মুখে কোম্বো হাসি নেই। “এ নিয়ে আমি আর কথা বলতে চাই না, গ্রোরিয়া। যা হয়ে গেছে, তা হয়ে গেছে – ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে শুরু করো। বুঝেছো?”

সে মাথাটা এমনভাবে দোলালো যেনো তাঁর কথা বিল প্রশ্নে মেনে নিয়েছে। ঘর থেকে বের হয়ে গেলো সে।

প্রেসিডেন্ট আবারো ফোনটা তুলে নিলেন। তিনি পুলিশের তদন্ত এবং যাবতীয় সব কিছু তাঁর বক্স সুলিভানকে বিস্তারিত জানাবেন। ফোনটার লাইন পেতেই প্রেসিডেন্ট মনে মনে হাসলেন। তিনি বিল বাটনের কথা ভাবলেন। ঠিক কাজটাই সে করবে। তাদের সবার জন্যে।

* * *

ଲୁଥାର ଘଡ଼ି ଦେଖିଲୋ । ଏକଟା ବାଜେ । ସେ ଗୋଲ କ'ରେ ଶେତ କରେଛେ । ଚଳଟା ଭାଲୋଭାବେ ଆଁଚଡ଼େ ନିଲୋ । ଆଜକେ ତାକେ ଦେଖତେ ଖୁବ ଭାଲୋ ଦେଖାଛେ । କେଇଟେବେ ଫୋନ କଲଟା ଜାଦୁର ମତୋ କାଜ କରେଛେ । ଫୋନେର ମେସେଜଟା ସେ ବାର ବାର ଉନ୍ନେଛେ । ତାର କଷ୍ଟଟା ଶୋନାର ଆଶା ସେ କଥନ୍ତି କରେନି । ସୁଧି ନିଯେ ମାର୍କେଟେ ଗିଯେ ଭାଲୋ ଜାମା କାପଡ଼ କିନେଛେ । ଟାଇଯେର କଥା ପ୍ରଥମେ ଭାବଲେଣେ ପରେ ବାତିଲ କ'ରେ ଦିଯେଛେ ।

କୋଟଟା ପରେ ଦେଖିଲୋ ସେଟା ଚିଲେଟାଲା ହୟେ ଗେଛେ । ତାର ଓଜନ କମେ ଗେଛେ । ତାକେ ଅନେକ ଖେତେ ହବେ । ଆର ସେଟା ତାର ମେଯେର ସଙ୍ଗେ ଆଜକେ ଡିନାର ଖାଓୟାର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଉକୁ କରାର କଥା ଭାବଲୋ । ଅବଶ୍ୟ ତାର ମେଯେ ଯଦି ରାଜି ହୟ । ଏଜନ୍ୟ ସେ କୋନୋ ରକମ ଚାପାଚାପି କରବେ ନା ।

ଜ୍ୟାକ ! ଏଟା ଜ୍ୟାକେରଇ କାଜ । ସେ-ଇ ତାର ମେଯେକେ ବଲେଛେ ଯେ, ତାର ବାବା ଖୁବ ବିପଦେ ପଡ଼େଛେ । ଅବଶ୍ୟ ! ଏ କଥାଟା ସେ ଆଗେ ଭାବେନି ବ'ଲେ ନିଜେକେ ଖୁବ ବୋକା ଭାବଲୋ । କିନ୍ତୁ ଏର ମାନେ କି ? କେଇଟ ତାର ବ୍ୟାପାରେ ପରୋଯା କରେ ? ଏତୋଗୁଲୋ ବହର ପରେ ? ଆର କତୋ ବାଜେ ସମୟେଇ ନା ଏଟା ଘଟିଲା ! କିନ୍ତୁ ସେ ସିନ୍ଧାନ୍ତ ନିଯେ ଫେଲଛେ । କୋନୋ କିଛୁଇ ତାର ଏ ସିନ୍ଧାନ୍ତ ବଦଲାତେ ପାରବେ ନା । ଏମନକି ତାର ମେଯେଓ ନୟ । ଏକଟା ମାରାତ୍ମକ ଭୁଲେର ସଂଶୋଧନ କରତେଇ ହବେ ତାକେ ।

ଲୁଥାର ନିଶ୍ଚିତ, ଚିଫ ଅବ ସ୍ଟାଫେର କାହେ ତାର ପାଠାନୋ ଚିଠିର ବ୍ୟାପାରେ ରିଚମନ୍ କିଛୁଇ ଜାନେ ନା । ତାର ଏକମାତ୍ର ଆଶା ନିରବେ କାଜଟା ସେଇ ଫେଲା ଏବଂ ତାକେ ଯେନେ ଆର କେଉ ସନ୍ଦେହ ନା କରେ । ସେ ଆଶା କରଛେ ଦେଶ ଛେଡ଼ ଉଧାନ ହୟେ ଯାବେ । କେଉ ଜାନବେ ନା ସେ କୋଥାଯ ଆହେ । ସେ ଖତିଯେ ଦେଖେଛେ ଟାକାଗୁଲୋ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ଏକାଉଟେ ଜମା ପଡ଼େଛେ । ଏଇ ଟାକା ଦିଯେ ସେ କି କରବେ ସେଟା ଜାନଲେ ତାଦେର ବିଶ୍ୱଯେର ସୀମା ଥାକବେ ନା । ଏଟା ହବେ ତାଦେର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯ ।

ତବେ ଦ୍ଵିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯଟା ତାଦେରକେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯଟାଓ ଭୁଲିଯେ ଦେବେ । ପ୍ରେସିଡେନ୍ ଯେ ରକ୍ଷା ପାବେ ନା ସେ ବ୍ୟାପାରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ । ଏମନ କାଜେର ଜନ୍ୟେ ଯଦି ଇମଲିଚିମ୍‌ବନ୍ କରା ନା ହୟ ତୋ କୋନ୍ କାଜେର ଜନ୍ୟେ କରା ହବେ, ସେଟା ତାର ଜାନା ନେଇ । ଏହି ପ୍ରକାଶିତ ହଲେ ଓୟାଟାରଗେଟ କେଲେଂକାରୀ ହୟେ ପଡ଼ିବେ ଫାଲତୁ ଜିନିସ, ତୃତୀୟ ଶୈଳୀର ଅପରାଧ ।

ଲୁଥାର ଚିଠିଟା ପକେଟ ଥେକେ ବେର କରିଲୋ । ସେ ଏଟା ଚିଠିକୁ କ'ରେ ରେଖେଛେ ତାର ଜନ୍ୟେ, ଟାକାଟା ପାବାର ପରଇ, ଏଟା ଦେଯା ହବେ ।

ଜ୍ୟାକ ତାକେ ବାଁଚାତେ ଯତୋ ଚେଟୋଇ କରକ ନା କେମି କାରାଓ ସାଜା ହବେ । ବିଶ ବହର, ଦେଶ ବହର, ଦଶ ଦିନ । ସେ କୋନୋ କିଛୁତେଇ ପରୋଯମକରେ ନା ସେ । ପ୍ରେସିଡେନ୍ ଏବଂ ତାର ଚାରପାଶେର ସବାଇକେ ପୋଙ୍କ ମାରି । ଏହି ଶହରେରେ ପୋଙ୍କ ମାରି । ସବାର ପାଛା ମାରିବେ ସେ ।

ତବେ ପ୍ରଥମେ ତାକେ ତାର ମେଯେର ସଙ୍ଗେ କିଛୁ ସମୟ କାଟାତେ ହବେ । ତାରପର ସେ ଆର କିଛୁଇ ପରୋଯା କରବେ ନା ।

ବିଛନାଯ ଯେତେଇ ଲୁଥାରେର ସାରା ଦେହେ ଏକଟା ମୃଦୁ କମ୍ପନ ବୟେ ଗେଲୋ । ତାର ମନେ ଅନ୍ୟ ଏକଟା କିଛୁ ଉଁକି ମାରିଲୋ । ଏମନ ଏକଟା କିଛୁ ଯା ତାକେ କଷ୍ଟ ଦିଲେଣେ ବ୍ୟାପାରଟା ସେ

ବୋବେ । ବିହାନାସ୍ର ବଂଦେ ଏକ ଗ୍ରାସ ପାନି ଖେଳେ । ଏଟା ଯଦି ସତ୍ୟ ହୟ ତବେ କି ତାର ଜନ୍ୟ କେଇଟକେ ଦୋଷ ଦେଯା ଯାଏ ? ତାହାଡା, ସେ ଏକ ଢିଲେ ଦୁଇ ପାରି ମାରତେ ପାରେ । ବିହାନାସ୍ର ଗା ଏଲିଯେ ଦିଯେ ସେ ଭାବପୋ । ତାର ମେଯେର କାହିଁ ଥେକେ କି ସେ ଏର ଚେଯେ ଭାଲୋ କିଛୁ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରେ ? ଜ୍ଵାବଟା ଏକଦମ ପରିଷକାର, ନା, କରେ ନା ।

* * *

ଡିସ୍ଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟାଂକେ ଟାକାଟା ଟ୍ରୋନ୍‌ଫାର ହେଉୟାର ସମେ ସମେ ଶ୍ୟାଙ୍କିତିଭାବେ ସେଟା ପାଂଚଟା ଡିଲ୍‌
ବ୍ୟାଂକେ ଟ୍ରୋନ୍‌ଫାର ହେୟ ଗେଲେ । ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଏକାଉଠେ ଏକ ମିଲିଯନ ଡଲାର କରେ ।
ମେଧାନ ଥେକେ ଏକଟା ଚକ୍ରକାର କ୍ରଟେର ମାଧ୍ୟମେ ସବଞ୍ଚଲୋ ଟାକା ଆବାର ଏକ ଜାଯଗାୟ
ଜମା ହେୟ ଗେଲେ ।

ରାମେଲ, ଯେ ଏଇ ଟାକାଟା ଟ୍ରେନ୍ କରତେ ଚାହେ ସେ ଖୁବ ଜଳଦିଇ ଜାନତେ ପାରବେ କି
ସଟେହେ । ସେ ମୋଟେଇ ଖୁଣି ହତେ ପାରବେ ନା । ଏରପରେ ମେସେଜଟା ପେଲେ ସେ ବରଂ
ଅଖୁଣିଇ ହବେ ।

* * *

କ୍ୟାକେ ଏଲୋନ୍‌ଜୋ ଏକ ବହର ଆଗେ ଚାଲୁ ହେୟଛେ । ଯଥାରୀତି ଏର ରଯେଛେ ଖୋଲା
ଆକାଶେର ନିଚେ ଟୈବିଲ-ଚେୟାର ଆର ଛାତା । ରାତ୍ରାର ପାଶେ ସେଟା ଅବସ୍ଥିତ । କଫିଟା
ବୈଚତ୍ରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ତାଙ୍କ୍ଷଣିକଭାବେ ତୈରି କରା ବେକାରି ସାମଗ୍ରୀଗୁଲୋ ସକାଳ ଆର ଦୁଃଖରେ
ଯାହକଦେର କାହେ ବେଶ ଜନପିଯ । ବାଇରେ ଟୈବିଲେ ଚାରଟା ବାଜାର ପାଂଚ ମିନିଟ ଆଗେ
ଏକଜନଇ ବଂସେ ଆହେ । ପ୍ରଚତି ଠାଣା ଆବହାସିଯାର ଜନ୍ୟ ଛାତାଗୁଲୋ ଗୁଡ଼ିଯେ ରାଖା ହେୟଛେ ।

କେଇଟ ତାର କୋଟଟା ଜଡ଼ିଯେ ନିଯେ କଫିତେ ଚମୁକ ଦିଲୋ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିଲେଓ ଠାଣଟା
କମେନି । ସେ ଖେଳାଇ କରେନି ପାଶେର ଭବନେର ଓପର ତଳାର ଦୁଟୋ ଜାନାଲା ଧପାସ କରେ
ବୁଲେ ଗେଲେ । ସାମନେର ଦରଜାଟା ଖୋଲା ଆହେ ।

କେଇଟ ଘଡ଼ି ଦେଖିଲେ । ଏଥାନେ ସେ ବିଶ ମିନିଟ ଧରେ ବଂସେ ଆହେ । ସେ ଜାନେ
ଆଶେପାଶେ କରେକଜନ ପୁଲିଶ ଓଂତ ପେତେ ରଯେଛେ । ତାରପରଇ ସେଇ ବ୍ୟାପାରଟା ତାର
ମାଧ୍ୟମ ଘୁରପାକ ଖେଲେ । ତାରା କି ଏକେ ଅନ୍ୟେର ସଙ୍ଗେ କୋନେ କଥା ବଲାର ସୁଯୋଗ ପାବେ ?
ଆରେ, ସେ ବଲବେଟା କି ? ହାଇ, ବାବା, ତୁମି କି ବେକାର ? କୁମରିମେ ଗାଲଟା ଚାଲିବାକାଳେ ସେ ।
ଅପେକ୍ଷା କରତେ ଲାଗଲୋ କେଇଟ । ଠିକ ଚାରଟା ବାଜେ ଏଥାନେ ଥାକାର କଥା । ଆର
ଏଟା ବଦଲାନୋର ଜନ୍ୟ ବଜ୍ଜ ଦେଇ ହେୟ ଗେଛେ । କେମେନୋ କିଛୁ କରାର ଜନ୍ୟେଇ ଦେଇ ହେୟ
ଗେଛେ । ଯଦିଓ ଅପରାଧବୋଧ ହଜେ ତାରପରା ତାର ମନେ ହଜେ ସେ ଠିକ କାଜଟାଇ କରଛେ ।
ରେଗେମେଗେ ସେ ହାତ କଟିଲାତେ ଲାଗଲୋ । ନିଜେର ବାବାକେ ପୁଲିଶେର ହାତେ ତୁଲେ ଦିତେ
ଯାଇଁ । ଏଟା ତୋ ତାର ବାବାର ପ୍ରାପ୍ୟଇ । ଏଟା ନିଯେ ନିଜେର ସଙ୍ଗେ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ କରେଛେ ।
ଏବନ ସେ ଚାଇଛେ ଏର ଶେଷ ହୋକ ।

ম্যাককার্টি এটা পছন্দ করছে না। মোটেও না। তার কাজ হলো টার্গেটিকে অস্ত্রণ করা। কখনও কখনও এক স্থান। যতোক্ষণ না তার আচরণ দেখে নিচিত হওয়া হবে, এই হলো তার টার্গেট। এতে করৈ খুন করাটা খুব সহজ হবে নঠ। বড়ত সময়টাতে ম্যাককার্টি পালিয়ে যাবার পরিকল্পনাও করতে পারে। এ কাজে এই সুবিধাতালো সে পাছে না। সুলিভানের মেসেজটা খুব অস্পষ্ট হলো। শোভটা ডাক বেশ মোটা অংকের টাকা দিয়ে যাচ্ছে। কাজ শেষ হলে আরো দুই মিলিয়ন পারে। এখন কাজটা করার সময় হয়েছে। ম্যাককার্টি কখনও নার্ভাস হয়েছে বলে মনে করতে পারলো না। তবে চারপাশে পুলিশ ধারলে কাজটা সহজ হয় না।

নিজেকে সে বলতে লাগলো সব কিছু ঠিকমতোই হবে। এই ফাঁকে সে তার পরিকল্পনাটা আরো উচ্চিয়ে নিলো। সুলিভানের ফোন পাবার পরই সে এই জায়গাটা দেখে এসেছিলো। এই জায়গাটা, যার নাম রো হাউজ, সঙ্গে সঙ্গেই তার পছন্দ হয়েছে। এটা আসলেই একমাত্র যুক্তিসংগত জায়গা। ডোর চারটা ষেকে সে এখানে আছে। বাড়িটার পেছনের দরজা একটা গমির দিকে। তার ভাড়া করা গাড়িটা রাস্তার মোড়ে পার্ক করা আছে। রাইফেল দিয়ে উলি করার পর মাত্র পনেরো সেকেন্ড লাগবে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গাড়িতে উঠতে। কি হয়েছে সেটা বোঝার আগেই সে দুই মাইল দূরে চলে যেতে পারবে। নর্ব ওয়াশিংটনের একটা প্রাইভেট প্রেন তাকে পাঁচত্ত্বিং মিনিট পরে নিয়ে উড়ে চলে যাবে। সেই প্রেনে একমাত্র যাত্রী হবে সে। নিউ ইয়র্কে চলে যাবে। ওধান ষেকে পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে কনকর্ড বিমানে করৈ চলে যাবে শৱনে।

রাইফেল আর টেলিস্কোপটা দশমবারের মতো চেক করৈ দেখলো ম্যাককার্টি। সব ঠিক আছে। ঘড়িতে সময় দেখলো। সময় হয়ে গেছে প্রায়।

ম্যাককার্টি যখন খুন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে তখন সে একটুও জানতে পারলো না আরেকটা দক্ষ রাইফেল তার টার্গেটিকে টার্গেট করৈ রেখেছে। সেই রাইফেলের পেছনে রয়েছে তার চেয়েও বেশি তীক্ষ্ণ দৃটি ঢোখ।

* * *

মেরিন কর্পসে টিম কলিন একজন দক্ষ এবং অসাধারণ মার্কিসম্যান হিসেবে বিবেচিত হয়েছিলো। তার মাস্টার সার্জেন্ট তার মূল্যায়নপত্রে লিখেছিলেন তার মতো দক্ষ উটায় এবং আগে দেবেননি। স্কোপ দিয়ে সে টার্গেটের দিকে তাকিয়ে আছে। কলিনের ভ্যানটা ক্যাফের বিপরীত দিকের রাস্তায় পার্ক করা। সরাসরি টার্গেটের দিকে আবারো রাইফেলের স্কোপটা দিয়ে তাকালো সে।

কেইট হইটনি চেয়ারে বসে আছে। কলিন ভ্যানের সাইড উইডেটা খুলে ফেললো। তার পেছনে বিল্ডিংটার কারণে তাকে কেউ বেয়াল করছে না। তার

আরেকটা সুবিধা হলো সে জানে সেদ ফ্রাংক এবং তার দলবল অপেক্ষা করছে ক্যাফের ডান দিকে।

বাকিরা অপেক্ষা করছে ক্যাফের পেছন দিককার ভবনটার লবিতে। রাস্তায় এখানে ওখানে কয়েকটা গাড়ি রাখা আছে। ছাইটনি যদি দৌড়ে পালাতে যায় তবে সে বেশি দূর যেতে পারবে না। কিন্তু কলিন এও জানে লোকটা কোথাও দৌড়ে পালাবে না।

গুলি করার পর কলিন সঙ্গে রাইফেলটা ভ্যানে রেখে নিজের পিস্টলটা আর ব্যাঞ্জটা হাতে নিয়ে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার লোকজনদের সঙ্গে যোগ দেবে, কী ঘটেছে সেটা দেখতে। কেউ তো আর সিক্রেট সার্ভিসের ভ্যানটাকে সন্দেহ করতে যাবে না।

বার্টনের পরিকল্পনা এই যুক্টার কাছে বেশ বোধগম্য হচ্ছে। মুখার ছাইটনির বিকল্পে কলিনের কোনো অভিযোগ নেই, কিন্তু এই ছেষটি বছর বয়স্ক বৃন্দকে খুন করতে কলিনের তেমন মজা লাগবে না। সত্যি বলতে কি, কাজটা হয়ে যাবার পর সে এটা চিরতরের জন্যে ভুলে যাবে। এটাই তো জীবন। কাজটা করার জন্যে তাকে আসলে শপথ করানো হয়েছে। সে কি আইন ভঙ্গ করছে? টেকনিক্যালি সে খুন করতে যাচ্ছে। বাস্তুবিক সে তাই করছে যা করতে হবে। সে ধারণা করলো এসব কিছু প্রেসিডেন্ট জানেন। প্রেরিয়া রাসেল জানে। আর যে বিল বার্টন, যাকে সে সবার চেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করে সে-ই তাকে একাজ করার হস্ত দিয়েছে। তাহাড়া এই বৃন্দ ঐ বাড়িতে চুরি করতে গিয়েছিলো। এজন্যে তাকে বিশ বছর জেল খাটতে হবে। এই বয়সে বিশ বছর জেলখাটা তার পক্ষে অসম্ভব। এ বয়সে কে জেলখানায় থাকতে চায়? কলিন কেবল তাকে এই দূর্দশা থেকে মুক্তি দিতে যাচ্ছে।

ক্যাফের মাচানে কাজের লোকদের দিকে তাকালো কলিন। তারা একটা বোর্ড নিয়ে টানাটানি করছে। এক লোক দাঁড়ির একপাস্ত ধরে রেখেছে, অন্যপ্রাত্মাটি বুকের সাথে সংযুক্ত। ধীরে ধীরে বোর্ডের টুকরোগুলো উঠে আসতে লাগলো।

* * *

কেইট মুখ তুলে তাকাতেই তার চোখ স্থির হয়ে গেলো।

বুবই রাজসিক ভঙ্গীতে ফুটপাত দিয়ে হেটে আসছে। একটা ক্যাপ আর মাফলার তার মুখের বেশির ভাগ অংশ ঢেকে রাখলেও হাটার ভঙ্গীটা ভোলা অসম্ভব। ছেটোবেলায় সে তার বাবার মতো দৃঢ় পদক্ষেপে, অভিজ্ঞত্য নিয়ে হাটার চেষ্টা করতো।

নুখার ক্যাফের সামনে এসে তার দিকে তাকালো। এক দশকে তার মেয়ের এতো কাছাকাছি কখনও আসেনি। তাই কী করবে, কী বলবে সে ব্যাপারে তার জড়তা

খাকা স্বাভাবিক। তার এই অবস্থা দেখে কেইটের হাসি এলো। রাস্তার দিকে পিঠ দিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়লো সে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা সম্মেও মাথার টুপি আৰ সানগ্রাসটা খুলে পকেতে রেখে দিলো।

ম্যাককার্টি রাইফেলের টেলিস্কোপ দিয়ে দেখতে পেলো তাকে। ধূসর চুলটা তার ফোকানে আসতেই টৃণার হাত রাখলো।

* * *

শুব বেশি হলৈ একশো গজ দূর থেকে কলিন সব দেখছিলো। সে ম্যাককার্টির মতো তাড়াছড়ো করলো না, যেহেতু পুলিশ কোথায় আছে সেটা সে জানে।

* * *

ম্যাককার্টি তার আঙুলটা টৃণার থেকে সরিয়ে নিলো। এর আগে সে লক্ষ্য করেছিলো কাজের লোকগুলো মাচানটাতে নড়াচড়া করছে। তারপর তাদের কথা আৰ ভাবেনি। এটা তার ক্যারিয়ারে দ্বিতীয় একটা ভুল।

দঁড়িটা টান দিলে আয়নার প্যানেলটা উপরের দিকে উঠে এলে সূর্যের আলো প্যানেলে প্রতিফলিত হয়ে ম্যাককার্টির চোখ ঝলসে দিলো। মুহূর্তের একটা ঝাকি থেয়ে রাইফেল থেকে গুলি বের হয়ে গেলো অনিচ্ছাকৃতভাবে। রেগেমেগে অস্ত্রটা নাখিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে দ্রুত নেমে গেলো সে।

বুলেটটা ছাতাতে গিয়ে লাগলে কেইট এবং লুখার মাটিতে শয়ে পড়লো। বাবা সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের বর্ম হয়ে উঠলো। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সেদ ফ্রাঙ্ক তার দলবল নিয়ে তাদের দু'জনকে ঘিরে ফেললো। তারা রাস্তার চারপাশে এবং ভবনগুলোর দিকে হন্তে হয়ে তাকালো। গুলিটা কোথেকে এসেছে দেখার চেষ্টা করলো।

“পুরো এলাকাটা ঘিরে ফেলো,” ফ্রাঙ্ক তার ওয়াকিটকিম্বত আদেশ করলো। পোশাক পরা লোকগুলো ছড়িয়ে পড়লো দ্রুত। রাস্তার পাশে মাঝা গাড়িগুলো এদিক ওদিক ছুটতে লাগলো। কাজের লোকগুলো নিচের রাস্তার দিকে হতভম্ব হয়ে দেখতে থাকলো। তাদের অনিচ্ছাকৃত একটা কাজের ফলাফল যে নিচের হটগোলটা সৃষ্টি করেছে এটা তারা বুঝতে পারছে না।

লুখারকে ধরে তোলা হলৈ হাতকড়া পরিয়ে দেয়া হলো সঙ্গে সঙ্গে। একদল পুলিশ ভবনের মুখি আৰ ভবনটার দিকে ছুটে গেলো। সেদ ফ্রাঙ্ক সন্তুষ্টির দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকালো, আৰ লোকটা তাকালো তার মেয়ের দিকে। কেইট প্রথমে তার দিকে না তাকালেও পরে ঠিক কৱলো তাকাবে, এটাই তো সে প্ৰত্যাশা কৱে। সে কেইটকে এমন একটা কথা বললো যাৰ জন্যে সে মোটেও প্ৰস্তুত ছিলো না।

“তুমি ঠিক আছে তো, কেইট?”

সে মাথা নেড়ে সায় দিতেই দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। হাঁটু মুড়ে
মাটিতে ব'সে পড়লো সে। কোনোভাবেই নিজেকে সামলাতে পারলো না।

বিল বার্টন মবির প্রবেশ মুখে দাঁড়িয়ে আছে। বিস্মিত কলিন তার দিকে আসতেই
বার্টন তাকে সট্টকে পরার ইশারা করলো। কিন্তু কলিন এসে তার কাছে ফিল্মফিল্ম করে
কিছু বলে গেলো।

বার্টন কথাটা বুঝতে কয়েক সেকেন্ড সময় নিলো। সুলিভান একজন ভাঙ্গাটে
শুনিকে ভাঙ্গা করেছে।

এই বিলিয়নেয়ার বার্টনের পরিকল্পনায় অ্যাচিতভাবে চুকে পড়েছে।

বার্টন ফ্রাংকের দিকে এগিয়ে গেলে ফ্রাংক তার দিকে তাকালো। “এসব কী
হচ্ছে, কিছু জানেন?”

“হয়তো জানি,” বার্টন জবাব দিলো।

বার্টন ঘুরে দাঁড়ালে এই প্রথম মুখার আর সে একে অন্যের মুখোমুখি হলো।
মুখারের সেই রাতের ঘটনাগুলো মনে পড়ে গেলেও ধীরস্থির রইলো। বার্টনকে
মানতেই হলো লোকটার গুণ আছে। কিন্তু একই সাথে এটা তার কাছে দৃষ্টিশীর্ষ বিষয়
ব'সেও মনে হলো। ফ্রেফতার হওয়াতে হাইটনির মধ্যে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা
যাচ্ছে না। তার চোখ বার্টনকে বলছে – যে কিনা শত শত ফ্রেফতার করেছে এই
জীবনে – সে ফ্রেফতার হওয়ার জন্যেই পরিকল্পনা ক'রে রেখেছিলো। কিন্তু কারণটা
কি বার্টন সেটা বুঝতে পারলো না, আর সে এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না।

ফ্রাংক যখন লুথারের দেহতল্লাশী করতে লাগলো তখনও বার্টন তার দিকে চেয়ে
রইলো। তারপর সে এককোণে জ'মে থাকা ভীড়ের দিকে তাকালো। লুথার তার
মেয়ের কাছে যাবার জন্যে একটু জোড়াজুড়ি করেছে। এক মহিলা পুলিশ কেইটকে
সামলানোর চেষ্টা করলেও খুব একটা সফল হলো না। মেয়েকে এভাবে ক্ষয়ায় ভেঙে
পড়তে দেখে বৃক্ষের দু'চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

যখন সে খেয়াল করলো কেইটের পাশে বার্টন দাঁড়িয়ে আছে সে কটমট ক'রে
তার দিকে তাকালো। বার্টন মাটিতে ব'সে কান্নারত কেইটের অশ্রুর কাছে ডান হাতের
তর্জনী দিয়ে গুলি করার ভঙ্গী করলো। নিরবে সে লুথার হাইটনির কাছে একটা বার্তা
পৌছে দিলো। অনেক অপরাধীকে দেখেছে কিন্তু এ লোকটার চোখে মুখে সেরকম
কিছু নেই। লুথার হাইটনি কোনো পাংক নয়, এটা কেউয়েই বোঝা যায়। কিন্তু এটা বেশ
ভালো করেই বোঝা যাচ্ছে শক্ত কংক্রিটের মন্ডে লুথারের নার্তা ভেঙে পড়তে শুরু
করেছে।

বার্টন ঘুরে চলে গেলো।

অধ্যায় ১৯

গ্রেরিয়া রাসেল তার লিভিংরুমে বসে কম্পিউট হাতে চিঠিটা ধরে রেখেছে। ঘড়ির দিকে তাকালো সে। এটা ঠিক সময়ে এসে পৌছেছে একজন মেসেঞ্জারের মাধ্যমে। এক বৃন্দলোক কুরিয়ারে ক'রে এটা নিয়ে এসেছে। ধন্যবাদ ম্যাম্। নিজের জীবনকে বিদায় জানান।

আবহাওয়া বেশ ঠাণ্ডা। ফায়ারপ্রেসে আগুন জুলছে। রাসেল সিনেটের মাইলসের বাড়িতে ডিনারের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলো, আটটার দিকে হবে সেটা। তার রাজনৈতিক উচ্চাকাঞ্চ্যায় মাইল্স খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। সবকিছু খুব ভালোভাবে এগোছিলো। কিন্তু এখন? এখন কি হবে?

মেসেজটার দিকে আবারো তাকালো। অবিশ্বাস ক্রমাগতভাবেই তাকে এমন গহীন তলানিতে নিয়ে যাচ্ছে যেনো সেখান থেকে আর ফিরে আসতে পারবে না।

দানশীলতার জন্যে ধন্যবাদ। এটা খুবই প্রশংসিত হয়েছে। আরো ভালো লাগছে, তুমি আমাকে একটা বাড়তি দড়ি দিয়েছো তোমাকে ঝোলানোর জন্যে। যে জিনিসটা নিয়ে ইতিপূর্বে কথা হয়েছিলো সেটা আর বিক্রি করা হবে না। এখন আমার মনে হচ্ছে এটা পুলিশের বিচার-কাজে দরকার হবে। ও, আরেকটা কথা, তোমার পোঙ মারি আমি।

বাড়তি দঁড়ি? সে ভাবতে পারছে না। তার মাঝা কাজ করছে প্রথমে তার মনে হয়েছিলো বার্টনকে ফোন করবে, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারলো সে এখন হোয়াইট হাউজে নেই। এরপরই তার মনে পঁড়ে গেলে টিভিতে কাছে চলে গেলো দ্রুত। ছটার খবরটা চলছে। একটা ব্রেকিং নিউজ দেখাচ্ছে মিডলটন কাউন্টি পুলিশ এবং আলেকজান্দ্রিয়া সিটি পুলিশের সম্মিলিত এক সাহসী অভিযানে ক্রিস্টিন সুলিভান হত্যাকাণ্ডের সন্দেহভাজন আসামীকে গ্রেফতার কৰা হয়েছে। অজ্ঞাত বন্দুকধারী একটা গুলি ছুড়েছে। মনে করা হচ্ছে এর টাপেটি ছিলো সন্দেহভাজন ব্যক্তিই।

টিভিতে রাসেল দেখতে পেলো লুধার ছাইটনি সরাসরি তাকিয়ে আছে ক্যামেরার দিকে। মুখ লুকানোর কোনো প্রচেষ্টাই তার মধ্যে নেই। তার ধারণার চেয়েও লোকটা বেশি ব্যক্ত। তাকে কলেজের প্রিসিপ্যালদের মতো দেখাচ্ছে। এই লোকটাই তাকে

দেবেছে ... তার এও মনে হচ্ছে না শুধারকে এমন একটা অপরাধের জন্যে গ্রেফতার করা হচ্ছে যে অপরাধ সে আদৌ করেনি। ক্যামেরাম্যান চারপাশে ক্যামেরা ঘূরাতেই রাসেল দেখতে পেলো অন্দরেই বিল বার্টন আর কলিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডিটেক্টিভ সেদ ফ্রাংকের সঙ্গে কথা বলছে।

অকর্ম্ন্য বানচোত সব! লোকটা এখন পুলিশের হেফাজতে আর ঠিক সেই মুহূর্তেই তার হাতে একটা মেসেজ এসেছে যাতে তাদের সবাইকে বারোটা বাজানোর ঘোষণা দেয়া হয়েছে। সে বার্টন আর তাদেরকে বিশ্বাস করেছিলো আর তারা কিনা ব্যর্থ হলো। দারুণভাবে ব্যর্থ। সে বিশ্বাসই করতে পারছে না বার্টন কি ক'রে ঠাণ্ডা মাথায় ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

পরের চিন্টাটা এমনকি তাকেও অবাক করলো। সে দৌড়ে বাথরুমে গিয়ে মেডিসিন ক্যাবিনেটটা খুলে একটা ওষুধের বোতল নিলো হাতে। কতোগুলো বড় হলে যথেষ্ট হবে? দশটা? একশোটা?

তার কাঁপা কাঁপা হাত বোতলের ছিপিটা খুলতে ব্যর্থ হলো। কয়েকবার চেষ্টা করার পর বোতলের মুখ খুললেও বড়গুলো সব ছিটকে সিকে প'ড়ে গেলো। তার হাতে থাকা অন্ন কয়েকটা বড়ির দিকে তাকিয়ে রইলো সে। আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখলো। এই প্রথমবার সে বুঝতে পারলো তার অনেক বয়স হয়েছে। চোখ দুটো প্রাণহীন আর গাল দুটো দেবে গেছে। চুলগুলো ধূসর হতে শুরু করেছে।

হাতের বড়গুলো ফেলে দিলো সে। পারলো না। ওখান থেকে বের হয়ে সিনেটরের অফিসে ফোন করলো। অসুস্থতার কারণে সে দাওয়াতে আসতে পারছে না। বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই দরজায় নক হলো।

প্রথমে তার মনে হলো বহুদূর থেকে একটা ড্রাম বাজছে। তাদের কাছে কি গ্রেফতারী পরোয়ানা থাকবে? তার কাছে কি আছে যাতে ক'রে তাকে অপরাধী হিসেবে ধরা যায়? নোটটা! সেটা পকেট থেকে বের ক'রে ছিড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফায়ারপ্রেসে ফেলে দিলো।

দরজা খুলতেই সে দেখতে পেলো বিল বার্টনকে। তাকে দেখে বুকের ভেতরে চিনচিনে একটা ব্যথা শুরু হলো। বার্টন কোনো কথা না বলে কোটটা খুলে ছুড়ে মারলো। সোজা চলে গেলো মদের বোতলগুলোর দিকে।

রাসেল সজোরে দরজাটা বক করলো।

“চমৎকার কাজ করেছো, বার্টন। অসম্ভাব্য। সব কিছু দারুণ সুন্দরভাবে সামলাতে পেরেছো। তোমার চ্যালাটা কোথায়?”

বার্টন মদের গ্লাসটা নিয়ে ব'সে পড়লো। “চুপ করো, আমার কথা শোনো।”

অন্য সময় হলে এ কথাতে সে রেগে ফেঁটে পড়তো, কিন্তু এখন একেবারে চুপ মেরে গেলো। বার্টনের হোলস্টারের অস্ত্রটার দিকে তাকালো। হঠাতে সে বুঝতে পারলো তার চারপাশে অস্ত্রধারী লোকজন রয়েছে। গুলিও হচ্ছে এখন। খুবই

বিপজ্জনক লোকজনের মাঝে সে নিজেকে ছুঁড়ে ফেলেছে। চুপচাপ বসে বার্টনের দিকে তাকালো।

“কমিন গুলি করেনি।”

“কিন্তু—”

“অন্য কেউ করেছে। আমি সেটা জানি।” গ্রাসের প্রায় সব মদ গলাধকরণ করলো। রাসেলও ভাবলো মদ পান করবে, কিন্তু পরক্ষণেই সেটা বাতিল করে দিলো।

বার্টন তার দিকে তাকালো। “ওয়াল্টার সুলিভান। ঐ শালার হারামজাদা। রিচমন্ড তাকে বলেছে, ঠিক?”

রাসেল মাথা নেড়ে সায় দিলো। “তোমার ধারণা সুলিভান এর পেছনে আছে?”

“সে ছাড়া আর কে এটা করবে? সে মনে করে ঐ লোকটা তার উভকে হত্যা করেছে। পৃথিবীর সেরা প্রটারকে ভাড়া করার টাকা তার আছে। আমাদের ছাড়া সে-ই হলো একমাত্র ব্যক্তি যে জানে ঘটনাটা কখন এবং কোথায় হবে।” তার দিকে তাকিয়ে সে ক্ষিণ হয়ে বললো, “বোকা হয়ো না, বুঝলে, বোকা হবার সময় আমাদের হাতে নেই।”

বার্টন উঠে পায়চারী করতে লাগলো।

“কিন্তু লোকটা পুলিশ হেফাজতে আছে। সে তো পুলিশকে সব বলে দেবে।”

বার্টন তার দিকে তাকালো। “পুলিশকে সে কিছুই বলবে না। অস্তপক্ষে এখন।”

“তুমি বলছো কি?”

“আমি এমন এক লোকের কথা বলছি যে তার মেয়েকে বাঁচাবার জন্যে সবকিছু করতে রাজি আছে।”

“তুমি, তুমি তাকে ভয় দেবিয়েছো?”

“আমি তাকে বুঝিয়ে দিয়েছি, বেশ স্পষ্ট করেই।”

“তুমি কিভাবে জানলে?”

“চোখ মিথ্যে বলে না। খেলাটা সেও জানে। কথা বলেত্তো তো তোমার মেয়েটা শেষ হয়ে যাবে।”

“তুমি, তুমি আসলেই সেটা—”

বার্টন চিফ অব স্টাফকে দুঃহাতে ধরে সজোরে ঝোকালো। চোখে চোখ রাখলো।

“যে-ই আমার পোঙ মারতে যাবে তাকেই আমি খুন করবো, সে যেই হোক না কেন। বুঝেছো?” কঠটা বিপজ্জনক। সে তাকে একটা চেয়ারের ওপর ছুঁড়ে মারলো।

বার্টনের চোখে-মুখে ক্রোধ। “তুমিই আমাকে এসবের মধ্যে নিয়ে এসেছো। ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই আমি পুলিশকে ডাকতে চেয়েছিলাম। হতে পারে মেয়েটাকে আমি খুন করেছি, কিন্তু পৃথিবীতে এমন কোনো জুরি নেই যে আমাকে অপরাধী

হিসেবে শান্তি দেবে। তুমি, তুমি এই গর্ডড প্রেসিডেন্টকে বাঁচাতে এ কাজ করেছো। আমাকে বোকা বানিয়েছো। আর এখন বিশ বছর জেলখাটার ধারপ্রাণে দাঁড়িয়ে আছি। আমি মোটেও সুবে নেই। তুমি এটা বুঝবে না।”

তারা কোনো কথা না বলে কয়েক মিনিট ধরে বসে রইলো। নোটের ব্যাপারে বাটনকে কিছু বলার মতো অবস্থায় নেই সে। এতে আর কী ভালো হবে? সে কেবল জানে বিল বাটন অঙ্গ বের করে তাকে শুণি করে মেরে ফেলবে। মৃত্যুর চিনায় সে আরো ঘাবড়ে গেলো।

“তুমি নিশ্চিত সে কিছু বলবে না?” রাসেল বাটনের দিকে তাকালো।

“কোনো ব্যাপারেই আমি নিশ্চিত নই।”

“কিন্তু তুমি যে বললে –”

“আমি বলেছি লোকটা তার মেয়েকে বাঁচানোর জন্যে সবকিছুই করবে। সে যদি এই হৃষকীটা পাস্তা না দেয় তবে আমাদেরকে চৌদশিকে ঢুকতে হবে।”

“কিন্তু সেই করে হৃষকীটাকে পাস্তা দেবে না?”

“এই প্রশ্নের উত্তর জানলে, আমি এতো উৎসুগ্ন হতাম না। তবে আমি তোমাকে বলতে পারি, মুখার হইটনি জেলের গারদে বসে এখন ভাবছে ঠিক কিভাবে এটা করা যাবে।”

“আমরা কি করবো?”

সে তার কোটটা হাতে নিয়ে রাসেলকে ধরে চেয়ার খেকে তুললো। “আসো, এখন বিচরণের সঙ্গে কথা বলার সময় হয়েছে।”

* * *

জ্যাক তার ডেক্সে কাগজপত্র ঘাটতে ঘাটতে কনফারেন্স টেবিলের দিকে তাকালো। তার ট্রান্সজ্যাকশন টিমে রয়েছে চার জন এসোসিয়েট, দু'জন প্রমর্যালিগ্যাল এবং দু'জন পার্টনার। সুলভানের সঙ্গে জ্যাকের কুটি পুরো ফাইলাকে চাঙ্গা করে – দিয়েছে। তারা সবাই জ্যাকের দিকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তালিকাচ্ছে। তাকে দেখে সম্ম জাগলেও তার সঙ্গে কিছুটা ভয়ও আছে।

“স্যাম, তুমি কিয়েভের মাধ্যমে যেসব কাঁচামাল বিক্রি হবে সেগুলো দেখাশোনা করবে।”

দশ বছরের পার্টনার স্যাম তার বুকফেস্টা বন্ধ করলো। “ঠিক আছে।”

“বেন, তোমার লবিং রিপোর্টের ওপর আমি চোখ বুলিয়েছি। তোমার মতের সঙ্গে আমিও একমত।” জ্যাক আরেকটা ফাইল খুলতে খুলতে বললো।

দরজাটা বুলে গেলে জ্যাকের সেক্রেটারি উকি মারলো। তাকে খুব নার্ভস দেখাচ্ছে। “আপনাদেরকে বিবৃত করার জন্যে আমি সত্যি দৃঢ়খ্যি।”

“আজ্ঞা ঠিক আছে, মার্বা, কি হয়েছে?”

“আপনাকে কোনে একজন চাষেছে।”

“মুলিভানের তো বলেছিলাম খুব জরুরি না হলে কেন দিতে না। সব কেনের
জবাব আগাৰীকাল দেবো।”

“মনে হচ্ছে এটা জরুরি।”

“কে করেছে কোনটা?”

“নাম বললো কেইট হইউনি।”

পাঁচ মিনিট বাদে, জ্যাক গাড়িতে ক'রে যাচ্ছে। একদম নতুন লেক্সাস ৩০০
মডেলের একটি গাড়ি। তার চিন্তাবনা সুরপাক বাচ্ছে। কেইটের কথাবার্তা একদম
উন্মাদগ্রন্থের মতো মনে হয়েছে। সে কেবল একেবারে বুঝতে পেরেছে যে, মুখ্য
গ্রেফতার হয়েছে। কি জন্যে সেটা জানে না।

* * *

নক কুরতেই কেইট দুরজা খুলে তার বাহতে ঢলে পড়লো। কয়েক মিনিট সাগলো
তার শাভাবিক হতে।

“কেইট, কি হয়েছে? মুখ্যার কোথায়? তার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আনা হয়েছে?”

সে তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলো কেবল।

অবশেষে সে যখন কথাটা বলতে পারলো, জ্যাক স্তম্ভিত হয়ে ব'সে রইলো।

“হত্যা?” ঘরের চারপাশে তাকালো সে। কথাটা হজম কুরতে সময় লাগছে।
“এটা অসম্ভব। সে আবার কাকে খুন কুরতে যাবে?”

কেইট এবার ধীরস্তির হয়ে বসলো। এবার তার কষ্টটা বেশ শাভাবিক এবং স্পষ্ট
শোনালো। “ক্রিস্টিন সুলিভানকে।”

কয়েক মুহূর্ত ঠাঁয় ব'সে খেকে জ্যাক চেয়ার খেকে লাক দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।
ঠাণ্ডা বাতাস আসছে, তাই জানালাটা বন্ধ ক'রে কেইটের পাশে এসে বসলো।

“কি হয়েছে, কেইট?”

“পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। তারা মনে কুরুক্ষে সুলিভানের বাড়িতে চুরি
করেছে। তখন সেখানে ক্রিস্টিন সুলিভান ছাড়া ক্রেতে ছিলো না।” একটা গভীর
নিঃশ্বাস নিলো। “তারা মনে করে লুখার তাকে গুরি করেছে।”

“পাগলের প্রলাপ, কেইট। লুখার কখনও কাউকে খুন কুরতে পারে না।”

“আমি জানি না, জ্যাক, কী ভাববো তাও জানি না।”

জ্যাক উঠে দাঁড়ালো। কোটটা হাতে তুলে নিয়ে তার চুলে হাত খুলালো।

“তুমি কিভাবে এসব জানলে? তারা তাকে কিভাবে ধুরতে পারলো?”

এর জবাবে কেইটের শরীর কাঁপতে লাগলো। তার যন্ত্রণার ছাপটা একেবারে

ଦୂଷନାମ । ତିନୁ ପେପାର ଦିଯେ ମୁଢ଼ଟା ବୁଝେ ନିଜେର ଦୁଃଖ ବନ୍ଦ କ'ରେ ରାଖିଲୋ ।

କରେକ ମୁହଁର୍ତ୍ତ ପରେ ଦୁଃଖ ବୁଲିଲୋ । ଠୋଟ ଦୂଢ଼ଟା ନଜ୍ଞଲେଓ କୋନୋ ଶବ୍ଦ ବେରୋଲୋ ନା । ଅନେକ କଟ୍ଟେ ମେ ବଲତେ ପାରିଲୋ ।

“ଆମିଇ ଧରିଯେ ଦିଯେଛି ।”

* * *

ଶୁଥାର କମଳା ରଙ୍ଗେ ଜେଲସ୍ଟ୍ର ପରେ ବ'ବେ ଆହେ ଠିକ ଏକଇ ଇନ୍ଟେରୋଗେଶନ କୁମ୍ବ ଯେଥାନେ ଓୟାଭା କ୍ରମକେ ଜିଜ୍ଞାସାବାଦ କରା ହେଲିଛିଲୋ । ସେଇ ଫ୍ରାଂକ ତାର ମୁଖୋମୁଖି ବ'ବେ ତାକେ ଭାଲୋ କ'ରେ ଦେଖିଛେ । ଶୁଥାର ସୋଜା ସାମନେର ଦିକେ ଡାକିଯେ ଆହେ ।

ଆରୋ ଦୁଃଖ ଲୋକ ଆସିଲୋ । ଏକଜନ ଏକଟା ରେକର୍ଡାର ନିଯେ ଏସେ ଟେବିଶେର ବାଧ୍ୟାନେ ରେବେ ସେଟା ଚାଲୁ କ'ରେ ଦିଲୋ ।

“ଧୂମପାନ କରେନ ?” ଫ୍ରାଂକ ଏକଟା ସିଗାରେଟ ଧରାଲୋ । ଶୁଥାର ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରିଲୋ ।

ଫ୍ରାଂକ ଶୁଥାରକେ ଶ୍ଵରଣ କରିଯେ ଦିଲୋ ମିରାଭା ସତର୍କବାର୍ତ୍ତାଟି ।

“ତାହଲେ ଆପନି ଆପନାର ଅଧିକାରଗୁଲୋ ବୁଝେଛେ ?”

ଶୁଥାର କେବଳ ଧୋଯା ଛାଡ଼ିଲୋ ।

ଫ୍ରାଂକ ଯେମନଟି ଆଶା କରେଛିଲେ ଲୋକଟା ସେଇ ରକ୍ଷ ନୟ । ତାର କେବଳ ଅପରାଧେର ବ୍ରେକର୍ଡ ଆହେ । ତିନଟି ସାଜା, ତବେ ବିଗତ ବିଶ ବହୁର ଏକଦମ ପରିଷ୍କାର । କୋନୋ ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟନା ଘଟେନି । ତବେ ଲୋକଟାର ବ୍ୟାପାରେ କିଛୁ ଏକଟା ଆହେ ।

“ହ୍ୟା ବା ନା ଜବାବ ଦିନ, ବୁଝିଲେନ ?”

“ହ୍ୟା ।”

“ଠିକ ଆହେ । ଆପନାକେ କ୍ରିସ୍ଟିନ ସୁଲିଭାନେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡେର ଅଭିଯୋଗେ ଗ୍ରେଫତାର କରା ହେଯେଛେ, ସେଟା ବୋଝେନ ?”

“ହ୍ୟା ।”

“ଆପନି ନିଶ୍ଚିତ ଆପନି ଆପନାର ପକ୍ଷେ କୋନୋ ଆଇନଜୀବି ଜାବତେ ଚାଚେନ ନା ? ଆପନାର ଜନ୍ୟେ ଆମରା ଏକଜନ ଆଇନଜୀବିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ରେ ଦିତେ ପାଇଁ, ଅଥବା ଆପନି ନିଜେଇ ଯୋଗାଡ଼ କରତେ ପାରେନ ।”

“ଆମି ନିଶ୍ଚିତ ।”

“ଆପନି ଯେ ପୁଲିଶେର କାହେ କୋନୋ ଜବାବନ୍ଦୀ ବୁଝିଲେ ନା ସେଟା ଆପନି ବୋଝେନ ? ଏ ମୁହଁର୍ତ୍ତ ବଲା ଆପନାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପନାର ବିଜ୍ଞାକେ ଆଦାଲତେ ବ୍ୟବହାର କରା ହତେ ପାରେ, ସେଟା ବୋଝେନ ?”

“ବୁଝି ।”

ବହୁଦିନେର ଅଭିଭିତା ଥେକେ ଫ୍ରାଂକ ଜାନେ ପ୍ରଥମ ଜବାବନ୍ଦୀଟା ହୟେ ଥାକେ ବୁବଇ ଏଲୋମେଲୋ ଆର ଆଦାଲତେ ସେଟା ଦାଖିଲ କରିଲେ ବିପର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଏମନକି ଶେଷାଯ ଦିଲେଓ ଏମନଟି ହୟ । ଏରକମ ଜବାବନ୍ଦୀର ଉପର ଆଶ୍ରୀ ରାଖିଲେ ଅପରାଧୀ ଦୁଇନ ବାଦେଇ

তোমার চোখের সামনে দিয়ে বীরদর্পে বেরিয়ে যাবে। আর তার উকিল প্রশান্তির হানি হাসবে। হইটনি এখন যাই বলুক না কেন সেটা হবে গুরুত্বহীন।

বন্দীর দিকে সে চোৰ স্থিৱ কৱলো। “তাহলে এবার আমি কিছু প্ৰশ্ন কৱবো, ঠিক আছে?”

“ঠিক আছে।”

ফ্রাংক তাকে পুৱো নাম বলতে বললো। তাদের কাছে তো বুব বেশি তথ্য নেই। কেবল এ-ই আছে। দৱজাটা এমন সময় বুলে গেলে পোশাক পৱা একজন পুলিশ চুকলো।

“বাইরে তার আইনজীবি এসেছে।”

মুখারের দিকে তাকালো ফ্রাংক, রেকৰ্ডারটা বন্ধ ক'রে দিলো সে।

“কিসের আইনজীবি?”

“জ্যাক গ্রাহাম, আমি হলাম অভিযুক্তের এটৰ্নি। এই রেকৰ্ডারটা এখান থেকে নিয়ে যান। আমি আমার মক্কলের সঙ্গে এক্সুণি কথা বলবো। ভদ্ৰমহোদয়গণ।”

মুখার তার দিকে তাকিয়ে রইলো। “জ্যাক – ” সে অনেকটা আত্মে উঠলো।

“চুপ কৱো, মুখার।” জ্যাক লোকগুলোর দিকে তাকালো। “এক্সুণি!”

লোকগুলো ঘৰ ছেড়ে চলে যেতে উদ্যত হলো। যাবার সময় ফ্রাংক এবং জ্যাকের চোখাচোৰি হলো। দৱজাটা বন্ধ ক'রে জ্যাক তার বৃফকেস্টা টেবিলের ওপৰ রাখলো। তবে বসলো না।

“এসব কী হচ্ছে সেটা একটু বলবে কি?”

“জ্যাক, তুমি এসব থেকে দূৰে থাকো, আমি সত্যি বলছি, জ্যাক।”

“তুমি আমার কাছে এসে আমাকে দিয়ে প্ৰতীজ্ঞা কৱালৈ যে আমি যেনো তোমাকে তোমার বিপদের সময় সাহায্য কৱি। তো, এই যে আমি এসেছি সাহায্য কৱতো।”

“বেশ ভালো, তুমি তোমার কথা রেখেছো, এৱাৰ তুমি যেতে পাৱো।”

“ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি, তাৱপৰ তুমি কি কৱবে?”

“সেটা তোমার না ভাবলৈও চলবে।”

জ্যাক একটু ঝুঁকে এলো। “তুমি কৱবেটা কি?”

মুখার এই প্ৰথম গলা চড়িয়ে কথা বললো। “আমি দোষ শীকাৰ কৱবো! আমিই কৱেছি।”

“তুমি খুন কৱেছো মেয়েটাকে?”

মুখার মুখটা অন্যদিকে সৱিয়ে রাখলো।

“তুমি ক্ৰিস্টিন সুলিভানকে খুন কৱেছো?” মুখার কোনো জবাব দিলো না। জ্যাক তার কাঁধটা শক্ত ক'রে ধৰলো।

“হ্যা।”

জ্যাক তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। তাৱপৰ বৃফকেস্টা হাতে তুলে নিলো। “তুমিও চাও বা না চাও আমি তোমার উকিল। আৱ তুমি আমার কাছে কেন মিথ্যে

বলছো সেটা বের করার আগপর্যন্ত পুলিশের কাছে কিছুই বলবে না । যদি মুখ খোলো তবে আমি তোমাকে পাগল সাব্যস্ত করবো ।”

“জ্যাক, তুমি যা করছো তাতে আমি বুশি কিন্তু - ”

“দ্যাখো মুখার, কেইট আমাকে বলেছে কি ঘটেছে, সে কি করেছে, কেন করেছে । তবে তোমাকে সরাসরি বলি । তুমি যদি এসব ক'রে শেষ হও তোমার মেয়ে আর সেরে উঠতে পারবে না । আমার কথা শনছো?”

মুখার কিছু বলতে পারলো না । আচম্ভক ছোট ঘরটা যেনো চারপাশ থেকে চেপে ধরছে তাকে । জ্যাকের চলে যাবার শব্দটাও সে শুনতে পেলো না । সে কি করবে বুঝতে পারেনি এরকমটি তার জীবনে বুব কমই ঘটেছে । এখন তার সেরকমই মনে হচ্ছে । কি করবে বুঝতে পারছে না ।

* * *

হলওয়ে’তে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার দিকে এগিয়ে গেলো জ্যাক ।

“দায়িত্বে কে আছে?”

ফ্রাংক তার দিকে তাকালো । “লেফটেন্যান্ট সেদ ফ্রাংক ।”

“চমৎকার, লেফটেন্যান্ট । আমে রাখুন, আমার মক্কেল মিরাভা অধিকার প্রত্যাখান করছে না । আর আমার অনুপস্থিতিতে আপনি তার সঙ্গে কোনো ধরণের কথা বলার চেষ্টা করবেন না । বুঝেছেন?”

ফ্রাংক দুঁহাত বুকের কাছে ভাঁজ করলো । “ঠিক আছে ।”

“কোন্ এসিএ এটা দেখাশোনা করছে?”

“এসিস্ট্যান্ট কমনওয়েলথ এটর্নি জর্জ গোরলিক ।”

“ধরে নিছি আপনার কাছে অভিযোগপত্র রয়েছে?”

“গ্র্যান্ড জুরি গত সপ্তাহে একটা বিল রিটার্ন দিয়েছে ।”

জ্যাক কোট পরে নিলো । “ভালো ।”

“জামিনের চিন্তা ভুলে যান, আপনিও জানেন সেটা ।”

“যা শনেছি, তাতে মনে হয় আপনাদের কাছেই সে নিরাপদ থাকবে । তার দিকে একটু খেয়াল রাখবেন । রাখবেন তো?”

জ্যাক ফ্রাংকের হাতে তার কার্ডটা দিয়ে হলওয়ে দিয়ে ছেলে গেলো । কার্ডের দিকে তাকিয়ে ফ্রাংকের হাসিটা উবে গেলো নিমিষেই । ইকোরেগেশন রুমের দিকে একবার তাকিয়ে চলে যেতে থাকা ডিফেন্স কাউন্সিলের দিকে তাকালো সে ।

অধ্যায় ২০

কেইট গোসল ক'রে পোশাক পাল্টে ফেললো । ভেঁজা চুলগুলো কাধ অবধি ছড়িয়ে আছে । নিল রঙের একটা সোয়েটার পরেছে সে । সরু কোমরে তিলেচালা জিস প্যান্টস আঁটকে আছে । জ্যাক তার পায়ের দিকে তাকালো । তার পায়ের অবস্থা এখন একটু ভালো । কিন্তু যে ঘটনার মুখোয়াবি সে হয়েছিলো সেটা অনেকটা কাটিয়ে উঠলেও চোখেমুখে তার রেশ এখনও রয়ে গেছে ।

জ্যাক এক গ্রাস সোডা নিয়ে চেয়ারে বসলো । তার দু'কাঁধ আড়ষ্ট হয়ে আছে । এটা যেনো কেইট টের পেয়ে গেছে, সে পায়চারী থামিয়ে তার ঘাড়টা মেসেজ করতে শুরু করলো ।

“সে আমাকে বলেনি তাদের কাছে অভিযোগপত্র রয়েছে ।” কেইটের কঠে প্রচণ্ড ক্রোধ ।

“তোমার কি মনে হয় পুলিশ এসব ছাড়া এতো দূর অগ্রসর হবে?” সে জবাবে বললো ।

“আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি আবার ডিফেন্স এটার্নির মেজাজে ফিরে যাচ্ছো ।”

কেইট তার দু'কাঁধে বেশ ভালো ক'রে মেসেজ করছে, জ্যাকের খুব ভালো শাগহে এটা । কেইট একটু ঝুঁকে গেলে তার ভেঁজা চুলগুলো জ্যাকের চোখের উপর এসে পড়লো । চোখ বন্ধ ক'রে ফেললো সে । রেডিওতে বিলি জোয়েলের ‘রিভার অব ড্রিম’ গানটা বাজছে । রিভার অব ড্রিম, মানে সপ্নের নদী, তার সপ্নটা কি? জ্যাক নিজেকে প্রশ্ন করলো ।

“সে কেমন আছে?” কেইটের প্রশ্নটা তাকে ফিরিয়ে আনলে গ্রাসের বাবি পানীয়টা সে খেয়ে নিলো ।

“হতভুব । নার্ডস । এরকমটি ভাকে আমি কখনই দেখিনি । তারা রাইফেলটা খুঁজে পেয়েছে । রাস্তার ওপারের একটা পুরনো ভবনের উপর তলায় । যে-ই গুলি ক'রে ধাকুক না কেন সে চম্পট দিয়েছে । এটা নিশ্চিত । আমার মনে হয় না পুলিশ এ নিয়ে মাথা ঘারাচ্ছে ।”

“আদালতে হাজির করা হবে কখন?”

“আগামী পরত, দশটা বাজে ।” সে কেইটের হাতটা ধরলো । “তারা সর্বোচ্চ সাজাৰ জন্মে আবেদন কৰবে, কেইট ।”

মেসেজ কৰা থামিয়ে দিলো সে । “ধ্যাত । চুরিকালীন হত্যা হলো প্রথম শ্ৰেণীৰ

অপরাধ। এসিএ'কে আইনটা চেক ক'রে দেখতে বোলো।"

"আবে এটা আমার লাইন, তাই না?" সে তাকে একটু হাসাবার চেষ্টা করলো। তবে সফল হলো না। "কমনওয়েলথের আইন মতে, সে বাড়িতে সিদ কেটেছে, চুরির মাঝখানে মহিলা তাকে ধরে ফেলেছে, তারা কিছু প্রমাণও দাখিল করবে - যাতে চুরির ঘটনা থেকে একে পৃথক করা যায়। তারা বদমাশ এবং লম্পট এক ধূনি হিসেবে দেখাবে তাকে। তাছাড়া সুলিভানের বাড়ির অলঙ্কারগুলো নেই। সশ্রেষ্ঠ অবস্থায় চুরি করতে গিয়ে হত্যা করলে সেটা সর্বোচ্চ শাস্তিযোগ্য অপরাধ হয়।"

কেইট ব'সে পড়লো। সে কোনো মেক-আপ নেয়নি। তার কোনো মেক-আপের দরকারও পড়ে না।

"গোরলিক সম্পর্কে তুমি কি জানো? সে তো এটা চেষ্টা করবে।" জ্যাক তার মুখে একটুকরো বরফ নিলো।

"সে একজন উন্নাসিক হারামজাদা, তবে চমৎকার একজন উকিল।"

"বেশ ভালো।" জ্যাক উঠে দাঁড়িয়ে কেইটের পাশে ব'সে তার পায়ের পাতা জোড়া হাতে নিয়ে মেসেজ করতে লাগলো। কেইট আরাম ক'রে সোফায় মাথা এলিয়ে দিলো। এরকমটিই তারা সবসময় করতো। তার কাছে এখন মনে হলো না বিগত চার বছর তাদের মধ্যে এরকম কিছুই হয়নি।

"ফ্রাঙ্ক আমাকে যা বলেছিলো তাতে মনে হয়েছিলো সে অভিযোগপত্রের ধারে কাছেও যেতে পারেনি। আমি বুঝতে পারছি না, জ্যাক।"

"সুলিভানের বাড়ির কাছাকাছি যে গাড়িটা দেখা গেছে তার নাধার প্রেট থেকে সূত্র পেয়েছে পুলিশ। সেই রাতেই হত্যাকাণ্ডি সংঘটিত হয়েছিলো। এটাকে ডিসি'র গাড়ির লটে ট্রেস করা গেছে এই রাতেই।"

"এ থেকে কি বোঝা যায় বুবলার না।"

"লট থেকে কতো সহজে গাড়ি নেয়া যায় সে ব্যাপারে মুক্তির আমাকে অনেকবারই বলেছে। কাছটা ক'রে আবার জায়গামতো রেখে দাও।"

কেইট তার দিকে তাকালো না, মনে হচ্ছে হাদের দিকে ছেয়ে আছে সে।

"তোমরা দু'জন দেবি বেশ ভালো বিষয় নিয়েই কথা কলতে।" তার কষ্টে পূর্বের তিভতা উঁকি মারলো।

"আহা, কেইট।"

"আমি দৃঃবিত।" তার কষ্টটা আবার ক্লান্ত মুখে মনে হলো।

"পুলিশ ফ্রোরম্যাট চেক ক'রে দেখেছে। আরো দেখা গেছে অস্তুত ধরণের মাটির টঁড়ো। বাড়ির পাশে শস্যক্ষেত্রের মাটির সঙ্গেই এটার সাদৃশ্য রয়েছে। সুলিভানের ভানু এই বিশেষ মিশ্রনটি তৈরি করা হয়েছে তার বাগান আর শস্যক্ষেত্রের জন্যে। এটা আব অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। গোরলিকের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তার কথা তন্ম বেশ আত্মবিশ্বাসী বলেই মনে হয়েছে আমার। রিপোর্টটা আমি এখনও

পাইনি । আগামীকাল সেগুলো পাবো ।”

“আবারো বলছি, তাতে কি? এতে আমার বাবাকে কিভাবে জড়ানো যাবে?”

“তাদের কাছে মুখারের বাড়ি আৱ গাড়িটার তল্লাশীৰ ওয়ারেন্ট ছিলো । গাড়ি
ফ্রেরম্যাটে তারা একই রকম মাটি খুঁজে পেয়েছে । আৱ লিভিংৰমে কার্পেটেৱ আঞ্চে
আৱেকটা নমুনাও পেয়েছে ।”

কেইট আস্তে ক'ৱে চোখ খুললো । “সে ত্রি বাড়িতে কাপেটি পৱিষ্ঠাৱ কৱেছে,
তথন হয়তো আঁশগুলো লেগেছে ।”

“তাৱপৰ সে শস্যক্ষেত দিয়ে দৌড়ে পালিয়েছে? আহা ।”

“এটাৱও অন্য ব্যাধ্যা ধাকতে পাৱে ।”

“একটা জিনিস বাদে ।”

“কোন্টা?” সে উঠে বসলো ।

“আশ এবং মাটিৰ গুড়ো ছাড়াও তারা পেট্রোলিয়াম সলভেন্ট পেয়েছে । তদুন
কালে পুলিশ সেটা কাপেটি থেকে পেয়েছে । তারা মনে কৱেছে অপৱাধী তাৱ নিচেৰ
ৱক্ত মুছে ফেলাৰ কাজে এটা ব্যবহাৰ কৱেছে । আমাৱ মনে হয় তারা অসংখ্য সাক্ষী
যোগাড় কৱতে পাৱবে যারা বলবে কাপেটি পৱিষ্ঠাৱ কাজে এধৰণেৱ জিনিস ব্যবহাৰ
কৱা হয়নি । মাটি, আশ এবং কাপেটি-ক্লিনাৱ । এ হলো ঘটনাৰ সঙ্গে জড়িত হৰা
উপাদান ।”

কেইট হতাশ হয়ে আবাৱ গা এলিয়ে দিলো ।

“তাৱ উপৰে, তারা মুখাৰ যে হোটেলে ছিলো সেটাও খুঁজে বেৱ কৱেছে । তাৱ
ওখানে ভ্ৰমা পাসপোর্ট খুঁজে পেয়েছে, সেটা ধৰেই জানতে পেৱেছে মুখাৰ বাৰ্বাডোজ্জে
গিয়েছিলো । ইত্যাৰ দু দিন পৰে সে টেক্সাসে চলে যায়, তাৱপৰ মায়ামি এবং সেখাৰ
থেকে বাৰ্বাডোজ্জে । দেৰে কি মনে হচ্ছে না কোনো আসাৰীৰ পলায়ন? ওখানকাৰ এক
ড্রাইভাৱেৰ জ্বানবন্দী তাৱ নিয়েছে যে বলেছে সে মুখাৰকে সুলিভানেৱ ডার্জিনিয়াৰ
বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলো । তাৱচেয়েও বড় কথা তাদেৱ কাছে সাক্ষী রয়েছে বে, মুখাৰ
আৱ ওয়াভা ক্ৰমকে একসঙ্গে দেবেছে ইত্যাৰ আগে । ওয়াভাৰ ঘনিষ্ঠ এক বাঢ়ৰীকে
নাকি ওয়াভা বলেছিলো তাৱ ঠাঁষণ টাকাৰ দৱকাৰ । ক্লিনিন সুলিভান তাকে উল্টো
ব্যাপাৰেও নাকি বলেছে । এতে বোৰা যাচ্ছে ওয়াভা ক্ৰম পুলিশেৱ কাছে মিশে
বলেছিলো ।”

“তাৱপৰও এগুলো তো শক্তিশালী কোনো প্ৰমান হলো না ।”

“না, কেইট, এটা এমন একটা যামলা যাতে মুখাৰকে সৱাসিৰ অপৱাখেৱ সঙ্গে
যুক্ত কৱে না, কিন্তু এতে ক'ৱে জুৰিবা মনে কৱবে কাজটা আৱ কেউ নহ, মুখাৰ
কৱেছে ।

“তাদেৱ হাতে অনেকগুলো চিলই রয়েছে, বোৰা যাচ্ছে । আৱ গোবলিক বাদি
এটা কৱতে পাৱে আমৱা তবে শেৰ হয়ে যাবো ।”

“তারা খুব বেশি বৃক্ষ হয়ে গেছে।”

ফোনটা বেজে উঠলে সে ধরতে ইতস্তত করলো। “কেউ কি জানে তুমি এখানে আছো?”

জ্যাক মাথা নাড়লো।

ফোনটা তুলে নিলো কেইট। “হ্যালো?”

অপরপ্রান্তের কষ্টটা রুক্ষ এবং পেশাদারী। “মিস হাইটনি, ওয়াশিংটন পোস্ট-এর রবার্ট গ্যাভিন বলছি। আপনার বাবা সম্পর্কে আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলাম। যদি চান তো সশরীরে আপনার সঙ্গে দেখা করি।”

“আপনি কি চান?”

“মিস হাইটনি, আপনার বাবা প্রথম পাতার খবর। আপনি একজন সরকারী উকিল। এটা তো দারুণ ব্যাপার।”

কেইট ফোনটা রেখে দিয়ে জ্যাকের দিকে তাকালো।

“কি?”

“সাংবাদিক।”

“হায় সৈশ্বর, তারা এতো জলদি জেনে গেছে।”

কেইট হতাশ হয়ে ব'সে পড়লো আবার। তার এই অবস্থা দেখে জ্যাক একটু চমকে গিলো। তার কাছে গিয়ে তার হাত দুটো তুলে নিলো।

“জ্যাক, তুমি এই কেসটা সামলাতে পারবে না।” কেইট তার দিকে তাকিয়ে বললো।

“পারবো না মানে। আমি ভার্জিনিয়া বারের একজন সক্রিয় সদস্য। আমি আধ ডজন হত্যা মামলা লড়েছি। আমি বেশ ভালোভাবেই ওটা করতে পারবো।”

“আমি সেটা বলছি না। আমি জানি তুমি পারবে। কিন্তু প্যাটন, শ' তোমাকে ফৌজদারী মামলা লড়তে দেবে না।”

“তো? তোমাকে তো কোথাও না কোথাও থেকে শুরু করতেই হবে।”

“জ্যাক, ভালো ক'রে চিন্তা ক'রে দ্যাখো। সুলিভান তোমাদের একজন বিশাল মক্কেল। তুমি তার হয়ে কাজ করছো। লিগ্যাল টাইমস-এ আমি খন্তিরটা পড়েছি।”

“এটা নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব হবে না। সুলিভানের সঙ্গে তুমার সম্পর্ক আর এই মামলাটা এক জিনিস নয়। তাছাড়া সুলিভান এই মামলার কোনো বাদীও নয়। বাদী হলো সরকার।”

“জ্যাক, তারা তোমাকে এটা করতে দেবে না।”

“ভালো, তাহলে আমি ওখান থেকে ইন্সফা দেবো।”

“তুমি এটা করতে পারো না। তুমি এতো বড় ক্ষেত্র ছাড়তে পারো না। সবই তো হলো মাত্র। এসব কিছু নষ্ট করো না। অস্তত এজন্যে তো নয়ই।”

“তাহলে কিসের জন্যে? আমি জানি তোমার বুড়ো বাপ ঐ মহিলাকে খুন করেনি, ঠাণ্ডা মাথায় তাকে গুলি করেনি। হয়তো চুরি করতে গিয়েছিলো কিন্তু খুনটা সে

করেনি । আমি এটা জানি । কিন্তু তুমি অন্য কিছু জানতে চাও? আমি একদম নিশ্চিত
সে খুনটা তো করেইনি বরং খুনি কে সেটা সে জানে । এজন্যেই সে ভয় পাচ্ছে । ঐ
বাড়িতে সে কিছু একটা দেখেছে, কেইট । কাউকে দেখেছে ।”

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো কেইট ।

জ্যাক তার পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখেলো । উঠে কোটটা হাতে তুলে নিলো ।
“কখন তুমি তোমার শেষ খাওয়াটা বেয়েছো?”

“মনে পড়ছে না ।”

“আমার মনে পড়ছে এইরকম জিস্স প্যান্ট পড়লে তোমার দিকে পুরুষ মানুষ
চেয়ে থাকতো ।”

এবার একটু হাসলো । “অনেক ধন্যবাদ ।”

“সব আবার আগের মতো করার জন্যে খুব বেশি দেরি হয়ে যায়নি ।”

সে ঘরের চারপাশে তাকালো । এসবে আর তার আগ্রহ নেই ।

“কী ভাবছো?”

“চিংড়ি, কাঁকড়া কিংবা কোকের চেয়েও বেশি কড়া কিছু, খেলা খেলবে?”

সে একটুও ইতস্তত করলো না । “আমার কোটটা নিতে দাও ।”

নিচে এসে জ্যাক গাড়ির দরজা খুলতে গেলে লক্ষ্য করলো কেইট তার দামি
লেক্সাস গাড়িটা খুটিয়ে খুটিয়ে দেখছে ।

“আমি তোমার উপদেশ মেনে নিয়েছি । ভাবলাম একটু টাকা-পয়সা খরচ করি ।”

প্যাসেজার দরজার সামনের লোকটা আসতেই সে গাড়িতে উঠে বসলো ।

সে একটা টুপি পরেছে । তার দাঁড়ি ধূসর রঙের, পাতলা গৌফও আছে । বাদামী
রঙের কোটের বোতাম গলা পর্যন্ত লাগানো । তার হাতে একটা ছেষ্টি টেপ রেকর্ডার,
অন্য হাতে সাংবাদিকের কার্ড ধরা ।

“বব গ্যাভিন, মিস্ হাইটনি । একটু আগে ফোনে কথা বলেছিলাম, মাইনটা কেটে
গিয়েছিলো মনে হয় ।”

সে জ্যাকের দিকে তাকিয়ে ভুক্ত তুললো । “আপনি জ্যাক গ্রাহাম । মুখার হাইটনির
উকিল । পুলিশ স্টেশনে আপনাকে দেখেছি ।”

“কংগ্রাচুলেশ্বর, মি: গ্যাভিন, আপনার চোখ তো দেখেছি দারুণ । আর হাসিটাও
ভুবনমোহিনী । দেখা হবে ।”

“একটু দাঢ়ান, মাত্র এক মিনিট সময় নেবো । কেসের ব্যাপারে তথ্য জানার
অধিকার জনগণের রয়েছে ।”

জ্যাক কিছু বলতে গেলে কেইট তাকে থামিয়ে দিলো ।

“তা তাদের আছে, মি: গ্যাভিন । এজন্যেই তো বিচার হয় । আমি আশা করবো
আদালতে আপনি একদম সামনের আসন পাবেন । বিদায় ।”

লেক্সাসটা শৌ ক'রে চলে গেলো । গ্যাভিন গাড়িটার পিছু নেবার কথা ভাবলেও

পরে চিনাটা বাদ দিলো। ছেচলিশ বছর বয়সে এতো ঝঙ্কির কী দরকার। তাছাড়া খেলাটা তো মাত্র তরু হয়েছে। আজ হোক কাল হোক সে তাদেরকে পাকড়াও করবেই করবে। কলারটা তুলে ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্যে সে চলে গেলো।

* * *

কেইটের এপার্টমেন্টের সামনে লেক্সাসটা যখন এসে থামালো তখন মধ্যরাত হয়ে গেছে।

“তুমি কি একেবারেই নিশ্চিত কাজটা করতে চাও, জ্যাক?”

“আরে, আমি কখনই ম্যারাল পছন্দ করবো না, কেইট।”

“কি?”

“ঘূমিয়ে নাও একটু। আমাদের দু'জনেরই এটাৰ দরকার রয়েছে।”

দৱজায় হাত রেখে সে একটু ইতস্তত করলো। ঘূরে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকালো। তার চোখে এখন কোনো বেদনার ছাপ নেই। এটা অন্য কিছু, কিন্তু জ্যাক বুঝে উঠতে পারলো না। হয়তো স্বস্তি?

“জ্যাক, ঐ রাতে তুমি যে কথাটা বলেছিলে।”

“কেইট, আমি এটা ভাবছিলাম যে – ”

তার মুখে কেইট আঙুল দিয়ে চাপা দিলো। একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো মুখ দিয়ে। “তুমি ঠিকই বলেছো, জ্যাক ... অনেক বিষয়েই তোমার কথা ঠিক।”

তাকে চলে যেতে দেখে জ্যাক গাড়ি চালিয়ে চলে গেলো।

বাড়িতে যখন এলো তখন তার এস্পারিং মেশিনটার টেপ শেষ হয়ে গেছে। প্রচুর মেসেজ জমা পড়েছে। ওগুলোকে সে আপাতত এড়িয়ে গেলো। ফোনটার প্লাগ খুলে বাতিটা নিভিয়ে বিছানায় গিয়ে শয়ে পড়লো সে।

তবে সহজে ঘুম এলো না।

কেইটের সামনে সে খুব দৃঢ়ভাবেই কথাবার্তা বলেছে। প্যাটন, শ'র ক্লারোর সাথে কোনো কথা না বলে এই মামলাটা নেয়ার অর্থ হলো পেশাদার জীবনে আত্মহত্যা করা। কিন্তু কথা বললেই বা কী হোতো? জবাবটা কি হোতো সেইসেই ভালো করেই জানে।

কিন্তু সে একজন আইনজীবি। আর লুথারের প্রয়োজন রয়েছে তাকে। তারপরও এনিয়ে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। সাদাকে সাদা, কানাকে কালো ভাবা অতো সহজ নয়। ভালো-মন্দ, খারাপ-ভালো এসব একজন আইনজীবির জন্যে খুব সহজ অস্বেষণ নয়। একজন আইনজীবির কাছে কেবল তার মন্ত্রেলই সব। অন্য সবকিছু গৌণ।

নিজের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে সে। এক পুরনো বন্ধুর জীবন বিপন্ন, আর সে জ্যাককে সাহায্যের জন্যে বলেছে। এটাই যথেষ্ট। আর কিছু ভাবার দরকার নেই।

অধ্যায় ২১

জ্যান কার্সেন ওয়াশিংটন পোস্ট-টা খুলে কমলার জুসে চুমুক দিলো। গ্যাভিন একটা সংবাদকাহিনী তৈরি করেছে সুলভানের মামলার ওপর, তাতে বলা হয়েছে প্যাটন, শ'র নতুন অংশীদার জ্যাক প্রাহাম বিবাদীর পক্ষে লড়ছে। কার্সেন সঙ্গে সঙ্গে জ্যাককে ফোন করলো। ফোনটার লাইন পাছে না। বক্স আছে। পোশাক পরে সে তার ফার্মের উদ্দেশ্যে রওনা দিলো। জ্যাকের পুরনো অফিসের সামনে দিয়ে যাবার সময় দেখতে পেলো বাক্স আর ব্যক্তিগত জিনিসপত্রগুলো এখনও স্টপ ক'রে রাখা আছে। জ্যাকের নতুন কোয়ার্টারটা খুব কাছেই। নিচ তলায় লর্ডের কাছাকাছি। বিশ বাই বিশ ফুটের সুন্দর ছিমছাম আর ছোট্ট একটা বারও রয়েছে সেখানে। দামি আসবাব এবং শহরের দৃশ্য দেখা যায় এমন ভিট আছে। কার্সেনের চেয়েও সুন্দর সেটা।

কার্সেন নক্ করে ভেতরে ঢুকেই পত্রিকাটা টেবিলে রাখলো।

জ্যাক চেয়ারে ঘুরে বসে ছিলো। আস্তে ক'রে ঘুরে তার দিকে তাকিয়ে পত্রিকাটার দিকে তাকালো।

“অন্ততপক্ষে তারা আমাদের ফার্মের নামটা সঠিক বানানে লিখতে পেরেছে। বিরাট প্রচারণা। আমাদের বেশ উপকারে আসবে।”

কার্সেন জ্যাকের দিক থেকে চোখ না সরিয়েই চেয়ারে বসে পড়লো। সে বেশ শান্ত এবং ধীরস্থিরভাবেই কথা বলছে। যেনো কোনো বাচ্চা ছেলের সঙ্গে কথা বলছে। “তুমি কি পাগল হয়ে গেছো? আমরা ফৌজদারি মামলা পরিচালনা করি না। আদালতে গিয়ে কোনোরকম মামলাও আমরা পরিচালনা করি না।” কার্সেন হট ক'রে দাঁড়িয়ে পড়লো। রাগে তার সারা শরীর কাঁপছে এখন। “বিশেষ ক'রে যখন এই জানোয়ারটা আমাদের সবচাইতে বড় মক্কেলের স্তৰীকে হত্যা করেছে,” চড়া গলায় কথাটা বললো সে।

“এটা সম্পূর্ণ সঠিক নয়। আমরা ফৌজদারি মামলা নেই না, কিন্তু এখন করবো। আর ল'ক্সুলে আমি পড়েছি কেউ আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হলেই কেবল তাকে অপরাধী বলা যায়। হয়তো তুমি এটা ভুলে গেছো।” কার্সেনের দিকে হেসে বললো জ্যাক। চার মিলিয়ন বনাম ছয় লক্ষ। সুতরাং লেজ গোটাও, গদর্ড, মাথা মোটা।

কার্সেন আস্তে আস্তে মাথা দোলালো। “জ্যাক, হয়তো তুমি বুঝতে পারছো না আমাদের এখন অনেক কাজ, এসব ফালতু বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হবার বিলাসিতা দেখাতে

পারি না।"

জ্যাকের অভিযান দেখে চলে যেতে উদ্যত হলো।

"শোনো, ড্যান। মামলাটা আমি নিয়েছি, এটা আমি করবোই। তুমি এবং তোমার ফার্ম যাই বলুক, তাদের যে নীতিই থাকুক না কেন। দরজাটা বন্ধ ক'রে যেয়ো।"

কার্কসেন ঘূরে দাঁড়িয়ে জ্যাকের দিকে ভুরু তুলে তাকালো। "জ্যাক, সবাধানে কথা বলো। আমি এই ফার্মের ম্যানেজিং পার্টনার।"

"আমি জানি, ড্যান। তাহলে এবার দরজাটা বন্ধ ক'রে চলে যাও।"

আর কোনো কথা না বলে কার্কসেন সোজা ঘর থেকে বের হয়ে গেলে সশঙ্কে দরজাটা বন্ধ হবার শব্দ শোনা গেলো।

জ্যাক আবার কাজে ফিরে গেলো। তার কাগজপত্রগুলো শেষ হবার পথে। তাকে থামানোর চেষ্টা করার আগে সে চাচ্ছে এগুলোকে ফাইল করতে। ডকুমেন্টগুলো প্রিন্ট ক'রে সেগুলোতে স্বাক্ষর ক'রে কুরিয়ারকে ডাকলো নিজেই। এটা হয়ে গেলে নিজের চেয়ারে আরাম ক'রে বসলো। প্রায় নটা বেজে গেছে। তাকে যেতে হবে। লুথারের সঙ্গে দশটা বাজে দেখা করতে হবে। তার মক্কেলকে কি প্রশ্ন করবে সেসব চিন্তাই তার মাথায় ঘুরছে কেবল। এরপরই সে সেই রাতের কথা ভাবলো। সেই রাতটা। লুথারের চেয়ের ভাষা। জ্যাক প্রশ্নগুলো করতে পারে। সেই আশাই করলো কেবল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাড়িতে ক'রে মিডলটন কাউন্টি জেলের দিকে ছুটে চললো সে।

* * *

কমনওয়েলথ অব ভার্জিনিয়ার সংবিধান এবং এর ফৌজদারী কার্যপ্রণালী সৈদ ফ্রাংকের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাদীর চেয়ে বিবাদীকেই বেশি সুরক্ষা দেয়া হয়।

নিজের অফিসে ব'সে সে বন্দীর কথা ভাবছে যে তার অফিসের খুব কাছেই, একটা সেলে আছে। তার শাস্তি আর নির্বিকার আচরণ ফ্রাংককে ঘাবড়ে দিচ্ছে না। তার চাকরি জীবনে এমন অনেক অপরাধীকেই দেখেছে। মোকালক বেশ ভালোমতোই সব গুহিয়ে নিচ্ছে, এসব সে জুরিদের সামনে ব্যবহার করবে। একেকটা নিখুত জাল তৈরি করবে, সেই জালে অপরাধীকে আঁটকে ফেলবে। এটাও ফ্রাংকে ঘাবড়ে দিচ্ছে না।

ফ্রাংকের কাছে যেটা উদ্বেগ হয়ে দেখা দিয়েছে সেটা হলো আহত হওয়াটা। একটা বুলেট দেয়াল থেকে তুলে ফেলা হয়েছে। জায়গাটা ভালোমতো পরিষ্কার করা হয়েছে। লোকটা বার্বাডোজে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে এটাও একটা খট্কা। লুথার হাইটনি একজন পেশাদার। লুথার এলবার্ট হাইটনির ব্যাপারে জানতে ফ্রাংক চারদিনের উল্লেখযোগ্য একটা সময় ব্যয় করেছে। সাক্ষী-প্রমাণ তার বিরুদ্ধে খুব বেশি নেই।

দু'একটি চুরির ঘটনায় তার নাম শোনা যায়। একবার জেল খেটেছে, তাও অনেক দিন আগে। এরপর কিছুই পাওয়া যায়নি। দেশ ছেড়ে চলে যাবার পর এই হ্যারামজাদা আবার দেশে ফিরে এসেছে। পেশাদার লোকেরা এরকম করে না। ফ্রাংক বুঝতো যদি সে তার মেয়ের জন্যে ফিরে আসতো। কিন্তু ফ্রাংক তার মেয়ের সাথে পরিকল্পনা করার অনেক আগেই সে দেশে ফিরে এসেছে। বিমানসংস্থা থেকে এ ব্যাপারে ফ্রাংক নিশ্চিত তথ্য পেয়েছে।

আরেকটা খট্কা হলো সুখার হইটনি ক্রিস্টিন সুলিভানের যৌনাঙ্গ পরীক্ষা করেছে এটা কি সে সত্য বিশ্বাস করবে? বিশ্বাস করার কোনো কারণ রয়েছে? তার চেয়ে বড় কথা লোকটাকে কেউ খুন করার চেষ্টা করেছে। খুব কমই এরকমটি ঘটেছে, কোনো অপরাধীকে ধরার পর ফ্রাংকের মনে এতো বেশি প্রশ্নের উদ্দেশ্য হয়নি।

পকেটে একটা সিগারেট আছে টের পেলো। চুইংগাম থেতে আর ইচ্ছে করছে না। সামনের বছর আবার সিগারেট বাদ দেয়ার চেষ্টাটা করবে। পেছনে তাকাতেই দেখতে পেলো বিল বার্টন তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

* * *

“আপনি বুঝেছেন, সেদ, আমি কোনো কিছুই প্রমাণ করতে পারবো না, তবে আমি আপনাকে বলবো সেটা কিভাবে হয়েছে বলৈ আমি মনে করি।”

“আপনি নিশ্চিত প্রেসিডেন্ট সুলিভানকে বলেছেন?”

বার্টন সায় দিলো। “আমি এইমাত্র তাঁর কাছ থেকেই এসেছি। আমার মনে হয়, তাঁকে আমার বলা উচিত ছিলো এটা গোপন রাখতে। আমি দুঃখিত, সেদ।”

“আরে বিল, তিনি একজন প্রেসিডেন্ট। আপনি প্রেসিডেন্টকে বলবেন তাঁকে কী করতে হবে?”

বার্টন কাঁধ ঝাঁকালো। “তাহলে আপনি কি মনে করেন?”

“আমি এটা ছেড়ে দেবো না। এর পেছনে যদি সুলিভান থাকে তবে তাকে আমি রেহাই দেবো না। সে কেন এটা করেছে তা আমার বিস্ময়ের বিষয় নয়। গুলিটা যে কারোর গায়ে লাগতে পারতো।”

“তো, সুলিভান এটার পেছনে আছে জানলেও তো খুব বেশি কিছু খুঁজে পাবেন না। যে গুলি করেছে সে হয়তো প্রশান্ত মহাসূরের কোনো ধীপে চলে গেছে। শত শত লোক কসম থেয়ে বলবে এই লোক কোনো দিনও যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে পা রাখেনি।”

ফ্রাংক তার লগবুকে লেখা শেষ করলো।

বার্টন তাকে ভালো করে দেখলো। “হইটনির কাছ থেকে কিছু বের করতে পারলেন?”

“তার আইনজীবি তাকে মুখ বক ক'রে রাখতে বলেছে।”

বার্টনকে দেখে মনে হলো নির্বিকার। “সে কে?”

“জ্যাক গ্রাহাম। এর আগে পাবলিক ডিফেন্ডার ছিলো। এখন বড়সড় একটা কার্মে একজন অংশীদার হয়েছে। সে হাইটনির সঙ্গেই আছে এখন।”

“জান্দরেল নাকি?”

“সে জানে সে কি করছে।”

বার্টন চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো। “তাকে কবে আদালতে তোলা হবে?”

“আগামীকাল সকাল দশটায়।”

“আপনি হাইটনিকে নিয়ে যাচ্ছেন?”

“হ্যা। আপনিও আসতে চান, বিল?”

বার্টন কানে হাত দিয়ে বললো, “আমি এসব কিছুই জানতে চাই না।”

“কেন?”

“আমি চাই না সুলিভানের কাছে কিছু চাউড় হয়ে যাক।”

“আপনি কি মনে করছেন তারা আবারও কিছু করার চেষ্টা করবে?”

“আমি কেবল জানি এ প্রশ্নের উত্তর আমি জানি না, আপনিও জানেন না। আপনার জায়গায় আমি হলে বিশেষ কিছু ব্যবস্থা নিতাম।”

ফ্রাঙ্ক তার কথাটা মনোযোগ দিয়ে শুনলো।

“লোকটাকে দেখে রাখবেন, সেদ। গৃসভিলে তাকে তো গ্যাস চেম্বারে বসতে হবে।”

বার্টন চলে গেলো।

ফ্রাঙ্ক তার ডেক্সে কিছু সময় বাসে রইলো। বার্টন যা বললো তাতে যুক্তি আছে। হয়তো তারা আবারো চেষ্টা করবে। সে ফোনটা তুলে কারোর সঙ্গে কিছু কথা বলে তারপর রেখে দিলো। লুখারকে নিয়ে যাবার জন্যে যতোদূর সম্ভব সেই সতর্কতা অবলম্বন করবে। এবার ফ্রাঙ্ক নিশ্চিত খবরটা চাউড় হবে না।

* * *

লুখারকে ইন্টারোগেশন রুমে রেখে জ্যাক হলওয়েন কফি মেশিনের দিকে গেলো। তার সামনে চমৎকার পোশাক পরা বিশালদেহী লোকটা।

জ্যাক তাকে অতিক্রম করার সময় সে ঘুরে দাঢ়ালে জ্যাকের সঙ্গে ধাক্কা লাগলো।

“দুঃখিত।”

হোলস্টারটা যেখানে ঘুঁতো লেগেছে সেই জায়গাটা জ্যাক ঘষ্টলো।

“ঠিক আছে।”

“আপনি জ্যাক গ্রাহাম, তাই না?”

“সেটা নির্ভর করছে কে জানতে চাচ্ছে তার শুপর।” জ্যাক লোকটার নিঃশ্বাস ভালো ক'রে তাকালো। যেহেতু লোকটা অস্ত্রবহন করছে তাই সে কোনো সাংবাদিক নয়। তাকে পুলিশের মতোই দেখাচ্ছে।

“বিল বাটন, সিক্রেট সার্ভিসে আছি।”

তারা করমদ্বন্দ্ব করলো।

“আমি এই তদন্ত কাজে প্রেসিডেন্টের বার্তাবাহকের মতো।”

জ্যাক লোকটার দিকে ভুরু কুচকে তাকালো। “ঠিক, সংবাদ সম্মেলনে দেবেছি। তো, আমার মনে হচ্ছে আপনার বস্ আজ সকালে বেশ খোশ মেজাজেই আছেন।”

“তাই হবে। আপনার লোকটার সম্পর্কে আমার অনুভূতি হলো যতোক্ষণ না কোর্ট তাকে দোষী বলছে ততোক্ষণ সে দোষী নয়।”

“আপনার কথা শনলাম। আমার জুরি হতে চান নাকি?”

বাটন দাঁত বের ক'রে হাসলো। “না বাবা। কথা ব'লে ভালো লাগলো।”

* * *

জ্যাক দু'কাপ কফি টেবিলে রেখে মুখারের দিকে তাকালো। জ্যাকের সামনে রাখি প্যাডটাতে কিছু লেখা হয়নি এখনও।

“লুধার, তুমি যদি কিছু না বলতে শুরু করো তবে আমি যা বলেছি তাই করবো।”

লুধার কফিতে চুমুক দিয়ে জানালার দিকে তাকালো। তুষারপাত হচ্ছে এখন। গাছের পাতায় সেগুলো জমতে শুরু করেছে।

“কী জানতে চাও, জ্যাক? আমার কথা বাদ দাও, সবাইকে মামলা মোকদ্দমার ঘৰ্ষণ থেকে বাঁচাও।”

“হতে পারে তুমি এটা বুঝতে পারছো না, লুধার। তারা তোমারে প্র্যান চেষ্টারে বসাবে, ইনজেকশন দিয়ে মারবে। এটাই তারা চায়।”

জ্যাক উঠে জানালার কাছে গেলো। মাথাটা ঝাঁকিয়ে পরিষ্কার ক'রে নিয়ে লুধারের দিকে স্থির চোখে তাকালো।

“আমি কি বলছি তুমি শনছো?”

“শনছি।” এই প্রথম লুধার জ্যাকের চোখে চোখ কেঁপে কথা বললো।

“লুধার, তুমি কি বলবে কি হয়েছে? হতে পারে তুমি ঐ বাড়িতে ছিলে, হয়তো সিন্দুক থেকে টাকা পয়সা, গহনাও সরিয়েছো, কিন্তু তুমি কখনও আমাকে বিশ্বাস করাতে পারবে না যে, ঐ মহিলার মৃত্যু তোমার হাতে হয়েছে। আমি তোমাকে চিনি, লুধার।”

লুধার হাসলো। “তাই নাকি? ভালো। হয়তো তুমিই বলতে পারবে আমি আসলে কে।”

জ্যাক তার প্যাডটা বৃক্ষকেসে রেখে সেটা বন্ধ ক'রে দিলো। “আমি তোমার হয়ে নির্দোষ দাবি ক'রে আবেদন করবো।” একটু খেয়ে সে আরো বললো, “আশা করি তুমি আমাকে সহায়তা করবে।”

সে চলে যেতে উদ্যত হলে লুখার জ্যাকের কাঁধে হাত রাখলো। জ্যাক ফিরে দেখে লুখারের মুখে আর্তি।

“জ্যাক।” কথাটা ব'লে সে ঢেক গিললো। বোঝা যাচ্ছে কথাটা বলতে তার কষ্ট হচ্ছে। “তোমাকে যদি বলতে পারতাম তবে বলতাম। কিন্তু তাতে কেইট, তুমি কিংবা কারোরই ভালো হবে না। আমি দুঃখিত।”

“কেইট? আরে কী বলছো তুমি?”

“দেখা হবে জ্যাক।” লুখার মুখটা সরিয়ে জানালার দিকে চেয়ে রইলো।

জ্যাক তার দিকে তাকিয়ে মাথা দোলালো। দরজায় নক করলো যাতে গার্ড দরজাটা খুলে দেয়।

* * *

বাইরে প্রচণ্ড তুষারপাত হচ্ছে। কিন্তু কার্কসেন সেসব নিয়ে মোটেও ভাবছে না, সে সরাসরি লর্ডের দিকে চেয়ে আছে। ম্যানেজিং পার্টনার তার বো টাইটা আলগা ক'রে রেখেছে। রাগে তার সুন্দীর্ঘ কপালটা লাল হয়ে আছে। তার সঙ্গে কেউ কথনও এতো বাজে ব্যবহার করেনি।

স্যান্ডি লর্ডের ডেক্সে যত্রত্র কাগজ ছড়িয়ে আছে। তার ডান হাতে একটা জুলন্ত সিগারেট ধরা।

“সে তো আপনার সঙ্গে, আমাদের সঙ্গে ওয়াল্টার সুলিভানের সম্পর্কটাকে অংপমান করছে। আজ সকালে সুলিভান পত্রিকা প'ড়ে এটা জানতে পারেন্তে কী ভাববে সেটাই কেবল ভাবছি। তার নিজের ফার্ম, তার নিজের এটর্নি তার স্ত্রীর হত্যাকারী ঐ বদমাশটাকে রক্ষা করতে নেমেছে, হায় ঈশ্বর!”

লর্ডের কানে এসব কথা খুব একটা চুকলো ব'লে মনে হচ্ছো না। কয়েক দিন ধরে সে সুলিভানের কোনো খৌজ পাচ্ছে না। ফোন করলেও শব্দে না কেউ। কেউ জানে না সে কোথায় আছে। এরকম তো সে কথনও বুঝে নো। সে সবসময় যোগাযোগ রাখে সবার সঙ্গে। বিশেষ ক'রে স্যান্ডি লর্ডের সঙ্গে। কারণ সে তার দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

“আমার কথা হলো স্যান্ডি, আমাদেরকে এক্সুনি জ্যাক গ্রাহামের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। এটা আমরা হতে দিতে পারি না। এটা খুবই বাজে নজীর স্থাপন করবে। বল্ডউইনের মতো মক্কেল তার থাকলেও এটা করতে হবে। আরে, বল্ডউইন তো সুলিভানেরও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আজ রাতে আমরা একটা সভা ডাকতে পারি। সিদ্ধান্ত নিতে

মনে হয় না খুব বেশি দেরি হবে । তারপর - ”

লর্ড অবশেষে হাত ঝুলে কার্কসেনকে ধারিয়ে দিলো ।

“আমি দেখবো সেটা ।”

“কিন্তু স্যার্টি, ম্যানেজিং পার্টনার হিসেবে আমি বিশ্বাস করি - ”

লর্ড তার দিকে চোখ বড়বড় করে তাকালো । তার লাল চোখ দুটো দেখে কার্কসেন খেয়ে গেলো ।

“বললাম তো আমি দেখবো ।”

লর্ড আবার জানালার দিকে তাকালো । কার্কসেনের অহংকারে যে আঘাত লেগেছে সেটা নিয়ে সে একটুও ভাবলো না । লর্ডকে যে বিষয়টা ভাবাচ্ছে সেটা হলো ক্রিস্টিন সুলভানের হত্যাকারী হিসেবে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কেউ হত্যা করতে চেষ্টা করেছিলো । আর ওয়ান্টার সুলভান অনেকটা লাপাভা হয়ে গেছে ।

* * *

জ্যাক গাড়িটা পার্ক করে রাস্তার ওপারে গাড়িটা দেখে চোখ বন্ধ করলো । গাড়ি থেকে নেমে পিছিল রাস্তাটা পার হয়ে গেলো সে ।

চারিটা ঢুকিয়ে দরজা খুললো ।

টিভির পাশে জেনিফার একটা চেয়ারে বসে আছে । তার মিনি স্কার্টটা কালো, তার সাথে মিল রেখে কালো হিল জুতা পরেছে । সাদা ব্লাউজ আর গলায় খুব দামি একটা নেকলেস । তাকে দেখলেও জেনিফার কোনো কথা বললো না । ঠোট দুটো নিষ্প্রাণ, বরং বলা ভালো শুন্দি হয়ে আছে ।

“হাই, জেন ।”

“চৰিশ ঘণ্টা ধৰে মনে হচ্ছে বেশ ব্যস্ত আছো, জ্যাক ।” সে একটুও হাসলো না ।

“খুব খাটুনি যাচ্ছে, জানোই তো ।”

কোট-টাই খুলে রান্নাঘ থেকে বিয়ার নিয়ে এসে তার পাশে সোফায় বসলো ।

“এই, আজকে নতুন একটা কাজ পেয়েছি ।”

জেনিফার তার হাতব্যাগ থেকে পোস্ট পত্রিকাটা বের করলো । “জানি ।”

শিরোনামটা পঁড়ে দেখলো জ্যাক ।

“তোমার ফার্ম এটা করতে দেবে না ।”

“তাহলে তো খুব খারাপ হয়ে গেছে, কারণ আমি ইতিমধ্যে এটা করে ফেলেছি ।”

“তুমি জানো আমি কি বলছি । তোমার হলোটা কি? ”

“জেন, লোকটাকে আমি চিনি, ঠিক আছে? সে আমার বন্ধু হয় । আমি বিশ্বাস

କରି ନା ସେ ମହିଳାକେ ଖୁଲ କରେଛେ । ଆମି ତାକେ ଡିଫେନ୍ କରବୋ । ଆଇନଜୀବିଦେର ଏବକମ କାଜ କରନ୍ତେଇ ହସ୍ତ । ଏଟାଇ ତୋ ତାଦେର କାଜ ।”

ସେ ସାମନେର ଦିକେ ଝୁକେ ଏଲୋ । “ଏଟା ଓୟାନ୍ଟାର ସୁଲିଭାନେର ବ୍ୟାପାର, ଜ୍ୟାକ । ତାବୋ ଏକବାର, କୀ କରନ୍ତେ ତୁମି ।”

“ଆମି ଜାନି ଏଟା ସୁଲିଭାନେର, ଜେନ । ତାତେ କି? କେଉ ତାକେ ଖୁଲି ମନେ କରଲେ ତାର ଅର୍ଥ ଏବକମ ଦାଙ୍ଗାୟ ନା ଯେ ମୁଖାର ହଇଟନି କୋଣୋ ଆଇନୀ ସହାୟତା ପାବେ ନା? ଏଟା କୋଥାଯ ଲେଖା ଆଛେ?”

“ଓୟାନ୍ଟାର ସୁଲିଭାନ ତୋମାର ମଙ୍କେଲ ହେଲ ।”

“ଆର ମୁଖାର ହଇଟନି ଆମାର ବକ୍ର, ତାକେ ଆମି ଓୟାନ୍ଟାର ସୁଲିଭାନେର ଚେଯେ ଅନେକ ବେଶ ଦିନ ଧରେ ଚିନି ।”

“ଜ୍ୟାକ, ତୁମି ଯେ ଲୋକେର ପକ୍ଷେ ଲଡ଼ିବେ ସେ ଏକଜନ ପୁରୁଣୋ ଅପରାଧୀ । ଜେଲଖାଟା ଲୋକ । ଜେଲଥେଟେ ଖେଟେ ଜୀବନ ଗେଛେ ତାର ।”

“ଆସଲେ, ବିଶ ବହର ଧରେ ସେ ଜେଲେ ଛିଲୋ ନା ।”

“ମେ ଏକଜନ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅପରାଧୀ ।”

“କିନ୍ତୁ ମେ କବନ୍ତି ହତ୍ୟା-ଖୁନେର ଜନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୟନି,” ପାନ୍ଟା ବଲଲୋ ସେ ।

“ଜ୍ୟାକ, ଏ ଶହରେ ଅନେକ ଆଇନଜୀବି ଆଛେ, ଅନେକ ଅପରାଧୀଓ ଆଛେ । ଅନ୍ୟ ଆଇନଜୀବି କେନ ଏଟା ସାମଲାତେ ପାରବେ ନା?”

ଜ୍ୟାକ ବିଯାରଟା ତୁଲେ ଧରଲୋ । “ଲାଗବେ ନାକି ଏକଟା?”

“ଆମାର ପ୍ରଶ୍ନେର ଜବାବ ଦାଓ ।”

ଜ୍ୟାକ ଉଠେ ଦାଢ଼ିଯେ ବିଯାରେ ବୋତଲଟା ଦେଯାଲେ ଛୁଡ଼େ ମାରଲୋ ।

“କାରଣ ମେ ଆମାକେଇ ଚେଯେଛେ ।”

ଜେନ ତାର ଦିକେ ଭୟେ ତାକାଲେଓ ଖୁବ ଦ୍ରୁତଇ ତାର ମୁଖ ଥେକେ ଡ୍ୟଟା ଉଧାଓ ହୟେ ଗେଲୋ । ନିଜେର କୋଟଟା ତୁଲେ ପରେ ନିଲୋ ସେ ।

“ତୁମି ବିଶାଲ ଏକଟା ଭୁଲ କରନ୍ତେ, ଆମି ଆଶା କରବୋ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷତି ହବାର ଆଗେଇ ତୋମାର ସମ୍ମିତ ଫିରେ ଆସବେ । ସବରଟା ପତ୍ରିକାଯ ପାଇଁ ଆମାର ବାବାର ହାଟ ଏୟାଟାକେର ଉପକ୍ରମ ହବାର ଯୋଗାଡ଼ ହୟେଛିଲୋ ।”

ଜ୍ୟାକ ତାର କାଁଧେ ହାତ ବାଖଲୋ । ତାର ମୁଖଟା ନିଜେର ଦିକେ ଘୁରିଯେ ଶାନ୍ତ କଟେ ବଲଲୋ, “ଜେନ ଏଟା ଏମନ ଏକଟା କିଛୁ ଯା ଆମାକେ କୁଣ୍ଡିତଇ ହବେ । ଆମି ଆଶା କରବୋ ତୁମି ଆମାକେ ଏ କାଜେ ସାହାୟ କରବେ ।”

“ଜ୍ୟାକ, ବିଯାର ବାପ୍‌ଯା ବାଦ ଦିଯେ ତୁମି କେନ ଏଟା ଭାବନ୍ତେ ନା ଯେ, ବାକି ଜୀବନଟା କିଭାବେ କାଟାତେ ଚାଓ ।”

ଜେନ ଚଲେ ଗେଲେ ବକ୍ଷ ଦରଜାୟ ମାଥା ଠୁକଲୋ ଜ୍ୟାକ ।

ଜାନାଲା ଦିଯେ ଜେନେର ଗାଡ଼ିଟା ଚଲେ ଯେତେ ଦେଖଲୋ ସେ । ଶିରୋନାମଟାର ଦିକେ ଆବାର ତାକାଲୋ ।

ଲୁଥାର ଏକଟା ଆପୋସ ରଫା କରତେ ଚାଯ, କିନ୍ତୁ କୋନୋ ଆପୋଷ ରଫା ହବେ ନା । ମଙ୍ଗ ତୈରି ହୁୟେ ଗେଛେ । ସବାଇ ବିଚାରଟା ଦେଖତେ ଚାଯ । ତିଭି ଆର ପତ୍ରିକାର ସଂବାଦେ ଏହି ମାମଲାର ଓପରେ ବିନ୍ଦୁରିତ ବଳା ହଜେ । ଲକ୍ଷ କୋଟି ମାନୁଷ ଲୁଥାରେ ଛବିଟା ଦେବେଛେ । ଲୁଥାର ଦୋଷୀ ନା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ସେଟା ନିୟେ ଜନମତ ତୈରି ହତେ ଶୁରୁ କରେଛେ । ଏଟର୍ନି ଗୋରଲିକ ଚାତକ ପାଖିର ମତୋ ବ'ସେ ଆଛେ ମାମଲାଟାତେ ଜେତାର ଜନ୍ୟ । ଜେତାର ମତୋ ଅନେକ କିଛୁଇ ରଯେଛେ ତାର କାହେ । ଭାର୍ଜିନିଯାୟ ସରକାରୀ ଏଟର୍ନିରା ସୁନାମ ହଲେ ନିର୍ବାଚନେ ଦାଂଡ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାୟଶଇ ଗଭର୍ନର ପଦେ ତାରା ଜିତେଓ ଯାଯ । ଗୋରଲିକେର ସାମନେ ଭାଲୋ ଏକଟା ସୁଯୋଗ ଏସେଛେ ।

ଗୋରଲିକ, ଛୋଟୋଖାଟୋ, ଟେକୋ ମାଥାର ଏକଜନ ଆଇନଜୀବି । ସାପେର ମତୋ ଛୋବଳ ମାରବେ । ନୋଂରା କୌଶଳେ ସିନ୍ଧାନ୍ତ ସେ । ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗେଇ ପିଠେ ଛୁରି ମେରେ ବସବେ । ଜ୍ୟାକ ଜାନେ କଠିନ ଏକ ଲଡ଼ାଇ ହବେ ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ।

ଲୁଥାର ତୋ କିଛୁଇ ବଲଛେ ନା । କୋନୋ କଥାଇ ବଲଛେ ନା, ସେ ବେଶ ଡୟ ପେଯେ ଗେଛେ । ଏହି ଭୟଟାର ସଙ୍ଗେ କେଇଟେର କି ସମ୍ପର୍କ? କିଛୁଇ ନା । ଜ୍ୟାକକେ ଆଗାମୀକାଳ ଆଦାଲତେ ଗିଯେ ତାର ମକ୍କଲେର ପଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦାବି କ'ରେ ଆବେଦନ କରତେ ହବେ । କିନ୍ତୁ ଲୁଥାରକେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣ କରାର ମତୋ ତାର ହାତେ କିଛୁଇ ନେଇ । ତବେ ଏଟାଓ ଠିକ, ପ୍ରମାଣ କରାଟା ସରକାରେର କାଜ ।

ପତ୍ରିକାଟା ରେଖେ ବିଯାରେ ଭାଙ୍ଗା ବୋତଳ ପରିଷ୍କାର କରତେ ଶୁରୁ କରିଲୋ ସେ ।

* * *

ଓୟାଇଏମସିଏ ମାତ୍ର ଦଶ ମିନିଟେର ପଥ । ବିଶ୍ୱଯକର ହଲୋ ଜ୍ୟାକ ଗାଡ଼ି ପାର୍କ କରାର ଜନ୍ୟ ଖାଲି ଜାଯଗା ପେଯେ ଗେଲେ ଭେତରେ ଚୁକେ ପଡ଼ିଲୋ ଗାଡ଼ିଟା ନିୟେ । ତାର ପେହନେର କାଳୋ ରଙ୍ଗେ ସିଡାନଟା ତାର ମତୋ ଭାଗ୍ୟବାନ ନୟ । ଡ୍ରାଇଭାରକେ କରେକବାର ଘୁରିବାରେ, ତାରପର ରାନ୍ତାଯ ନେମେ ଏସେ ଅନ୍ୟପାଶେ ଗାଡ଼ିଟା ପାର୍କ କରତେ ହବେ ।

ସେ ସିନ୍ଧାନ୍ତ ନିୟେ ଗାଡ଼ି ଥିକେ ନେମେ ସିଙ୍ଗି ଦିଯେ ଉଠେ ଗେଲୋ । ଚାରପାଶେ ତାକିଯେ ଲେଙ୍କାସ ଗାଡ଼ିଟା ଦେଖେ ଭେତରେ ଚୁକେ ପଡ଼ିଲୋ ନିଃଶବ୍ଦେ ।

ତିନଟା ପିକ-ଆପ ଗେମେର ପର ଘେମେ ଉଠିଲୋ ସେ । ପାଶେର ଏକଟା ବେଣ୍ଣେ ବ'ସେ ପଡ଼ିଲେଓ ଅନ୍ଧବସ୍ତୀ ଛେଲେଟା ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହେ ଆର ପ୍ରାଣପ୍ରାଚୁର୍ୟ ନିୟେ ଖେଳେ ଯାଚେ । ତାର ଦିକେ ଏକ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଛେଲେ ବଲଟା ଠେଲେ ଦିଲେ ଜ୍ୟକାର୍ତ୍ତନାଦ କ'ରେ ଉଠିଲୋ । ସେ ବଲଟା ଠେଲେ ଦିଲୋ ତାର କାହେଇ ।

“ଆରେ, ତୁମି ଦେଖି କୁାନ୍ତ ହୁୟେ ଗେଛୋ?”

“ନା, ବୁଝୋ ହୁୟେ ଗେଛି ।”

ଜ୍ୟାକ ଉଠେ ଦାଙ୍ଗିଯେ ପାଟା ଏକଟୁ ମେସେଜ କ'ରେ ବେର ହୁୟେ ଗେଲୋ ।

ବେର ହବାର ସମୟ ତାର ମନେ ହଲୋ ପୁରୋ ଦାଲାନଟା ତାର କାଁଧେର ଓପର ଚେପେ ବସେଛେ ।

* * *

জ্যাক গাড়ি চালাচ্ছে। তার নতুন যাত্রীর দিকে পাশ ফিরে তাকালো।

সেদে ফ্রাংক লেক্সাসের ভেতরটা দেখছে। “এসব গাড়ি সম্পর্কে আমি অনেক কথা শনেছি। কতো পড়লো এর দাম, যদি বলতে কোনো অসুবিধা না থাকে?”

“উনপঞ্চাশ হাজার।”

“বাপ্পৈ। এক বছরেও আমি এর ধারে কাছে কামাতে পারি না।”

“ক্যদিন আগে আমিও পারতাম না।”

“পাবলিক ডিফেন্ডারবা এতো টাকা কামাতে পারে না, আমি শনেছি।”

“ঠিকই শনেছেন।”

লোকটা চুপ মেরে গেলো।

অবশ্যে জ্যাক মুখ খুললো। “দেখুন, লেফটেন্যান্ট, আমি ধ’রে নিছি আপনি আমার গাড়ির রুটি কি রকম সেটা জানতে আসেননি। আপনি কি কিছু চান?”

“গোরলিক আপনার লোকের বিরুদ্ধে একটা সহজ মামলা পেয়ে গেছে।”

“হতে পারে। নাও হতে পারে। আমি এতো সহজে হাল ছেড়ে দিছি না, যেমনটি আপনি ভাবছেন।”

“আপনি তার হয়ে নির্দোষ দাবি ক’রে আবেদন করছেন?”

“না। আমি তাকে গাড়িতে ক’রে গৃসভিলে নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে বিষাক্ত ইনজেকশন দেবো। পরের প্রশ্ন।”

ফ্রাংক হাসলো। “ঠিক আছে। এটা আমার প্রাপ্তাই ছিলো। আমার মনে হয় আপনার এবং আমার কথা বলার দরকার আছে। এই মামলার কিছু জিনিস আছে যা খাপ খাচ্ছে না। হয়তো এতে ক’রে আপনার লোকের সাহায্য কিংবা ক্ষতি হতে পারে। আমি জানি না। আপনি কি শনবেন আমার কথা?”

“ঠিক আছে। তবে ভাববেন না এই তথ্যের বদলে আমিও আপনাকে তথ্য দেবো।”

“আপনি কোথায় আয়েশ ক’রে খান সেই জায়গাটা আমি চিনি।”

“আমার মনে হয় না আপনাকে ওখানে ডেপুটির প্রেসদেকে ভালো দেখাবে।”

ফ্রাংক তার দিকে তাকিয়ে হাসলো। “পরের প্রশ্ন।”

জ্যাক হেসে গাড়িটা ঘুরিয়ে ফেললো।

* * *

জ্যাক আরেক কাপ কফির অর্ডার দিলো। ফ্রাংক এখনও প্রথম কাপটি শেষ করতে পারেনি। মাংসের কাবাবটা দারুণ লেগেছে খেতে। জায়গাটা বেশ সুন্দর এবং

নিয়িবিলি । জ্যাক এমনকি আন্দাজ করতে পারলো না তারা কোথায় আছে । দক্ষিণ মেরিল্যান্ডের কোনো গ্রাম হবে, সে ভাবলো ।

ফ্রাংক তার দিকে মুঢ়কি হেসে তাকালো । “আপনার এবং কেইট হাইটনির সঙ্গে একটা সম্পর্ক ছিলো, সেটা আমি বুঝি ।”

“এ কথা কি আপনাকে সে বলেছে?”

“আরে, না । আজকে আপনি চলে যাবার কয়েক মিনিট পরে সে পুলিশ স্টেশনে এসেছিলো । তার বাবা তার সঙ্গে দেখা করেনি । তার সঙ্গে আবার কিছুক্ষণ কথা হয়েছে । যা হয়েছে তার জন্যে আমি তার কাছে ক্ষমা চেয়েছি ।”

ফ্রাংকের চোখটা হলচল করে উঠলো । তারপর আবারো বলতে লাগলো, “আমি যা করেছি তা করা ঠিক হয়নি, জ্যাক । মেয়েকে ব্যবহার করেছি বাবাকে ধর্মাত্ম ঘন্টে । কেউ এটা আশা করে না ।”

“কাজ তো হয়েছে তাতে । সফলতা নিয়ে কেউ অশ্রু তোলে না, কথাটা অনেকে বলে ধাকে ।”

“ঠিক । আমি এতেটা বৃক্ষ হইনি যে কোনো মেয়ের চেবের জল দেখতে পাবো না ।”

ওয়েন্টেস জ্যাকের কফি নিয়ে এলে কফিতে চুমুক দিতে দিতে তারা জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো । আচম্কা সবকিছু সাদা তৃখাদের চাদবৈ টেকে যাচ্ছে ।

“দেবুন, জ্যাক, আমি আনি লুধারের বিক্রিতে যে মামলাটা হয়েছে সেটা একেবারেই দুর্বল । কিন্তু এরকম মামলাতেও অনেক মোক জেল খাটে ।”

“এ নিয়ে আমি তর্ক করছি না ।”

“সত্য হলো জ্যাক, এই মামলায় অনেক অনুভূত ভিন্নিস আছে যা একেবারেই ব্যাপ আচ্ছে না ।

জ্যাক কফিটা রেবে সামনের দিকে ঝুঁকে গেলো ।

“আমি তন্মুছি, বলুন ।”

ফ্রাংক ঘরের চারপাশে তাকিয়ে জ্যাকের দিকে ফিরলো । “আমি জানি এটা বলা আবার জন্যে ঠিক হচ্ছে না, তবে আমি এমন পুলিশ হতে চাই না যে এমন লোককে জেলে পাঠাবে আদতে সে অপরাধটি করেইনি ।”

“তো, বলতে চাচ্ছেন কী?”

“আপনি নিজেও গ্রিপোট্টা হাতে পেলে এটা বুঝতে পারবেন । সত্যটা হলো লুধার হাইটনি ঐ বাড়িতে চুরি করলেও ক্রিস্টিন সুলিভানকে হত্যা করেনি, এটা আমি বিশাস করি । কিন্তু - ”

“কিন্তু আপনি মনে করছেন যে খুন করেছে তাকে সে দেবেছে ।”

জ্যাকের দিকে ফ্রাংক চোৰ গোল গোল করে চেয়ে রইলো । “এই চিত্তাটা কতোদিন ধরে করছেন?”

“বুব বেশি দিন আগে থেকে নয়। এই ব্যাপারে কোনো ধারণা আছে?”

“আমি ভাবছি আপনার শোকটা ফাঁদে প'ড়ে গেছে।”

জ্যাককে হতবিহুল দেখালো। ফ্রাংকের কথেক মিনিট লাগলো জ্যাককে শোবার ঘরের ভিট এবং আরো কিছু অসঙ্গতির কথা ব্যাখ্যা করতে।

“তাহলে মুখার ভষ্টের ভেড়ার থেকে পুরো ঘটনাটা দেখেছে, মানে কোন লোক মিসেস সুলিভানকে হত্যা করেছে। মুখার এও দেখেছে কে সব আলামত পরিষ্কার ক'রে ফেলেছে।”

“এটাই আমি অনুমান করছি, জ্যাক।”

“সেজন্টেই সে পুলিশের কাছে যায়নি, কারণ তাতে সেও ফেঁসে যেতো।”

“তাই তো মনে হচ্ছে।”

“কেবল জানা যাচ্ছে না কাজটা কে করেছে।”

“একমাত্র সন্দেহভাজন মনে হচ্ছে শার্মী অদ্বলোকটি। তবে আমি বিশ্বাস করি না সে এ কাজ করেছে।”

জ্যাক ওয়াল্টার সুলিভানের কথা ভাবলো। “আমিও আপনার সঙ্গে একমত। তাহলে কাজটা করেছে কে?”

“যে লোক যেয়েটাৰ সঙ্গে ঐ রাতে ছিলো, সে।”

“নিহতের যৌনজীবনের যেরকম কথা উনেছি তাতে তো মনে হচ্ছে সংখ্যাটা অনেক বেশি হবে।”

“আমি বলছি না, এটা বুব সহজ হবে।”

“তো আমার অনুমান হলো সেই লোক কোনো সাধারণ ব্যক্তি নয়।”

“কেন এমন মনে হচ্ছে।”

জ্যাক কফিতে চুমুক দিয়ে আপেল-পাইয়ের দিকে তাকালো। “দেখুন লেক্টেন্যান্ট—”

“সেদ বলে ডাকুন।”

“ঠিক আছে, সেদ, আমি এই তথ্যটা তনে বুশি হয়েছি। কিন্তু...”

“কিন্তু আপনি আবাকে বিশ্বাস করার ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছেন না। আব সেজন্টেই আপনি এমন কিছু বলতে চাচ্ছেন না যাতে আপনার মন্ত্রণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যেতে পারে;”

“সেৱকমই কিছু।”

“তাহলে ঠিক আছে।”

তারা বিল পরিশোধ ক'রে চলে গেলো।

জ্যাক ফ্রাংকের দিকে তাকালো, সে সোজা সামনের দিকে চেয়ে আছে। অন্যমনস্ক হয়ে আছে অথবা জ্যাকের কাছ থেকে কিছু শোনার জন্যে অপেক্ষা করছে।

“ঠিক আছে, সুবোগটা নিছিছ আমি। হারাবার মতো বুব বেশি কিছু তো আমাৰ

নেই। তাই না?”

ফ্রাংক সোজা সামনের দিকেই চেয়ে আছে। “সেরকম তো আমি কিছু দেবই না।”

“ধারা যাক লুথার ঐ বাড়িতে ছিলো এবং মহিলাকে খুন হতে দেবেছে।”

ফ্রাংক এবার জ্যাকের দিকে তাকালো। এখন তার একটু স্বন্ধি বোধ হচ্ছে।

“ঠিক আছে।”

“আপনাকে তবে লুথারকে জানতে হবে, সে কিভাবে ভাবে, এরকম কিছু দেবলৈ সে কেমন প্রতিক্রিয়া দেবায়, সেটাও জানতে হবে। আমি তার মতো দৃঢ় চরিত্রের বাস্তি দেখিনি। আমি এও জানি তার রেকর্ডও এরকম কিছু ইঙ্গিত করে না। কিন্তু সে খুবই বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য। আমার যদি ছেলেমেয়ে থাকতো, আর তাদেরকে যদি কারো কাছে রেখে যাবার দরকার হতো, আমি লুথারের কাছেই রেখে যেতাম। কারণ, আমি জানি তার দ্বারা কোনো ক্ষতি হবে না। বরং তার সামনে কেউ তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তার অবিশ্বাস্য রকম ক্ষমতা রয়েছে। লুথার সব কিছুই দেখতে পায়।”

“কিন্তু তার মেয়ে যে তাকে ফাঁদে ফেলতে যাচ্ছে সেটাই কেবল দেখতে পায়নি।”

“ঠিক। কেবল এটা বাদে। এটা সে দেখতে পায়নি।”

“আপনি যে ধরণের লোকের কথা বলছেন সে ধরণের অনেক লোককে আমি চিনি, জ্যাক। তারা হয়তো অন্যের বাড়িতে চুরি করে, কিন্তু তারা আমার দেখা অসম্ভব সম্মানিত ব্যক্তিদের অন্যতম।”

“লুথার যদি মহিলাকে খুন হতে দেবে থাকে তবে আমি আপনাকে বলতে পারি সে ঐ লোককে পুলিশের কাছে তুলে দেবার একটা পথ ঠিকই খুঁজে পাবে। সে এটা এমনি এমনি ছেড়ে দেবে না। একটুও দেবে না!” জ্যাক মুখটা সরিয়ে ঝুনালার দিকে তাকালো।

“যদি না?”

জ্যাক তার দিকে আবার তাকালো। “যদি না সঙ্গত কোনো কারণ থাকে। যেমন সে হয়তো লোকটাকে চেনে অথবা তার সম্পর্কে জানে।”

“মানে বোঝাতে চাচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি কাঙ্গাটা করেছে যার সম্পর্কে সে কাউকে বিশ্বাস করাতে পারবে না যে, সেই লোক আই কাঙ্গা করেছে?”

“তার চেয়েও বেশি কিছু, সেদ।” জ্যাক একটা মোড় নিয়ে ওয়াইএমসিএ’র দিকে চললো। “এর আগে আমি লুথারকে এতোটা ভয় পেতে দেখিনি। সত্যি বলতে কি, একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু কেন, আমি তা জানি না। মানে, সে দেশ ছেড়েছিলো।”

“এবং ফিরে এসেছে।”

“ঠিক, এটা আমি এখনও বুঝে উঠতে পারছি না। আচ্ছা তারিখটা কি আপনার কাছে আছে?”

নোট বুকের পাতা উল্টিয়ে সে তারিখটা তাকে বলে দিলো।

“তাহলে ক্রিস্টিন সুলভান মারা যাবার পর এমন কী ঘটেছিলো যে তাকে ফিরে আসতে হলো?”

ফ্রাংক মাথা ঝাকালো। “অনেক কিছুই হতে পারে।”

“না, এটা একটা কারণেই হয়েছে আর আমরা যদি সেটা খুঁজে বের করতে পারি তাহলে পুরো ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে।”

জ্যাক গাড়িটা পার্ক করে সিটে আরাম করে বসলো।

“আর সে খালি তার জন্যে ডয় পাচ্ছে না, কোনো একটা কারণে সে কেইটের জন্যেও ডয় পাচ্ছে।”

ফ্রাংককে হতবিষ্ম দেখালো। “আপনার ধারণা কেইটকে কেউ হৃষকী দিয়েছে?”

জ্যাক মাথা ঝাকালো। “না। তাহলে সে আমাকে বলতো। মনে হয় কেউ মুখ্যারকে এমন বার্তা দিয়েছে যে, হয় সে চুপ থাকবে নয়তো খারাপ কিছু ঘটবে।”

“আপনি মনে করেন এ একই লোক এই কাজ করার চেষ্টা করছে?”

“হয়তো। তবে আমি জানি না।”

ফ্রাংক দুইতল মুষ্টিবন্ধ করে গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। একটা গভীর দম নিয়ে সে জ্যাকের দিকে তাকালো। “দেখুন, মুখ্যারকে আপনার কথা বলাতেই হবে। সে যদি বলে ক্রিস্টিন সুলভানকে হত্যা করেছে তবে আমি তার জন্যে প্রোবেশন এবং ক্রিউনিটি সার্ভিসের জন্যে সুপারিশ করবো তার সহযোগীতার বিনিময়ে। আরে, তার সাহায্যে যদি ঘাতককে ধরতে পারি তবে সে যা চুরি করেছে তা সুলভান বোটেও ফেরত চাইবে না। এ বিষয়টা এড়িয়ে যাওয়া যাবে।”

“সুপারিশ?”

“সেরকমই। আমি গোরলিকের টুটি চেপে ধরবো। তাতে হবেনন্ত।” ফ্রাংক তার হাত বাড়িয়ে দিলো।

জ্যাক তার দিকে তাকিয়ে আস্তে করে হাতটা বাড়িয়ে দিলো। “হবে।”

ফ্রাংক গাড়ি থেকে নেমে আবার জানালা দিয়ে উঠে মারলো। “আজরাতে আমাদের মধ্যে কোনো সাঙ্কাত দয়নি। কোনো কথা দয়নি। আপনি যা বলেছেন সেটা কেউ জানতে পারবে না। এর ব্যাতিক্রম হবে না। আমি জোর দিয়ে বলছি।”

“ধন্যবাদ, সেদ।”

লেক্সাসটা ছুটে চলে গেলে সেদ ফ্রাংক নিজের গাড়িতে উঠে বসলো।

মুখ্যার হইটনি যে এরকমই একজন লোক এটা সে বুঝে ফেলেছে। তাহলে এরকম একজন লোক কেন এতো ডয় পাচ্ছে?

অধ্যায় ২২

সকাল সাড়ে সাতটায় জ্যাক মিডলটন পুলিশ স্টেশনের পার্কিং লটে গাড়িটা নিয়ে ঢুকলো। সকাল হলেও তীব্র শীত আর হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা। সাদা বরফে ঢেকে থাকলেও সেদে ফ্রাঙ্কের কালো সিডানটা ঠিকই চেনা যাচ্ছে। এর মানে সেদে খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠে।

আজকে লুথারকে অন্যরকম লাগছে। কমলা রঙের বন্দী পোশাকটার বদলে ধূসর রঙের একটা সুট দেয়া হয়েছে তাকে। সেই সাথে একটা টাইও আছে। তাকে দেবে ইসুরেন্স সেলস্ম্যান কিংবা ল'ফার্মের পার্টনার ব'লে মনে হচ্ছে। এরকম অবস্থায় বিচারের সময় তাকে দেখলে জুরিয়া ভাববে ভদ্রলোককে হয়তো ভুল ক'রে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

এবার বৃক্ষক্ষে খুলতে জ্যাকের কোনো বিড়ম্বনা হলো না। একই নিয়ম। লুথারের বিরুদ্ধে যে অভিযোগে আনা হয়েছে সেটা তাকে প'ড়ে শোনাতে হবে। জজ লুথারকে জিজ্ঞেস করবে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটা সে বুঝেছে কিনা, তারপরই জ্যাক আবেদন করবে। কিন্তু জ্যাক যে ভয়টা পাচ্ছে সেটা হলো লুথারের অসহযোগীতা। কিংবা জজের সামনে নিজেকে দোষী ব'লে দাবি করা। এটা একেবারে নজীরবিহীন নয়। আর কে জানে? জজ হয়তো তার কথাই মেনে নেবে। তবে বেশির ভাগ জজই আইনের বই মেনে চলে। যেহেতু অপরাধটি সর্বোচ্চ দণ্ডের যোগ্য তাই সবকিছু খতিয়ে দেখা হবে। আসামীকে সুযোগ দিতে হবে আজ্ঞাপক্ষ সমর্থনের। জ্যাক সেই সুযোগটাই নেবে।

ভাগ্য ভালো থাকলে পুরো প্রক্রিয়াটিতে সময় লাগবে মাত্র পাঁচ মিনিট। তারপরই বিচারের দিনক্ষণ ঠিক করা হবে, আর আসল মজাটা তখনই শুরু হবে।

যেহেতু কমনওয়েলথের কাছে লুথারের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র রয়েছে, তাই লুথারকে প্রিলিমিনারি হিয়ারিং-এর সুযোগ দেয়া হবে না।

জ্যাক এই হাজিরাটাতে উপস্থিত হতে অসীকার করতে পারে। কিন্তু জ্যাকের ইচ্ছে সে এটা করবে না। সে চাচ্ছে লুথারকে একটা উন্মুক্ত আদালতে বিচার করা হোক, সবাই যাতে দেখতে পায়। এরপর সে গোরলিকের পাছায় লাখি মারবে মামলাটার ভেন্যু মিডলটন কাউন্টির বাইরে নেবার মাধ্যমে। ভাগ্য ভালো হলে গোরলিকের বদলে তারা পাবে নতুন এসিএ, আর সেই মি: হবু এটর্নি জেনারেল নিশ্চিতভাবেই হতাশ হবে। তারপরই জ্যাক লুথারকে কথা বলাবে। কেইটকে রক্ষা

স্বী হবে। মুখার তার গল্পটা বলবে। তারপরই শতাদীয় সেনা ঘটনাটি ঘটবে।

জ্যাক মুখারের দিকে তাকালো। “তোমাকে বেশ ভালো দেখাচ্ছে।”

মুখারের ঠোটটা এমনভাবে দেকে গেলো যে, সেটা হ্যানি না হয়ে ঠাট্টা বলেই মনে হলো।

“আদামতে হাজিরা দেবার আগে কেইট তোমার সঙ্গে দেখা করবে।”

মুখার সঙ্গে সঙ্গে বললো, “না।”

“কেন নয়? হায় দৈশুর, মুখার, তুমি তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে মরিয়া হিলে, আর অবশেষ সে যখন এগিয়ে আসতে চাইছে তুমি স'রে যাচ্ছো। কখনও কখনও তোমাকে আমি বুঝতে পারি না।”

“তাকে আমার ধারে কাছেও চাই না।”

“দ্যাখো, সে যা করেছে তার জন্যে সে খুবই দৃঢ়বিত। আমি সত্য বলছি।”

মুখার চারপাশে তাকালো। “সে ভাবছে আমি তাকে দেখার জন্যে পাগল হয়ে আছি?”

জ্যাক বাসে পড়লো। এই প্রথম সে মুখারের কাছ থেকে মনোযোগ পেলো। এটা তার আগেই চেষ্টা ক'রে দেখা উচিত ছিলো।

“অবশ্যই। তুমি কেন দেখা করবে না?”

মুখার মাথা নিচু ক'রে দু'পাশে মাথা দোলালো।

“তাকে বলবে, আমি তার জন্যে পাগল নই। সে ঠিক কাজটাই করেছে। এটাই তাকে বলবে।”

“এটা তুমি তাকে নিজে কেন বলছো না?”

মুখার হট ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরে পায়চারী করতে করতে জ্যাকের সামনে এসে থামলো।

“এই জায়গায় অনেক চোখ রয়েছে, আমার কথা বুঝেছো? বুঝেছো কেউ আমার সঙ্গে এখানে তাকে দেখে ফেলবে। তারপর সে হয়তো ভাববে কেইট কিছু জানে। আর বিশ্বাস করো এটা তার জন্যে মোটেও ভালো হবে না।”

“কার কথা বলছো তুমি?”

মুখার আবার ব'সে গেলো। “আমি যা বললাম তাই কেবল তাকে বলো। তাকে বোলো আমি তাকে ভালোবাসি, সবসময় ভালোবাসবো। তুমি খালি এটাই তাকে বোলো, অন্যকিছু না।”

“তাহলে তুমি বলছো, কেউ হয়তো ভাবছে তুমি আমাকে কিছু বলেছো যদিও তুমি তা বলোনি?”

“তোমাকে এই মামলাটা নিতে বারণ করছি, জ্যাক। কিন্তু তুমি শনছো না।”

জ্যাক কাঁধ ঝাঁকিয়ে বৃক্ষকেস খুলে পোস্ট-এর একটা কপি বের' ক'রে তাকে দেখালো। “শীর্ষ খবরটা প'ড়ে দ্যাখো।”

লুথার প্রথম পাতার তাকিয়ে দেখেই রেগেমেগে পত্রিকাটা ছুরে মারলো দেয়ালে। “বানচোত! শালার বানচোত!”

দরজাটা খুলে গেলে রঞ্জীদের একজন উঁকি মারলো কী হয়েছে সেটা দেখাব জন্যে। জ্যাক ইশারা করলো সব ঠিক আছে। লোকটা স্বস্তি পেয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিলো।

জ্যাক পত্রিকাটা মাটি থেকে তুলে নিলো। শীর্ষ খবরটাতে পুলিশ স্টেশনের বাইরে লুথারের একটা ছবি ছাপানো আছে। শিরোনামটি বেশ বড়বড় অঙ্করে লেখা সুলিভান হত্যার সন্দেহভাজনের আজ আদালতে হাজির। বাকি পাতাগুলোর দিকে চোখ বোলালেও জ্যাক খেয়াল করলো না প্রথম পৃষ্ঠাতেই এক কোণে প্রেসিডেন্ট এলান রিচমন্ডের বাচাদের এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতারত একটা ছবি ছাপা হয়েছে।

তাঁর এই হাসিমাখা মুখের ছবিটা দেখেই লুথারের মাথা গরম হয়ে গেছে। শুয়োরের বাচ্চা। মিথ্যেবাদী হারামজাদা। বাচাদের আদর করে আর সেই হাতেই হত্যা করতে সচেষ্ট হয়।

“লুথার? লুথার?” জ্যাক আস্তে ক'রে লুথারের কাঁধে হাত রাখলো। বৃক্ষ লোকের সারা শরীর কাঁপছে। এটা দেখে কয়েক মুহূর্তের জন্যে মনে হলো লুথার বোধহয় মেয়েটাকে হত্যা করেছে। তার এই আশংকাটা কেঁটে গেলো যখন লুথার তার দিকে ঘুরে তাকালো। শান্তিশিষ্ট ভাবটা ফিরে এসেছে আবার, চোখ দুটো এখন স্থির আর পরিষ্কার। “আমি যা বলেছি কেইটকে কেবল তাই বোলো। আর এটা নিয়ে কোনো কিছু করা বাদ দিয়ে দাও। যা হবার হবে।”

* * *

মিডলটন কোর্ট হাউজটা দীর্ঘদিন ধরেই কাউন্টির কেন্দ্রস্থল। একশো পচানবই বছরের পুরনো এই ভবনটি। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় ক্ষতিগ্রস্ত হলেও এটা পরে মেরামত করা হয়।

সাধারণত এটা কোলাহলমুক্তই থাকে, তবে কেবল শুরুবার বাদে। এদিন সিঙ্গল এবং ফৌজদারী মামলাগুলো এখানে তোলা হয়।

কোর্ট হাউজের সামনে ছয়টা টেলিভিশন সম্প্রচারের ট্রাক পার্ক করা আছে। সামনেই ভার্জিনিয়া স্টেট পুলিশ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সাংবাদিকরা তাদের ঠেলেঠুলে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে। তাদের স্থাতে হয় কলম নয়তো মাইক্রোফোন ধরা।

ভাগ্য ভালো যে কোর্ট হাউজের একটা পার্শ্ব দরজা রয়েছে। এই মুহূর্তে সেটার আশে পাশে ঘিরে আছে পুলিশ। কাউকে তাদের ধারে কাছেও আসতে দেয়া হচ্ছে না। যে ভ্যানটা লুথারকে নিয়ে আসবে সেটা এখানে এসেই চুকবে।

ପଥେଘାଟେ ରାଇଫେଲ ହାତେ ପୁଲିଶେର ଲୋକେନ୍ତା ମାତ୍ର ମାଣହେ । ଫୁଟପାତ୍, ଦାଳାନକୋଠାର ଦିକେ ତାଦେର ସୂତୀଙ୍କ ନଜର ଉଠାନାମା କରହେ । କୋଣୋ ଖୋଲା ଜାନାଲା ଏବଂ କେଉଁ ଉକି ମାରହେ କିନା ଦେଖହେ । କିନ୍ତୁ ସେସବେଳେ କିନ୍ତୁଇ ହଲୋ ମା ।

ଜ୍ୟାକ କୋଟରମେର ହୋଟ୍ ଜାନାଲା ଦିଯେ ରାତ୍ରାର ଦିକେ ତାକାଲୋ । କମ୍ପଟା କୋଣୋ ମିଳନାୟତନେର ମତୋଇ ବିଶାଳ । ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାର୍ଜିନାର ପତକା ଦୁ'ପାଶେ ଦୋଷାଲେ ଶୋଭା ପାଛେ । ବେଶେର ସାମନେ ଏକଜନ ବୈଇଲିଫ ବ'ସେ ଝିମୁଛେ ।

ଜ୍ୟାକ ତାର ହାତ ଘଡ଼ିଟା ଦେଖଲୋ । ନିରାପଦ ରକ୍ଷିତା ଠିକଠାକ ମତୋ ଅନ୍ଧାଳେ ଆହେ କିନା ସେଟା ଧତିଯେ ଦେଖଲୋ । ସାଂବାଦିକଦେର ଡାଟଲାଟା ବାଡ଼ହେ । ସେଟା ଦେଖେ ଏକଟୁ ବିବକ୍ତ ହଲୋ ମେ । ରିପୋର୍ଟରରା ହଲୋ କୋଣୋ ଡିଫେନ୍ ଏଟର୍ନିର ମେନ୍ତା ବକ୍ଷ ଅଧିକ ଯାଜେ ଶକ୍ର । ରିପୋର୍ଟରରା ଏକଟା ବିଶେଷ ବିବାଦୀ କିଂବା ଏକଟା ବିଶେଷ ମାମଲାର ବ୍ୟାପାରେ କି ଭାବହେ ସେଟାର ଓପର ଅନେକ କିନ୍ତୁଇ ନିର୍ଭର କରେ । ମହିଳା ସାଂବାଦିକରା ଧର୍ମଗେର ମାମଲାର ବିବାଦୀକେ ରାଯେର ଆଗେଇ ଧର୍ଷକ ହିସେବେ ଘୋଷଣା ଦିଯେ ବ'ସେ । ଏକଇ କାରଣେ ଯେ ଲୋକ ଏକଜନ ମହିଳାକେ ନିର୍ମଭାବେ ଧୂନ କରେଛେ ତାର ବ୍ୟାପାରେ ତାଦେର ମନୋଭାବ ପ୍ରିକମହିସି ହବେ । ଜୁଥାରେର ଭାଗ୍ୟ ଧାରାପ । ଏକେ ତୋ ନିହିତ ଏକଜନ ମେଧେ ତାର ଓପର ଧର୍ମୀର ହାତୀ । ନାରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ, କାରୋ କାହିଁ ଥେକେଇ ମେ କୋଣୋ ଅନୁକର୍ମୀ ପାବେ ନା ।

ଜ୍ୟାକ ଇତିମଧ୍ୟେଇ ଲୁମ ଏୟାଞ୍ଜ୍ଲେସ ଥେକେ କରେକ ଡଜନ ଫୋନ ପେଯେଛେ । ମିନେମା, ଟିଭି ସିରିଯାଲ ନିର୍ମାଣକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତାରା । ଜୁଥାରେ ଗର୍ଭଟା କିନତେ ଚାଯ । ମାମଲା ଏକ ହତେ ନା ହତେଇ ଏହି ଅବଶ୍ଵା । ତାରା ଗଲ୍ଲର ବିନିମୟେ ବେଶ ଭାଲୋ ଅଂକେର ଟାକା ଦିତେ ଚାନ୍ଦ । ହୟତେ ତାଦେର କଥାଯ ରାଜି ହେୟା ଉଚିତ ତାର । ତବେ ଏକ ଶର୍ତ୍ତେ । ମେ ଯଦି ଆପନାରେକେ କିନ୍ତୁ ବିଲେ ତବେ ଆମାକେ ଯେନୋ ସେଟା ଦୟା କରେ ଜାନାନ । କାରଣ ଏହି ମୁହଁତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କାହିଁ ଥେକେ ଆୟି କିନ୍ତୁଇ ପାଇନି ।

ରାତ୍ରାର ଦିକେ ତାକାଲୋ ମେ । ମଶକ୍ର ପ୍ରହରୀରୀ ତାକେ ଶକ୍ତି ଦିଲେଓ ଏଟାଓ ତୋ ଠିକ ଆଗେର ଘଟନାଯ ଚାରପାଶେ ପୁଲିଶ ଥାକା ସବ୍ବେଓ ତଳି ହୟେଇଲୋ । ତବେ ଏକ୍ଷେତ୍ର ତାରା ଆଗେଭାଗେଇ ସତର୍କ ହୟେ ଆହେ । ସର୍ବତ୍ର ନିୟମ୍ବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରଲେଓ ଏକଟା ଡିଜିନିମ ତାରା ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟେ ଆନହେ ନା, ସେଟା ହଲୋ ରାତ୍ରାଟା । ଓଥାନ ଥେକେଓ ତୋ କିନ୍ତୁ ହତେ ପାରେ ।

ଏକଟା ମୋଟର ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଦିକେ ରିପୋର୍ଟର ଏବଂ ସାଧାରଣ କିନ୍ତୁଇ ହଲୀ ଦର୍ଶକରା ହୃଟେ ଗେଲେ ଜ୍ୟାକ ନେଦିକେ ତାକାଲୋ । ପ୍ରଥମେ ମେ ଭାବଲୋ ପ୍ରାଣଟାର ମୂଳଭାବ ବୋଧହୟ ଏନ୍ଦେହେ । କିନ୍ତୁ ପରକଣେଇ ଦେବତେ ପେଲୋ ସିନ୍ଦ୍ରେଟ ସାର୍ଭିସେର ଜାନଟା । ସାମନେ ପୂଲିଶେର ମୋଟର ସାଇକେଲ । ଅବଶ୍ୟେ ଦୁଟୋ ଆମେରିକାନ ପଞ୍ଜକା ଲାଗନୋ ଲିମୋଟାକେ ମେ ଦେବତେ ପେଲୋ ।

ଗାଡ଼ି ଥେକେ ରିଚର୍ଭକେ ନାମତେ ଦେବଲୋ ଜ୍ୟାକ । ତାର ପେଛନେଇ ମେଇ ଏଜେନ୍ଟ ଲୋକଟା ଯାର ମସି ଏବଂ ଆଗେ ମେ କଥା ବଲେହେ । ବାର୍ଟନ । ଏଟାଇ ଲୋକଟାର ନାମ । ହାନଦିଲ ଏକଜନ । ତାର ଦୁ'ଚୋର ରାଡାରେର ମତୋ ଚାରପାଶେ ଘୁରହେ । ସିନ୍ଦ୍ରେଟ ସାର୍ଭିସେର ଜାନଟା ରାତ୍ରାର ଓପାରେ ପାର୍କ କରା ଆହେ । ସେଟାର ପାଶେଇ ଏକଟା ପୋଡ଼ିଯାମ ରାଖା ।

জ্যাক তার পাশে ব'সে থাকা বেইলিফের দিকে সপ্তশ্ল দৃষ্টিতে তাকালো ।

“সাতাশ বছর ধরে এখানে আছি, কখনও এই লোককে এখানে দেখিনি । এখন সে এখানে এক বছরে দু দু'বার এলো ।”

জ্যাক তার দিকে তাকিয়ে হাসলো । “আরে, আপনার বঙ্গ যদি আপনার নির্বাচনী প্রচারণাতে দশ মিলিয়ন ডলার দেয় তবে আপনিও এরকম করবেন ।”

“আপনার বিরুদ্ধে দেখছি সব হোমড়া চোমড়া ব্যক্তিরা আছে ।”

“সেটা ঠিক, আমিও সঙ্গে ক'রে রাঘব বোয়াল মারার হাতিয়ার নিয়ে এসেছি..”

“আমার নাম স্যামুয়েল, স্যামুয়েল লং ।”

“আমি জ্যাক প্রাহাম ।”

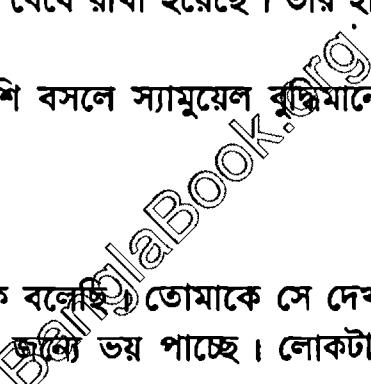
“সেটাই আপনাকে আনতে হবে । আশা করি সেটাতে ধার দিয়ে এনেছেন ।”

“তো, আপনি কি মনে করছেন, স্যামুয়েল, আমার মক্কেল ন্যায্যবিচার পাবে এখানে?”

“আপনি যদি প্রশ্নটা দুই তিন বছর আগে করতেন তবে হ্যাঁ বলতাম ।” সে লোকজনের জটলার দিকে তাকালো । “আপনি করেছেন আজকে, আমি বলবো আমি জানি না । কোন্ কোটে আপনি আছেন তাতে কিছুই যায় আসে না । সুপ্রকোটই হোক আর ট্রাফিক কোর্ট, সব বদলে গেছে । কেবল যে কোর্টই বদলেছে তা নয়, সবকিছুই বদলে গেছে । সবাই বদলে গেছে । সারা দুনিয়া বদলে গেছে, এছাড়া আমি আর কিছুই জানি না ।”

তারা দু'জনেই আবার জানালার দিকে তাকালো ।

কোর্টুমের দরজা খুলে গেলে দেখা গেলো কেইট প্রবেশ করছে । জ্যাক তার দিকে তাকালো । আজকে সে কোনো কোর্টুম পোশাক পরেনি । কালো স্কার্ট আর ব্রাউজ পরেছে । চুলগুলো উল্টো ক'রে আঁচড়ে বেঁধে রাখা হয়েছে । তার হাতে একটা কোট ।

তারা দু'জনে কাউন্সেল টেবিলে পাশাপাশি বসলে স্যামুয়েল  মতোই ওখান থেকে চলে গেলো ।

“সময় হয়ে গেছে, কেইট ।”

“জানি ।”

“শোনো কেইট, ফোনে যেমনটা তোমাকে বলেছি । তোমাকে সে দেখতে চাচ্ছে না তা নয়, সে আসলে ভয় পাচ্ছে । তোমার জন্যে ভয় পাচ্ছে । লোকটা তোমাকে সবকিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসে ।”

“জ্যাক, সে যদি কথা বলতে না শুন করে, তুমি তো জানো তার কি হবে ।”

“হয়তো, তবে আমার কাছে কিছু জিনিস আছে অগ্রসর হবার জন্যে । সরকারী মামলাগুলো সবাই যেমন ভাবে ততোটা নিশ্চিন্দ্র নয় ।”

“তুমি সেটা কিভাবে জানো?”

“এ ব্যাপারে আমার উপর আস্থা রাখো । বাইরে প্রেসিডেন্টকে দেখেছো?”

“সেটা কি না দেখে উপায় আছে? কেউ আমাকে এখানে চুকতে খেয়ালই হুরেনি । আমার জন্যে এটা ভালোই হয়েছে ।”

“তিনি সবাইকে পেছনের বেঞ্চে বসিয়ে নিজেই সব কৃতিত্ব নিতে চাচ্ছেন।”

“সে কি এসেছে?”

“জন্মদি এসে পড়বে ।”

কেইট তার পার্স খুলে কিছু গাম বের করলে জ্যাক তার দিকে চেয়ে হাসলো ।

“তার সঙ্গে কি আমি অস্ততপক্ষে ফোনে কথা বলতে পারবো না?”

“দেখি কী করা যায় ।”

তারা দু'জনে বসে অপেক্ষা করতে লাগলো । জ্যাক কেইটের একটা হাত ধরলো । তারা বেঞ্চের দিকে চেয়ে আছে যেখানে কিছুক্ষণের মধ্যে কার্যক্রম শুরু হবে । কিন্তু এখন তারা কেবল অপেক্ষা করছে । এক সঙ্গে ।

* * *

পাশের দরজার কাছে এসে সাদা রঙের ভ্যান্টা থামলো । সেদেশ ফ্রাংক ভ্যানের পেছন থেকে হাতে ওয়াকিটকি নিয়ে বের হয়ে এলে দু'জন অস্ত্রধারী ভ্যানটার পাশে এসে সতর্ক দৃষ্টিতে চারপাশে তাকালো । এটা ভালো । কয়েক সেকেন্ড পরে হাতে-পায়ে শেকল পরা অবস্থায় বের হয়ে এলো লুথার হুইটনি । তার পরনে সুট-টাই, তবে তার উপর একটা ওভার কোট চাপানো আছে । দু'পাশে দু'জন সশস্ত্র পুলিশ তাকে কোর্ট হাউজের ভেতরে নিয়ে যাবার জন্যে এগিয়ে গেলো ।

“বানচোত হারামজাদা ।” খুব আন্তে ক'রে বললেও দু'জন অফিসারই কেছু একটা জনতে পেয়ে খুব অবাক হলো । তারপর তাদের সমস্ত মনোযোগ একটা দিকেই ধাবিত হলো ।

লুথারের হাটুটা বেঁকে গেলো । প্রথমে দু'জন অফিসারই ভাবলো সে হয়তো তাদের কাজটাকে কঠিন করার জন্যে এটা করছে, কিন্তু তার মুখের পাশ দিয়ে রক্ত ঝরতে দেখে তাদের পূর্বের ধারণা বদলে গেলো । তাদের একজন লুথারের হাত ধরে জোরে চিংকার দিলো । অন্যজন অস্ত্র বের ক'রে গুলিটা কোথেকে এসেছে সেটা বোঝার চেষ্টা করলো । এরপর যা হলো সেটা ওখানে উপস্থিত বেশিরভাগ লোকের কাছে ধোঁয়াটে বলে মনে হলো । লোকজনের চিন্মাচলিতে গুলির শব্দটা স্পষ্ট ক'রে কেউ জনতে পায়নি । অবশ্য সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টরা জনতে পেয়েছিলো । মুহূর্তেই বাঁচন প্রেসিডেন্টকে মাটিতে শুইয়ে দিলো । বিশ জন কালো পোশাকের অটোমেটিক অস্ত্রধারী তাঁকে ঘিরে ফেললো সঙ্গে সঙ্গে ।

সেদ ফ্রাংক দেখলো সিক্রেট সার্ভিসের ভ্যানটা সাঁই ক'রে ছুটে যাচ্ছে লোকজনের ভীড় ঠেলে। প্রেসিডেন্টের জটলার সামনে এসে সেটা থামলো। এক এজেন্ট ভ্যান থেকে মেশিনগান নিয়ে বের হয়ে এসেছে। ওয়াকিটকিতে সে কাউকে কিছু নির্দেশ দিলো।

ফ্রাংক তার লোকজনকে পুরো এলাকাটি ঘিরে ফেলার নির্দেশ দিলো। প্রতিটি রাস্তার সংযোগস্থল আর আশপাশের ভবনগুলোতে তল্লাশী চালানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। খুব জলদিই ট্রাকে ক'রে আরো পুলিশ এসে পৌছাবে। কিন্তু ফ্রাংক জানে খুব বেশি দেরি হয়ে গেছে।

ফ্রাংক মুহূর্তেই লুথারের কাছে ছুটে গেলো। একটা এ্যাম্বুলেন্সে ডাকা হয়েছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটা এসে পড়বে। লুথারের মুখটা ইতিমধ্যেই ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। চোখ দুটো নির্লিপ্ত। হাতের আঙুলগুলো অঁকড়ে আছে। লুথার হাইটনির মাথায় দুটো ফুঁটো দেখা যাচ্ছে। কোনো সুযোগই রাখা হয়নি।

ফ্রাংক মৃতের চোখ দুটো বক্ষ ক'রে দিয়ে চারপাশে তাকালো। প্রেসিডেন্টকে মাটি থেকে তুলে লিমোতে ওঠানো হয়েছে। লিমো আর ভ্যানটা সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থল ত্যাগ করলো। রিপোর্টাররা নিহতের চারপাশে ছুটে এলো হড়মুড় ক'রে। কিন্তু ফ্রাংক তার লোকজনকে ইশারা করলো তাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে।

সেদ ফ্রাংক লবির দিকে তাকালো। ঠাণ্ডা আবহাওয়া থাকা সত্ত্বেও নিজের কোটটা খুলে লুথারের মুখটা ঢেকে দিলো।

হেন্দ্রা শুনে জ্যাক জানালা দিয়ে তাকালে তার হাত পা সঙ্গে সঙ্গে কাঁপতে শুরু করলো। কপাল বেয়ে দরদর ক'রে ঘাম ঝরে পড়তে লাগলো তার।

“এখানেই থাকো, কেইট।” তাকে বললো সে। কেইট একেবারে জামে গেছে।

ভেতরের ঘর থেকে স্যামুয়েল ছুটে এলো।

“কি হয়েছে?”

“স্যামুয়েল, ওর দিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন।”

স্যামুয়েল মাথা নেড়ে সায় দিলে জ্যাক দ্রুত ওখান থেকে লেন্ট হয়ে গেলো।

বাইরে বের হতেই জ্যাক শতশত পুলিশ দেখতে পেলো। সে কখনও এতো পুলিশ একসঙ্গে দেখেনি। সবাই তার দিকে তাকালো। কোটের নিচে একটা শরীর দেখা যাচ্ছে। রক্ত বেয়ে বরফের মধ্যে গড়িয়ে পড়ছে। ফ্রাংকের চোখে-মুখে ক্ষোভ আর ঘৃণা ফুটে উঠেছে। হয়তো বাকি জীবনে কেউই ঘটনাটা ভুলতে পারবে না।

অবশ্যে লাশের সামনে হাঁটু মুড়ে বসলো কিন্তু কোটটা সরিয়ে লুথারের মুখটা দেখার সাহস পেলো না জ্যাক। পেছনে তাকিয়ে দেখলো কেইট দাঁড়িয়ে আছে।

সোজা সামনের দিকে চেয়ে আছে সে। কোটটা পরা নেই ব'লে ঠাণ্ডায় একটু কাঁপছে। তার দৃষ্টিতে অন্যমনক্ষভাব। জ্যাক উঠে তার কাছে যেতে চাইলেও পায়ে কোনো শক্তি পেলো না। ওগুলো যেনো অবশ হয়ে গেছে। একটু আগেও তার বক্সুর

ଜନ୍ମ, ଉତ୍ସୁଳ ଜନ୍ମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଣ୍ଠ ଉଦ୍‌ବନ୍ଧା ହିଲୋ ତାର ବଧୋ । ଏକ ଲହରୀ ମେଇ
ପଞ୍ଚ ହେଲେ ନିରୁଦ୍ଧ୍ୟ ଘରେ ଗେହେ ।

ଫୁଲମୁଖ ସହାଯୋ ମେ ଡିପ୍ଟି ଦଂକ୍ରିସ୍ଟ କେଇଟେର କାହେ ଗେଲୋ । ଜୀବନେ ଏହି ପ୍ରସମ୍ଭ
ଲେଜ୍ସ ଡିପ୍ଲୋଗ୍ଯାରୀ କୋମୋ ଅପ୍ରକାଶ କରିଲେ ନା । ଆଲୋକଚିଟ୍ଟୀରାଓ ଦୂର୍ଭାଗ୍ୟ
ଦୂର୍ଭାଗ୍ୟ ହବି ଚାଲିଲେ ହୃଦୟ ପେହେ ଯେଲୋ । କେଇଟ ଆତେ କରେ ତାର ବାବାର ପାଶେ ବସେ
ପଞ୍ଚ ଟଙ୍କା କାହେ ଦାତ ଦାଖଲୋ । କେବଳ ଶୈତା ପ୍ରବାହେର ଶବ୍ଦି ଶୋନା ଯାଇଁ ଏଥିନ ।
ଏବୁ ପର ଦୂର ବେଳେ ଏୟାମୁଲେସେର ସାଇରେନେର ଶବ୍ଦି ଶୋନା ଗେଲେ କମ୍ପେକ ମୁଦୁର୍ତ୍ତରେ
ଜନ୍ମ ବିଭିନ୍ନ କାଉଟିଗ୍ କୋର୍ଟହାଉଡ଼ ପ୍ରାପ୍ତି ଯେନୋ ଥମକେ ଗେଲୋ ।

* * *

ଶିବାଟା ତାଙ୍କେ ଶହରେ ଫିରିଯେ ନିଯେ ଯାଇଁ । ଏମାନ ରିଚମଭ ନିଜେର ଟାଇଟା ଆଲଗା
କରେ ସୋଡା ଓ ପାଟାରେ ଚମୁକ ଦିଲୋ । ଆଗାମୀକାଲେର ପତ୍ରପତ୍ରିକାଯ ଶିରୋନାମଗୁଲୋ କୀ
ହାତ ପାରେ ମେଇ କଥା ଭାବଲେନ । ଆଜକେ ଡିନି ନିଜେର କାଜେର ଶିଡିଉଲ ଠିକିଇ ବହାଲ
କରିବେନ । ପାଥରେର ମତୋଇ କଠିନ ପ୍ରେସିଡେନ୍ ତିନି । ତାର ଚାରପାଶେଇ ଶୁଣି ହେଁ
ଦିଲୁ ତିନି ଡଯେ ପାଲାନନ୍ତି । ଡରୁକେ ଯାନନ୍ତି । ଦେଶ ପରିଚାଳନାର କାଜେ ଅଟମ ରହେଛନ ।
ଦେଶକେ ନେତ୍ର୍ୟ ଦିଲେଛନ । ଏଜନ୍ୟେ ସାମନେର ନିର୍ବାଚନେ କମପକ୍ଷେ ଦଶ ପରେନ୍ଟ ବେଶ
ପାବେନ । ଆର ଖୁବ ସହଜେଇ ସେଟା ପେଯେ ଗେଲେନ । ଆମେ, ସତ୍ୟକାରେର ଚ୍ୟାଲେଶ୍ୱର
ମୁଖୋମୁଖି ତିନି କବେ ହବେନ ?

ବିଲ ବାର୍ଟନ ତାଙ୍କ ଦିକେ ତାକାଳେ । ଶୁଦ୍ଧାର ହଇଟନି ଏଇମାତ୍ର କଲିନେର ମାରଣଘାତି
ବୁଲ୍ମଟ ବେଯେ ଶେଷ ହେଁ, ଆର ଏହି ଲୋକଟା କିନା ଏଥିନ ଆରାମେ, ବରଂ ବଳ ଚଲେ
ନିରିକ୍ଷାରଭାବେଇ ସୋଡା ପାନ କରେ ଯାଇଛନ । ବାର୍ଟନେର କାହେ ଅସହ୍ୟ ଲାଗଲୋ । ଏଥିନା
ତୋ ସବ ଶେଷ ହୟନି । ଏରକମ କିଛିର ପେଛନେ ମେ ଧାକବେ ଏଟା କର୍ମକୁ ଦୂର୍ଭ୍ୱପ୍ରେତ
ଭାବେନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେଓ ତୋ ବାକି ଜୀବନଟା ମୁକ୍ତମାନୁଷ୍ଠାନ ହୟ କାଟାଫେ ଇବେ । ମେ ଏମନ
ଏକଜନ ଲୋକ ଯାକେ ତାର ସନ୍ତାନରା ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ, ଯଦିଓ ମେ ନିଜେକେ ଏଥିନ ଆର ଶ୍ରଦ୍ଧା
କରିଛେ ନା ।

ପ୍ରେସିଡେନ୍ଟକେ ଦେବେ ବାର୍ଟନେର ମନେ ହଲୋ ଏହି ଶୁଯେରେ ବାଚାଟା ନିଜେକେ ଗର୍ବିତ
ମନେ କରିଛେ । ନିଜେକେ ବାଚାତେ ପେରେ ଗର୍ବିତ ଏବଂ କାନ୍ତିବ୍ୟାଧ କରିଛେ । ଏହି ହଲୋ ଜନ
ମାନୁଷେର ନେତା । ହାୟରେ କପାଳ ।

ବାର୍ଟନେର ମନେ ପାତ୍ର ଗେଲୋ ରିଚମଭେର ସଙ୍ଗେ ତାର ମିଟିଂଟାର କଥା । ମେ ତାର ବସକେ
ସବକିଛୁ ଜାନିଯେ ଦିଯେଛେ । ରାସେଲ ତାଙ୍କେ କିଛୁ ବାଖ୍ୟା କରାର ଆଗେଇ ଏଟା ମେ କରିଛେ ।

ରିଚମଭ ତାଦେର ଦୁଇଜନେର ଦିକେଇ ତାକିଯେ ଛିଲେନ କିଛୁକ୍ଷଣ । ବାର୍ଟନ ଏବଂ ରାସେଲ
ପାଶାପାଶି ବସେ ଛିଲୋ । ଦରଜାର ପାଶେ ଛିଲୋ କଲିନ । ତାରା ବସେଛିଲୋ ଫାର୍ଟ
ଫ୍ୟାରିଲିର ପ୍ରାଇଭେଟ କୋଯାର୍ଟାରେ । ହୋଯାଇଟ ହାଉ୍ଜେର ଏକଟା ଅଂଶ ସେଟା, ତବେ ଖୁବେଇ

সংক্ষিপ্ত জায়গা । কাউকে, বিশেষ ক'রে ছনসাধারণকে সেটা দেখাব অনুরুচি নেই হয় না । প্রেসিডেন্টের পরিবারের বাকি সদস্যরা ছুটি কাটাতে গেছে । আর সেই পরিবারের সবচাইতে উরুত্তপূর্ণ ব্যক্তিটি মোটেই ভালো বেজাজে ছিলো না ।

বার্টন যখন প্রেসিডেন্টকে জানালো চিঠি খোলার চাকুটা কিভাবে বেহাত হয়েছে প্রেসিডেন্টের রক্ত ঘমে ঠাণ্ডা হয়ে গেলো । কথাটা বার্টনের মুখ থেকে উনেই তিনি চিক অব স্টাফ রাসেলের দিকে তাকালেন ।

কলিন যখন জানালো রাসেল তাকে নির্দেশ দিয়েছিলো চাকুতে লেগে থাকা রক্ত না মুছতে তখন প্রেসিডেন্ট অনেকটা আগ্রাসীভাবেই রাসেলের সামনে এসে দাঁড়ালেন । রাসেল তার মুখটা পেছনের দিকে সরিয়ে নিলো ভয়ে । তাঁর দৃষ্টিতে বিক্ষেপণ । অবশেষে রাসেল দুঃহাতে নিজের মুখ ঢেকে ফেললো । তার বগলের নিচে ঘাম ঝরতে উরু করেছে । গলা উকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে ।

রিচমন্ড আস্তে ক'রে চেয়ারে বসে তাঁর ককটেলে বরফ ঢেলে জানালার দিকে তাকালেন । তাঁর পরনে সুট পরা থাকলেও টাইটার গিট এখনও লাগানো হয়নি । কিছুক্ষণ তিনি উদাস হয়ে জানালার দিকেই চেয়ে রইলেন । অবশেষে মুখ খুললেন ।

“কতো দিন লাগতে পারে, বার্টন?”

“কে জানে? হয়তো চিরকাল।”

“তুমি তার চেয়েও ভালো জানো । আমি তোমার পেশাদারী মূল্যায়ন চাইছি।”

“আজ হোক কাল হোক সেটা ঘটবেই । তার এখন একজন আইনজীবি আছে । যেভাবেই হোক লোকটা কাউকে না কাউকে ওটা দেখাবেই ।”

“ওটা কোথায় আছে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা আছে কি?”

“না, স্যার । পুলিশ তার বাড়ি এবং গাড়িটা তল্লাশী করেছে । তারা যদি চাকুটা খুঁজে পেতো তবে আমি জানতাম।”

“কিন্তু তারা তো জানে ওটা সুলিভানের বাড়ি থেকে উধাও হয়েছে?”

বার্টন সায় দিলো । “পুলিশ বুঝতে পেরেছে ওটা খুবই উরুত্তপূর্ণ জিনিস । ওটা পেলে তারা সব বের ক'রে ফেলতে পারবে ।”

প্রেসিডেন্ট উঠে টেবিলের পাশে দাঁড়ালেন । এই অসম্ভব গৃহে চিক অব স্টাফের জন্যে তার সব কিছু আজ বিপর্যয়ের মুখোমুখি । মহিলার ডেকাঞ্জু তাকে শেষ ক'রে দিচ্ছে ।

“সুলিভান কাকে ভাড়া করেছে সে সম্পর্কে ক্ষেত্রে ধারণা আছে কি?”

আবারো বার্টনই জবাব দিলো । রাসেল চুপ মেরে আছে । কলিন আছে কেবল এটা জানতে যে, তাকে কী করতে হবে । “ত্রিশ চল্লিশ জন দামি পেশাদার লোকদের একজন হবে । তবে সে যেই হোক না কেন সট্টকে পড়েছে ।”

“কিন্তু তুমি তো আমাদের বন্ধুর কথাটা গোয়েন্দা লোকটিকে জানিয়ে দিয়েছো?”

“সে কেবল জানে আপনি ‘নির্দেশভাবে’ ওয়াল্টার সুলিভানকে বলেছেন কোথায়

ଏବଂ କରନ ହବେ । ଲୋକଟା ବେଶ ଶୁଦ୍ଧିମାନ । ମା ବଲଲେବେ ମେ ଠିକଇ ଏଟା ମେର କ'ରେ
କେବଳତୋ ।”

ପ୍ରେସିଡେଟ୍ ଟେବିଲ ଥେକେ ଫିନ୍ସ୍ଟାଲେର ଏକଟା ପିସ ଟୁଲେ ମିଥେ ଦେଯାଲେ ଛୁଟେ
ମାଗଲେନ । ତେଣେ ଟୁକରୋ ଟୁକରୋ ହସେ ଗେଲେ ସେଟା । “ଧ୍ୟାନ୍ତୋପିନ୍ଦା । ମେ ଯଦି ତାଙ୍କୀ
ମିସ୍ ନା କରତୋ ତବେଇ ଭାଲୋ ହେବୋ ।”

ବାସେଲ କାର୍ପେଟେର ଉପର ପଢ଼େ ପାକା ଫିନ୍ସ୍ଟାଲେର ଟୁକରୋତଳୋର ଦିକେ ତାଙ୍କାଲୋ । ଏ
ଯେନେ ତାର ନିଜେର ଜୀବନେର ପ୍ରତିଚ୍ଛବି । ଏତୋ ବନ୍ଦରେର ସାଧନା-ଶ୍ରୀ ସବହି ଏତାବେ ଶେଷ
ହେଁ ଗେଲେ ।

“ପୁଲିଶ ସୁଲିଭାନେର ପିତ୍ତୁ ନେବେ । ଆମି ଗୋଯେନ୍ଦାକେ ବୋଥାତେ ସନ୍ଦର୍ଭ ହେଯାଇ ଯେ,
ଏତେ ସୁଲିଭାନେର ଅଭିଭାବକ ଥାକାର ସଥାବନା ଆହେ ।” ବାର୍ଟନ ପେମେ ଆବାରୋ ବଲତେ
ଲାଗଲୋ । “କିନ୍ତୁ ମେ ଏକଜନ ସନ୍ଦେହଭାବନ ହେଁ ଓ ସବ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥିକାର କରବେ । ତାଙ୍କା
କୋନୋ କିନ୍ତୁଇ ପ୍ରମାଣ କରତେ ପାରବେ ନା ।”

ରିଚମନ୍ ଘରେ ପାଯଚାରି କରତେ ଲାଗଲେନ । ତାକେ ଏକଟା ଅନୁଷ୍ଠାନେ ଯେତେ ହବେ । କିନ୍ତୁ
ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ତିନି ଭାବହେନ କିଭାବେ ଏକଜନକେ ଖୁବ କରଲେ ତାର ଦୋଷ କାରୋର ଓପର
ଚାପାନୋ ଯାବେ ନା, କାଉକେ ସନ୍ଦେହ କରା ଯାବେ ନା ।

“ମେ ଯଦି ଆବାରୋ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଏବଂ ସଫଳ ହୟ ତାହାପେ କି ହବେ?”

ବାର୍ଟନକେ ହତଭ୍ୟ ଦେଖାଲୋ । “ସୁଲିଭାନ କୀ କରବେ ସେଟା ଆମରା କିଭାବେ ନିୟମ୍ବନ
କରବୋ?”

“ଆମରା ନିଜେରା ଏଟା କରଲେ ।”

କଯେକ ମିନିଟ ଧରେ କେଉଁ କୋନୋ କଥା ବଲଲୋ ନା । ବାସେଲ ଅବିଶ୍ୱାସେର ମଧ୍ୟ ତାର
ବସେର ଦିକେ ତାଙ୍କାଲୋ । ଲୋକଟା ବଲହେ କିମ୍ବା!

ଅବଶେଷେ ବାର୍ଟନ ମୁଖ ଖୁଲଲୋ । “ଆମି ନିଶ୍ଚିତ ନଇ ପୁଲିଶ ସୁଲିଭାନଙ୍କୁ ଏତୋଟା
କ୍ଷାପା ଭାବବେ । ଆମରା ଯଦି ଟୁଇଟନିକେ ଫେଲେ ଦେଇ, ଆମି ନିଶ୍ଚିତ ନଇ ତାରା
ସୁଲିଭାନକେଇ କେବଳ ସନ୍ଦେହ କରବେ ।”

ପ୍ରେସିଡେଟ୍ ପାଯଚାରି ଥାମିଯେ ବାର୍ଟନେର ସାମନେ ଏମେ ଝାଇବାଲେନ । “ପୁଲିଶକେଇ
ପୁଲିଶେର ଅନୁମାନଟା କରତେ ଦାଓ ।”

ବାନ୍ଧବତା ହଲୋ ହୋଯାଇଟ ହାଉଁ ପୁଣରମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରେସିଡେଟେର ଆର ଓ ଯାନ୍ତାର
ସୁଲିଭାନେର ପ୍ରୟୋଜନ ନେଇ । ତାହାଡା, ଇଉତ୍ରେନ ମାନ୍ଦ୍ରାଟାର ବ୍ୟାପାରେ ରିଚମନ୍‌ର ଯେ ଦାୟ
ରମ୍ଯେତେ ତାର ଜନ୍ୟ ତାଙ୍କେ ରାଜନୈତିକଭାବେ ବେଶ ବିପାକେ ପଡ଼ିବି ହଚେ । ସୁଲିଭାନ
ଫେଂସେ ଗେଲେ ଏହି ବିପାକ ଥେକେ ଓ ମୁକ୍ତ ହିତେ ପାରବେନ ତିନି ।

“ଏମାନ, ତୁମି ଚାଚେହା ସୁଲିଭାନକେ ଏକଟା ହତ୍ୟା ମାମଲାଯ ଫଂସାତେ?” ଏହି କଥାଟାଇ
ହଲୋ ବାସେଲେର ବଳା ପ୍ରଥମ କଥା । ତାର ଚୋଖେ ମୁଖେ ବିଶ୍ୱଯ ଆର ବିହବତା ।

ତାର ଦିକେ ତିନି ତ୍ୟକ୍ତବିରକ୍ତ ମୁଖେ ତାଙ୍କାଲେନ ।

“এলান, এসব কী বলছো, ভেবে দ্যাখো। ইনি হলেন ওয়ান্টার সুলিভান, কোনো রাস্তাঘাটের লোক নন।”

রিচমন্ড হাসলেন। মহিলার বোকাখীতে তিনি মজা পেলেন। তাকে যখন এখানে নিয়ে এসেছিলেন তখন তাকে খুবই বুদ্ধিমতি আর অসম্ভব উজ্জ্বল ব'লে মনে হয়েছিলো তাঁর। তিনি আসলে ভুল ভেবেছিলেন।

তিনি হিসেব ক'রে দেবেছেন। সুলিভানের ফেঁসে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বিশ শতাংশ। সুলিভান বেশ ধনী আর প্রভাবশালী। নিজেকে রক্ষা করতে সে সক্ষম হবে। কিন্তু যদি না পারে? এজন্যেই তো তাদের কাছে জেলখানা রয়েছে। তিনি বার্টনের দিকে তাকালেন।

“বার্টন, তুমি বুঝেছো?”

বার্টন কোনো জবাব দিলো না।

প্রেসিডেন্ট স্পষ্ট ক'রে বললেন, “তুমি ঐ লোকটাকে তার আগেই খুন করবে, বার্টন। তা না হলে আমাদের সবার জন্যে ভীষণ বিপদ অপেক্ষা করছে। বুঝলে?”
রিচমন্ড একটু থেমে আবারো প্রশ্নটা করলেন।

বার্টন অবশ্যে উঠে দাঁড়িয়ে শান্তকণ্ঠে বললো, “বুঝেছি।”

পরের দু'ঘণ্টা ধরে তারা তাদের পরিকল্পনাটা সেরে ফেললো।

সিক্রেট সার্ভিসের দু'জন এজেন্ট এবং রাসেল চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালে প্রেসিডেন্ট রাসেলের দিকে তাকালেন। “তাহলে গ্রোরিয়া, আমাকে বলো, টাকাগুলোর কি হলো?”

রাসেল তাঁর দিকে সোজা তাকালো। “আমি টাকাগুলো তাকে দিয়ে দিয়েছি।”

দরজাটা বন্ধ হলে প্রেসিডেন্ট হাসলেন। ভালো। উপভোগ করো, লুথার হাইটনি। যদি সময় পাও তো উপভোগ করো। শালার যতোসব তুচ্ছ বদমাশ।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৩

ওয়াল্টার সুলিভান চেয়ারে একটা বই দাতে নিতে বসে আছে, তবে বইটা লেখোঁচনি। তার মন বিক্ষিপ্ত। বাবু বাবু সেই ঘটনাটা ভাবছে, যা মনে হচ্ছে একেবাবেই অপদীনি। একেবাবেই সহযোগিনী একটা ঘটনা। তার বউকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত একজনকে খুন করার কাজে একজনকে ভাড়া করেছিলো। কাজটা ব্যর্থ হয়ে গেছে। অবশ্য এতে সুলিভান শুণিই হয়েছে। প্রচও বেদনায় আক্রান্ত হয়ে এমন জরুর একটা দূল সে করতে যাচ্ছিলো। সত্তা সমাজের মানুষ হিসেবে কিছু দ্বিঘৃত-কানুন মেনে চলতে হয়, অবজ্ঞদের অবশ্য এসবের বাকাই নেই। তার বেদনাটা মতো তীক্ষ্ণ হোক না কেন সে তো একজন সত্ত্ব মানুনই। সে নিয়ম-কানুন মেনেই চলবে।

একনময় সে সামনে দ্বারা পত্রিকার দিকে চেয়ে দেখলো। এখন থেকে অনেক দিন আগের হলেও এর বিষয়বস্তু এখনও তাকে পীড়ন করছে। এটাতে মনোযোগ দিতেই তার মনে একটা সন্দেহের দানা বাঁধতে তক্ষ করলো। ওয়াল্টার সুলিভান কেবল একজন বিসিয়নেয়ারই নয় তার ব্যয়ে অসাধারণ এবং সংবেদনশীল একটি মন। সব কিছু ব্যক্তিয়ে দেখে বিশ্বেষণ করাতে তার ঝুঁড়ি নেই।

পুথির ছাইটনি মাঝা গেছে। পুলিশ কাউকে সন্দেহ করতে পারছে না। সুলিভান সব খৌজ নিয়ে দেখেছে। যেদিন ঘটনাটা ঘটেছে সেদিন ম্যাককার্ট হংকংয়ে ছিলো। ওয়াল্টার সুলিভান তো তাকে এ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ আগেই দিয়েছিলো। কিন্তু তার বদলে অন্য কেউ এই কাজটা ক'রে ফেলেছে।

ওয়াল্টার সুলিভান ছাড়া এই ব্যাপারটা জানে কেবল ভাড়াটে খুনি নিজে।

সুলিভান তার পুরনো ঘড়িটার দিকে তাকলো। এখন সকাল সাজাই বাজে, আবু সে এখানে চার ঘণ্টা ধরে বসে আছে। দিনে চক্রিশ ঘণ্টা এখন তার কাছে খুব কম বসেই মনে হচ্ছে।

অনেক কিছু নিয়েই তার মন বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। তার মাথাটা বিগ্রামহীনভাবে কাজ করছে। সর্বশেষ সিএটি স্ক্যানে দেখা গেছে তার মণ্ডিক বিশ বছর বয়নের ছেলেদের মতো কার্যক্ষম আর এই কার্যক্ষম মাথাটাই এখন ব্যবহার করছে। কতিপয় অবীরামসিত বিষয়গুলোকে সমাধান করার পথেআছে সেটা।

ফোনটা তুলে একটা নামার ডায়াল করলে সঙ্গে সঙ্গেই ফোনে সেদ ফ্রাঁকের গলাটা শোনা গেলো।

“হ্যা, মি: সুলিভান, আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি?”

সুলিভান তার গলাটা পরিষ্কার করে নিলো। “ক্রিস্টি সম্পর্কে এর আগে আপনাকে যে তথ্য দিয়েছিলাম সে সম্পর্কে আমার একটা প্রশ্ন আছে। ইঠাং করেই ক্রিস্টিন যে বার্বারজে না গিয়ে এন্টেটে চলে গেলো সে সম্পর্কে।”

ফ্রাংক চেয়ারে নড়েচড়ে বসলো। “আপনার কি অন্য কিছু মনে পড়েছে?”

“আসলে আমি একটু খতিয়ে দেখতে চাচ্ছি যে, তার এই না যাওয়ার ব্যাপারে আমি আপনাকে কোনো কারণের কথা বলেছিলাম কিনা?”

“আমি আসলে বুঝতে পারছি না।”

“আমার বয়স হয়েছে। শরীরের একমাত্র হাঁড়গুলো ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। এটা আমি স্বীকার করছি। যাক্ষণে, আমি আপনাকে বলেছিলাম সে অসুস্থিতার কারণ বাড়িতে চলে গিয়েছিলো। মানে, আমার মনে হচ্ছে, আমি আপনাকে ঠিক এই কথাটাই বলেছিলাম।”

ফাইলটা বের করতে সেদ ফ্রাংকের একটু সময় লাগলো। যদিও সে জানে কি বলা হয়েছিলো তাকে। “আপনি বলেছিলেন সে, মানে ক্রিস্টিন কোনো কারণ বলেনি আপনাকে, মি: সুলিভান। কেবল বলেছিলো সে যাচ্ছে না, আর আপনিও এ নিয়ে চাপাচাপি করেননি।”

“আহ। আচ্ছা, তাহলে বুঝেছি। ধন্যবাদ, মি: ফ্রাংক।”

ফ্রাংক উঠে দাঁড়ালো। “একটু দাঁড়ান, মি: সুলিভান। আপনার কেন মনে হলো যে, আপনি আমাকে বলেছিলেন আপনার স্তৰী অসুস্থ? আসলেই কি সে অসুস্থ ছিলো?”

একটু চুপ রইলো সুলিভান। “আসলে না, লেফটেনান্ট ফ্রাংক। তার স্বাস্থ্য বেশ ভালো ছিলো। আপনার প্রশ্নের জবাবে বলছি, সাময়িক স্মৃতিভ্রষ্টের কারণে আমার মনে হয়েছিলো যে, আমি হয়তো আপনাকে অন্য কিছু বলেছি। আমার মনে হয় আমি বিগত দুই মাস ধরে নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করছি যে, ক্রিস্টিনের এই না যাওয়ার পেছনে অন্য কারণ রয়েছে। যেকোনো কারণ হতে পারে সেটা।”

“স্যার?”

“আমি মনে করি না কাকতালীয়ভাবে তার ঘটনাটা ঘটেছে। আমি ভাগ্যে বিশ্বাস করি না, লেফটেনান্ট। আমি মনে করি সব কিছুরই একটা উদ্দেশ্য রয়েছে। কারণ রয়েছে। আমার ধারণা ক্রিস্টিনের এই না যাওয়ার পেছনেও একটা কারণ ছিলো।”

“ওহ।”

“এই বৃন্দ লোকের খামোখা সব কথাবাতার যদি আপনি বিরক্ত হোন তবে তার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিছি।”

“মোটেই না, মি: সুলিভান।”

* * *

ফোনটা রেখে দেবার পর সেদ ফ্রাংক অন্যমনক্ষভাবে দেয়ালের দিকে পাক্কা পাঁচ মিনিট চেয়ে রইলো । এসবের অর্থ কি?

বিল বাট্টেনের কথা মতো ফ্রাংক বেশ ভালোভাবেই তদন্ত ক'রে দেবেছে সুলিভান তার স্ত্রীর হত্যাকারী হিসেবে অভিযুক্তকে বিচারের মুখোযুবি হবার আগেই ভাড়াটে খুনি দিয়ে খুন করিয়েছে কিনা । এই তদন্তটা ধীরগতির হয়ে যাচ্ছে । যে-ই এটা করেছে, বেশ দক্ষ হাতে করেছে । সুলিভানের মতো লোকের পক্ষে এমন দক্ষ লোক যোগাড় ক'রে গোয়েন্দাদের ঘূম হারাম ক'রে দেয়া সম্ভব । এই কথাটা ফ্রাংক বিশ্বাস করে ।

মুখারের মৃত্যুর পরের দিনই ফ্রাংক সঙ্গে সঙ্গে সুলিভানের অবস্থানের ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে দেখেছে । সেসময় ফ্রাংক মনে করেছিলো এই বৃক্ষই পর্দার আড়াল থেকে টিগার টিপেছে । কিন্তু এখন এই লোকের সঙ্গে কথা ব'লে তার সেই বিশ্বাসে চিড় ধরেছে । অনেক প্রশ্নের উদ্বেক হলেও নতুন কোনো উত্তর তার কাছে নেই ।

সেদ ফ্রাংক ব'সে ব'সে ভাবতে লাগলো এই মামলাটার দৃঢ়স্বপ্ন থেকে সে কখনও মুক্তি পাবে কিনা ।

* * *

আধ ঘণ্টা পর সুলিভান একটি স্থানীয় টেলিভিশন স্টেশনে ফোন করলো । এই জায়গায় তার বেশ প্রভাব রয়েছে । তার অনুরোধটি খুব সহজ-সরল । এক ঘণ্টা বাদে তার দরজার সামনে একটা প্যাকেজ ডেলিভারি এসে পৌছালো । তাদের একজন মহিলা কর্মচারী বাল্কটা তার হাতে দিলে সে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলো । দেয়ালের একটা অংশে লিভার আছে, সেটা টানলে ছোট প্যানেলটা আস্তে আস্তে সরে গেলে ছোট্ট একটা অডিও ক্যাসেটের ডেক দেখা গেলো । এটি একটা দামি হোম থিয়েটার । এক ম্যাগাজিনে ক্রিস্টিন সুলিভান এটা দেখেই কিনে ফেলে । যদিও তার ভিডিও বিনোদন পর্নোচ্চি থেকে সোপ-অপেরা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো, কিন্তু সেটা এই বিশাল সিস্টেমে দেখা সম্ভব নয় ।

সুলিভান প্যাকেট থেকে অডিও ক্যাসেটটা বের ক'রে ডেকে তোকালো । কিছু সময় ধরে সুলিভান শুনলো । কথাগুলো যখন উন্মুক্ত হন তার চেহারার প্রতিক্রিয়া দেখা গেলো না । যা আশা করেছিলো তাই শুনতে পেলো । গোয়েন্দাকে সে পুরোপুরি মিথ্যে বলেছিলো । তার স্মৃতিশক্তি চমৎকার । অবশেষে তার চোখে-মুখে ক্রোধের বহিপ্রকাশ দেখা গেলো । দীর্ঘ দিন ধরে এমন ক্রোধ তার মধ্যে জন্মেনি । এমন কি ক্রিস্টির মৃত্যুতেও নয় । সুলিভান দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে তোমার প্রথম বাঁধাটাই হলো তোমার শেষ বাঁধা, কারণ তার অর্থ দাঁড়ায়, হয় তুমি তাদের ধরবে, নয়তো তারা তোমাকে ধরবে । হেরে যাবার স্বভাব তার নেই ।

শেষকৃত্যটা অনাড়িবরভাবেই হলো, যাজক ছাড়া কেবল তিনজন উপস্থিত থাকলো সেখানে। খুব গোপনে করা হয়েছে সাংবাদিকদের ঢল ঠেকানোর জন্যে।

কাছের গোরস্থানে কফিনটা নেয়া হলো। ছোট্ট একটা দল গেলো সেটা নিয়ে। জ্যাক আর কেইট এক সঙ্গেই গেলো। তাদের পেছনে রইলো সেদ ফ্রাংক। চার্চের পেছনে সে বসেছিলো বেশ অস্বস্তি নিয়ে। জ্যাক তার সঙ্গে হাত মেলালেও কেইট তা করেনি।

জ্যাক কেইটের দিকে তাকালো। সে দেখতে পেলো সেদ ফ্রাংক কেইটের দিকেই আসছে। তারপর গোয়েন্দা ভদ্রলোক ভাবলো লেক্সাসের দিকে যাওয়াই ভালো।

ফ্রাংক সানগ্রাসটা খুলে ফেললো। “অনুষ্ঠানটি বেশ সুন্দর হয়েছে।”

জ্যাক কাঁধ ঝাঁকালো। “খুন হওয়ার মধ্যে সুন্দর ব'লে কিছু নেই।” যদিও কেইটের মতো তার ওপর সে ক্ষিণ নয়, তবুও লুথার হাইটনির এভাবে খুন হওয়াতে সেদ ফ্রাংকেরও কিছুটা দায় থেকে যায়।

ফ্রাংক কিছুই বললো না। একটা সিগারেট বের করলো। তারপর কি মনে ক'রে যেনো সেটা আবার পকেটে ঢুকিয়ে রাখলো।

লুথার হাইটনির ময়নাতদন্তের সময় সে উপস্থিত ছিলো। বুলেটটা লুথারের মাথার অর্ধেকটা অংশ গুঁড়িয়ে দিয়েছে। এতে অবাক হবার কিছু নেই। যে গুলিটা ভ্যানের গায়ে লেগেছে সেটা তারা বের ক'রে দেখেছে। বিশাল আকারের ছিলো সেটা। একটা পয়েন্ট ৪৬০ ম্যাগনাম রাউন্ড। মেডিকেল এক্সামিনার ফ্রাংককে বলেছে শিকারে কাজে এরকম গুলি প্রায়শই ব্যবহার করা হয়। বিশেষ ক'রে বড় বড় শিকারের সময়। আট হাজার পাউন্ডের শক্তি নিয়ে সেটা লুথারের মাথায় আঘাত করেছে। এটা অনেকটা কোনো লোকের ওপর আস্ত একটা প্লেন ফেলে দেবার মতো। ফ্রাংক মাথা ঝাঁকালো। ঘটনাটা একেবারেই তার চোখের সামনে ঘটেছে। এটা সে কখনই ভুলতে পারবে না।

ফ্রাংক সবুজ প্রান্তরটার দিকে তাকালো, যেখানে বিশ হাঁজার মৃত্যুক্ষণ শায়িত আছে আর এখন লুথার হাইটনিকেও চিরন্ত্রায় শায়িত করা হচ্ছে। জ্যাক ফ্রাংকের দিকে তাকালো।

“কোনো ইঙ্গিত পেলেন?”

“অঞ্চল কয়েকটা। তাদের কোনোটাই কোনো সুরাহা দিতে পারছে না।”

কেইট তাদের দিকে এলে দু'জনেই নড়েচড়ে দাঁড়ালো। কবরের মাটির ওপর সে একটা ফুলের তোড়া রেখে তাদের দিকে তাঙ্কালো। ঠাণ্ডা আবহাওয়া হলেও রোদ আছে।

জ্যাক তার কোটের বোতাম লাগালো। “তো, এখন কি? মামলা শেষ? কেউ আপনাকে দোষ দেবে না।”

ফ্রাংক হাসলো, ঠিক করলো সিগারেটটা ধরাবে। “এতো সহজে হাল ছাড়ছি না, চিক।”

“তাহলে আপনি কি করবেন?” কেইট ঘুরে গাড়িটার দিকে চলে গেলো। সেদে
ফ্রাংক টুপিটা পরে পকেট থেকে চাবিটা বের করলো।

“সহজ, একজন খুনিকে খুজবো।”

* * *

“কেইট, আমি জানি তোমার কেমন লাগছে, কিন্তু তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে লুখার
তোমাকে কোনো কিছুর জন্মেই দোষ দেয়নি। এতে তোমার কোনো দোষও ছিলো
না। তুমি যা করেছো তা অনিচ্ছাকৃতভাবে, লুখারও সেটা বুঝেছিলো।”

তারা জ্যাকের গাড়িতে ক'রে শহরে ফিরে যাচ্ছে। কবরস্থানে তারা গাড়িতে প্রায়
দুঁঘটা বসেছিলো কারণ কেইট চলে যেতে চাইছিলো না। যেনো লুখার কিছুক্ষণ পর
কবর থেকে উঠে এসে তার সঙ্গে যোগ দেবে এই আশায় ব'সে ছিলো অনেকক্ষণ।

“ফ্রাংক এখনও কেসের ব্যাপারে হাল ছেড়ে দেয়নি, কেইট। সে এখনও লুখারের
খুনিকে খুজছে।”

কেইট তার দিকে তাকালো। “সে কী বললো আর কী করবে, তাতে আমার
কোনো আগ্রহ নেই।”

“আরে, কেইট। এটা এমন নয় যে, লুখার শুলি থাক সেটা ফ্রাংক চেয়েছিলো।”

“তাই নাকি? তার মতো গর্দভ গোয়েন্দার জন্মেই এই অবস্থা হয়েছে। এখন
আমাকে বলো, এই ঝানু গোয়েন্দা চাচ্ছে কি?”

ট্রাফিক সিগনালে গাড়িটা থামলে জ্যাক সিটে আরাম ক'রে বসলো। সে জানে
লুখারের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রাংক নিজেও শুলি থেকে পারতো। কিন্তু এটা কেইটকে বললে
সে ভাববে তাকে ফ্রাংকের ব্যাপারে পটাতে চাচ্ছে।

গাড়িটা আবার চলতে শুরু করলে হাত ঘড়িটা দেখলো। তাকে খুনিকে ফিরে
যেতে হবে এখন, তার যে একটা অফিস আছে সেটা ভুলেই গিয়েছিলো।

“কেইট, আমার মনে হয় না তোমার এখন একা থাকা উচিত। তোমার সঙ্গে
কয়েক রাত থাকলে কেমন হয়? সকালে তুমি কফি বানাবে আর আমি ডিনার তৈরি
করবো। কেমন?”

সে আশা করলো একটা নেতিবাচক জবাব পাবে। এর জন্যে প্রস্তুতই আছে।

“তুমি নিশ্চিত?”

জ্যাক তার দিকে তাকালো। দেখলো চোখ বড়বড় ক'রে তার দিকে চেয়ে আছে।
তার শরীরের প্রতিটি শিরা মনে হচ্ছে চিংকার দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে। জ্যাক
ভেবেছিলো লুখারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদটা আবার বহাল থাকবে।

“আমি নিশ্চিত।”

সেই রাতে গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে সে সোফাতে ঘুমালো। সহজে ঘুম এলো

না তার । এরপরই দরজা খোলার শব্দটা পেলো । কেইট শোবার ঘর থেকে বের হয়ে এলো । আগের মতোই সে একটা রোব পরেছে । চুলগুলো ঝুঁটি বেঁধে রেখেছে । তার মুখ দেখে তাকে অনেকটা ফ্রেশ আর পরিষ্কার লাগছে ।

“তোমার কি কিছু লাগবে?”

“না, আমি ঠিকই আছি । যতোটা ভেবেছিলাম সোফটা তার চেয়েও বেশি আরামদায়ক বলৈ মনে হচ্ছে । শালটিভিলের এপার্টমেন্ট থেকে নেয়া এই বুকম একটা সোফা আমার কাছে আছে । কিন্তু ওটার স্প্রিংগুলো নষ্ট হয়ে গেছে ।”

সে হাসলো না, তবে তার পাশে এসে বসলো ।

তারা যখন একসঙ্গে ধাকতো কেইট তখন প্রতিরাতে গোসল করতো । বিছানায় এলে তার শরীরের চমৎকার গকে জ্যাক পাগল হয়ে যেতো । তার উপর উঠে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যেতো সে । আর কেইট সেই দৃশ্য দেখে হাসতো । জ্যাক তখন বুঝতো আসলে নারীরাই পৃথিবী শাসন করে ।

কেইট তার কাঁধে মাথাটা রাখলো । জ্যাকের কাছে মনে হলো তারা আবার আগের মতো হয়ে গেছে । জ্যাকের একটু ঘৌন্টুভূতি জাগলেও অপরাধবোধে আকস্ত হলো, কারণ কেইটের এই শোকমুহূর্তে এটা একেবাবেই বেমানান ।

“আমি নিশ্চিত নই, আমি তোমাকে ডালো সত্ত্ব দিতে পারবো ।”

কেইট কি টের পেয়ে গেছে তার কী বুকম অনুভূতি হচ্ছে? কিভাবে পাবে? তার মন এখন এসব থেকে অবশ্যই হাজার হাজার মাইল দূরে আছে ।

“অতিথি সেবা পাওয়ার কথা ছিলো না আমার, কেইট । আমি ঠিকই আছি ।”

“তুমি এটা করেছো বলৈ আমার শুব ডালো লাগছে ।”

“এব চেয়ে ত্রুট্যপূর্ণ কিছু আমি ডাবতে পারিনি ।”

সে জ্যাকের হাতটা ধরলো । উঠতে গেলে তার বোবের ঝাঁক গলে লম্বা পা-টা উন্মোচিত হয়ে গেলো । জ্যাক শুশি হলো কারণ কেইট আজ রাতে অন্য স্বরে ঘুমাবে ।

ত্রুটীর বাস্তোও সে সোফাতে ঘুমালো । আর আগের মতোই ব্যাপার ঘর থেকে চলে এলো কেইট তবে তার পাশে সোফায় বসলো না । একটা পত্রিকা পড়ছিলো । কিছুক্ষণ পর ঘাড় শুধিয়ে দেখলো কেইট তার দিকে চেয়ে আছে । আজ রাতে তাকে শুবই কল্পন দেখাচ্ছে না । আজকে সে যেন সহজেনি । শুরুে তার শোবার ঘরে চলে গেলো কিন্তু দরজাটা খোলাই রাখলো ।

কয়েক মুর্দ্দত পর্যন্ত জ্যাক কিছুই করলো না । তারপরই উঠে দরজা দিয়ে উঁকি মারলো । অক্ষকারের মধ্যেও সে দেখতে পেলো কেইট বিছানায় উঠে তার দিকেই চেয়ে আছে । কেইট তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো না । তার মনে পঁচে গেলো এবকমতি কেইট কখনই করতো না ।

“এ ব্যাপারে কি তুমি নিশ্চিত? ” এটা জিজ্ঞেস করতে সে বাধা হলো । তাকে আধাত দিতে চাচ্ছে না, মৃশনোকাবুকি বাতে না হয় সেজনো শুব সচেষ্ট সে ।

জবাবে কেইট উঠে এসে তাকে বিহানায় টেনে নিয়ে গেলে কিছুক্ষণ বাদে দেইটের মতো সেও সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে গেলো। গাঢ় চুম্বনের বদলে সে তার শরীরের দূর্ভ অংশে আদর করতে লাগলো, অনেক দিন পরে। কেইট চোখ বন্ধ করলো না। দেনো কান্না নেই, কাপুনি নেই। কেবল চোখে-মুখে আবেদনের ইশারা। জ্যাক দুঃহাতে তাকে জড়িয়ে ধরলো যেনো সারাজীবন এভাবেই ধাকবে তারা।

* * *

ওয়াল্টার সুলিভানের বাড়িটা বড় বড় হোমড়া-চোমড়াদের পদতারে গর্বিত থাকে। দ্রুত আজ বাতের বিশেষ ঘটনাটা অতীতের সব কিছুকে ছাপিয়ে গেছে।

এলান রিচমন্ড তাঁর মদের গ্রাসটা তুলে ধরে তাঁর নিমস্তুণদাতা এবং অন্য চারজন দম্পত্তির উদ্দেশ্যে টোস্ট করলেন সংক্ষিপ্ত একটা বক্তৃতা দিয়ে। ফাস্ট লেডি কালো রঙের জমকালো পোশাক পরেছেন। তাঁকে দেখে মনে হয় না তাঁর বয়স খুব বেশি। বিলিয়নেয়ারের দিকে তাকিয়ে হাসলেন তিনি। এরকম ধনী এবং মেধাবী লোকের মাঝখানে ধাকতে তিনি অভ্যন্ত হয়ে গেছেন।

টেকনিক্যাল দিক থেকে সুলিভান এখনও শোকসন্তপ্ত। তবে আজকে তার মেজাজ বেশ ভালোই আছে। বিদেশী কফিতে চুম্বক দিতে দিতে বিশাল লাইব্রেরি কক্ষের আড়তাটা বৈশ্বিক ব্যবসার সুযোগ থেকে রেডক্ষন দলের জয়লাভের সম্ভাবনা এবং পরিশেষে আসন্ন নির্বাচন পর্যন্ত গড়ালো। ঘরের কেউই মনে করে না আসন্ন নির্বাচনের পরে এলান রিচমন্ড অন্য পেশা বেছে নেবেন। তারা সবাই তাঁর জয়লাভের ব্যাপারে নিশ্চিত।

কেবল একজন বাদে।

বিদায় বলার জন্যে প্রেসিডেন্ট একটু ঝুকে ওয়াল্টার সুলিভানের কাছে এসে কিছু বাস্তিগত আলাপচারিতা করলেন। সুলিভান প্রেসিডেন্টের মন্তব্যে হাসলেন। তারপর মুক্ত লোক একটু হোচ্ট খেলে প্রেসিডেন্টের হাতটা ধরে সামলে নিলো।

অতিথিরা সবাই চলে গেলে সুলিভান তার স্টাডি কক্ষে বসে একটা সিগারেট গান করলো। জানালার সামনে দাঁড়াতেই দেখতে পেলো প্রেসিডেন্টের মোটর শোভা যাত্রাটি চলে যাচ্ছে। সুলিভান একটু হাসলো। সুমিজ্জল প্রেসিডেন্টের হাতটা যখন ধরেছিলো তখন তিনি ব্যথায় মুখ কুচকে ফেলেছিলেন একটু, এটাই তার বিজয়ী মুহূর্ত ছিলো। আন্দাজে চিল ছেড়া আর কি। কিন্তু কখনও কখনও আন্দাজে চিল ছুড়েও ঠিক জায়গাতে আঘাত করা যায়। ফ্রাঙ্ক তার সঙ্গে মামলার ব্যাপারে নিজের তত্ত্বাত্মককে চিঠি খোলার চাকু দিয়ে আহত করেছে। সন্তুষ্ট হলো ওয়াল্টার সুলিভানের স্ত্রী তার আঘাতটা হয়তো খুব গভীর। কেননা এখনও সেটা সেরে ওঠেনি।

সুলিভান স্টাডির বাতিটা নিভিয়ে বের হয়ে গেলো । সুলিভান যখন তার হাতটা খপ্ ক'রে ধরেছিলো তখন প্রেসিডেন্ট ব্যাথার চোটে একটু আত্মে উঠেছিলেন । সুলিভান চওড়া একটা হাসি দিলো সম্ভাবনার কথাটা বিবেচনা করে ।

* * *

ঠিলার উপর থেকে ওয়াল্টার সুলিভান ছোট্ট কাঠের ঘরটার সবুজ রঙের ঢিনের ছান্দের দিকে তাকালো । গলার মাফলারটা দিয়ে দু'কান ঢেকে হাতের লাঠিতে ডর দিয়ে দূর্বল পা দুটোকে শ্বিব রাখলো সে । দক্ষিণ-পূর্ব ভার্জিনিয়ার ঠাণ্টাটা বেশ তীব্র । এ সমস্তে সাধারণত প্রচণ্ড তুষারপাত হয় । আর তাই হচ্ছে এখন ।

লোহার মতো শক্ত জমিন দিয়ে নিচে নেমে এলো । ঘরটা দারুণভাবে মেরামত করা হয়েছে । কিছুক্ষণের জন্যে নস্টালজিয়াতে আক্রান্ত হলো সে । উদ্ভো উইলসন তখন হোয়াইট হাউজে, আর পৃথিবী প্রথম মহাযুদ্ধে প্রকল্পিত । ঠিক সেই সময়েই ওয়াল্টার প্যাট্রিক সুলিভান একজন ধাত্রীর সহায়তায় তার মা মিলির উদর থেকে বের হয়ে পৃথিবীর আলো দেখেছিলো । তার মা মিলি এর আগে তিনজন সন্তানই হারিয়েছিলো জন্মের সময় ।

তার বাবা একজন কয়লা খনির শ্রমিক ছিলো । তখন ভার্জিনিয়ার এই অংশে প্রায় সবার বাবাই মনে হয় কয়লাখনির শ্রমিক ছিলো । ছেলের বাবো বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিলো সে । ছেটবেলায় এই হবু বিলিয়নেয়ার নিজের বাবাকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে দেখেছে । ক্লান্ত-শ্রান্ত লোকটি গায়ে কালো কালি মেঝে বাড়িতে ফিরতো । ছোট বিছানায় শুতেই ঘুমে ঢলে পড়তো । এতো ক্লান্ত থাকতো যে খেতেও ভুলে যেতো । ছোট ছেলেটার সঙ্গে খেলাধূলা করার ফুরসৎ তো পেতোই না । সুলিভান প্রতিদিন আশা করতো এই বুঝি তার বাবা তার দিকে মনোযোগ দেবে, কিন্তু সেই আর হতো না ।

তার মা অবশ্য মৃত্যুর আগে দেবে যেতে পেরেছিলো তার ছেলে বিশ্বের অন্যতম ধনী হয়ে উঠেছে । বাবার স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্যে তার বাবু যে কয়লা খনিতে কাজ ক'রে ক'রে শেষ হয়েছিলো সেটা কিনে ফেলেছিলো নগদ পাঁচ মিলিয়ন ডলার দিয়ে । প্রত্যেক শ্রমিককে পঞ্চাশ হাজার ডলার বোনাস দিয়ে খনিটা বক্স ক'রে দিয়েছিলো সে ।

দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকলো । গ্যাসের ফায়ারপ্রেসের কারণে ঘরটা উঁঁঁই আছে । ঘরে ছয় মাসের খাবার মজুদ রয়েছে । এখানে সে একেবারে স্বনির্ভর । সে কাউকে কখনও এখানে তার সঙ্গে থাকতে দেয়নি । এটা তার আপন ভূবন । সে একা, এরকমটিই সে চায় ।

ঘরের ভেতরটা আগের মতো আর নেই । হাজার হোক তার শৈশবে এই ঘরটা

তো ছিলো নরকের মতো । এখন এটাকে বেশ আগ্রামদায়ক কর্ণা দয়েছে ।

একটু খেয়ে দেয়ে প্রেটা ধূয়ে সুলিভান পাশের ঘরে গেলো । এই ঘরটা ছিলো তার বাবা-মা'র শোবার ঘর । এখন এখানে একটা আগ্রামদায়ক চেয়ার রাখা আছে । টেবিল আর অসংখ্য বইয়ে সমৃক্ষ সেলফও আছে একটা । এক কোণে একটা খাট রাখা আছে । এটাতেই সে ঘুমায় ।

সুলিভান টেবিল থেকে অত্যাধুনিক সেলুলার ফোনটা তুলে নিলো । সে যে নাঘারটা ডায়াল করলো সেটা হাতেগোনা কয়েকজনই জানে । জাইলে একটা কঠ শোনা গেলে সুলিভান কিছুক্ষণ ধরে রাখলো । তারপর আরেকটা কঠ শোনা গেলে সুলিভান কথা বললো ।

“কী খবর ওয়াল্টার, আমি জানি তুমি আজব সময়ে ফোন করো । তবে তোমার আরেকটু দেরি করা উচিত ছিলো । কোথায় তুমি?”

“তুমি আমার বয়সটা তো আর বাড়াতে পারো না, এলান । আশা করি তোমার গুরুত্বপূর্ণ সময়ে কোনো ব্যাঘাত ঘটাইনি ।”

“না, তা নয় । তোমার কি কিছুর দরকার পড়েছে?”

সুলিভান একটু সময় নিয়ে রিসিভারের কাছে ছোট একটা রেকর্ডিং যন্ত্র রাখলো । “আমার একটা প্রশ্ন আছে কেবল, এলান ।” সুলিভান বিস্তি নিলো । তার কাছে মনে হলো সে এটা উপভোগ করছে, তারপরই ক্রিস্টিন সুলিভানের মর্গে পড়ে থাকা মৃপ্তি তার চোখে ভেসে উঠতেই চোখেমুখে তিক্তজ্ঞ আভা ছড়িয়ে পড়লো ।

“সেটা কি?”

“লোকটাকে খুন করতে এতো সময় নিলে কেন?”

একদম চুপ । সুলিভান প্রেসিডেন্টের অভিব্যক্তিটা কল্পনা করতে পারলো ।

“কী বলছো?”

“তোমার লোকগুলো যদি ব্যর্থ হয়ে থাকে তবে ইমপিচমেন্টকে কিভাবে মোকাবেলা করবে সেটা নিয়ে পরিকল্পনা করার জন্যে নিজের এফিনির সঙ্গে একৃণু কথা বলা উচিত তোমার ।”

“ওয়াল্টার, তুমি কি ঠিক আছো? তোমার কি কিছু হয়েছে? তুমি কোথায়?”

সুলিভান ফোনটা কিছুক্ষণ তার কানের কাছ থেকে দূরে রাখলো । ফোনটার সঙ্গে এমন একটি যন্ত্র লাগানো আছে যাতে ক'রে এটাপ্রে অবস্থান চিহ্নিত করা অসম্ভব হয়ে পড়বে । আর তারা যদি এটা ট্রেস করতে যায়, সুলিভান নিশ্চিত তারা এখন তাই করছে, তবে তারা খুঁজে পাবে এক ডজন অবস্থান, আর এগুলো কোনোটাই আসল অবস্থানের ধারে কাছেও না । এই যন্ত্রটা কিনতে তার দশ হাজার ডলার লেগেছে । সে আবারো হাসলো । যতোক্ষণ খুশি কথা বলতে পারে সে ।

“আসলে অনেক দিন ধরেই এটা নিয়ে আমি ভালো কিছু অনুভব করছি না ।”

“ওয়াল্টার, তোমার কথার মাথায়ুগু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কে খুন হয়েছে?”

“তুমি জানো, ক্রিস্টি যখন আমার সঙ্গে বার্বাডোজে যেতে চাইলো না তখন আমি আসলে অবাক হইনি। সত্য বলতে কি, আমি অনুমান করেছিলাম সে কিছু যুবককে নিয়ে ফটিনষ্টি করবে হয়তো, যাদেরকে সে পুরো গ্রীষ্মের সময়টাতে টার্গেট করেছিলো। সে যখন বললো তার শরীর খারাপ তখন হাস্যকর ঠেকছিলো আমার কাছে। আমি ভাবছিলাম আসল কারণটা কী হতে পারে। মেয়েটা তো আর খুব বেশি সৃজনশীল ছিলো না। বেচারি।”

“ওয়াল্ট – ”

“আজব ব্যাপার হলো পুলিশ আমাকে প্রশ্ন করেছে কেন সে আমার সঙ্গে যায়নি। হঠাৎ করেই আমার মনে হলো আমি বলতে পারবো না যে, ক্রিস্টি অসুস্থতার কথা বলেছিলো। তুমি হয়তো শ্মরণ করতে পারবে তখন একটা সম্পর্কের ওজব পত্রিকাতে খবর হচ্ছিলো। আমি জানতাম আমি যদি বলি তার শরীর খারাপ ছিলো তাই আমার সঙ্গে বেড়াতে যেতে পারেনি, তবে ট্যাবলয়েডগুলো দাবি করতো তার পেটে অন্য লোকের সন্তান আছে, যয়নাতদন্তের রিপোর্ট যাই হোক না কেন। লোকজন সবচাইতে বাজে জিনিস আর রসালো ঘটনা অনুমান করতে ভালোবাসে। এলান, তুমি নিচয় বুঝতে পারছো। তোমাকে যখন ইমপিচ করা হবে তখন দেখবে তোমার কতো বাজে জিনিস তারা বের করছে। অবশ্য, সেটাই তোমার প্রাপ্য।”

“ওয়াল্টার, তুমি কি দয়া ক’রে বলবে, তুমি কোথায়? তুমি অবশ্যই ভালো বোধ করছো না।”

“তোমার জন্যে কি আমি টেপটা বাজিয়ে শোনাবো, এলান? যে কথা তুমি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলো। কথাটা খুবই চমৎকার ছিলো। কয়েকটা টিভি আর সংবাদপত্রে সেই মন্তব্য প্রচারিত হয়েছিলো। কেউ হয়তো কথাটা মাঝার্থ বুঝতে পারেনি। তুমি এতো বেশি আন্তরিক আর সহমর্মী ছিলে যে তোমার বলা ক্রিস্টির শরীর খারাপের কথা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। তুমি এটা তুলেছিলে, এলান। তুমি আমাকে বলেছিলে, ক্রিস্টির শরীর যদি খারাপ না হোলে তবে সে আজ খুন হতো না। সে আমার সঙ্গে বার্বাডোজে গেলে বেঁচে থাকতো।”

“ক্রিস্টি কেবল আমাকেই বলেছিলো তার শরীর খারাপের কথাটা। আর সেই কথা আমি পুলিশকে কখনও বলিনি। তাহলে তুমি কিভাবে জানলে, এলান?”

“তুমি অবশ্যই আমাকে বলেছো।”

“সাংবাদিক সম্মেলনের আগে এ নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার না হয়েছে দেখা, না হয়েছে কোনো কথা। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। আমার শিডিউল ঠিক করা থাকে। প্রতি মিনিটের শিডিউল আগে থেকেই ঠিক করা থাকে, এলান। আর প্রেসিডেন্ট

হিসেবে তোমার অবস্থান এবং সবকিছু জানা থাকে অনেকের। আমি যা বলেছি ঠিকই বলেছি। কারণ যে রাতে ক্রিস্টি খুন হয় সে রাতে তুমি আমার বাড়িতেই ছিলে, আমার শোবার ঘরে। সাংবাদিক সম্মেলনে যাই বলা হয়েছে সবই রেকর্ড করা আছে। তুমি কথাটা আমার কাছ থেকে শোনোনি, এলান।”

“ওয়াল্টার, দয়া ক’রে বলো, তুমি এখন কোথায়। তোমাকে সাহায্য করতে চাই আমি।”

“ক্রিস্টি যে আমার সঙ্গে চালাকি করেছে সেটার জন্যে হয়তো সে খুব গর্বিত বোধ করেছে। সে হয়তো তোমার কাছে এ নিয়ে অনেক কথা বলেছে, তাই না? কিভাবে আমাকে বোকা বানালো? আমার মৃত স্ত্রীই হলো একমাত্র ব্যক্তি যে তোমাকে এই কথাটা বলেছিলো। আর বেথেয়ালে তুমি কথাটা ব’লে ফেলেছো। আমি জানি না এই ফাঁকটা ধরতে আমার কেন এতো দেরি হলো। আমি আসলে চুরির ঘটনাটা বিশ্বাস ক’রে ফেলেছিলাম। ক্রিস্টি আর তোমার মধ্যে যে একটা কিছু চলছে সে ব্যাপারে আমি একেবারে অজ্ঞ ছিলাম না। তবে তুমি যে এরকম করবে সেটা আমি বিশ্বাস করতে চাইনি। তবে দেরি হলেও ধরতে পেরেছি, এটাই বা কম কিসের।”

“ওয়াল্টার, তুমি আমাকে কেন ফোন করেছো, কেন?”

“কারণ, তুমি একটা বানচোত, আর তোমার নতুন ভবিষ্যতের কথাটা আমিই প্রথম তোমাকে জানাতে চাই, সেজন্যে। এতে জড়িত থাকবে উকিল, সাংবাদিক আর গণমাধ্যম। এমন প্রচারণা পাবে তুমি যা প্রেসিডেন্ট হিসেবেও কখনও পাওনি। আমি চাই না পুলিশ যখন তোমার দরজায় কড়া নাড়বে তখন তুমি একেবারে অবাক হয়ে যাও। তোমার জানা দ্রব্যকার যে, তোমার অধিঃপতনের জন্যে কাকে ধন্যবাদ দিতে হবে। এজন্যেই ফোন করেছি, বুঝলে তো।”

প্রেসিডেন্টের কণ্ঠটা চিন্তিত ব’লে মনে হলো। “ওয়াল্টার, তুমি যদি চাও আমি তোমাকে সাহায্য করি, আমি করবো। তবে মনে রেখো, আমি হলাম ~~জ্ঞানের~~ প্রেসিডেন্ট। যদিও তুমি আমার পূরনো বন্ধু, তবুও তোমার কাছ থেকে এরকম অভিযোগ শোনাটা আমি সহ্য করবো না।”

“ভালো, এলান, বেশ ভালো। তুমি ঠিক করেছো যে এই কথাবার্তাটা ট্যাপিং করবে। তাতে অবশ্য কিছু যায় আসে না।” সুলিভান ~~স্কট~~ থেমে আবার বলতে লাগলো। “তুমি আমার শিষ্য ছিলে, এলান। তোমাকে ~~স্ব~~ শিখিয়েছি আমি, আর তুমি দেখছি বেশ ভালোই শিখে ফেলেছো। এতো ভালো শিখেছো যে, দেশের সর্বোচ্চ পদটি পর্যন্ত পেয়ে গেছো। সৌভাগ্যবশত তোমার পতনও হবে খুব দ্রুত।”

“ওয়াল্টার, তুমি খুব মানসিক চাপের মধ্যে আছো। শেষবারের মতো বলছি, তোমার সাহায্যের দরকার রয়েছে।”

“হাস্যকর, এলান। ঠিক এই উপদেশটাই তোমাকে আমি দেবো।”

সুলিভান ফোনটা রেখে রেকর্ডারটা বন্ধ ক’রে দিলো। আচম্কা তার হৃদস্পন্দনটা খুব বেড়ে গেছে। তার দরকার একটু বিশ্রাম।

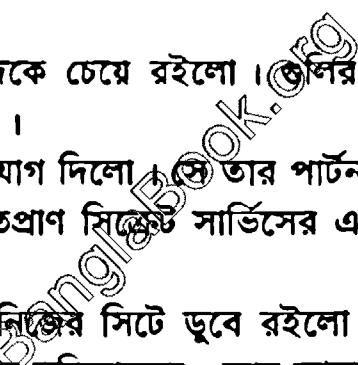
চেম্বের লজ দরজ উত্তোলন করলো। তার বাবাও এই ঘরে বাবা শিয়ে
হিলো। এটো ক্ষেত্রে টাই ছান্না জাগলো। তবে তার এখন বরাবর কোনো ইঙ্গে নেই।
কিছু দাঙ র'ব আছে। সকলে পুলিশকে ফোন করবে। তাদেরকে সব বলবে, টেপটা
নিয়ে দেবে। টারপুর দ'সে দ'সে বেলা দেববে। তাব্বা যদি রিচমন্ডকে অভিযুক্ত করতে
বাও পাবে, তারপুরও ঠাণ্ডাবু শেষ হয়ে যাবে। তার মানে শোকটা বেঁচে
থেকেও বয়ে যাবে, পেশাগত নিক থেকে, আধ্যাত্মিক নিক থেকে এবং মানসিক নিক
থেকে। সুলিভান হাসলো। সে প্রতীক্ষা করেছে তার ক্ষীর হত্যাকারীর বিরুদ্ধে
প্রতিশোধ নেবেই। আবু সেটা সে নিতে তরু ক'রে দিয়েছে।

আচমকা তার মনে হলো তার হাতটা উঠে যাচ্ছে। চোখ ঝুলে গেলো। তার হাতে
একটা শক্ত-শীতল ডিনিস ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। মাথার পাশে পিস্টলের নলটা স্পর্শ
কর্মসূলী ক্ষেত্রে দুন্দতে পাদলো কি ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু ঝুব বেশি দেরি হয়ে গেছে।

* * *

প্রেসিডেন্ট গ্রিনিভাবটা রেবে ঘড়ির দিকে তাকালেন। ইতিমধ্যে কাজটা শেষ হয়ে
যাবার কথা। সুলিভান তাকে বেশ ভালো শিক্ষাই দিয়েছে। তিনি একদম নিশ্চিত
হিলেন যে, সুলিভান তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করবে। রিচমন্ড উঠে ওপর তলায় তাঁর
কোয়ার্টারে গেলেন। মৃত সুলিভাবের চিন্তাটা ইতিমধ্যেই তাঁর মাথা থেকে তিরোহিত
হয়ে গেছে। এসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝুলে থাকার কোনো মানে হয় না। পরের
চ্যালেঞ্জার দিকে অগ্রসর হওয়া যায় এখন। এটাই সুলিভান তাঁকে শিখিয়েছিলো।

* * *

গোধূলীর আলোতে তরুণ ছেলেটি বাড়িটার দিকে চেয়ে রইলো।  শব্দটা সে
গুনেছে। তবে জানলা থেকে চোখটা সরালো না।

বিল বার্টন কিছুক্ষণ পরেই কলিনের সঙ্গে যোগ দিলো। তার পার্টনারের দিকে
তাকালোও না। দু'জন প্রশিক্ষিত এবং নিবেদিতপ্রাণ মিস্ট্রি সার্ভিসের এজেন্ট, এক
যুবতী এবং বৃক্ষের হত্যাকারী তারা।

গাড়িতে ক'রে ফিরে আসার সময় বার্টন নিজের সিটে ঢুবে রইলো। অবশ্যে
এটা শেষ হলো। তিনজন লোক মরলো, ক্রিস্টম সুলিভানসহ। আর তাকেই বা কেন
ধরা হবে না? তাকে দিয়েই তো ঘটনার শুরু হয়েছে।

বার্টন নিজের হাতের দিকে তাকালো। এই হাতে একটু আগেই এক বৃক্ষকে শেষ
করেছে সে। অন্য হাতে ক্যাসেট রেকর্ডার আর টেপটা নিয়েছে। সেগুলো তার পকেটে
আছে।

ସୁଲିଭାନ ଆର ସେନ କ୍ରାଂକେର ଟେଲିଫୋନ ସଂଖ୍ୟାପରେ ଟେପଟା, ଯେତୋ ଅନ୍ତି ପେତେ ନେବ୍ରା ହେବିଲୋ, ସେଠୋ ତଳେ ବାର୍ଟନ ବୃଦ୍ଧଲୋକେର କ୍ରିସ୍ଟିନ ସୁଲିଭାନେର ଅନୁଷ୍ଠାର ବିଷୟଟା ସମ୍ପର୍କେ କିଛୁଇ ବୁଝିବା ପାରେନି । କିନ୍ତୁ ଏହି ବଦରଟା ପ୍ରେସିଡେନ୍ଟକେ ଜାନାଗ୍ରେ ଡିଶିପନ କିଛୁକ୍ଷଣ ଜାନାଲାଗ୍ରେ ଦିକେ ତାକିଲେ ଛିଲେନ । ତାର ମୁଖେ ଅକକାର ନେମେ ଏନେହିଲୋ । ତାରପର ତିନି ହୋଇଥିବା ହାଉଜେର ମିଡିଆ ଡିପର୍ଟମେଣ୍ଟେ ଫୋନ କରିଲେନ । କହେକ ମିନିଟ ବାଦେ ତାରା ଦୁଇଜନେଇ ମିଡଲଟନ କାଉଡ଼ିର କୋର୍ଟ ହାଉଜେର ଦାଂବାଦିକ ସମ୍ମେଲନେର ଟେପଟା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଲେ । ଯା, ପ୍ରେସିଡେନ୍ଟ କଥା ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଲେହେନ ଯେ, କ୍ରିସ୍ଟିନ ସୁଲିଭାନ ଯଦି ଅନୁଷ୍ଠାନ ନା ହତୋ ତବେ ସେ ଶ୍ୟାମୀର ସମେ ବାର୍ବାତୋଜେ ଯେତୋ ଏବଂ ଏହି ଦୂର୍ଭାଗ୍ୟ ବରଣ କରତୋ ନା । ବାର୍ଟନ ବିରମି ହେବା ଚେଯାରେ ବ'ସେ ତାର ବସେର ଦିକେ ତାକାଲୋ । ଯେତେ ଟେପେର କଥାଗୁଲି ସତ୍ୟ ନା ହଲେଇ ଭାଲୋ ହୋତୋ । ସେ ମାଥା ବାଁକାଲୋ । ବାଜନୀତିବିଦଦେର ବାଚାଲତାର ଶିକାର ହଲୋ ତାରା ସବାଇ, ପ୍ରେସିଡେନ୍ଟ ନିଜେও ।

“ଏଥନ ଆମରା କୀ କରିବୋ, ଚିଫ? ଏଯାରଫୋର୍ସ ଓଯାନ ନିୟେ ପାଲାବୋ?” ବାର୍ଟନେର କଥାଟାତେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଏକଟା ଟିଟକାରୀ ରଯେଛେ । ତବେ ସେ ଏତୋଟାଇ ବିଶ୍ୱାସ ହେବେ ଯେ, ଏଟା ଇଚ୍ଛାକୃତଭାବେ କରେନି ।

“ଆମରା ଛାଡ଼ା ଓୟାଲ୍ଟାର ସୁଲିଭାନଇ ହଲୋ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଏହି ତଥ୍ୟଟାର ଶୁରୁତ୍ ଜାନେ ।”

ବାର୍ଟନ ଚେଯାର ଛେଡେ ଉଠେ ଦାଁଢାଲୋ । “ଆମାର କାଜେର ମଧ୍ୟେ ଏଟା ଅନ୍ତର୍ଭୂତ ନୟ ଯେ, ଆପଣି ବଲବେନ ଆର ଆମି ଲୋକଜନ ବୁନ କରତେ ନେମେ ଯାବୋ ।”

ପ୍ରେସିଡେନ୍ଟ ବାର୍ଟନେର ଦିକ୍ ଥେକେ ଚୋଖ ସରାଲେନ ନା । “ଓୟାଲ୍ଟାର ସୁଲିଭାନ ଏଥନ ଆମାଦେର ଜନ୍ୟେ ମାରାତ୍ମକ ଏକଟା ହୁମକୀ । ସେ ଆମାର ସମେଓ ଚୁତିଯାପନା ଶୁରୁ କରିଛେ, ଆର ଜାନୋଇ ତୋ, ଏଟା ଆମି ଏକଦମ ପଛନ୍ଦ କରି ନା । ତୁମି କି ଏସବ ପଛନ୍ଦ କରତେ?”

“ତାର ଏସବ କରାର ସମ୍ଭବ କାରଣ ରଯେଛେ, ଆପଣି ଜାନେନ୍ନା?”

“ସୁଲିଭାନ ମୁଖ ବୁଲିଲେ ଆମରା ସବାଇ ସବ ହାରାବେ । ସବ ।” ପ୍ରେସିଡେନ୍ଟ ଡେକ୍ସେ ଘୁଷି ମାରିଲେନ । “ଏକେବାରେ ଶେଷ ହେବେ ଯାବୋ ଆମରା । ଏ ଥେକେ ବାଁଚାର ଜନ୍ୟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସବ କିଛୁଇ ଆମି କରିବୋ ।”

ବାର୍ଟନ ଚେଯାରେ ଧପାସ କରେ ବ'ସେ ପଡ଼ିଲୋ । “କିଭାବେ ଆପଣି ଜାନତେ ପାରିଲେନ ଯେ ମେ ଇତିମଧ୍ୟେଇ ମୁଖ ଖୋଲିନି?”

“କାରଣ ଆମି ଓୟାଲ୍ଟାରକେ ଚିନି,” ପ୍ରେସିଡେନ୍ଟ ବିଲାଲେନ । “ମେ ଏଟା ତାର ମତୋ କରେଇ କରିବେ । ସେଠୋ ହବେ ଦାର୍କଣ ରକମେର (ତାଡାହଡା) କରେ କିଛୁ କରାର ଲୋକ ସେ ନୟ । କିନ୍ତୁ ଯଥିନ ସେ କରିବେ ଫଳାଫଳ ହବେ ବୁବ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଭୟଂକର ।”

“ଦାର୍କଣ ।” ବାର୍ଟନ କପାଲେ ହାତ ଦିଲୋ । ସବ କିଛୁ ଦ୍ରୁତ ଅନୁଧାବନ କରତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଲୋ । ସବକିଛୁ ଦ୍ରୁତ ବୁଝେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣଇ ତୋ ତାଦେର ଦେଯା ହେବେ । ମୁହଁତେଇ ସିନ୍ଧାନ୍ତ ନିତେ ହେ, କେଉଁ କିଛୁ କରାର ଆଗେଇ । କିନ୍ତୁ ଏଥନ ତାର ମାଥାଟା

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

একদিনের বাসি কফির মতো হয়ে গেছে। সবই অস্পষ্ট ঠেকছে। চোখ তুলে তাকালো সে।

“লোকটাকে বুন করবো?”

“আমি তোমাকে নিচয়তা দিতে পারি, ওয়াল্টার সুলিভান এ মুহূর্তে বসে বসে পরিকল্পনা আঁটছে কিভাবে আমাদেরকে ধ্বংস করতে হবে। এ ধরণের কার্যকলাপ দমন করতে গেলে কোনো দয়ামায়া ধাকতে হয় না।”

প্রেসিডেন্ট চেয়ারে হেলান দিলেন। “এই লোকটা সরাসরি আমাদের বিরুদ্ধে থক্কে নেমেছে।” প্রেসিডেন্ট আবারো বার্টনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। “প্রশ্ন কো আমরা কি লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত রয়েছি?”

* * *

‘এবং বার্টন তিনদিন ব্যয় করলো ওয়াল্টার সুলিভানকে অনুসরণ করে। গাড়িটা মজ্জাত এক স্থানে নামিয়ে দিলো তখন বার্টন নিজের সৌভাগ্যের কথাটা বিশ্বাসই পারলো না। তাদের শিকারের জন্যে তার খুব মায়া হলো। সে এখন তাদের ঠোঁয়।

‘-স্ত্রীকে শেষ ক’রে দেয়া হয়েছে। গাড়িতে ক’রে ক্যাপিটাল সিটিতে ফেরার মনক্ষভাবে নিজের হাত দুটো ঘষলো, যেনো পাপ নামক বস্তু তার হাতে ছ, সেটা এখন মুছতে চাইছে। নিজের জীবন বাঁচাতে তাকে অন্যের জীবন ত হয়েছে।

যে গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরের অঙ্ককারে চেয়ে রইলো বার্টন।

অধ্যায় ২৪

ওয়াল্টার সুলিভানের আন্তর্হত্যাটি কেবল ব্যবসায়িক অঙ্গনেই ঝড় তুললো না। তার শেষকৃত্যে বিশ্বের সব হোমডাচোমড়া ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলো। ওয়াশিংটনের সুবিশাল সেন্ট ম্যাথিউর ক্যাথেড্রালে তার শেষকৃত্যানুষ্ঠানে আধজন জ্ঞানীগণী উৎসর্গ পাঠ করলো। সবচাইতে বিখ্যাত উৎসর্গটি ছিলো বিশ মিনিটব্যাপী। ওটাতে বলা হলো ওয়াল্টার সুলিভান কী অসাধারণ একজন মানুষ এবং কী রকম মানসিক চাপের মধ্যে তিনি ছিলেন। এলান রিচমন্ড যখন তাঁর বক্তৃতাটা শেষ করলেন তখন সেখানে উপস্থিত কারো গাল আর শুকনো রইলো না। তাঁর দু'চোখের অঞ্চল যে সত্যিকারের সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ রইলো না। তিনি নিজের বাকচাতুর্বের দক্ষতার ব্যাপারে একেবারে মুক্ষ।

দীর্ঘ একটা শব্দমিছিল সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে চলার পর ওয়াল্টার সুলিভানের জন্মস্থানের ছোট্ট ঘরটাতে তাকে সমাহিত করা হলো। এখানেই তার জীবন শুরু হয়েছিলো, এখানেই শেষ হলো।

কফিনের উপর মাটি দিয়ে দেবার পর, ওয়াল্টার সুলিভানের বন্ধুরা যখন একে একে চলে যেতে লাগলো তখন সেদ ফ্রাংক তাদের প্রত্যেকের চেহারা ভালোভাবে লক্ষ্য করলো। প্রেসিডেন্ট তাঁর লিমোর দিকে যাবার সময় তাঁকে ভালো ক'রে দেখলো। বিল বার্টন তাকে দেখে প্রথমে একটু অবাক হলেও তারপর তার দিকে তাকিয়ে মাথা দোলালো। ফ্রাংকও জবাবে মাথা দোলালো।

সবাই চলে যাবার পর ফ্রাংক ছোট্ট ঘরটার দিকে মনোযোগ দিলো। হলুদ রঙের ফিতা দিয়ে ঘরটার চারপাশ ঘিরে রাখা হয়েছে এখনও। দু'জন প্রেশান্টাধারী পুলিশ সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

ফ্রাংক তাদের দিকে ব্যাজটা দেখিয়ে ভেতরে চুকে পড়লো।

এটা খুবই পরিহাসের বিষয় যে, এ বিশ্বের অন্যতম এক ধনীর মৃত্যুর জন্যে এমন একটা জায়গা বেছে নিয়েছে। ওয়াল্টার সুলিভান নিজের মেধা আর শ্রমের কারণে এই অবস্থানে এসেছিলো। ফ্রাংক তাকে শুন্দাই করে।

যে চেয়ারটাতে তার মৃতদেহটা পাওয়া ক্ষিয়েছিলো সেটার দিকে ফ্রাংক আবার তাকালো। সেটার পাশেই অস্ত্রটা প'ড়ে ছিলো। সুলিভানের মাথার বাম দিকে অস্ত্রটা ঠেকানো হয়েছিলো। গুলিতে বিশাল একটা গর্তের সৃষ্টি হয়েছিলো। তারপর অস্ত্রটা হাত থেকে বাম দিকে মাটিতে প'ড়ে যায়। মাথায় ঠেকিয়ে গুলি করা এবং হাতের

তালুতে গানপাউডারের ছিটা লাগার চিহ্ন পাওয়া গেছে। এর মানে নির্ধাত আত্মহত্যা। কারণটা খুবই সোজা। বেদনাকাতর সুলিভান তার স্ত্রীর হত্যাকারীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার পর নিজের জীবনাবসান ঘটিয়েছে। তার সহকর্মীরা জানিয়েছে কিছুদিন ধরে তাকে বেশ অন্যরকম লাগছিলো। থাপ ছাড়া। সে এই জায়গায় খুব কমই আসতো, আর যখন আসতো তখন কেউ না কেউ জানতো তার অবস্থান সম্পর্কে। মৃতদেহের পাশে একটা পত্রিকা পাওয়া গেছে যাতে তার স্ত্রীর হত্যাকারীর সন্দেহভাজনের হত্যার খবর রয়েছে। সবকিছুই নির্দেশ করে লোকটা নিজের জীবনের অবসান ঘটিয়েছে। কিন্তু একটা বিষয় ফ্রাংকের কাছে খটকা লাগছে। ওয়াল্টার সুলিভান যেদিন মর্গে এসেছিলো সেদিন ফ্রাংক তার সঙ্গে কথা বলেছিলো। সেই সাক্ষাতের সময় সুলিভান কয়েকটা কাগজে সই করেছিলো, যার মধ্যে ময়নাতদন্তের কাগজ এবং তার বউয়ের কিছু জিনিসপত্রের তালিকাও ছিলো।

সুলিভান সেসব কাগজ ডান হাতে সই করেছিলো।

এতে অবশ্য সিঙ্কান্তে আসা যায় না। কারণ সুলিভান অনেক কারণেই বাম হাতে অস্ত্রটা তুলে নিতে পারে। তার আঙুলের ছাপ রয়েছে পিণ্ডলটাতে। খুব বেশি রুক্ষ স্পষ্ট সেটা। ফ্রাংক ভাবলো।

অস্ত্রটার ব্যাপারে বলতে গেলে পিণ্ডলটা ট্রেস করা যাবে না। সিরিয়াল নাধাৰ এমন নিখুতভাবে মুছে ফেলা হয়েছে যে, মাইক্রোকোপ দিয়েও সেটার কুলকিনারা করা যাবে না। একেবারেই আলামতবিহীন একটা অস্ত্র। অপরাধ সংঘটিত হ্যানে এমন জিনিস পাওয়াটা প্রত্যাশিতই। কিন্তু সুলিভান কেন আত্মহত্যা করার কাজে এমন অস্ত্র ব্যবহার করবে যেটার ইন্দিস করা যাবে না? জবাবটা খুব সহজ, এরকম করার তো কারুণ নেই। তবে এ থেকেও সিঙ্কান্ত টানা যায় না। যে লোক অস্ত্রটা তাকে দিয়েছে সে হয়তো এটা অবৈধভাবে যোগাড় করেছিলো। যদিও ভার্জিনিয়াতে খুব সহজেই অস্ত্র কেলো যায়। ফ্রাংক ঘরের ভেতরটা দেখা শেষ করে বের হয়ে এলো। ভার্ষি তুষারপাত হচ্ছে। তুষারপাত কর্তৃ হবার আগেই সুলিভান মারা গিয়েছে বলে ময়নাতদন্তে জানা গেছে। সৌভাগ্যের কথা হলো তার এই বাড়ির কথাটা তার লোকজন-জানতো। মৃত্যুর বাবো ঘন্টা পরে তার লোকজন তাকে খুঁজতে এসে মৃত দেখতে গায়।

না, তুষার কোনো সাহায্যই করবে না ফ্রাংককে। পরে জায়গাটা এতোটাই দূর্ঘম আৱ নির্জন যে কাউকে কিছু জিজ্ঞেসও করা যাবে না।

কাউন্টি শেরিফ গাড়ি থেকে নেমে ফ্রাংকের কাছে এলো। লোকটার হাতে একটা ফাইল। তাৰা দু'জন কিছুক্ষণ কথাবাঠি বলে থেকে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফ্রাংক নিজের গাড়িতে গিয়ে উঠলো।

ময়নাতদন্তের রিপোর্ট দেখা যাচ্ছে ওয়াল্টার সুলিভান গ্রাত এগাবোটা থেকে একটাৰ মধ্যে মারা গেছে। কিন্তু বাবোটা দলে সুলিভান কাউকে ফোন করেছিলো।

* * *

পি.এস এ্যান্ড এল-এর হলওয়েটা অস্বাভাবিক রকমেরই শাস্তি। আইন পেশায় যারা প্র্যাকটিস করছে তাদের কাছে ফোন আসছে, ফ্যাক্স আসছে, কিবোর্ডগুলোতে আঙুল পড়ছে। মুসিভা সাধারণত প্রতি মিনিটে আটটা ফোন পেয়ে থাকে। আজকে সে অনসভাবে ভোগ পত্রিকাটা পড়ছে। বেশির ভাগ অফিসের দরজা বন্ধ আছে। স্যান্ডি নর্ডের অফিসের দরজাটা কেবল বন্ধই নয়, তালাও মারা। কিছু পার্টনার দরজায় টোকা মারলে ডের থেকে বিরক্ত এবং খিটখিটে কঠের জবাব পাওয়া গেলো।

সে জুতা-মোজা ছাড়া ডেক্সে বসৈ আছে। টাই পরেনি, কলারটা তোলা, শেভ করা হয়নি। হাতের কাছেই রাখা আছে প্রায় খালি একটা হাইক্ষির বোতল। তার দু'চোখ লাল হয়ে আছে। চার্টে গিয়ে যখন ওয়াল্টার সুলিভানের কফিলে তাকিয়েছিলো তখন থেকেই চোখ দুটো লাল হয়ে আছে। ওখানে কেবল সুলিভানের মৃতদেহটাই দেখেনি, সেই সঙ্গে নিজের মোটা অংকের আয়ের সমাধি ইওয়াটাও দেখতে পেয়েছে।

বুব দ্রুত হিসেব করে দেখলো বিগত বিশ বছরে মোট ত্রিশ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে। দৃঢ়ার্গ্যবশত ত্রিশ মিলিয়নই খরচ করে ফেলেছে সে। তবে বেশ কয়েকটা দামি বাড়ি, হিলটন হেড আইল্যান্ডে একটা অবকাশ যাপন কেন্দ্র এবং বিগ এ্যাপেলে একটা গোপন এপার্টমেন্ট কিনেছিলো যেটাতে কর্লগার্ল কিংবা সেই জাতীয় মেয়েদের নিয়ে ফূর্তি করা হয়। দামিদামি গাড়ি, বহুমূল্যের মদ আর নিজের জন্যে একটা হেলিকপ্টার তো আছেই। তবে তিন তিনটা ডিভোর্স তার সম্পদকে মারাত্মক রকম হাস করে দিয়েছে।

এখন একমাত্র যে বাড়িটাতে থাকে সেটা আর্কিটেকচারাল ডাইজেন্ট-এ স্থান পেলেও সেটা বন্ধক দেয়া আছে। যে জিনিসটা তার কাছে বুব বেশি নেই সেটা হলো নগদ টাকা। এজন্যেই সর্ড প্রতি মাসে সবার থেকে বেশি টাকা তুলে থাকে।

সুলিভানের ওপরে বেশ ক্ষিণ হলো সে। একটা তুচ্ছ খান্কির জন্যে সব শেষ করে দিলো। হায় স্ট্রুর। খান্কিটার জন্যে এতো বড় বিসজ্ঞ। সুলিভানের মতো ক্লায়েন্ট ছাড়া তার মাসিক আয় কতো হবে হিসেব করতেই আবাস্তো-মেজাজটা বিগড়ে গেলো।

পাঁচ হাজার ডলার। এটাতো এমনকি ঐ ছোটোনোক কার্কসেনের চেয়েও কম। তার চোখমুখ খিচে গেলো।

দূরের একটা দেয়ালে রাখা চিত্রকর্মের দিকে ঘুরলো চেয়ার সমেত। ছবিটা ভালো মতো দেখলো। উনিশ শতকের নগন্য একজন শিল্পীর তুলির আঁচড়ে সে খুজে পেলো আরেকবার হেসে ওঠার কারণ। তার কাছে এখনও একটা সুযোগ রয়েছে। সে ফোনটা তুলে নিলো।

* * *

ফ্রেড মার্টিন ট্রেলিটা হলওয়ে দিয়ে খুব দ্রুত ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে গেলো । এ কাজে আজ তার তৃতীয় দিন আর তার প্রথম কাজটা হলো ফার্মের এটর্নির কাছে মেইলটা ডেলিভারি দেয়া । কাজটা দ্রুত এবং সঠিকভাবে করা নিয়ে সে বেশ উদ্ধিষ্ঠ হয়ে আছে ।

বক্স দরজাটার সামনে এসে দাঁড়ালো সে । আজকে সবার দরজাই বক্স দেখতে পাচ্ছে । ফেডারেল এক্সপ্রেসের প্যাকেটটা হাতে নিয়ে অন্য হাতে থাকা ম্যাপটার দিকে তাকালো । সব ঠিকই আছে । কিন্তু দরজায় কোনো নামফলক নেই । সে ধন্দে প'ড়ে গেলো ।

নক ক'রে কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে আবারো নক করলো । এবার নিজেই দরজাটা বুলে ফেললো ।

চারপাশে তাকিয়ে দেখলো ঘরটার অবস্থা বেশ খারাপ । মেঝেতে বাস্তু স্টপ ক'রে রাখা হয়েছে । আসবাবগুলো এলোমেলো ক'রে রাখা । ডেঙ্কে কিছু কাগজপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে । প্রথমেই তার মনে হলো সুপারভাইজারের সঙ্গে কথা বলবে । হয়তো কোনো ভুল হয়ে গেছে । ঘড়িতে সময় দেখলো । দশ মিনিট দেরি হয়ে গেছে । ফোনটা নিয়ে সুপারভাইজারকে ফোন করলো । কোনো সাড়াশব্দ নেই । এরপরই ডেঙ্কে রাখা মেয়েটার ছবিটা দেখতে পেলো । লম্বা, লালচে চুল, খুবই দামি পোশাক পরা । এটা লোকটার অফিসই হবে । হয়তো অন্যত্র চলে গেছে । ফ্রেড সাবধানে ডেক্স চেয়ারের উপর প্যাকেটটা রেখে দিলো । এখানে রাখলে নিশ্চিত চোখে পড়বে । বের হয়ে দরজাটা বক্স ক'রে দিলো ।

* * *

“ওয়াল্টারের জন্যে খুব দুঃখ হচ্ছে, স্যারি, সত্যি খুব দুঃখ হচ্ছে ।” জ্যাক কাঁচের মধ্য দিয়ে শহরের দৃশ্যটা দেখলো । শহরের উত্তর-প্রান্তের একটা পেন্টাইজ এপার্টমেন্টে তারা বসে আছে । জায়গাটা অবশ্যই খুব দামি । ভেতরের সৰ্জানো বাবদ আরো বিশাল খরচ করা হয়েছে । চারপাশে যেখানেই জ্যাক জাঙ্গাছে, দামিদামি সব সত্যিকারের পেইন্টিং, নরম চামড়া আর পাথরের তাক্স দেখতে পাচ্ছে । কারণটা ধরতে পারলো সে । এই পৃথিবীতে তো আর খুব বেশি স্যারি লর্ড নেই ।

লর্ড বসে আছে ফায়ার প্রেসের সামনে । জ্যাকও আগনের কাছাকাছি বসেছে । হাতে ধরা গ্লাসটা নিয়ে তার বিমর্শ পার্টনারের দিকে তাকালো সে ।

ফোন কলটা একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিলো না । “আমাদের কথা বলার দরকার জ্যাক, যতো জলদি হয় আমার জন্যে ততোই মসল । অফিসে নয় ।”

দু'জনে এখন বসে আছে লর্ডের মেহগনি প্যানেলের স্টাডিওমে । এই অভিজাত ঘরটা দেখে জ্যাকের খুব ঈর্ষ্যা হলো । এটাকে লাইব্রেরি বলেই মনে হলো তার ।

“ଆମି ତୋ ପାହାମାରା ଖେଳେଛି, ଜ୍ୟାକ ।”

କଥାଟା ଉନ୍ଦର ଜ୍ୟାକେର ହାସି ପେଯେଛିଲୋ । ଦେଖା ହତେ ନା ହତେଇ ଏମନ କଥା । କିନ୍ତୁ ମର୍ଡର କଟେ ଶ୍ରଙ୍ଗଟୀରଭାବ ଆଛେ, ତାଇ ତାର କଥାଟାକେ ଲଘୁଭାବେ ନେଯା ସମ୍ଭବ ହଲୋ ନା ।

“ଫାର୍ମଟାର କିଛୁ ହବେ ନା, ସ୍ୟାନ୍ତି, ସବ ଠିକ ହେଁ ଯାବେ । ଆମାଦେର ସୁବ ବେଶି କ୍ଷତି ହବେ ନା । ଆମରା ତୋ କିଛୁ ଜାଯଗା ସାବ-ଲିଙ୍ଜ ଦିଯେ ଦିତେ ପାରି । ଏଟା ତୋ ଏମନ କିଛୁ ନା ।”

ଲର୍ଡ ଉଠେ ଦାଢ଼ିଯେ ଦେଯାଲେର ସାଥେ ସଂଯୁକ୍ତ ବାରେର ଦିକେ ଗିଯେ ଗ୍ରାସେ ମଦ ଢାଲିଲୋ । “କ୍ଷମା କରବେ ଜ୍ୟାକ, ଆମି ହ୍ୟାତୋ ପରିଷ୍କାର କ'ରେ ତୋମାକେ ବୋଝାତେ ପାରିନି । ଫାର୍ମଟା ଏବେଟା ଧାକା ଖେଲେଛେ ଠିକଇ ତବେ ଅତୋଟା ଖାଇନି ଯେ, ଜାଯଗା ଲିଙ୍ଜ ଦିତେ ହବେ । ଆମି କଥା ବଲାଛି ପ୍ଯାଟନ, ଶ ଏୟାନ୍ତ ଲର୍ଡ ଆର ଏକଦିନଓ ଟିକେ ଥାକତେ ପାରବେ କିନା ସେଟା ନିଯେ ।”

“ସ୍ୟାନ୍ତି, ତୁମି ହଲେ ଫାର୍ମେର ନେତା, ଆମି ତୋ ଏଟାର ବଦଳ ହବାର କୋନୋ କାରଣ ଦେଖେଛି ନା । ଯଦିଓ ତୋମାର ବଡ଼ ଏକଜନ କ୍ଲାଯେନ୍ଟ ଚଲେ ଗେଛେ, ତବୁଓ ଏଟା ହବେ ନା ।”

ଲର୍ଡ ଗର୍ଜେ ଉଠିଲୋ, ସୋଜା ଦାଢ଼ିଯେ ପଡ଼ିଲୋ ଏଇମାତ୍ର ବସା ଅବଶ୍ଵା ଥେକେ ।

“ଚଲେ ଗେଛେ? ଚଲେ ଗେଛେ? ଆରେ, ଆମାକେ ଶେଷ କ'ରେ ଦିଯେ ଗେଛେ । ଆମାର ପାହାୟ ଲାଥି ମେରେ ଦିଯେ ଗେଛେ । ହେତିଓଯେଟ ଚ୍ୟାମ୍ପିଯନ ବଙ୍ଗାରଓ ଅତୋ ଜୋରେ ଆମାର ପାହାୟ ଲାଥି ମାରତେ ପାରତୋ ନା । ଆମି ଏକେବାରେ ତଲାନିତେ ଗିଯେ ଠେକେଛି । ଶକୁନେର ଦଲ ଚାରପାଶେ ଘୁରଘୁର କରଛେ ।”

“କାର୍କ୍‌ସେନ?”

“କାର୍କ୍‌ସେନ, ପ୍ଯାକାର୍ଡ, ମୁଲିଙ୍ଗ, ବାନଚୋତ ଟାଉନସେନ୍ । ଗୁଣତେ ଥାକୋ, ଜ୍ୟାକ, ଠିଗ ବାହତେ ଗୀ ଉଜାଡ଼ ହେଁ ଯାବେ । କେ ନେଇ, ବଲୋ? ଆରେ, ଆମାର ସଙ୍ଗେ ତୋ ପାର୍ଟନାରଦେର ସମ୍ପର୍କ ଘୃଣାର । ତାରା ଆମାକେ ଘୃଣା କରେ, ଆମିଓ ତାଦେର ଘୃଣା କରି ।”

“କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟାକ ଗ୍ରାଥମ ନଯ, ସ୍ୟାନ୍ତି । ଗ୍ରାହାମ ନଯ ।”

ଲର୍ଡ ଜ୍ୟାକେର ଦିକେ ହିଂର ଦୃଷ୍ଟିତେ ଚେଯେ ରଇଲୋ ।

ଜ୍ୟାକ ଭାବଲୋ ଲୋକଟାକେ ସେ ଏତୋ ପଛନ୍ଦ କରେ କେବେ ଉତ୍ତରଟା ହ୍ୟାତେ ଫିଲମୋରେ ସେଇ ଲାକ୍ଷେର ଘଟନାଯ ନିହିତ ଆଛେ । ତଥବ ଏହି ଲୋକଟା ଜ୍ୟାକକେ ସାହାଯ୍ୟ କରେଛିଲୋ । ଏଥବେ ସୁବହି ସମସ୍ୟା ପଡ଼େଛେ । ତାକେ ବଞ୍ଚା କରା ଜ୍ୟାକେର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଅବଶ୍ୟ ତାର ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଦୁଇନଦେର ସମ୍ପର୍କ ଆର ସୁମଧୁର ବୈକାଶ ତାର ଆବଶ୍ଵାସ ବେଗତିକ ।

“ସ୍ୟାନ୍ତି, ତାରା ଯଦି ତୋମାର କିଛୁ କରତେ ଚାହୁଁ ତବେ ଆମାକେ ଆଗେ ସାମଲାତେ ହବେ ତାଦେର ।” କଥାଟା ସେ ମନ ଥେକେଇ ବଲିଲୋ ।

“ପାନିର ସ୍ରୋତ ଆମାଦେର ଦୁଃଜନେରଇ ପ୍ରତିକୂଳେ, ଜ୍ୟାକ ।”

“ଆମି ବେଶ ଭାଲୋ ସାଂତାରୁ, ସ୍ୟାନ୍ତି । ତାହାଡ଼ା ଏଟାକେ ଏକେବାରେ ନିଃସ୍ଵାର୍ଥ ବ୍ୟାପାର ହିସେବେ ଦେଖୋ ନା । ତୁମି ହଲେ ଫାର୍ମେର ଏକଜନ ବିନିଯୋଗକାରୀ ଯେବାନେ ଆମି ହଲାମ ଏକଜନ ଅଂଶୀଦାର ମାତ୍ର । ତୁମି ଏକଜନ ଟପ ପ୍ରେଡେର ଆଇନଜୀବି । ଏଥବେ ହ୍ୟାତେ ତୋମାର

অবস্থা খারাপ । কিন্তু এ খারাপ অবস্থা তোমার থাকবে না । বারো মাসের মধ্যে তোমার অবস্থা আবার এক নম্বর হবে । আমি এরকম একটা সম্পদকে এভাবে শেষ হতে দিতে পারি না ।”

“তোমার এই কথা আমি কখনও ভুলবো না, জ্যাক ।”

“আমিও তোমাকে শেষ হতে দেবো না, স্যান্ডি ।” জ্যাক চলে গেলে লর্ড আরো মদ ঢাললেও পান করলো না । তার কম্পিত হাতের দিকে তাকিয়ে বোতল আর গ্রাসটা রেখে দিয়ে সোফায় বসে পড়লো । আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখলো বিশ বছরের মধ্যে এই প্রথম তার চোখে পানি পড়ছে । বিশ বছর আগে তার মা মারা গেলে সে কেঁদেছিলো । এখন তার বন্ধু সুলিভানের জন্যে কাঁদলো । নিজের চোখটা মুছে ফেললো সে । জ্যাকের ব্যাপারে ভাবলো ।

কেবলমাত্র অপরাধবোধই তাকে তাড়িত করলো না । লজ্জাও পেলো সে । নিজের বমিবমি ভাবটা দূর ক'রে আয়নায় চেহারাটা দেখলো । কসম খেলো যে, জ্যাককে সে হতাশ করবে না । সে আবার শীর্ষে উঠে যাবে । আর এই কথাটা সে কখনও ভুলবে না ।

BanglaBook.org

ଅଧ୍ୟାୟ ୨୫

ଫ୍ରାଙ୍କ କବନ୍ ଓ ସ୍ପ୍ରେଓ ଭାବେନି ଏଥାନେ ବ'ସେ ଥାକବେ । ଚାରପାଶେ ତାକିଯେ ସେ ଖୁବ ଦ୍ରୁତଇ ଏହି ସିନ୍ଧାନ୍ତେ ପୌଛାଲୋ ଯେ, ଏଟା ଆସଲେଇ ଓଭାଲ ଆକୃତିର । ଫ୍ରାଙ୍କ ଟୋକ ଗିଲଲୋ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଶାଭାବିକଭାବେ ନିଃଶ୍ଵାସ ନେବାର ତାଗାଦା ଅନୁଭବ କରିଲୋ । ସେ ପୁଲିଶେର ଏକଜନ ଅଭିଜ୍ଞ କର୍ତ୍ତାବ୍ୟକ୍ତି । ଆର ଏଟା ହଲୋ ଆରେକଟା ଅସମାନ ମାମଳାର ଧାରାବାହିକ ତଦନ୍ତର ଅଂଶ । ସେ କେବଳ ଏକଟା ତଥ୍ୟକେ ଖତିଯେ ଦେବହେ, ଏବଂ ବେଶି କିଛୁ ନା । କହେକ ମିନିଟ ମାତ୍ର, ତାରପରଇ ସେ ଏଥାନ ଥେକେ ବେର ହୁୟେ ଯାବେ ।

ଏରପରଇ ତାର ମଣିଷଙ୍କ ତାକେ ଶ୍ମରଣ କରିଯେ ଦିଲୋ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କିନ ପ୍ରେସିଡେନ୍ଟକେ ଜିଜ୍ଞାସାବାଦ କରତେ ଯାଚେ । ଏହି ଭାବନାର ଫଳେ ତାର ମ୍ଲାଯୁ ଦୂର୍ବଲତା ଯେଇନା ବାଡ଼ତେ ଲାଗିଲୋ ଅମନି ଦରଜାଟା ଖୁଲେ ଗେଲୋ । ଘୁରେ ତାକାତେଇ ଦେବତେ ପେଲୋ ହାତଟା ବାଡ଼ାନୋ ହୁୟେଛେ ତାର ଦିକେ ।

“ଆସାର ଜନ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ, ଲେଫଟେନାନ୍ଟ ।”

“ଧନ୍ୟବାଦ, ସ୍ୟାର । ଜ୍ୟାମେର ମଧ୍ୟେ ଗାଡ଼ିତେ ବ'ସେ ଥାକାର ଚେଯେଓ ଆପନାକେ ଆରୋ ଭାଲୋ କିଛୁ କରତେ ହୟ । ଯଦିଓ ଆମାର ମନେ ହୟ ଗାଡ଼ିତେ ବ'ସେ ବ'ସେ କବନ୍ ଓ ଜ୍ୟାମ ଉପଭୋଗ କରେନନି, ମି: ପ୍ରେସିଡେନ୍ଟ, ତାଇ ନା?”

ରିଚମନ୍ ଡେକ୍ସେ ବ'ସେ ଫ୍ରାଙ୍କକେ ବସାର ଜନ୍ୟ ଇଶାରା କରିଲେନ । ଏମନ ସମୟ ଦରଜା ଖୁଲେ ବିଲ ବାର୍ଟନ ଭେତ୍ରେ ଚୁକଲେ ଫ୍ରାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ତାର ଚୋଖାଚୋବି ହଲୋ ।

“ଆମାର କୁଟୁମ୍ବଲୋ ତୋ ଆଗେ ଭାଗେଇ ଠିକ କରା ଥାକେ ତାଇ ଜ୍ୟାମେ ବ'ସେ ଥାକାର ଶ୍ଵାଦ ଆମି ପାଇ ନା ।” ପ୍ରେସିଡେନ୍ଟ ଦାଂତ ବେର କ'ରେ ହାସିଲେ ଫ୍ରାଙ୍କ ବୁଝୁଣ୍ଟେ ପାରିଲୋ ତାର ନିଜେର ଠୋଟ ଜ୍ବାନୀ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧିତଭାବେ ହାସାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛେ ।

ପ୍ରେସିଡେନ୍ଟ ଏକଟୁ ଖୁବିକୁ ଦୁଃଖାତ ଏକ ସାଥେ କ'ରେ ରେଖେ ଫ୍ରାଙ୍କର ଦିକେ ତାକାଲେନ ।

“ଆମି ତୋମାକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିତେ ଚାଇ, ଫ୍ରାଙ୍କ,” ତିନିଭାଟିନେର ଦିକେ ତାକାଲେନ । “କିନିଟିନ ସୁଲିଭାନେର ହତ୍ୟାର ତଦନ୍ତେ ତୁମି ଭାଲୋ ରକ୍ଷଣୀୟ ସହ୍ୟୋଗୀତା କରେଥୋ । ବିଲ ଆମାକେ ବଲେଛେ । ଏଟା ଖୁବଇ ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ, ମେଲ୍ । କିଛୁ କିଛୁ ଅଫିସାର ତଦନ୍ତର ଚେଯେ ମିଡିଆତେ ପ୍ରାଚାରଣାଟାଇ ବେଶି ଚାଯ । ତୁମି ଆମାର ପ୍ରତ୍ୟାଶାର ଚେଯେଓ ବେଶି କରେଥୋ । ଆବାରୋ ତୋମାକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜାନାଛି ।”

ଫ୍ରାଙ୍କର ମୁଖଟା ରକ୍ତିମ ହୁୟେ ଗେଲୋ ।

“ଖୁବଇ ଭୟକର, ଜାନୋଇ ତୋ । ଆମାକେ ବଲୋ, ଓଯାନ୍ଟାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଏବଂ ଯେ

অপরাধীটা ওলি খেয়ে মরেছে তার মধ্যে কোনো সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছো কি?"

ফ্রাংক মাথা ঝাকালো ।

"আরে, লেফটেনান্ট । ওয়াশিংটনে সবাই এখন বলাবলি করছে ওয়াল্টার একজন ঘাতককে ভাড়া ক'রে তার স্ত্রীর হত্যাকারীকে খুন করিয়ে নিজে আত্মহত্যা করেছে । এসব গুজব তো তুমি বক্ষ করতে পারবে না । আমি কেবল জানতে চাই ওয়াল্টার সত্য তার স্ত্রীর ঘাতককে খুন করার আদেশ দিয়েছিলো কিনা । তোমার কাছে এ ব্যাপারে কি কোনো তথ্য আছে?"

"এ মুর্দৃতে বলতে পারছি না, স্যার । আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন । তদন্তটা এখনও চলছে ।"

"চিন্তা কোরো না, লেফটেনান্ট । আমি তোমার কাজে নাক গলাছি না । সুলিভানের আত্মহত্যা আমাকে খুবই অবাক করেছে । কতো অসাধারণ লোকই না আমরা হারালাম ।"

"আমিও সোকের মুখে অনেক কথা শনেছি ।"

"কিন্তু, তুমি আমাকে যাই বলো না কেন, সেটা তোমার আমার মধ্যেই থাকবে । তোমার কাছে কি শক্ত কোনো প্রমাণ রয়েছে যে, ওয়াল্টার ভাড়াটে খুনি দিয়ে তার স্ত্রীর হত্যাকারীকে খুন করিয়েছে?"

"অভিযুক্ত, মি: প্রেসিডেন্ট । অপরাধ প্রমাণ হবার আগ পর্যন্ত নির্দোষ বলতেই হয় ।"

প্রেসিডেন্ট বাটনের দিকে তাকালেন । "তবে আমি বুঝতে পারছি তোমার কেসটা খুব শক্ত ।"

"কিছু কিছু ডিফেন্স এটর্নি এরকম কেস পছন্দ করে, স্যার । আপনি যদি লোহার ওপর যথেষ্ট পরিমাণ পানি ফেলেন তো দেখবেন সেটা ক্ষয় হতে শুরু করবে । এক সময় সব জায়গাতেই ছিদ্র দেখতে পাবেন ।"

"এই ডিফেন্স এটর্নিটা সেরকমই ব্যক্তি?"

"তার চেয়েও বেশি । সত্যিকারের লড়াইয়ের মুখোমুখি হওয়েছি আমরা ।"

কথাটা শনে প্রেসিডেন্ট চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন পুষ্টির দৃষ্টিতে সেদ ফ্রাংকের দিকে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত ।

ফ্রাংক তাঁর চোখেমুখে একটা অভিব্যক্তি দেন্তে বুঝতে পারলো আরো তথ্য চাই তাঁর । নিজের নোটবুকটা বের ক'রে একটা পৃষ্ঠাটে চোখ বুলালো ।

"আপনি কি সচেতন আছেন, ওয়াল্টার সুলিভান মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে আপনাকে ফোন করেছিলেন?"

"আমি জানি তার সাথে আমার কথা হয়েছে । তবে সেটা তার মৃত্যুর ঠিক পূর্বে ছিলো কিনা জানি না ।"

“এই কথাটা আপনি আবাদেরকে আগে জানাননি বলৈ বেশ অবাক হয়েছি ।”

প্রেসিডেন্টের মধ্যে একটু ভড়কে যাবার চিহ্ন দেখা গেলো । “আমি জানি । আমি জন্মে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলাম । যদিও জ্ঞানতাম পুলিশ প্রকারণে এই তথ্যটা ছান্তে পারবে । যাকগে, আমি সেজন্যে দৃঢ়বিত, লেফটেনেন্ট ।”

“নেই ফোন সংলাপটি আমার বিস্তারিত জ্ঞান দরকার ।”

“তুমি কি কিছু খাবে, সেদ ?”

“এক কাপ কফি হলেই চলবে, ধন্যবাদ ।” বার্টন ইশারা পেয়ে একটা ফোন তুলে নিলো । এক মিনিট বাদেই গরম কফি চলে এলো ।

প্রেসিডেন্ট কফিতে চুমুক দিয়ে তাঁর ঘড়িতে সময় দেখে তারপর ফ্রাঙ্কের দিকে তাকালেন । “আমি দৃঢ়বিত, সেদ, আমার হাতে বোধহয় বেশি সময় নেই । কয়েক মিনিটের মধ্যে আমাকে কংগ্রেশনাল একটি দলের সঙ্গে লাক্ষ করতে হবে ।”

“আমি বুঝেছি । আর মাত্র কয়েক মিনিট লাগবে, স্যার । ফোনটা করার উদ্দেশ্য কি ছিলো ?”

প্রেসিডেন্ট আবারো চেয়ারে হেলান দিলেন যেনো চিন্তাভাবনাগুলো উঠিয়ে নিছেন । “আমি এই কলটাকে চিহ্নিত করবো মরিয়া আচরণ হিসেবে । সে নিচিতভাবেই স্বাভাবিক ছিলো না । মনে হচ্ছিলো ভারসাম্যইনি । অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে কিছুই বলেনি । যে সুলিভানকে আমি চিনতাম তার সঙ্গে এটা খাপ খায় না ।”

“তিনি কি নিয়ে কথা বলেছিলেন ?”

“সব কিছু, আবার কিছুই না । কখনও কখনও সে কেবল বকবক করেছে । ক্রিস্টিনের মৃত্যু নিয়ে কথা বলেছিলো । তারপর লোকটার কথা বললো । যে লোকটাকে তুমি খুনের দায়ে ঘ্রেফতার করেছিলে । সেই লোকটা তার জীবন কিভাবে ধ্রংস করেছে, তাকে সে কতোটা ঘৃণা করে, এসব । শুনতে খুবই খারাপ মাণছিলো ।”

“আপনি তাকে কি বললেন ?”

“আমি তাকে বারবার জিজ্ঞেস করলাম সে কোথায় আছে । আরকে সাহায্য করার জন্যে প্রস্তাব দিলাম । কিন্তু আমার কথা শুনলো না । মনে হয়ে আমার কোনো কথা ঠিক মতো শুনতে পেয়েছে । সে তো খুবই খারাপ অবস্থায় ছিলো ।”

“তাহলে আপনি মনে করেন তার কথাবার্তা শুনে আত্মহত্যা করতে উদ্যত বলৈ মনে হয়েছিলো ?”

“আমি তো মনোবিজ্ঞানী নই, লেফটেনেন্ট । তবে আমাকে যদি অনুমান করতে বলো আমি বলবো, হ্যা, তাকে আমার আত্মহত্যা করতে উদ্যত বলৈই মনে হয়েছিলো । আমার প্রেসিডেন্সি সময়ে আমি খুব কমই এরকম অসহায় বোধ করেছি । তার সঙ্গে কথা বলার পর যখন শুনলাম সে আত্মহত্যা করেছে তখন আমি মোটেও অবাক হইনি ।” রিচমন্ড বার্টনের দিকে তাকালেন । তারপর তাকালেন ফ্রাঙ্কের দিকে ।

“এজনেই তো তোমার কাছ থেকে জানতে চাইছি সুলিভান সম্পর্কে ভাড়াটে খুনি ব্যবহার করার যে গুজব শোনা যাচ্ছে সেটা সত্য কিনা।”

ফ্রাংক বার্টনের দিকে তাকালো। “আপনাদের কাছে এই ফোনালাপের কোনো রেকর্ড নেই? আমি জানি এখানকার কিছু কিছু ফোনালাপ রেকর্ডিং করার ব্যবস্থা আছে।”

প্রেসিডেন্ট জবাব দিলেন। “সুলিভান আমার প্রাইভেট লাইনে ফোন করেছিলো। এই লাইনটা নিরাপদ, এতে কোনো রেকর্ডিং করতে দেয়া হয় না।”

“আচ্ছা। তিনি কি আপনাকে সরাসরি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মুখ্যার ইইটনির মৃত্যুর ব্যাপারে?”

“সরাসরি নয়। তবে লোকটার ব্যাপারে সে ভীষণ ক্ষুর ছিলো। মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই না। তবে তার কথায় আমার মনে হয়েছে সে-ই লোকটাকে খুন করেছে। অবশ্য আমার কাছে কোনো প্রমাণ নেই।”

ফ্রাংক মাথা ঝাঁকালো। “খুবই অস্বস্তিকর ফোনালাপ হয়েছে তাহলে।”

“হ্যা, খুবই অস্বস্তিকর ছিলো। তো, লেফটেনান্ট আমার যে এখন উঠতে হয়।”

ফ্রাংক একটুও নড়লো না। “তিনি আপনাকে কেন ফোন করলেন বলৈ আপনি মনে করেন? সেই রাতে, মানে অতো রাতে?”

প্রেসিডেন্ট উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, আবার বল্সে পড়ে বার্টনের দিকে এক পলক তাকালেন। “ওয়াল্টার আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলো। ওরকম সময়ই বেশি ফোন করতো আমাকে, আমিও তেমনটাই করতাম। শেষ কয়েক মাস ধরে আমাদের মধ্যে খুব একটা যোগাযোগ হয়নি।

“জানোই তো তার ব্যক্তি জীবনে একটা ঝড় বয়ে গিয়েছিলো। ওয়াল্টার একেবারে চুপ মেরে গিয়েছিলো বলা চলে। এবার আমাকে ক্ষমা করো, সেদ।”

“আমার খুব অবাক লাগছে যে, এতো সোক থাকতে উনি জ্ঞানাকে ফোন করেছেন। মানে আপনি যে বাড়িতে থাকবেন সেটার তো কোনো নিষ্ঠয়তা ছিলো না। আপনাকে তো প্রচুর ভ্রমণ করতে হয়। তাবছি উনি আসলে জ্ঞানেন কী।”

প্রেসিডেন্ট ছাদের দিকে তাকালেন। পুলিশের ব্যাটা সম্মার সঙ্গে খেলতে চাচ্ছে, দেখাতে চাইছে সে কতোটা স্মার্ট। ফ্রাংকের দিকে ভাসিয়ে তিনি হাসলেন। “আমি যদি মনের কথা পড়তে পারতাম তবে তো গবেষনাদের উপর আমাকে নির্ভর করতে হোতো না।”

ফ্রাংকও হাসলো। “আমার মনে হয় না আপনি যে এই চেয়ারে আবার বসতে যাচ্ছেন সেটা বোবার জন্যে আপনার টেলিপ্যাথিক ক্ষমতা থাকতে হবে।”

“তোমার কথা শুনে ভালো লাগছে, লেফটেনান্ট। আমি কেবল বলতে পারি ওয়াল্টার আমাকে ফোন করেছিলো। সে যদি নিজেকে শেষ ক'রে দেয়ার পরিকল্পনা

কুঠে বাদতো তবে সে কাকে ফোন করতো? ক্রিস্টিন সুলিভানকে বিয়ে করার পর
থেকে তো তার সঙ্গে তার পরিবারের আর কোনো সম্পর্ক ছিলো না। তার অনেক
ব্যবস্থিক বক্সবাক্স থাকলেও সত্যিকারের বক্স কমই ছিলো। ওয়াল্টারের সঙ্গে
চৰকু অনেক দিন ধরেই বক্সত্ব। আমি তাকে পিতৃত্ব বলে মনে করতাম। তুমি
তো জানোই তার স্তুর খুনের তদন্তে আমার বিশেষ আগ্রহ আর আন্তরিকতা ছিলো।
এব কিছু বিবেচনায় নিলে বোধা যায় কেন সে আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলো।
ইইটেই দেবল আমি জানি। আমি দুঃখিত, খুব বেশি সাহায্য করতে পারছি না।”

দুরজাটা খুলে গেলো। ক্রাংক দেখতে পায়নি প্রেসিডেন্ট তার ডেক্সের পাশে
একটা সুইচে হাত রেখেছিলেন।

প্রেসিডেন্ট তার সেক্রেটারির দিকে তাকালেন। “লয়েস, আমি আসছি।
লেক্টেনস্ট, তোমার যদি আমার কাছ থেকে আর কোনো সাহায্যের দরকার পড়ে
ঘৰ তুমি বিল বাটনের সঙ্গে কথা বোলো, তাকে জানিও।”

ক্রাংক তার নোটবুকটা বক্স করলো। “ধন্যবাদ, স্যার।”

ক্রাংক চলে যাবার পর রিচমন্ড দরজার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

“ইইটনির এটর্নির নামটা কি ছিলো, বাটন?”

বাটন একটু ভাবলো। “গ্রাহাম, জ্যাক গ্রাহাম।”

“নামটা পরিচিত মনে হচ্ছে।”

“প্যাটন, শাতে কাজ করে। এখন পার্টনার হয়েছে।”

প্রেসিডেন্টের চোখ দুটো স্থির হয়ে গেলো।

“কি হয়েছে?”

“না, কিছু না।” রিচমন্ড দ্রুয়ার থেকে একটা নোটবুক বের করলেন। “ওর
ব্যাপারে নজর রেখো, বাটন। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তার কাছে এমন একটু আলামত
হয়তো আছে যার জন্যে আমরা পাঁচ মিলিয়ন ডলার দিয়েছিলাম। তারপরেও তো
নেও হাতে পাইনি।”

প্রেসিডেন্ট নোটবুকের পাতা ওল্টাতে লাগলেন। এটা স্টিনায় অনেক চরিত্র,
হচ্ছে কিছু জড়িত। লুখার যদি তার এটর্নিরে চিঠি খেলার চাকুটা দিয়ে থাকে তবে
ঠো সারা দুনিয়া জেনে যাবে। রিচমন্ডের পুরক্ষার বিস্তরণী অনুষ্ঠানের কথাটা মেন
পড়ে গেলো। র্যানসম বল্টইটনের হবু জামাটু গ্রাহামের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিলো
ঠৰন। গ্রাহামকে দেখে মনে হয়নি তার কাছে ওরকম কিছু আছে। তাহলে কার কাছে
হচ্ছে, ইইটনি যদি ওটা কাউকে দিয়ে থাকে তবে সে কে হতে পারে?

প্রেসিডেন্ট যখন সল্লাবনাগুলো নিয়ে ভাবতে লাগলেন তখন একটা নাম আচম্কাই
ঠঠ মন ডেকি মারলো। এমন একজন ব্যক্তি যাকে হিসেবের মধ্যেই রাখা হয়নি।

এক হাতে ব্যাগ আর অন্য হাতে বৃককেসটা নিয়ে পকেট থেকে চাবি বের করতে গিয়ে
জ্যাক মুশকিলে পঁড়ে গেলো। দরজায় চাবিটা ঢোকানোর আগেই সেটা ঝুলে গেলো।

জ্যাক খুব অবাক হলো। “এ মূহূর্তে তোমাকে বাড়িতে পাবো আশা করিনি।”

“আমি কিছু বানাতে পারতাম।”

জ্যাক ভেতরে চুকে পড়লো। বৃককেসটা কফি টেবিলে রেখে রান্নাঘরের দিকে
গেলে কেইট তার দিকে চেয়ে রাখলো।

“আরে, তুমি তো সারাদিন কাজ করেছো। তুমি কেন রান্না করবে?”

“মেয়েদেরকে এটা প্রতিদিনই করতে হয়। চারপাশে চেয়ে দ্যাখো।”

জ্যাক রান্নাঘর থেকে বের হয়ে এলো। “কোনো বিতর্ক নেই তাতে। তুমি কি
খেতে চাও?”

“আমার আসলে খিদে নেই।”

সে দুটো প্রেট নিয়ে এলো।

“তুমি জানো, যদি না খাও তাহলে শেষ হয়ে যাবে।”

জ্যাক মেঝেতে কেইটের পাশে বসে পড়লো।

“তো, কাজ কেমন হলো? তোমার আসলে কয়েকটা দিন ছুটি নেয়া দরকার।
তুমি সব সময়ই খুব বেশি খাটাখাটি করো।”

“দ্যাখো কে কথা বলছে।” প্রেট থেকে একটা স্প্রিংরোল তুলে আবার সেটা
প্রেটেই রেখে দিলো কেইট।

জ্যাক তার কাটাচামচটা রেখে তার দিকে তাকালো।

“তো, আমি শুনছি।”

কেইট সোফায় গিয়ে বসলো। তাকে খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

“লুথারের সঙ্গে আমি কী করেছি সেটা নিয়ে অনেক ভেবেছি।”

“কেইট - ”

“জ্যাক, আমাকে বলতে দাও।” কথাটা চাবুকের মতো শোনালো। “আমি যা
করেছি সেটা কখনও ভুলতে পারবো না। হয়তো যা কষেছি তা ভুল নয়। তবে একটা
দিক থেকে এটা ভুল ছিলো। সে আমার বাবা। একটু থেমে আবার বলতে শুরু
করলো সে। “একজন উকিল হিসেবে আমি কাজকে কাউকে পছন্দ করি না।”

জ্যাক তাকে ধরতে চাইলো, কারণ কেইট কাঁপছে। কিন্তু সে হাতটা সরিয়ে
দিলো।

“যা বলতে চাচ্ছিলাম, আমি আসলে একদম পাল্টে ফেলতে চাই নিজেকে।
আমার জীবন, আমার পেশা, সব কিছু।”

“কী বলছো তুমি?” জ্যাক উঠে দাঁড়িয়ে তার পাশে বসলো।

“আমি আর প্রসিকিউটর ধাকছি না, জ্যাক। মানে, আমি আর আইনজীবি ধাকতে চাইছি না। আজ সকালেই আমি চাকরি ছাড়ার চিঠি দিয়ে এসেছি। তারা অবশ্য খুব অবাক হয়েছে। বলেছে আরেকটু ভেবে দেখতে। তাদের বলেছি সেটা আমি ইতিমধ্যেই ক'রে ফেলেছি।”

জ্যাকের কঠে অবিশ্বাসের ছাপ। “তুমি তোমার চাকরি ছেড়ে দিয়েছো? হায় ইশ্বর, কেইট, কতো শ্রমই না তুমি দিয়েছো এ পেশায়। এভাবে এটা ছুড়ে ফেলে দিতে পারো না।”

সে উঠে দাঁড়িয়ে জানালার কাছে গেলো।

“যাইহোক না কেন, আমি আর কাজটা করছি না, জ্যাক। বিগত চার বছর ধরে আমি যা করেছি সেটা আমার কাছে একটা ভীতিকর স্মৃতি হিসেবে রয়ে যাবে। আইন পড়ার সময় এরকমটি আমি আসলে চাইনি।”

“নিজেকে অতো তুচ্ছ ভেবো না। তুমি যা করেছো তার জন্যে পথঘাট আজ অনেক বেশি নিরাপদ আছে।”

কেইট তার দিকে ফিরলো। “আমার ভেতরে আর এব্যাপারে কোনো প্রাণশক্তি নেই। সব ধূয়ে মুছে গেছে।”

“তাহলে তুমি করবে কি? তুমি একজন আইনজীবি?”

“না। তুমি ভুল করছো। আমার জীনের একটা ক্ষুদ্র অংশ জুড়ে কেবল আইনজীবি ছিলাম। এর আগে আমার জীবন অনেক বেশি ভালো ছিলো।” সে থেমে তার দিকে তাকিয়ে বুকের কাছে দু'হাত ভাঁজ করলো।

“তুমিই তো বলেছিলে যে, আমি আইনজীবি হয়েছি আমার বাবাকে শাস্তি দেবার জন্যে। সেই শাস্তি দেয়া হয়ে গেছে। অনেক চড়া মূল্যে।” একটা দীর্ঘশাস্তি ফেললো কেইট। “আমার মনে হয় তাকে যে শাস্তি দেবার কথা ছিলো সেটা দেয়া হয়ে গেছে।”

“কেইট, এটাতে তোমার কোনো দোষ ছিলো না।” তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলে জ্যাক থেমে গেলো।

কেইটের পরের কথাটা জ্যাকের বুকে তীব্র আঘাত করলো।

“আমি অন্য কোথাও চলে যাচ্ছি, জ্যাক। কোথায় যাচ্ছি সেব্যাপারে আমি এখনও নিচিত হইনি। আমার কাছে কিছু টাকা জমান্বে আছে। দক্ষিণ-পূর্ব দিকেই যাবার কথা ভাবছি। হয়তো কলোরাডোতে। এখানে আমি যেমন আছি তার চেয়ে একেবারে আলাদা কিছু হতে চাই। হয়তো সেটা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে।”

“চলে যাচ্ছো।” প্রশ্নের চেয়ে কথাটা যেনো নিজেকেই বললো জ্যাক।

কেইট মাথাটা নিচু ক'রে বললো, “এখানে এমন কিছু নেই যার জন্যে আমি

পাকবো, জ্যাক।”

তার দিকে রেগেমেগে তাকালো জ্যাক। “কী আজব তুমি! এটা তুমি বলতে পারলে?”

অবশ্যে কেইট তার দিকে মুখ তুলে তাকালো। তার সমস্ত শরীর কাঁপছে। “আমার মনে হয় তোমার চলে যাওয়াই ভালো।”

* * *

অনিছ্বা সন্ত্রেও জ্যাক একগাঁদা কাজ নিয়ে ডেক্সে বসলো। এমন সময় ড্যান কার্কসেন তার কাছে আসলে জ্যাক অনেকটা আত্মে উঠলো।

“ড্যান, আমি আসলে –”

“আজ সকালে পার্টনারদের মিটিংয়ে তুমি ছিলে না।”

“মিটিংয়ের কথা তো কেউ আমাকে জানায়নি।”

“একটা মেমো পাঠানো হয়েছিলো। তুমি দেরি ক'রে এসেছো অফিসে তাই পাওনি।”

“এখন তো আছি।”

“আমি জানি তুমি স্যান্ডির বাড়িতে গিয়েছিলে তার সঙ্গে দেখা করতে।”

জ্যাক তার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো।

“কোনো ব্যক্তিগত কারণে নয়।”

কার্কসেন রেগে গেলো। “পার্টনারশিপের বিষয়গুলো সব পার্টনারের সামনেই আলোচনা করার কথা। আমরা এখন পার্টনারদের মধ্যে কোনো ধরণের ঝামেলা চাই না, ইতিমধ্যেই অনেক ঝামেলার শিকার হয়েছে এই ফার্ম।”

জ্যাক প্রায় উচ্চস্বরে হেসে ফেলতে যাচ্ছিলো। ড্যান·কার্কসেন, যেকিনা ঝামেলা বাধাতে ওস্তাদ সে এই কথা বলছে।

“আমার মনে হয় সবচেয়ে বাজে জিনিসটা আমরা দেখে ফেলেছি।”

“তাই নাকি, জ্যাক? সত্যি দেখেছো?” কার্কসেন নাক সিঁকালো। “জানতাম না এরকম অভিজ্ঞতা তোমার রয়েছে।”

“তো, তোমার যদি এতেই বিরক্ত লাগে তো চলেমাচ্ছা না কেন?”

তার মুখ থেকে উন্নাসিক আবহটা হাওয়া হয়ে গেলো। “আমি এই ফার্মে বিশ বছর ধরে আছি।”

“তাহলে তো সময় হয়েছে একটু পরিবর্তনের। হয়তো তোমার ভালোই লাগবে।”

কার্কসেন ব'সে পড়লো। “একজন বস্তু হিসেবে উপদেশ দিচ্ছা, জ্যাক। শোনো, স্যান্ডির সঙ্গে নিজেকে জড়িও না। সেটা করলে তুমি মহা সংকটে পড়বে। সে রসতলে

গেছে।”

“উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ।”

“আমি আবারো বলছি, জ্যাক, নিজেকে কোনো আজেবাজে ব্যক্তির জন্যে বিপদে ফেলো না।”

“আমাকে বিপদে ফেলবো? মানে, বল্ডউইনদের ভয় দেখাচ্ছো, তাই না?”

“তারা তো তোমার ক্লায়েন্ট ... এখন পর্যন্ত।”

“স্কার্মে কোনো পরিবর্তনের চেষ্টা করছো কি তুমি? যদি তাই করো, তবে তোমার জন্যে আমার উভেজ্বা রইলো। তুমি এক মিনিটও টিকে থাকতে পারবে না।”

কার্কসেন উঠে দাঁড়ালো। “কোনো কিছুই চিরকালের জন্যে নয়, জ্যাক। স্যান্ডি মর্টও তোমাকে এ কথাই বলবে। যা হবার তাই হবে।”

জ্যাক উঠে এসে কার্কসেনের মুখোমুখি দাঁড়ালো। “তোমার যা খুশি তাই করতে পারো, ড্যান।”

কার্কসেন হাসতে হাসতে চলে যেতে উদ্যত হলো। “যেমনটি বলেছিলাম, তুমি কখনও জানবে না, জ্যাক। ক্লায়েন্টের সঙ্গে সম্পর্কটা সব সময়ই নাজুক, তোমার কথাটাই ধরো না কেন। জেনিফার বল্ডউইনের সঙ্গে তোমার সম্পর্কের ওপরই তোমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এখন যদি মিস বল্ডউইন কোনোভাবে জানতে পারে যে, তুমি অন্য এক মহিলার সঙ্গে এক কোয়ার্টারে রাত কাটাচ্ছো, তবে তোমাকে দিয়ে তাদের আইনী কাজকর্ম তো করাবেই না, বিয়েটার ব্যাপারেও আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে।”

জ্যাক এতোটাই কাছে এগিয়ে এলো যে, কার্কসেনের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই হবার ঝোগাড় হলো।

“বোকার মতো কিছু কোরো না, জ্যাক।”

এখানে তোমার অবস্থান যাই হোক না কেন একজন জুনিয়র পার্টনারের হাতে সিনিয়র পার্টনারের শারীরিকভাবে অপমান কেউ মেনে নেবে না। প্রিউন, শাতে এখনও অন্তর্ভুক্ত বলে কিছু জিনিস রায়ে গেছে।”

“আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবে না, কার্কসেন। কখনও না।”
জ্যাক তাকে ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের ক'রে দিলো।

কার্কসেন শাটটা ঠিক ক'রে হাসলো। তাকে ফ্রেণ্টিয়ে তোলাটাই তার লক্ষ্য ছিলো। “তুমি জানো, জ্যাক, তোমার বোধা দরকার কিসের মধ্যে জড়াচ্ছো তুমি। কোনো একটা কারণে তুমি স্যান্ডি লর্ডকে বিশ্বাস করো, খুবই বিশ্বাস করো। কিন্তু সে কি তোমাকে ব্যারি এলভিসের ব্যাপারে সত্য কথা বলেছিলো?”

জ্যাক তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলো।

কার্কসেন বিজয়ীর হাসি হাসলো। “একটা ফোন কল, জ্যাক। ধনীর দুলালী ফেন ক'রে জানালো যে, এলভিস তোমাকে অতিরিক্ত কাজ দিয়ে তাকে এবং তার বাবাকে

বেকায়দায় ফেলেছে। ব্যস, ব্যারি এলভিস হাওয়া হয়ে গেলো। এভাবেই খেলাটা খেলা হয়ে থাকে, জ্যাক। হয়তো তুমি খেলাটা খেলতে চাইছো না। যদি'না চাও, তাহলে তোমাকে কেউ চলে যেতে বাধা দেবে না।”

কার্কসেন এই পরিকল্পনা কৌশলটা অনেক আগে থেকেই চালিয়ে যাচ্ছিলো। সুলভানের চলে যাওয়ার পর সে বড়উইনের কাছে কথা দিয়েছিলো যে, তার কাজটাই হবে ফার্মে সবচাইতে অগ্রাধিকার পাবে আর কার্কসেনের কাছে এ শহরের সবচাইতে সেরা এটর্নির দল রয়েছে।

ম্যানেজিং পার্টনার জ্যাকের দিকে তাকিয়ে হাসলো। “তুমি হয়তো আমাকে পছন্দ করছো না, জ্যাক, কিন্তু আমি তোমাকে সত্য কথা বলছি। তুমি বেশ লায়েক হয়েছো, কিভাবে তুমি এসব মোকাবেলা করবে এটা তোমার উপরই নির্ভর করছে।”

কার্কসেন দরজাটা বন্ধ ক'রে চলে গেলো।

জ্যাক চেয়ারে বসে ডেক্সের সামনে থেকে কাগজপত্র সব সরিয়ে হাত দুটো সেটার ওপর রেখে আন্তে ক'রে মাথাটা হাতের ওপর রাখলো।

অধ্যায় ২৬

সেদ ফ্রাংক বৃক্ষ লোকটির দিকে তাকালো । ছোটোখাটো, মাথায় একটা ক্যাপ, প্যান্ট
আৱ মোটা সোয়েটাৱ এবং পায়ে বুট জুতা পৱা । লোকটাকে পুলিশ স্টেশনে আসতে
পেৱে একই সাথে অস্বস্তি এবং উত্তেজনা বোধ কৱছে । তাৱ হাতে বাদামী রঙেৱ
একটা প্যাকেট ।

“আমি ঠিক বুৰতে পাৱছি না, মি: ফ্লার্ভার্স !”

“বুৰলেন, আমি ওখানে ছিলাম । ঐদিন, কোর্ট হাউজে । এই যে, যেদিন লোকটা
খুন হলো । আমি তো কেবল দেখতে গিয়েছিলাম কী হচ্ছে ওখানে । সারাজীবন
এখানে আছি এৱকম তো কিছু দেখিনি কখনও ।”

“সেটা আমি বুৰতে পেৱেছি,” সেদ ফ্রাংক শুকনো গলায় বললো ।

“তো, আমাৱ কাছে নতুন একটা ক্যামকৰ্ডাৱ ছিলো, দারুণ জিনিস । খালি
ধৰবেন, সব ছবি উঠে যাবে । বউ বললো ওটা নিয়ে যাও ।”

“এটাতো দারুণ ব্যাপার, মি: ফ্লার্ভার্স । এৱ উদ্দেশ্যটা কি ছিলো ?” ফ্রাংক তাকে
জিজ্ঞেস কৱলো ।

“ওহ । আমি দুঃখিত, লেফটেনান্ট । আমি তো দেখছি বকবক ক'ৱে চলেছি,
এটাই আমাৱ স্বভাৱ । এক বছৰ হলো অবসৱে গেছি । খুব বেশি কথা বলাৱ সুযোগ
তো পাই না ।”

ফ্রাংক একটু বিৱৰণ কৱলো ।

“তো, আমি এখানে আপনাকে একটা জিনিস দেখাতে এসেছি, এটা, মানে,
আপনাকে দিতে এসেছি আৱ কি । আমাৱ কাছে একটা কপি রেকোর্ড” প্যাকেটটা
তাকে দিয়ে দিলে ফ্রাংক সেটা খুলে দেখলো একটা ভিডিও ক্যামেৰা ।

ফ্লার্ভার্স ক্যাপটা খুললে তাৱ টাক মাথাটা দেখা গেলো । সে খুব উত্তেজিত হয়ে
আছে । “খুব ভালো কিছু দৃশ্য ধাৱণ কৱা আছে । প্ৰেসিডেন্ট এবং লোকটা যখন গুলি
খেলো, সবই । আমি তো প্ৰেসিডেন্টেৱ ছবি তুলে গিয়েছিলাম । আৱ কিনা
গোলাগুলিৱ মধ্যে পড়লাম ।”

ফ্রাংক তাৱ দিকে চেয়ে রইলো ।

“সবই এটাতে আছে, লেফটেনান্ট ।” সে হাতঘড়িটা দেখলো । “হাহ, আমি তবে
যাই । লাখেৱ জন্যে দেৱি হয়ে গেছে । বউ আবাৱ এটা পছন্দ কৱে না ।” সে ঘুৱে
চলে যেতে উদ্যত হলো ।

“ওহ, লেফটেনান্ট ! আরেকটা জিনিস ।”

“হ্যাঁ !”

“এই টেপ থেকে যদি কিছু বের হয় আর সেটা যদি পত্রপত্রিকায় ছাপা হয় তবে
কি আমার নাম ব্যবহার করা হবে । তারা এটাকে বলতে পারে ফ্লার্ভার্সের টেপ, অথবা
ফ্লার্ভার্সের ভিডিও, কি বলেন ?”

“অবশ্যই আপনার নাম ব্যবহার করা হবে, নিশ্চিত থাকুন ।”

“ঠিক আছে, আমি তবে যাই ।” ফ্লার্ভার্স বুড়ো আঙুলটা উঁচিয়ে ধরে চলে গেলো ।

* * *

“এমান ?”

রিচমন্ড উদাসভাবে রাসেলের দিকে চেয়ে আবার নোটবুকের দিকে তাকালেন ।
পড়া শেষ ক'রে তিনি চিফ অব স্টাফের দিকে তাকালেন ।

রাসেল ইতস্তত করলো । মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ । তারপর এক
পাশে রাখা চেয়ারে গিয়ে ধপাস ক'রে ব'সে পড়লো ।

“বুঝতে পারছি না কী বলবো, এলান । আমি বুঝি, আমার আচরণটা ক্ষমার
অযোগ্য, একেবারেই খারাপ হয়েছে । যদি ক্ষণিকের পাগলামীর জন্যে ক্ষমা চাওয়ার
সুযোগ থাকতো তবে তাই করতাম ।”

“তাহলে তুমি এটার জন্যে সাফাই গাইতে আসোনি ?” রিচমন্ড তার দিকে স্থির
দৃষ্টিতে তাকালেন ।

“না, তার জন্যে আসিনি । আমি আমার পদত্যাগপত্র দিতে এসেছি ।”

প্রেসিডেন্ট হাসলেন । “সম্ভবত, তোমাকে আমি খুব বেশি ছেটো ক'রে দেখেছি,
গোরিয়া ।”

উঠে এসে তিনি গোরিয়ার সামনে ঝুকে দাঁড়ালেন । “তার চেয়ে বড়কুকু তোমার
আচরণ একেবারেই ঠিক ছিলো । আমি যদি তোমার জায়গায় থাকতাম আমিও ঠিক
একই কাজ করতাম ।”

দারুণ অবাক হয়ে তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলো ।

“আমাকে ভুল বুঝবে না, গোরিয়া । আমি আনুগত্য আশা করি । আর সব
নেতাদের মতোই । তবে আমি আশা করি না মানুষ একেবারে ভুল অন্তিমুক্ত থাকবে ।
হাজার হোক আমরা তো আসলে প্রাণীজগতের অংশ । আমি এই পদটি অর্জন
করেছি এই দৃঢ় বিশ্বাসকে অবলম্বন করে যে, আমিই হলাম পৃথিবীর সবচাইতে
গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি । তুমি সেই রাতে যা করেছো তা এই ধরণের বিশ্বাস থেকেই
করেছো ।”

“তুমি জানো আমার উদ্দেশ্য কি ছিলো ?”

“অবশ্যই জানি, গোরিয়া, পরিস্থিতি থেকে ফায়দা লোটার জন্যে তোমাকে আমি

বিলা করতে পারি না । এদেশটা তো এই তত্ত্বের উপরই দাঁড়িয়ে আছে, গ্লোরিয়া ।”

“মিস বার্টন বখন তোমাকে বললো -”

বিচবন্ত একটা হাত তুলে তাকে ধারিয়ে দিলেন । “শ্বীকার করছি সেই রাতে আমি কেন্দ্রী আবেগাক্ষণ্য হয়ে পড়েছিলাম । পরে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখেছি ।”

ব্রাসেল বুঝতে পারলো না এর গন্তব্য কোথায় । “তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি তুমি কৰুন পদত্যাগ চাচ্ছে না?”

প্রেসিডেন্ট তার একটা হাত ধরলো । “এ কথা আর দ্বিতীয়বার বলবে না, গ্লোরিয়া । এতো দীর্ঘদিন পর, দু'জন দু'জনকে ভালো মতো বোঝার পর, আমি চাই ন আমাদের সম্পর্কটা ভেঙে যাক । এটা কি আমরা ভূলে যেতে পারি না?”

ব্রাসেল চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালে প্রেসিডেন্ট নিজের ডেকে গিয়ে বসলেন ।

“ওহ, গ্লোরিয়া । আজরাতে তোমার সঙ্গে বেশ কয়েকটা বিষয় নিয়ে আলাপ করতে চাই । আমার পরিবারের সবাই শহরের বাইরে আছে । তো, আমরা আমার প্রাইভেট কোয়ার্টারে মিলিত হতে পারি ।”

ব্রাসেল তার দিকে ফিরে তাকালো ।

“বুর বেশি রাত হতে পারে, গ্লোরিয়া । সঙ্গে কাপড়চোপড় নিয়ে আসলে ভালো হব ।”

প্রেসিডেন্ট একটুও হাসলেন না । নির্দিষ্টভাবে তার দিকে তাকিয়ে আবার নিজের কাছে ফিরে গেলেন ।

ব্রাসেলের হাত কাঁপতে শুরু করলো । দরজাটা বন্ধ ক'রে সে চলে গেলো ।

* * *

জ্যাক জোরে দরজাতে আঘাত করলো ।

হাউজকিপার দরজাটা খুলতেই তাকে কোনো কিছু বলতে না দিয়েই ভেতরে ঢুকে পড়লো সে ।

দামি একটা গাউন পরে পেঁচানো সিড়িটা দিয়ে জেনিফার বন্ডউইন নেমে এলো । তার মুখে কোনো হাসি নেই ।

“জ্যাক, তুমি এখানে কী করতে এসেছো?”

“আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই ।”

“জ্যাক, আমার অন্য জায়গায় অনুষ্ঠান আছে । তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে ।”

“না ।” সে তার একটা হাত ধরে চারপাশে তাকিয়ে দরজা খুলে মাইক্রোরি ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলো ।

জেনিফার হাতটা ঝাটা মেরে ছাড়িয়ে নিলো । “পাগল হয়েছো নাকি, জ্যাক?”

ঘরের চারপাশে তাকালো সে । কয়েকটা বিশাল বুককেস রাখা আছে । বইগুলো

হয়তো একবারের জন্যও বোলা হয়নি, সবই সাজিয়ে রাখার জন্যে।

“তোমাকে কেবল আমার একটা প্রশ্নই করার আছে, তারপরই আমি চলে যাবো।”

“জ্যাক - ”

“একটাই প্রশ্ন। তারপরই চলে যাবো, ঠিক আছে?”

তার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালো। “কি, বলো?”

“তুমি কি আমার ফার্মে ফোন করে আমাকে অতিরিক্ত কাজ দেবার জন্যে ব্যারি এলভিসকে বরখাস্ত করতে বলেছো?”

“এ কথা কে তোমাকে বলেছে?”

“প্রশ্নের উত্তর দাও, জেন।”

“জ্যাক, এটা কেন তোমার কাছে এতো গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে?”

“তাহলে তুমিই তাকে বরখাস্ত করিয়েছো?”

“জ্যাক, আমি এসব চিন্তা বাদ দিয়ে আমাদের দু'জনের নতুন ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে চাচ্ছি। আমরা যদি - ”

“আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।”

সে বিস্ফোরিত হলো। “হ্যায়। হ্যায়। ঐ ছেটো লোকটাকে আমিই বরখাস্ত করিয়েছি। তাতে কী হয়েছে? এটাই তার প্রাপ্য ছিলো। সে তোমাকে তার অধস্তন একজন মনে করতো। সে মারাত্মক ভুল করেছে। তুচ্ছ এক লোক। আগুন নিয়ে খেলেছে, তাই হাত পুড়ে গেছে। তার জন্যে আমার একটুও দুঃখ হচ্ছে না।”

জ্যাক ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়লো। আস্তে করে দুচোখ বন্ধ করে ফেললো সে। জানতো উত্তরটা এরকমই হবে।

জেনিফার চূলগুলো পেছনে ঠেলে তার দিকে তাকালো। তার চোখে উদ্বিগ্ন তার কোনো ছাপ নেই। কিছুক্ষণ তাকে দেখে তার পাশে হাতু গেঁড়ে বসে তার কাঁধে হাত রাখলো। জ্যাকের নাকে তার পাফিউমের গন্ধটা লাগলো। আস্তে করে, শাস্ত কঢ়ে সে কথা বললো।

“জ্যাক, আমি তোমাকে আগেই বলেছি। এরকম আচরণ করা তোমার ঠিক না। এখন তো সেই হাস্যকর হত্যা মামলাটা শেষ হয়ে গেছে। এখন আমরা আবার আমাদের জীবন নিয়ে এগোতে পারি। আমাদের ব্যান্ডিট প্রায় প্রত্যুত্ত হয়ে গেছে। কী চমৎকার একটা বাড়ি। আমাদের বিয়ের তারিখটা চুড়ান্ত করতে হবে। ডার্লিং, এখন সবকিছু আবার ঠিক হয়ে যাবে।” তার মুখটা নিজের মুখের কাছে নিয়ে এসে চোখেমুখে আবেদনের ভাষায় কথা বললো, তারপর গাঢ় চুম্বনে তাকে আবিষ্ট করলো। দীর্ঘ চুম্বনের পর তার দিকে তাকিয়ে সে যা দেখতে পেলো তাতে হতাশই হলো।

“তুমি ঠিকই বলেছো, জেন। হাস্যকর মামলাটা শেষ হয়ে গেছে। যে লোকটাকে আমি শুন্ধা করতাম তার মাথাটা দুটো বুলেটে শেষ হয়ে গেছে। মামলা শেষ। সময়

হয়েছে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার । সৌভাগ্য নির্মাণ করার ।”

“তুমি আনো আমি কী বলতে চেয়েছি । এরকম কিছুতে তোমার জড়িত হওয়া
চাইত হয়নি । সমস্যাটা তো তোমার ছিলো না ।”

জ্যাক উঠে দাঁড়ালো । সেখুবই ঝাঞ্চ আর হতাশ ।

“ভালো খেকো জেন । মনে হয় না তোমার আর আমার মধ্যে দেখা হবে ।” সে
মূল যেতে উদ্যৃত হলো ।

জ্যাকের জামার হাতা ধরে ফেললো জেনিফার । “জ্যাক, তুমি কি বলবে তোমার
হয়েছে কি?”

একটু ইতস্তত ক'রে সে তার মুখোমুখি হলো ।

“তোমাকে সেটা জিভেস ক'রে জানতে হয়, হায় ঈশ্বর ।” সে তার মাথাটা
ঝাঁকালো । “তুমি একটা লোকের জীবন নিয়েছো, জেন । এমন একজনের যাকে তুমি
চেনোও না । কেন তুমি এটা করেছো? কারণ সে আমার সঙ্গে এমন কিছু করেছে যাতে
তোমার একটু অসুবিধা হয়েছিলো । একটা ফোন ক'রে তুমি তার এতো বছরের
শারিয়ারটা ধরবস ক'রে ফেলেছো । তার পরিবারের কথাটাও ভাবলে না । তুমি তো
এসব পরোয়াই করো না । হয়তো কখনও ভাবোও না । মোদ্দা কথা হলো আমি এমন
শরোর সঙ্গে জীবন কাটাতে পারবো না, ভালোবাসতে পারবো না যে এরকম কাজ
করতে পারে । বিয়ের আগেই তোমাকে বিদায় জানাতে চাই যাতে বড় কোনো সমস্যা
ন হয় ।” দরজার হাতলে হাত রেখে হাসলো সে । “আমার চেনাজানা সবাই আমাকে
ক'বে কতো বড় পাগল আমি, তোমার মতো ধনীর দুলালীকে ফিরিয়ে দিলাম । কিন্তু
আমি তোমার টাকা-পয়সা, প্রতিপত্তি চাই না । এতলো আমি পরোয়াও করি না ।
আমি তোমার ঐ বাড়িটা পছন্দ করি না । তোমার জীবন যাপন, তোমার বকুবান্ধব
এবং সর্বোপরি তোমাকেও আমার পছন্দ নয় । আর সঘবত এ মুহূর্তে আমিই হলাম এ
গ্রহে একমাত্র বাস্তি যে, তোমাকে এটা বলতে পারলো । কিন্তু জেন, মনে রাখবে,
আমি খুবই সহজ সরল একজন মানুষ । একটা জিনিস তোমার সঙ্গে আমি কখনই
করিনি, সেটা হলো মিথ্যে বলা । আমি চলে যাবাম পর বেশ ভালো ভালো উজনবানেক
হ্রেস তোমার দরজায় এসে ছুর্ডি থাবে, এটা আমি বিশ্বাস করি । তুমি একা ধাকবে
ন ।” সে তার দিকে তাকিয়ে দেখলো জেন অবাক হয়ে চেয়ে আছে তার দিকে ।

“বিদায় জেন ।”

তার চলে যাবার পরও জেন বিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ঘর থেকে চলে গেলো ।
গার্নেটের সিডি দিয়ে উপরে উঠে গেলে মার্বেলের ট্রোলে তার হিলের শব্দটা মিহিয়ে
গেলো ।

আরো কয়েক সেকেন্ড শাইন্ট্রনিটা নিদবই রইলো । তারপরই ডেক চেয়ারটা ঘুরে
গেল দেখা গেলো ব্যানসব বক্সইন দরজার দিকে চেয়ে আছে, যেখানে কিছুক্ষণ
হ্রেস তাব মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো ।

* * *

পিপহোল দিয়ে তাকানোর আগে জ্যাক ভেবেছিলো জেনিফার বন্ডউইন অস্ত্র হাতে
দাঁড়িয়ে থাকবে। কিন্তু যাকে দেখতে পেলো তাতে তার ভুক কপালে উঠলো।

সেদ ফ্রাংক ঘরে চুকেই কোটটা খুলে ফেলে এলোমেলো এপার্টমেন্টের চারপাশে
তাকালো। “আরে, এটা দেখে আমার আগের দিনের কথা মনে প'ড়ে যাচ্ছে।”

“অনুমান করতে দিন। ডেল্টা হাউজ'৭৫। আপনি ছিলেন বার অপারেশনের
ভাইস প্রেসিডেন্ট।”

ফ্রাংক দাঁত বের ক'রে হাসলো। “সত্যের কাছাকাছি। এটা আপনি উপভোগ
করেন, বুঝতে পারছি। কিন্তু কোনো অন্ধ মেয়েমানুষ এটা মেনে নেবে না।”

“তাহলে আমার ভাগ্য ভালো বলতে হবে।”

জ্যাক রান্না ঘর থেকে স্যাম এডাম্স-এর একটা বোতল নিয়ে এলো।

মদ নিয়ে সোফায় বসলো তারা।

“আমার কেন মনে হচ্ছে যে, আপনার এখনকার সঙ্গীনিটি বন্ডউইনের মেয়ে
নয়?”

“গোয়েন্দাগিরি করা কি কখনও বাদ দিতে পারেন না?”

“যদি কারোর সাহায্যে আসে, তাই বাদ দিতে পারি না। সে ব্যাপারে কি কথা
বলতে চান?”

জ্যাক মাথা ঝাঁকালো। “আরেকদিন সে প্রসঙ্গ বলবো, আজ নয়।”

ফ্রাংক কাঁধ ঝাঁকালো। “কেবল আগে থেকে জানাবেন, আমি বিয়ার নিয়ে আসবো
সঙ্গে ক'রে।”

জ্যাক লক্ষ্য করলো ফ্রাংকের কাছে একটা প্যাকেট আছে। “উপহার?”

ফ্রাংক ক্যাসেটটা বের করলো। “আমি ধরেই নিছি এই আস্তাকঁড়ের মধ্যে
আপনার কাছে একটা ভিসিআর আছে?”

* * *

ছবিটা পর্দায় ভেসে উঠলে ফ্রাংক জ্যাকের দিকে তাকালো।

“জ্যাক, এটাতে লুথারের হত্যা সময়কার ছবি রয়েছে।”

জ্যাক একটু চুপ করে থাকলো। “আপনি মনে করছেন লুথারকে কে হত্যা করেছে
এটাতে তার ছবি রয়েছে?”

“সেটাই আমি আশা করছি। আপনি তাকে আমার চেয়ে বেশি ভালো চেনেন,
হয়তো আপনি এমন কিছু দেখবেন যা আমি দেখতে পারবো না।”

যখন গুলি করার দৃশ্যটা এলো জ্যাক একটু কেঁপে উঠলো। ফ্রাংক ছবিটা ধামিয়ে

দিলো। “এখানে একটু দেখুন।”

জ্যাক তার চেয়ারে নড়েচড়ে বসলো। তার শান্তিশান্ত অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। তপামে ঘাসও জমে গেছে। কপালটা মুছে নিলো সে।

“হায় যিতো!”

“আমৱা এখন থামতে পাৰি, জ্যাক।”

জ্যাক স্থিৰ চোখে চেয়ে আছে। “পাৰি মানে!”

* * *

জ্যাক আৱেকবাৰ রিওয়াইভ কৰলো। ইতিমধ্যেই তাৰা বারো বার দেখে ফেলেছে। নিজেৰ ঘনিষ্ঠ লোকেৰ মৃত্যুৰ দৃশ্যটা দেখা সহজ নয়।

ফ্রাংক মাথা ঝীকালো। “লোকটা অন্যপাশটা থেকে ছবি তোলেনি, এটাই হলো সমস্যা। অন্যদিক থেকে তুললে যে গুলি কৱেছে তাকে দেখা যেতো।”

“আপনাৰ কাছে কি কফি আছে? কফি ছাড়া আমি তো ভাবতেই পাৰি না।”

“পটেৱ মধ্যে কিছু বানানো কফি আছে। ওখান থেকে নিয়ে নিন।”

ফ্রাংক যখন কফি নিয়ে ফিরে এলো দেখতে পেলো জ্যাক প্ৰেসিডেন্ট এলান রিচমডেন বক্তৃতাৰ অংশটা দেখছে।

“লোকটা একটা তেজি ঘোড়া।”

ফ্রাংক তাঁৰ দিকে ভুৱ কুচকে তাকালো। “তাঁৰ সঙ্গে কয়েক দিন আগে আমাৰ দেখা হয়েছে।”

“আমাৰও। সেটা ছিলো ধনীৰ দুলারিৰ আবদার রক্ষা কৰতে গিয়ে।”

“লোকটা সম্পর্কে আপনাৰ ধাৰণা কি?”

জ্যাক কাঁধ ঝীকালো। “আমি জানি না। আমাৰ সব সময়ই যন্ত্ৰে হৈছে তিনি প্ৰেসিডেন্টসুলভ। আপনি তাঁৰ সম্পর্কে কি ভাবেন?”

“শ্মার্ট। আসলেই শ্মার্ট।”

“আমাৰ মনে হয় উনি আমেৰিকানদেৱ পক্ষে আছেন, এট্যাই আশাৰ কথা।”

“হ্যাঁ।” ফ্রাংক আবাৰ পৰ্দাৰ দিকে তাকালো। “আমৰিকাৰ চোখে কি কিছু ধৰা পড়লো?”

জ্যাক রিমোটেৱ একটা বোতাম চাপলো। “একটা জিনিস। এটা একটু দেখুন।” তিডিওটা ফৱোয়াড কৱা হলো। “এটা।”

পৰ্দায় দেখা যাচ্ছে লুখাৰ ভ্যান থেকে নামছে। তাৰ চোখ মাটিৰ দিকে। হাতে পায়েৱ শেকলেৱ জন্যে তাৰ হাটতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। তাৰ থেকে একটু দূৰে প্ৰেসিডেন্ট যাচ্ছেন, তাঁৰ পেছনে একদল লোক। এৱকম একটা মুহূৰ্তে জ্যাক ছবিটা স্থিৰ কৱে দিলো।

“দেশুন,”

ত্রাকে তালো ক'রে পর্মার দিকে ভাবিয়ে মাঝা ক'কালো।

জ্যাক তার দিকে ভাকালো। “শুধারের মুখটা দেখেন।”

ত্রাকে এফেবাবে পর্মার কাষাকারি চলে গেলো। জোখ দূটো বড় বড় ক'রে তাকালো।

“আবো, মেখে তো ঘনে ঘজে সে কিনু কলছে।”

“না, মেখে ঘনে ঘজে সে কাউকে কিনু কলছে।”

ত্রাকে জ্যাকের দিকে ভাকালো। “আপনি কলম্বন, সে কাউকে চিনতে পেরেছে। হচ্ছে পানে যে ব্যাকি তাকে খুন করেছে তাকে?”

“এস্টকম পরিস্থিতিতে তো আবার ঘনে হয় না সে কোলো আগন্তকের সঙ্গে কিনু কলবে।”

ত্রাকে আবাবো পর্মার দিকে ভাকালো। তালো ক'রে বেঞ্চাল করলো সে। শেখে মাঝা ক'কালো। “এ ব্যাপাবে আবাদের কিনু বিশেষ প্রতিভাব দরকার হবে।”

সে উঠে দাঁড়ালো। “আসুন।”

জ্যাক কোটটা ঘ্যাতে নিয়ে নিলো। “কেন্দ্রাত?”

ত্রাকে হেসে ক্যাসেটটা বের ক'রে নিলো।

“অথবে আমি ডিলার থাবো। ভাইপরি স্টেশনে থাবো। ওখানে একজন আহে যাব সঙ্গে আমি দেখা করতে চাইবি।”

দু'ফটা পত্রে সেদে ত্রাকে আর জ্যাক ডিভল্যান পুলিশ স্টেশনে চলে এলো। তারা ডিলার করেছে পেট অৱো। লরা সাইবল ল্যাবেই আহে; যত্পাতিতলো সেটা আপ করা হয়েছে ইতিহাসোই।

হেলিপ্র ইকিম পর্মার ছবিটা কেসে উঠলো। ত্রাকে নিলিট একটা আলগাত করোড়ার্ড ক'রে থাকালো।

“এই তো,” জ্যাক কলালো। “এখানে।”

ত্রাকে দৃশ্যাটা হিৰ ক'রে দিলো।

লরা কিবোর্ড কিনু কথাভ টাইপ কৰলে পর্মার ফ্রেমটা অনেক বড় হয়ে গেলো। পুঁজো তেহুবাটা পর্মা ঝুঁড়ে বইলো।

“এই পর্মন্তই বড় করা পেছে, এব বেশি করা যাবে না।” লরা পুঁজে ত্রাককে জাবালো। বোতামে চাপ দিলে হিৰ ছবিটা আবাব সচল হয়ে উঠলো।

এঙ্গাদা লোকজনের ঝীড়, হৈ হটগোল সব মিলেমিলে এহন অবস্থা যে স্থাব কী কলহে বোঝা যাবে না। কেবল তাৰ ঠোটের নড়াচড়া দেখতে পেলো তাৰা।

“মে তো গালি দিচ্ছে। যাই বলুক না কেন তার মেজাজ যে ভালো ছিলো ন দেবা যাচ্ছে।” ফ্রাংক একটা সিগারেট বের করতেই লরাৱ চোখমুখ কুচকে গেলে সেটা আবাৱ পকেটে বেৰে দিলো।

“কেউ কি লিপস-বিড়িং জানে?” লৱা তাদেৱ দিকে তাকিয়ে বললো।

জ্যাক পর্দায় তাকিয়ে আছে। আৱে, লুথাৱ বলছেটা কি? তাকে এৱকম কৱতে মে দেবেছে, কিছুদিন আগেই, তবে কোথায় সেটা মনে কৱতে পাৱছে না।

“এমন কিছু দেবেছেন যা আমৱা দেখিনি?” ফ্রাংক বললো। জ্যাক তাকিয়ে দেখে ফ্রাংক তাৱ দিকে চেয়ে আছে।

“আমি জানি না। এখানে কিছু একটা আছে, আমি ঠিক বুঝতে পাৱছি না।”

ফ্রাংক সাইমনকে ভিডিওটা বক কৱতে ইশাৱা ক'ৱে উঠে দাঁড়ালো। “আচ্ছা, তালো ক'ৱে ঘূম দিন। তাৱপৱ আপনাৱ যদি কিছু মনে আসে আমাকে জানাবেন। নহা, এখানে আসাৱ জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।”

তাৱা দুঁজন বেৱ হয়ে গেলো। ফ্রাংক জ্যাকেৱ কাঁধে হাত রাখলো। “হায় যিষ্ট, আপনাৱ তো মানসিক অবস্থা খুব খারাপ ব'লে মনে হচ্ছে।”

“আমি নিজেও জানি না কেন এৱকম হচ্ছে। যে মেয়েকে আমাৱ বিয়ে কৱাৱ কথা তাকে বিয়ে কৱছি না, আৱ যে মেয়েকে বিয়ে কৱতে চেয়েছিলাম সে আমাকে তাৱ জীৱন থেকে বেৱ হয়ে যেতে বলেছে। সঙ্গত কাৱণেই আমি নিশ্চিত যে, আগামীকালো সকালে আমাৱ কাজটাও থাকবে না। আৱে, ভুলেই গেছি, কেউ একজনকে হত্যা কৱেছে সেটা নিয়ে আমি মাথা ঘামিয়েছি, খুনিকে হয়তো আমৱা কথনই খুঁজে বেৱ কৱতে পাৱবো না। এৱ চেয়ে ভালো অবস্থায় আমি জীৱনেও ছিলাম না, ছিলাম কি?”

“মনে হচ্ছে সৌভাগ্যেৱ ঘাটতি চলছে আপনাৱ।”

জ্যাক তাৱ লেক্সাসেৱ দৱজাটা খুললো। “আচ্ছা ভালো কথা, আপনাৱ ছেনাশোনা কেউ যদি একদম ব্র্যান্ড নিউ গাড়ি চায় তো আমাকে জানাবেন।”

“দুঃখিত, এৱকম গাড়ি কেনাৱ সামৰ্থ্য রয়েছে সেৱকম কোম্পনি লোক আমাৱ জনা নেই।”

জ্যাক হাসলো। “আমাৱও নেই।”

* * *

জ্যাক গাড়িতে রাখা ঘড়িটাৱ দিকে তাকালো। প্ৰায় মধ্যৱাত হয়ে গেছে। প্যাটন, শ'ৱ অক্সিবিস্টিংয়েৱ গ্যাৱাজে গাড়িটা ঢোকালো। সিকিউরিটি কাৰ্ডটা বেৱ ক'ৱে সিকিউরিটি ক্যামেৱাৱ সামনে তুলে ধৱলো। কয়েক মিনিট পৱে লিফট দিয়ে সে উপৱে উঠে গেলো।

সে ঠিক করে জানেও না কেন এখানে এসেছে। প্যাটন, শ-তে তার দিন ফুরিয়ে আসছে। বল্ডউইনের মতো ক্লায়েন্ট ছাড়া সে ওখানে কার্কসনের থপড়ে পড়বে। লর্ডের জন্যে তার দৃঢ়ত্ব হলো। লোকটাকে সে কথা দিয়েছিলো তাকে রঞ্চ করবে। লর্ডকে বৌচাতে হলে জেনিফার বল্ডউইনকে বিয়ে করতে হবে, সেটা এখন তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া লর্ড তাকে ব্যাবি এলভিসের ব্যাপারে মিথ্যে বলেছিলো। তবে এটাও ঠিক, লর্ড আবার শক্ত পায়ে দাঁড়াতে পারবে। নিউ ইয়র্কের অনেক ফার্ম তাকে নেবার জন্যে বসে আছে, সেদিক থেকে জ্যাকের ভবিষ্যৎই বেশি অনিচ্ছিত।

হলওয়ে দিয়ে নিজের অফিসে যাবার আগে রান্নাঘরে থেমে একগুচ্ছ সোডাওয়াটার নিয়ে নিলো। মধ্যরাতেও এখানে হরহামেশা কিছু লোক কাজ করে। কিন্তু আজ রাতে এই জ্যায়গাটা একেবারে শান্ত আর নিরিবিলি।

জ্যাক বাতি জ্বালিয়ে অফিসের দরজাটা বন্ধ করে দিলো। বেয়াল করলো ডেস্কে রাখা কাগজপত্রগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে। হয়তো ঘরটা ক্লিনিংজুরা পরিষ্কার করেছে।

চেয়ারে আরাম করে বসলো সে। নরম চেয়ারটা তার বিছানার চেয়েও আরামদায়ক। সে কলনা করতে পারছে জেনিফার তার বাবাকে সব বলে দিলে মোকটা সব উনে ফোন তুলে নিচ্ছে। সকাল বেলায়ই জ্যাকের ক্যারিয়ারটা শেষ হয়ে যাবে।

জ্যাক এসব নিয়ে অতোটা চিত্তিত নয়। তার একমাত্র অনুশোচনা হলো ফ্লাফলটা বুব জলনি হচ্ছে না। আশা করা যায় পি.ডি তাকে আবার ফিরিয়ে নেবে। দেখানোই তো সে ছিলো। কেউ তাকে এটা করা থেকে বিরুত ব্যবহার করতে পারবে না। না, তার আসল সমস্যাটা ছিলো সে যা নয় তা হতে চাওয়া। এই স্কুলটা আব করবাই সে করবে না।

তার ব্যবহৃত চলে গেলো কেইটের দিকে। সে যাবে কোথায়ও পরক্ষণেই আবার তার মনে হলো এসব ডেবে এখন আর কী শাড়?

মুশার মারা গেছে, কেইট চলে যাচ্ছে। এতো সব ঘটনার পরেও তার জীবনটা বুব বেশি বদলায়নি। হাইটেন্সি অবশ্যে তার জীবন থেকে চলেই গেলো।

সে ডেস্কের ওপর রাখা এক গোদা মেসেজের দিকে ভাকালো। সবই ক্রিটিন মাফিক। এরপর সে তার ফোনের বোতাম চাপলো অন্টেস মেইল চেক করার জন্যে। কয়েক দিন ধরে চেক করা হয়নি এগুলো।

টার ক্রিমসনের কাছ থেকে দুটো কল এসেছিলো। টারকে সে আরেকজন আইনজীবি বুজে দেবে। প্যাটন, শ তার জন্যে শুধু বেশি ব্যায়বহুল হয়ে যাবে। শেষ মেসেজটা তাকে নাড়িয়ে দিলো। ওটা একজন বৃক্ষ মহিলা, ইত্তেজ কঠে মেসেজ বেরে গেছে। বোঝাই যাচ্ছে মহিলা মেসেজ রাখার ব্যাপারে অভাব নয়। জ্যাক সেটা আবারো উন্মলো।

“মি: গ্ৰাহাৰ, আপনি আৰাকে চেন্নে না । আৰাৰ নথ এডউইনা ক্ৰম । আমি মুখৰ ইইটেনৰ বকু ।”

ক্ৰম! নামটা চেনা চেনা লাগছে । যানেজৱো আৱো বলছ, “মুখৰ আৰাকে ব'লে লিখেছিলো তাৰ হনি তিছু হয়ে যাব তবে যেনো একটু অপেক্ষা কৱাৰ পৰি আমি আপনাৰ কাছে প্যাকেটটা পাঠিয়ে দেই । সে আৰাকে ওটা বুলতে বলেনি, তাই আমি বুলিনি । সে বলেছে এটা অনেকটা প্যাকেদাৰৰ বাস্তৱ বতো । ওটা দেখলে তোমাৰ কষ্টি হবে । ঈশুৰ তাৰ আদ্বাৰে শাস্তিতে রাখুক । সে বুব ভালো মানুষ ছিলো । আপনাৰ কাছ থেকে আমি কোনো ফোন পাইনি, অবশ্য আশাও কৱিনি । তবে কেন জানি মনে হচ্ছ আপনাকে ফোন ক'ৱৈ নিশ্চিত হই, সেটা পেয়েছেন কিমা । আপনি হনি না পেয়ে ধাকেন, দয়া ক'ৱৈ আৰাকে ফোন কৱবেন । মুখৰ বলেছে এটা বুবই ক্ষেত্ৰপূৰ্ণ । আৰু মুখৰ কৰণও মিথ্যে বলতো না ।”

জ্যাক ফোন নাঘাৱটা তলে লিখে নিলো । ফোনটা এসেছে গতকাল সকালে । সে নিজেৰ অফিসে বাবুটা আছে কিনা বুজে দেখলো । নিচেৰ তলায় সেক্রেটাৰিয়াৰ ঘৱে গিয়েও দেখলো । কিন্তু নেই । আৰাৰ অফিসে ফিরে এলো । হায় ঈশুৰ, মুখৰ একটা প্যাকেট পাঠিয়েছে আমাৰ কাছে । এডউইনা ক্ৰম, জ্যাক ভাবতে লাগলো । হঠাৎ কৱেই নামটা পেয়ে গেলো । যে মেয়েটা আত্মহত্যা কৱেছে তাৰ মা । তাৰ সম্পর্কে ফ্রাঙ্ক বলেছিলো । মুখৰেৱ চুৱিৰ সঙ্গী হিসেবে অভিযুক্ত ছিলো সে । ফোনটা তুলে নিলো ।

“হ্যালো?” ঘুৰকাতুৱে কঠটা বললো ।

“মিসেস ক্ৰম? আমি জ্যাক গ্ৰাহাম । এতো রাতে ফোন কৱাৰ জন্যে আমি দৃঢ়বিত ।”

“মি: গ্ৰাহাম?” কঠটা আৱ ঘুমঘুম ব'লে মনে হলো না ।

“আমি দৃঢ়বিত । এইমাত্ৰ আপনাৰ মেসেজটা পেয়েছি । তবে প্যাকেটটা এখনও পাইনি । আপনি কৰণ ওটা পাঠিয়েছিলেন?”

“আজকেৱ দিন ধৱলে পাঁচ দিন আগে ।”

“আপনাৰ কাছে কি রিসিপ্ট নাঘাৱটা আছে?”

“লোকটা আৰাকে একটা কাগজ দিয়েছিলো । একটু দাঁড়ান, সেটা নিয়ে আসছি ।”

“আমি অপেক্ষা কৱছি ।”

কিছুক্ষণ পৱে ফিরে আসলো এডউইনা ক্ৰম । “পেয়েছি, মি: গ্ৰাহাম ।”

“আমাকে জ্যাক ব'লে ডাকুন । আপনি কি এটা ফেডাৱেল এল্প্ৰেসেৱ মাধ্যমে পাঠিয়েছিলেন?”

“হ্যা ।”

“তাহলে ট্ৰ্যাকিং নাঘাৱটা কতো?”

“কি?”

“আমি দৃশ্যবিত। কাগজটাৰ উপৰে, বাম দিকেৰ নামাৰটা।

“ওহ, হ্যা।” নামাৰটা তাকে দিয়ে দিলে জ্যাক সেটা টুকু নিলো।

“জ্যাক, এটা কি বুবই অক্ষত্পূর্ণ? মানে যেভাবে লুধাৰ মাৰা গেলো।”

“আপনাকে কি কেউ ফোন কৰেছিলো? এমন কেউ যাকে আপনি চেনেন না?”

“না।”

“যদি কেউ কৰে আমি চাইবো আপনি মিডলটন পুলিশ ডিপার্টমেন্টেৰ সেদু খ্রাংককে ফোন কৰে জানাবেন।”

“তাকে আমি চিনি।”

“তিনি খুব ভালো লোক, মিসেস ক্রুম। তাকে আপনি বিশ্বাস কৰতে পাৱেন।”

“ঠিক আছে, জ্যাক।”

ফোনটা কেটে দিয়ে সে সঙ্গে সঙ্গেই ফেডারেল এন্ডপ্রেসে ফোন কৰলো।

“হ্যা, মি: গ্রাহাম, এটা প্যাটেন, শ'র অফিসে বৃহস্পতিবার দুটো বাজে পাঠানো হয়েছে। মিসেস লুসিভা এলভারেজ সই কৰেছেন।”

“ধন্যবাদ। মনে হয় এখানেই কোথাও আছে সেটা।” ভুক্ত কুচকে সে ফোনটা রেখে দিতে যাচ্ছে এমন সময় মেয়েটা তাকে জিজ্ঞেস কৰলো।

“এই প্যাকেটটা নিয়ে কি কোনো সমস্যা হয়েছে, মি: গ্রাহাম?”

জ্যাক অবাক হলো। “সমস্যা? না, কেন?”

“আমি যখন এই প্যাকেটটাৰ ডেলিভারি রেকর্ডে খোজ কৰলাম দেখতে পেলাম এটাৰ ব্যাপারে এৱ আগেও খোজ কৰা হয়েছে। আজকেই, আপনার আগে সেটা কৰা হয়েছে।”

জ্যাকেৰ শৰীৱটা আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

“আজকেই? কখন?”

“সাড়ে ছটা বাজে।”

“তাৰা কি কোনো নাম বলেছে?”

“তাৰা তো দেখছি জ্যাক গ্রাহাম নামই বলেছে।”

জ্যাকেৰ শৰীৱটা একটু কেঁপে উঠলো। আস্তে ক'বৰ ফোনটা রেখে দিলো। অন্য কেউ এই প্যাকেটটাৰ ব্যাপারে বেশ ভালো আগ্রহী হৈবাছে। তাৰা এও জানতো ওটা জ্যাকেৰ কাছে আসছে। কম্পিত হাতে আধুচৰো সে ফোন তুলে নিলো। সেদু খ্রাংক বাড়িতে চলে গেছে। বাড়িতে ফোন কৰলৈ কোনো জবাৰ পাওয়া গেলো না। জ্যাকেৰ দম বন্ধ হয়ে এলো।

নিজেৰ চেয়াৰে হেলান দিয়ে বসলো জ্যাক। বুকটা ধক্ধক্ কৰছে তাৰ। সে নিজেকে সাহসীই ভাবে। কিন্তু এমুহূৰ্তে এব্যাপারে সে নিশ্চিত হতে পাৱলো না।

নিজেৰ চিন্তাভা৬নাগুলো গোছাতে চাইলো সে। প্যাকেটটা ডেলিভারি দেয়া

হয়েছে। মুসিভা সই করেছে। প্যাটন, শ'র এক্ষেত্রে রয়েছে পরিষ্কার নিয়ম, দিনের মধ্যেই মেইল এবং প্যাকেজ উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে দিয়ে দিতে হবে। দেরি করা যাবে না। সঁফর্মে এটা খুবই শুরুত্বপূর্ণ। এখানকার সবাই জানে জ্যাকের অফিসটা কোথায়। তারা যদি নাও জানে তবে তাদের কাছে তো সাম্প্রতিক কালের ম্যাপটা আছে। অবশ্য যদি সেটা তাদের কাছে থেকে থাকে।

জ্যাক দরজা খুলে নিচের হলওয়েতে চলে গেলো। এক কোণে, স্যাডি লর্ডের অফিসের দরজার নিচ দিয়ে আলো জুলতে দেখে সে দারুণ অবাক হলো।

জ্যাক তার পুরনো অফিসে ঢুকে বাতিটা জুলালো। ডেস্কের ওপরটা খুজে দেখলো সে। চেয়ারটা টেনে বসতে যেতেই দেখতে পেলো তার ওপর একটা প্যাকেট রাখা আছে। সেটা তুলে নিলো।

প্যাকেটটার গায়ে লেখা আছে : প্রেরক এডউইনা ক্রম, প্রাপক জ্যাক গ্রাহাম। প্যাকেটটা হালকা। গুটা খুলতে গিয়ে থেমে গেলো সে। তারা জানে প্যাকেটটা এখানে ডেলিভারি দেয়া হয়েছে। তারা? তারা যদি জানে এটা এখানে দেয়া হয়েছে, তবে তারা কী করবে?

জ্যাক আবার নিজের অফিসে ফিরে এলো। প্যাকেটটা তার হাতে। কোট আর গাড়ির চাবিটা নিয়ে বের হতে গিয়ে সে থেমে গেলো।

একটা আওয়াজ। কোথেকে আসছে বলতে পারবে না। মনে হচ্ছে নিচের হলওয়ে থেকে। লিফটের শব্দ এটি নয়। এ সময়ে এখানে কারা আসতে পারে? কোনো আইনজীবি হয়তো বের হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া ভবনটা বেশ নিরাপদ। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হলো, একটা ভবন কতোটা নিরাপদ হতে পারে? আস্তে ক'রে তার অফিসের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলো।

আবারো শব্দটা হলো। সে চেষ্টা করলো শব্দটা কোথেকে আসছে সেটা বুঝতে, কিন্তু ধরতে পারলো না। যারাই হোক, তারা খুব আস্তে আস্তে এগোচ্ছে এখানে কাজ করে এমন কেউ এটা করবে না। সে দেয়ালের সামনে গিয়ে বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে খুব সাবধানে দরজাটা একটু খুললো।

বাইরে উকি মারলো সে। হলওয়েটা ফাঁকা, কেউ মেছে কিন্তু কতোক্ষণ ধরে এমন আছে? এ প্রশ্নের উত্তর তার জানা নেই।

কী যেনো মনে ক'রে তার অঙ্ককার অফিসের দিকে তাকালো। খুব ভারি গ্লাইটের পেপারওয়েটের দিকে অবশ্যে তার চোখ গেলো। ঠিক মতো ব্যবহার করতে পারলে এটা দিয়ে বেশ ভালো ক্ষয়ক্ষতিই করা যেতে পারে। জ্যাক বেশ আত্মিশ্বাসে তা করতে পারবে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দরজা বন্ধ ক'রে সামনের দিকে এগোলো। হলওয়ে দিয়ে ছুটতে লাগলো সে। যারাই হোক না কেন, তারা হয়তো তাকে খুজে বের করার জন্যে প্রতিটি অফিস খুজে দেখবে।

কর্নারে আসার পর সে একটু নিচু হয়ে ব'সে পড়লো। একটা দম নিয়ে উকি

দিলো সে । পথটাতে কেউ নেই । অন্তপক্ষে এখনকার জন্যে । যদি একজন লোক হয়ে থাকে তবে তার জন্যে কাজটা কঠিন হবে না । কিন্তু একাধিক হলে তো তল্লাশী করতে বেশি সময় লাগবে না । সেও পারবে না দু'জন মানুষকে মোকাবেলা করতে । তারা কি জানবে সে এখানে আছে? হয়তো তাকে অনুসরণ করা হয়েছে । এটাতো ভয়ংকর কথা । হয়তো তারা এ মুহূর্তে হলওয়ের দু'দিক থেকে এসে তাকে ঘিরেও ফেলতে পারে ।

শব্দটা খুব কাছেই শোনা যাচ্ছে এখন । পায়ের আওয়াজ উনে সে বুঝতে পারলো এক জোড়া হবে । এখন সে লোকটার নিঃশ্বাসের শব্দও উন্তে পাচ্ছে । তাকে ঠিক ক'রে নিতে হবে কি করবে । তার চোখ গেলো দেয়ালের ফায়ার এলার্মের দিকে ।

গুটার দিকে যেই যাবে অমনি হলওয়ের বিপরীত প্রান্ত থেকে একজোড়া পা এগিয়ে আসতে থাকলে জ্যাক পিছু হটে গেলো । ঘুরে হলওয়ে দিয়ে ছুটতে লাগলো সে । সিডির দরজার কাছে চলে এলো । দরজাটা খেলার জন্যে হাতলটা ধরে ঝাকাতে গেলে একটা তীব্র শব্দ তার মুখে আঘাত করলো ।

কারো দৌড়ানোর শব্দ উন্তে পেলো সে ।

“ধ্যাত!” জ্যাক দরজাটা খুলেই ঢুকে প'ড়ে সঙ্গে সঙ্গে সেটা বক ক'রে দিলো । সিডি দিয়ে দ্রুত নেমে যেতে লাগলো সে ।

কর্নার থেকে একটা লোক এগিয়ে আসছে । কালো রঙের ক্ষি মুখোশ পরা আর ডান হাতে একটা পিস্তল ।

একটা অফিসের দরজা খুলে গেলে স্যান্ডির লর্ড স্যান্ডো গেঞ্জি পরিহিত অবস্থায় বেরিয়ে আসলো । তার প্যান্টটা হাঁটু অবধি তোলা, সেটা পুরোপুরি পরতেও পারেনি । তাই হোচ্ট খেয়ে লোকটার ওপর পড়লে তারা দু'জনেই মেঝেতে প'ড়ে গেলো । লর্ডের একটা হাত লোকটার মুখে লাগলে মুখোশটা খুলে গেলো ।

লর্ড নাকে আঘাত পেয়েছে । সে হাঁটু গেঁড়ে বসতে চেষ্টা করলো ।

“আরে, এসব হচ্ছে কি? আর তুমি কে?” লোকটার দিকে ঝেঁকে মেঝে তাকালো সে । এরপরই অস্ট্রটা গর্জে উঠতে দেখলো ।

“হায় যিত! না!” লর্ড ঢলে পড়লো ।

বুকের মাঝখানে গুলিটা লেগেছে । লর্ড একটা হামার্ডি দিয়ে নিজের অফিসের দিকে যাবার ব্যর্থ চেষ্টা করলো । লর্ডের অফিসের দরজার সামনে প্রায় নগ্ন এক তরুণী হা ক'রে দাঁড়িয়ে লর্ডকে দেখছে । গুলির শব্দ উন্তে সে এইমাত্র দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে । কলিন তার দিকে তাকালো । মেয়েটা জানতো তার এই তাকানোর অর্থ কি হতে পারে । তার দু'চোখে তীব্র আতঙ্ক এসে জড়ো হলো মুহূর্তেই ।

ভুল জায়গায়, ভুল সময়ে । দুঃখ হচ্ছে মেয়েটার জন্যে ।

কলিনের অস্ট্রটা দ্বিতীয়বারের মতো গর্জে উঠলে মেয়েটার দেহ দরজা থেকে ছিটকে ঘরের ভেতর গিয়ে পড়লো । চিত হয়ে মেঝেতে প'ড়ে ঘরের ছাদের দিকে

ଜନମାଲେ । ଫୂର୍ଡିର ବ୍ରାତଟା ହୟେ ଗେଲେ ତାର ଜୀବନେର ଶେଷ ରାତ ।
ବିଲ ବାଟନ ତାର ସହକରୀର ଦିକେ ଛୁଟେ ଏମେହେ । ସବ ଦେବେ ଦାରୁଣ ରେଗେ ଗେଲେ ।

“ଆଖେ ତୁମି କି ପାଗଳ ହୟେ ଗେହେ,” ଚିଙ୍କାର କ'ରେ ବଲଲୋ ।
“ତାରା ଆମାର ଚେହାରା ଦେବେ କେଲେହେ । ଆମାର ଆର କୀଇବା କରାର ଛିଲୋ?
ଅନ୍ଦରକେ ଦିଯେ ପ୍ରତୀଜ୍ଞା କରାବୋ ଯେ କାଉକେ ଯେନୋ ନା ବଲେ?”

“ମେ କୋଥାଯ? ଓଟା କି ଗ୍ରାହାମ ଛିଲୋ?” ବାଟନ ଜାନତେ ଚାଇଲୋ ।

“ତାଇ ତୋ ମନେ ହଛେ । ଫାଯାର ସିଡ଼ି ଦିଯେ ମେ ନେମେ ଗେହେ ।”

“ତାହଲେ ତୋ ମେ ଡେଗେ ଗେହେ ।”

“ପୁରୋପୁରି ନୟ । ଆମି ଦୁଦୁଜନ ଲୋକେର ଜୀବନଟା ଏଭାବେ ନଷ୍ଟ ହତେ ଦେବୋ ନା ।”

“ତୋମାର ଅସ୍ତ୍ରଟା ଦାଓ ଆମାୟ ।” ବାଟନ ବଲଲୋ ।

“ଆରେ, ଏସବ ବଲଛୋ କୀ, ତୁମି କି ବୋକା ହୟେ ଗେଲେ?”

ବାଟନ ମାଧ୍ୟ ଝାକିଯେ ତାର ନିଜେର ଅସ୍ତ୍ରଟା କଲିନକେ ଦିଯେ କଲିନେରଟା ନିଯେ ନିଲୋ ।

“ଏବାର ତାର ପିଛୁ ନାଓ । ଆମି ଏବାନେ କିଛୁ ଡ୍ୟାମେଜ କନ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ।”

କଲିନ ସିଡ଼ି ଦିଯେ ନେମେ ଗେଲେ ବାଟନ ଦୂଟୋ ମୃତ୍ତଦେହର ଦିକେ ତାକାଲୋ ।
ମ୍ୟାତି ଶର୍କକେ ଚିନତେ ପାରଲୋ ମେ । “ଧ୍ୟାତ୍ତାରିକା ।” ଦ୍ରୁତ ଜ୍ଯାକେର ଅଫିସେର ଦିକେ
ଛୁଟିଲୋ । ଦରଜା ସୁଲେ ବାତିଟା ଜ୍ଵାଲିଯେ ସରଟାର ଚାରପାଶେ ଦ୍ରୁତ ତାକିଯେ ଦେଖଲୋ । ଜ୍ୟାକ
ପ୍ଯାକେଟଟା ସଙ୍ଗେ କ'ରେ ନିଯେ ଗେହେ । ଏଡ଼ିଇନା କ୍ରମେର ଜଡ଼ିତ ଥାକାର ବ୍ୟାପାରେ ରିଚମନ୍
ଟିକଇ ବଲେଛେ । ଲୁଧାର ତାକେ ସୁବୈ ବିଶ୍ୱାସ କରତୋ । ତାଇ ପ୍ଯାକେଟଟା ତାକେ
ନିଯେଛିଲୋ । ଇସ୍, ତାରା କତୋ କାହେଇ ନା ଏମେହିଲୋ । କେ ଜାନତେ ଗ୍ରାହାମ କିଂବା ଅନ୍ୟ
କେଉ ଏତୋ ବ୍ରାତେଓ ଏଥାନେ ଥାକବେ?

ସରଟାର ଚାରପାଶେ ମେ ଆରେକବାର ଚୋର ବୁଲାଲେ ଡେକ୍ସେର ସାମନେ ଏସେ ମୁହଁତେଇ ତାର
ମାଧ୍ୟ ପରିକଳ୍ପନାଟା ଏସେ ଗେଲୋ ।

ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକଟା କିଛୁ କରା ଯାବେ । ଡେକ୍ସେର ଦିକେ ଏଗୋଲୋ ମେ ।

* * *

ଜ୍ୟାକ ଦୋତିଲାର ସିଡ଼ିତେ ନେମେ ଦରଜାଟା ଖୋଲାର ଚେଷ୍ଟା କରଲୋ । କିନ୍ତୁ ସେଟା ସୁଲଲୋ
ନା । ତାର ବୁକଟା ଧକ୍ କ'ରେ ଉଠିଲୋ । ଫାଯାରକ୍ଷେପ ସିନ୍କ୍ରିମ୍ ଦରଜାଟାଲୋ ପ୍ରାୟଶଇ ଲକ୍ କ'ରେ
ମାରା ହୟ । ତାଦେର ଏହି ଲକ୍ କ'ରେ ରାଖାର ଜନ୍ମେ ଆଜ ତାର ମରତେ ବସାର ଦଶା । ନରକ
ଷେକେ ସୁବ ବେଶି ଦୂରେ ନୟ ମେ ।

ସିଡ଼ିର ଦିକେ ତାକାଲୋ, ତାଦେର ପାଯେର ଆଓୟାଜଟା ତାର ଦିକେଇ ଆସଛେ । ଜ୍ୟାକ
ତୃତୀୟ ତଳାଯ କିରେ ଗେଲୋ ଆବାର, ମେଥାନେ ମେ ନିରବେ ଅପେକ୍ଷା କରତେ ଲାଗଲୋ । ତାର
ମାରା ଶରୀର ଘେମେ ଉଠେଛେ । ହାତେ ପେପାର ଓଯେଟଟା । ପେହନ ଦିକଟା ଚେଯେ ଦେଖଲୋ,
ତାରପର ଏକ କୋଣେ ଛୁଟେ ଗିଯେ ନିଚୁ ହୟେ ବ'ରେ ରାଇଲୋ ଯାତେ ହଲାଗ୍ରେ ଦିଯେ କେଉ

ଆসଲେ ତାକେ ଦେଖା ନା ଯାଏ ।

ଆମୋ! ଲିଫ୍ଟଟା ଉପରେ ଉଠେ ଆସାର ଶବ୍ଦ ଉନତେ ପେଲୋ ସେ । ତାର ମାଧ୍ୟମ ଏକଟା ଚିନ୍ତା ଏଲୋ, ଯେଇ ତାକେ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲା ନା କେନ ସେ ଲିଫ୍ଟେଓ ଥାକଣ୍ଡେ ପାରେ । ଜ୍ୟାକ ଏଥିନ କୀ କରବେ ସେଟାଇ ଭାବତେ ଲାଗଲୋ ।

ଜ୍ୟାକ ଉନତେ ପେଲୋ ଫାଯାରକ୍ଷେପେର ଦରଜାଟାତେ ଆଘାତେର ଶବ୍ଦ । ଗାଡ଼ିଟା ଏହି ଫ୍ଳୋରେଇ ଆଛେ । ଗ୍ୟାରାଜେର ଦରଜା ଖୋଲାର ବୋତାମଟା ଚାପ ଦିଲୋ ।

ଲୋକଟାକେ ଜ୍ୟାକ ଏକ ବଳକ ଦେଖଣେ ପେଲୋ, ଅନ୍ତଟାଓ । ପେପାର ଓଯେଟଟା ଛୁଡ଼େ ମେରେ କର୍ନାରେର ଦିକେ ଛୁଟେ ଗେଲୋ ସେ ।

ଦରଜାଟା ଭେଣେ ଗେଲେ ଏକଟା ଗୋଙ୍ଗନୀର ଶବ୍ଦ ଉନତେ ପେଲୋ ।

ଆଭାରଥାଉଡ଼େର ପାର୍କିଂ ଗ୍ୟାରାଜେର ଦିକେ ଦୌଡ଼ାତେ ଲାଗଲୋ ଜ୍ୟାକ । ଗାଡ଼ିଟାଟେ ଉଠେଇ ଦ୍ରୁତ ସ୍ଟାର୍ଟ କରେ ଏଞ୍ଜେସେଟାରେ ଚାପ ଦିଲେ ଗାଡ଼ିଟା ପ୍ରଚାନ୍ଦ ବେଗେ ରାନ୍ତାର ଦିକେ ଛୁଟେ ବେରିଯେ ଗେଲୋ । ପେହନେ ତାକିଯେ ଦେଖଲୋ ତାକେ କିଛୁଇ ଅନୁସରଣ କରାହେ ନା । ଆମନାର ନିଜେର ଚେହାରାଟା ଦେଖଲୋ ଜ୍ୟାକ । ଘେମେ ଗେହେ ଏକେବାରେ । ହାୟ ଈଶ୍ଵର, ଆରେକଟୁ ହଲେଇ ଧରା ପାଇଁ ଯେତୋ ।

ଗାଡ଼ିଟା କିଛୁ ଦୂର ଗେଲେ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲୋ କୋଥାଯ ଯାବେ ସେ? ତାକେ ତାରା ଚନେ । ସବହି ଜାନେ । ବାଡ଼ିତେ ସେ ଯେତେ ପାରେ ନା । ତାହଲେ କୋଥାଯ? ପୁଲିଶେର କାହେ? ନା । କେ ତାର ପେହନେ ଲେଗେହେ ସେଟା ଜାନାର ଆଗପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଯ । ଏରା ତୋ ମୁସାରକେ ଅତୋତୁଲୋ ପୁଲିଶେର ମଧ୍ୟେଓ ଗୁଲି କରେହେ । ଆଜ ରାତର ଜନ୍ୟ ସେ ଏହି ଶହରେର କୋଥାଓ ଥାକବେ । ସମେ କ୍ରେଡ଼ିଟ କାର୍ଡ ରଯେହେ । ସକାଳେ ପ୍ରଥମ କାଜଟାଇ ହବେ ସେଦ ଫ୍ରାଂକେର ସମେ ଦେଖା କରା । ବାଙ୍ଗଟାର ଦିକେ ତାକାଳୋ ସେ । ଆଜ ରାତେ ଏଟା ଖୁଲେ ଦେଖବେ ଯାର ଜନ୍ୟ ଜୀବନଟା ଖୋଯାତେ ବସେଛିଲୋ ।

* * *

ରାମେଲ ଚାଦରେର ନିଚେ ଓଯେ ଆଛେ । ଏଇମାତ୍ର ରିଚମନ୍ ତାର ଓପରେ ଉଠେ ସମ୍ମତ ଲାଲସା ଚରିତାର୍ଥ କରେହେ । କୋନୋ କିଛୁ ନା ବଲେଇ କାଜ ଶେଷ କରେ ମରୁଥିକେ ଚଲେ ଗେହେ । ତାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ବନ୍ୟଭାବେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଯେହେ । ତାର ହାତେର କାଜ ଦୁଟୋ ଘସଲୋ ସେ । ଏହି କଜି ଦୁଟୋ ଆଂକଡ଼େ ଧରେଇ ଲୋକଟା ଉପଗତ ହେବାନ୍ତିଙ୍ଗେ । ତାର କ୍ଷଣ ଦୁଟୋତେ ବ୍ୟାଧି କରେହେ ।

ଦୁ'ହାତ ଆର ମୁଖ ଦିଯେ ଓଣଲୋ ଏକେବାରେ ପିଷେ ଫେଲେହେ । ବାର୍ଟନେର ସର୍ତ୍ତକତାଟି ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲୋ, ମନେ ପଡ଼ିଲୋ କ୍ରିସ୍ଟିନ ସୁଲିଭାନେର କଥାଓ ।

ଦୁ'ଚୋଥ ବେଯେ ଅଶ୍ରୁ ଝାରଲୋ । ସେ ରିଚମନ୍ଡେର ସଙ୍ଗେ ସନ୍ଦର୍ଭ କରାର ଜନ୍ୟ ବ୍ୟାକୁଳ ଛିଲୋ । ଆଜକେ ଅବଶେଷେ ସେଟା ପେଯେଓ ଗେଲୋ । କିନ୍ତୁ ସେ ଭେବେଛିଲୋ 'ଏଟା ହବେ ଦାରୁଣ ରୋମାନ୍ଟିକ ଆର ଦୁ'ଜନ ବୁଦ୍ଧିମାନ, କ୍ଷମତାଶାଲୀ ଲୋକେର ଦୈରଥ । କତୋ ଦାରୁଣଇ

না হ্যেতো সেটা । কিন্তু রিচবড়, কোনো আবেগের ধার না ধৈরে, পজর মতোই তাকে ছিড়ে বুবলে খেলো । যেনো একা একা হস্তৈবেশুন করছে । তাকে একটা চূম্বও খায়নি । এদমকি একটা কথাও বলেনি । বিছানায় আসতোই তার কাপড় চোপড় বুলে ফেললো । ঘাঁপিয়ে পড়লো বাবের মতো । এবন চলে গেছে । কাজটা করতে মোটে দশ মিনিট লেগেছে । সে নাকি চিক অব স্টোফ । মানে স্টোফদের প্রধান । বানকিদের প্রধান । সে চিককার করতে চাইলো । উয়ারের বাচ্চা, তোকে আমি পোষ মেরেছি । কুত্তার বাচ্চা ! সেই রাতে এই বাড়িতে তোকে আমি ধর্ষণ করেছি, তোর কিছুই করার ছিলো না ।

এই কুত্তার বাচ্চাটা লোকজন বুন ক'রে বেড়াচ্ছে । উয়ান্টার সুলিভানকে সে-ই হত্যা করিয়েছে তার লোক দিয়ে । রিচবড় যখন তাকে এটা জানালো সে বিশ্বাসই করতে পারছিলো না ।

ওয়ান্টার সুলিভানের মতো বন্ধুকে যদি বুন করতে পারে, লুখারকে যদি সাক্ষী হবার দোষে হত্যা করতে পারে তবে তাকে বুন করাটা তো মামুলি ব্যাপার ।

* * *

জ্যাক বিছানার উপর বাস্ত্রটা রাখলো । হোটেল রুমের জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখে নিশ্চিত হলো তাকে কেউ অনুসরণ করেনি ।

হাতঘড়িটা দেখলো । ক্যাবটা তাকে পনেরো মিনিট আগে হোটেলে নামিয়ে দিয়েছে । এটি একটি সস্তা হোটেল যেখানে পর্যটকেরা ভৌড় করে । কোনো রেকর্ড রাখার বালাই নেই । এরকম একটা জায়গাই তো তার চাই ।

জ্যাক বাস্ত্রটার দিকে তাকালো । অনেক অপেক্ষা করেছে সে । এবার এটা খোলার সময় হয়েছে । প্লাস্টিকের ভেতরে রাখা জিনিসটার দিকে তাকিয়ে রইলো ।

একটা চাকু ? ভালো ক'রে দেখলো । না । এটা একটা চিঠি খোলার চাকু । পুরনো দিনের বীতির । চাকুটা ভালো ক'রে দেখলো । যেহেতু সে ফরেনসিক এক্সপার্ট নয় তাই চাকুর গায়ে কালো ছোপগুলো যে তাকিয়ে যাওয়া রক্ত সেটা বুঝতে পারলো না । আর হাতলে আঙুলের ছাপ তো না বোঝার-ই কথা ।

জিনিসটা রেখে চেয়ারে বসলো । এটার সঙ্গে মহিলার বুমের কী সম্পর্ক ? ক্রিস্টিন সুলিভান তো গুলি খেয়ে মরেছে । কিন্তু লুখার এটাকে মৈশ গুরুত্ব দিয়েছে ।

জ্যাক লাফিয়ে উঠলো । এটা দিয়ে ক্রিস্টিন সুলিভানের হত্যাকারীকে চিহ্নিত করা যাবে । প্লাস্টিকের ব্যাগটা আলোর সামনে তুলে ধরলো সে । এবার সে আবছা আবছা আঙুলের ছাপ দেখতে পেলো । চাকুটা ভালো ক'রে দেখলো জ্যাক । রক্ত । হাতলেও । ফ্রাংক যা বলেছে এটা তাই হবে ? তার মনে পড়ে গেলো, ফ্রাংক বলেছিলো সুলিভান হয়তো তার আক্রমণকারীকে চাকু মেরেছিলো । পায়ে নয়তো হাতে । চিঠি খোলার চাকুটা দিয়ে, যেটা শোবার ঘরে ছিলো । ছবিতে গুটা দেখা গেছে । এটাই গোয়েন্দা

অদ্বলোকের তত্ত্ব ছিলো ।

সাবধানে চাকুসমেত প্রাস্টিক ব্যাগটা সে বাঞ্ছে রেখে বাঞ্ছটা বিছানার নিচে রেখে দিলো ।

চোখ বন্ধ ক'রে বিছানায় উয়ে পড়লো । লুথার যদি তাকে ব'লে যেতো তাহলে সব স্পষ্ট হয়ে যেতো । কিন্তু সে বলেনি কেইটের নিরাপত্তার কথা ভেবে । কিন্তু তারা কিভাবে এই ভয়টা তাকে দেখাতে পারলো ।

পেছনের কথা ভাবলো । জেলে থাকাকালে লুথারের সঙ্গে সে ছাড়া বাইরের কেউ দেখা করেনি । কোনো কিছু গ্রহণও করেনি । কেবল একটা সময়েই তাকে ভয় দেখানো যেতে পারে । আর সেটা হলো ঘ্রেফতারের সময়টা । সেই সময়েই বাবামেয়ে এক সঙ্গে ছিলো । কোনো কিছু না বলে তখন ভয় দেখানোটা সম্ভব । কেবলমাত্র ইশারা-ইঙ্গিতে লুথারকে বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব যে, সে মুখ খুললে তার মেয়ের বিপদ হবে । এরকম ভয় দেখানোটা তো আর নতুন কিছু নয় ।

তাহলে কাজটা করেছে কে? কিন্তু এখানে তো, জ্যাকের জানা মতে কেবল পুলিশ ছিলো । অবশ্য লুথারকে যেলোক গুলি করছে সে যদি থেকে থাকে তবে ভিন্ন কথা । তবে সে কেন ওখানে ঘুরঘূর করবে? ওটা করলে তো সে সন্দেহের মধ্যে প'ড়ে যাবে ।

জ্যাকের চোখ দুটো খুলে গেলো । যদিনা লোকটা পুলিশ হয় । এরপর যে ভাবনাটা তার মাথায় এলো সেটা তার বুকে মারাত্মক একটা ধাক্কা দিলো ।

সেদ ফ্রাংক ।

সঙ্গে সঙ্গে এটা বাতিল ক'রে দিলো । না, এটা খাপ খায় না । তার সঙ্গে ক্রিস্টিন সুলিভানের কোনো রকম সম্পর্কই ছিলো না । সুলিভানের প্রেমিক তাকে হত্যা করেছে, আর লুথার পুরো জিনিসটাই দেখেছে । সেদ ফ্রাংক কোনো মতেই হতে পারে না । ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলো, সেদ ফ্রাংক যেনো না হয় । আগামীকাল সকালে সে কি এটা নিয়ে সেদ ফ্রাংকের কাছে যাবে?

জ্যাক মাথা ঝাঁকালো । কাউকে না কাউকে তো তার বিশ্বাস করতেই হবে । সেদ ফ্রাংক কোনো খুনি নয় ।

চোখ বন্ধ ক'রে সে ঘুমিয়ে পড়লো ।

* * *

সকালটা বেশ ঠাণ্ডা । রাতে একটা ঝড় বয়ে গেছে ।

জ্যাক উঠে বাথরুমে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এলো । তারপর বাতি নিভিয়ে আবারো বিছানায় গিয়ে বসলো ।

সময় দেখলো হাতঘড়িতে । ফ্রাংক কিছুক্ষণের মধ্যে অফিসে আসবে । বিছানার নিচ থেকে বাঞ্ছটা বের ক'রে বিছানার ওপর রেখে দিলো । তার কাছে মনে হলো

একটা বোমাৰ পাশে ব'সে আছে ।

ঘৰেৱ এককোণে একটা ছোট টিষি গাণ আছে, সেটা আড়লো সে । মদাপেৰ
ধৰণটা হচ্ছে । সৎবাদ পাঠিকা শীৰ্য ধৰণতো আনাতে অন্ধ কৰলো ।

জ্যাক আশা কৰলো মধ্যপ্ৰাচীৰ খননই আগে পাকলে । সব সময়তো ঢাটি ৫৫০ ।
তানা হলে হয়তো দক্ষিণ ক্যাপিফোর্নিয়াতে আসাৰ একটা ঘোঁষা খৰচাল ৫৫০তে
সেটাৰ ধৰণ । কিংবা প্ৰেসিডেন্ট কংগ্ৰেছেৰ সমে লড়াই কৰাতেন ।

কিন্তু না, একটা ধৰণই প্ৰাধান্য পেলো । সেটা গথন দেখাতে অন্ধ কৰলো আৰু
সামনেৰ দিকে ঝুকে এলো ।

মহিলা বলছে কি? শুন হয়েছে? স্যান্ডি লৰ্ট মাৰা গেছে? নিজেৰ ধৰণসে দুল
খেয়ে? জ্যাক দৌড়ে গিয়ে ডলিওমটা বাড়িয়ে দিলো । স্যান্ডিৰ সৰ্কশল একটা পাৰ্সিপিচ
তুলে ধৰা হলো । সে মৰে গেছে । কেউ আকে তাৰ আগন্তে দুল ক'লৈ নেৱে
ফেলেছে ।

জ্যাক বিছানায় গিয়ে বসলো । গতনাতে স্যান্ডি লৰ্ট ওৰানে ছিলো? দিন্ত অন্যত্বম
কে? চাদৱেৱ নিচে? সে জানে না । কিন্তু সে আনে কি দয়াতে ওৰানো । সোন্টা দে
তাৰ পিছু নিয়েছিলো । মাঝখানে হয়তো ঘটনাচক্ৰে লৰ্ট এন্টে পড়েছে ।

তিভিটা বক ক'ৱে জ্যাক আবাবো বাপকৰে গিয়ে মুৰে পাৰি দিলো । তাৰ ঘাট
কাঁপতে উক্ত কৰেছে । যদিও তাৰ কোনো দোষ নেই, তাৰপৰও তাৰ পাটনামেৰ মৃদুৱ
জন্যে নিজেকেই দায়ি কৰলো ।

ফোনটা হাতে তুলে একটা নাধাৰ ডায়াল কৰলো জ্যাক ।

* * *

সেদে ফ্ৰাঙ্ক এক ঘণ্টা ধৰে অফিসে ব'লে আছে । ডিবিবি হোৰিজন্ট পেকে আকে
ল'ফাৰ্মেৰ জোড়া বুনেৱ ঘটনাটা জানানো হয়েছে । ফ্ৰাঙ্কেৰ হোতা ধাৰণাটি নেটি এৰ
সঙ্গে সুলিভানেৱ কোনো সংযোগ আছে কিনা । কিন্তু একটা সাধাৰণ বৈৰাগ্য রয়েছে ।
আৱ সেটা ভেবেই তাৰ মাথাটা খিৰ্মাখিৰ কৰছে । এখন কৰে সকল সাঠটা বাজে ।

তাৰ ডাইরেক্ট লাইনটা বেজে উঠলো । একটু অবিস্ময় নিয়ে ফোনটা তুলে নিলো
সে ।

“জ্যাক, আপনি কোথায় আছেন?”

ফ্ৰাঙ্কেৰ কঠে একটা কুকুৰা আছে যা জ্যাককে একটু অবাক কৰলো ।

“জ্যাক, আপনি জানেন কী হয়েছে?”

“এইমাত্ৰ তিভিৰ বৰত্রে দেবলাৰ । গতনাতে আৰি লেৰান্টে ছিলাৰ, সেদে । আৱ
আমাকেই শুন কৰতে এসেছিলো । কিন্তু ভাবি না কিভাৱে স্যান্ডি শুন হয়ে পেলো

তাদের হাতে ।

“কাদের হাতে? কাদের কথা বলছেন?”

“জানি না! আমি অফিসে ছিলাম। তাদের আসার শব্দ পেয়ে অনেক কষ্টে উরান
থেকে বের হতে পেরেছি। পুলিশ কি কিছু বের করতে পেরেছে?”

ফ্রাংক গভীর একটা নিঃশ্বাস নিলো। সে জ্যাকের কথা বিশ্বাস করতে চাচ্ছে, কিন্তু
ঘটনা এখন এমন যে, বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে ।

“সেদ? সেদ?”

ফ্রাংক কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না ।

“জ্যাক, পুলিশ একটা জিনিস বের করতে পেরেছে। বলা ভালো বেশ ভালো
প্রমাণই আছে তাদের কাছে ।”

“সেটা কি?”

ফ্রাংক একটু চুপ রইলো। “আপনি, জ্যাক। তাদের কাছে প্রমাণ আছে ঘটনাটা
আপনাই ঘটিয়েছেন। এমৃহৃতে পুরো পুলিশ বিভাগ আপনাকেই খুঁজছে ।”

জ্যাকের হাত থেকে ফোনটা আস্তে ক'রে প'ড়ে গেলো ।

“জ্যাক? জ্যাক, আরে, আমার সঙ্গে কথা বলুন ।” এই কথাগুলো জ্যাকের কানেই
গেলো না ।

“জ্যাক!”

অবশ্যে জ্যাক কথা বলতে পারলো। “আমি কাউকে খুন করিনি, সেদ ।”

“আমি আপনার কথা বিশ্বাস করি, জ্যাক,” ফ্রাংক শাস্তকষ্টে বললো ।

“সেদ, এসব কী হচ্ছে?”

“পুলিশ আমাকে বলেছে তাদের কাছে একটা টেপ আছে যাতে আপনাকে
মধ্যরাতে গ্যারাজে চুক্তে দেখা গেছে। লর্ড আর তার মেয়ে বন্ধুটি আপনার আগেই
ওখানে ছিলো ।”

“আমি তাদেরকে দেবিনি ।”

“আরো আছে, খুন হবার পরপরই আপনি গ্যারাজ থেকে বের হচ্ছেন এমন
দৃশ্যের টেপ পুলিশের কাছে রয়েছে ।”

“কিন্তু অস্ত্রটা কি? তারা কি সেটা খুঁজে পেয়েছে?”

“পেয়েছে। গ্যারাজের ভেতরের একটা ডাস্টবিন থেকে ।”

“আর?”

“তাতে আপনার আঙুলের ছাপ রয়েছে, জ্যাক। একমাত্র আপনার ছাপই।
ভিডিওতে আপনার ছবি দেখে ভার্জিনিয়া স্টেট বার ফাইল থেকে আঙুলের ছাপ
মিলিয়ে দেখা হয়েছে। সেটা নয় পয়েন্ট মিলে গেছে ব'লে আমাকে বলা হয়েছে ।”

জ্যাক চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো ।

“আমি কখনও কোনো অস্ত্র স্পর্শ করিনি, সেদ। কেউ আমাকে হত্যা করার চেষ্টা

কৰলে আমি পালিয়েছি। ডেক্ষ থেকে একটা পেপারওয়েট নিয়ে লোকটাকে আঘাত করেছিলাম। এইটুকুই কেবল জানি। এখন আমি কী করবো?"

"আপনি যেখানেই ধাকুন না কেন আমি চাই সেখানেই ধাকুন। আমি চেক ক'রে দেবি। কিন্তু কোনোভাবেই কোথাও যাবেন না। তিনি ঘন্টা পরে আমাকে ফোন করবেন। ঠিক আছে?"

জ্যাক ফোনটা রেখে ভাবতে লাগলো। পুলিশ তাকে দু'দুটো খুনের ব্যাপারে সন্দেহ করছে। গ্রেফতারের জন্যে খুঁজছে। তার আড়লের ছাপ রয়েছে এমন একটা অস্ত্রে যেটা সে আদৌ স্পর্শ করেনি। ফ্রাংকের কথা ভাবলো। তার সাথে কথা হলেও ফ্রাংক তাকে জিজ্ঞেস করেনি সে কোথায় আছে। তারা কলটা ট্রেস করতে পারবে। কিন্তু ফ্রাংক সেটা করবে না। তারপরই জ্যাকের মনে পড়ে গেলো কেইটোর কথা।

সে তো কেইটকে দিয়ে লুখারকে ধরার ফাঁদ পেতে ছিলো।

বাইরে একটা সাইরেন বাজলে জ্যাকের হৃদস্পন্দনটা ক্ষণিকের জন্যে বন্ধ হয়ে গেলো। জানালার কাছে গিয়ে দেখলো পুলিশের গাড়িটা অন্য কোথাও ছুটে যাচ্ছে।

বিছানার দিকে তাকালো সে। পুলিশ নিচয় আসবে। এখন না হলেও, যে কোনো সময়ে আসবে।

ফ্রাংককে সে বাস্টার কথা বলেনি। এই জিনিসটা তাকে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

* * *

"তুমি কি ব্যস্ত ছিলে?"

ক্রেইগ মিলার ডিসি'র হোমিসাইডের একজন গোয়েন্দা। বিশালদেহী, ঘনকালো চূল আর হইশ্বি খাওয়া চূলচূলু চোখ। অনেক বছর ধরে সে ফ্রাংকের প্রতিচিতি। তারা বন্ধুস্থানীয়, এবং দু'জনেই বিশ্বাস করে খুনিদের যথাযথ শাস্তি হতে হচ্ছে।

"এতো ব্যস্ত কৰনই ধাকি না যে, তোমার ডাকে আসতে পারবো না," ফ্রাংক জবাব দিলো। তার মুখে হাসি।

মিলারও হাসলো। তারা জ্যাকের অফিসে আছে এখন। ক্রাইম ইউনিট তাদের কাজ এইমাত্র শেষ করেছে।

ফ্রাংক বিশাল অফিসটার দিকে তাকালো। এই জীবন থেকে জ্যাক এখন বহু দূরে সরে গেছে। মনে মনে ভাবলো সে।

"এই গ্রাহাম লোকটা, সে তো সুলিভান কেসে জড়িত ছিলো, তাই না?"

ফ্রাংক সাথ দিলো। "সন্দেহভাজনের ডিফেন্স এটর্নি।"

"ঠিক! আরে কী দারুণ উলফন। ডিফেন্স এটর্নি থেকে একেবারে আসামী।" সে হাসলো।

“মৃতদেহগুলো কে খুঁজে পেয়েছে?”

“হাউজিকিপার। তোর চারটা বাজে।”

“তোমার বড়সড় মাথা থেকে কি কোনো মোটিভ বের হলো?”

মিলার তার বক্সুর দিকে তাকালো। “আরে বাবা, এখন মাত্র সকাল আটটা বাজে। তুমি ছট ক'রে এসে আমার মাথার ভেতর কি আছে সেটা জেনে নিতে চাচ্ছে। ব্যাপার কি?”

ফ্রাংক কাঁধ ঝাকালো। “আমি জানি না। লোকটাকে আমি ঐ কেসের সময় থেকে চিনি। তার চেহারা পত্রিকার পাতায় দেখলে অবাকই হবো। আমার মনে হচ্ছে বিস্তারিত জেনে নেয়ার দরকার।”

“মনে হচ্ছে মোটিভটা খুব পরিষ্কার। ওয়াল্টার সুলিভান ছিলেন নিহতের সবচাইতে বড় মক্কেল। এই গ্রাহাম লোকটা ফার্মের কারো সঙ্গে কোনো কথা না বলে মামলাটাতে আসামীর পক্ষে নেমে গিয়েছিলো। এতে ক'রে লর্ডের সাথে তার সম্পর্কের অবনতি হয়। লর্ডের অফিসে এ নিয়ে মিটিং করার সময় তর্কবিত্তক হলে এই অনাকাঞ্চিত ঘটনা ঘটে গেছে।”

“এতো ভেতরের কথা তুমি কিভাবে জানলে?”

“এখানকার ম্যানেজিং পার্টনারের কাছ থেকে।” মিলার তার নোটবুকটা খুললো। “ড্যানিয়েল জে. কার্কসেন। সে সত্যি খুব সহযোগীতাপ্রাপ্ত।”

“এ থেকে কি ক'রে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, গ্রাহামই দুটো খুন করেছে?”

“আমি বলছি না সে-ই করেছে। ভিডিওটার টাইম টেবিলেও দেখা যাচ্ছে নিহতের গ্রাহামের আগেই ওখানে এসেছে।”

“তো?”

“সুতরাং এই দু'জন জানতো না আর কেউ এখানে আছে কিনা।”

“কিন্তু তারা তো সঙ্গম করছিলো, গ্রাহামের সঙ্গে মিটিং কিংবা দেখা হয়েছে বলে তো মনে হয় না।”

“হতে পারে, সঙ্গম করার পর লর্ডের সঙ্গে গ্রাহামের দেখা হয়েছে, তারপর কথাকাটাকাটির এক পর্যায়ে ঠাস্ঠাস্ গুলি। মেয়েটা দেখা ফেললে তারও একই পরিণতি হয়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সব ঘটে যায়।”

“কিন্তু তোমার কথাগুলো গল্প-কাহিনী বলে মনে হচ্ছে।”

“তাই নাকি? ক্যামেরাতে লোকটাকে স্পষ্ট দেখা গেছে।”

“সিকিউরিটির কেন এসে চেক করলো না?”

মিলার হেসে ফেললো। “সিকিউরিটি? ঐ শালারা অর্ধেক সময় মনিটরের দিকেই তাকায় না। তারা জানে সবকিছু রেকর্ড হচ্ছে।”

“হতে পারে অন্য কেউ করেছে।”

মিলার মাথা ঝাঁকিয়ে হাসলো। “সেটা ভেবো না, সেদ। এটাই তোমার সমস্যা।

সব সময় তুমি জটিল উভর চাও, অথচ সহজ উভর তোমার দিকে চেয়ে হাসছে।"

"তাহলে এই অস্ত্রটা কিভাবে এলো?"

"অনেকে নিজেদের অফিসেই অস্ত্র রেখে থাকে।"

"অনেক মানে, কতোজন?"

"তুমি খুব অবাক হবে, সেদ।"

"হয়তো তাই হবো।" ফ্রাংক জবাব দিলো।

"এ নিয়ে তুমি কেন পঁ্যাচাচ্ছা?"

ফ্রাংক তার বন্ধুর দিকে তাকালো না। সে ডেক্সের দিকে চেয়ে রইলো।

"আমি জানি না। যেমনটি বলেছি, লোকটাকে আমি চিনি। সে এ ধরনের লোক
বলে মনে হয় না। তো, তার আঙ্গুলের ছাপ অস্ত্রটাতে রয়েছে?"

"দুটো নিখুঁত ছাপ। ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল আর তজনীর। এতো পরিষ্কার
কথনও দেখিনি।"

বন্ধুর কথায় ফ্রাংক একটু আলোড়িত হলো। সে ডেক্সের দিকে চেয়ে রইলো।
ওটাতে কাঁচ নেই।

"কাঁচটা কোথায়?"

"সেটা আবার কি?"

ফ্রাংক ডেক্সের দিকে ইঙ্গিত করলো। "এখানে যে কাঁচ ছিলো সেটার চিহ্ন
রয়েছে। সেটা কি তোমাদের কাছে?"

মিলার কাঁধ বাঁকালো। "এটা তো আমি দেখিনি।"

মিলার একটা রিপোর্টে সহি করার জন্যে ঘুরলো। ফ্রাংক এই সুযোগে ডেক্সটা খুব
ভালোভাবে দেখতে লাগলো। ডেক্সের মাঝখানে হালকা ধূলোর বৃত্ত আছে। এখানে
কিছু একটা ছিলো। চারকোণা আকৃতির। তিন ইঞ্জিন দৈর্ঘ-প্রস্ত্রে। পেপার ওয়েটটা।
ফ্রাংক হাসলো।

কয়েক মিনিট পরে সেদ ফ্রাংক হলওয়ে দিয়ে ছুটতে লাগলো। অস্ত্রটাতে আঙ্গুলের
ছাপ নিখুঁতভাবে আছে। খুব বেশি নিখুঁত। ফ্রাংক অস্ত্রটা এবং পুলিশের রিপোর্টটা
দেখেছে। একটা পয়েন্ট ৪৪, সিরিয়াল নাম্বার নেই। ঠিক ওয়াল্টার সুলভানের পাশে
পাওয়া গিয়েছিলো যেমনটি।

ফ্রাংক একটু হাসলো।

জ্যাক গ্রাহাম তাকে সত্য কথাই বলেছে। সেকাউকে হত্যা করেনি।

* * *

"তুমি জানো বাট্টন, এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এটাতে সময় আর
যন্মোয়গ দিতে দিতে হিমশিম খাচ্ছি। আমাকে তো একটা দেশ চালাতে হয়, নাকি।

মনে হয় তোমরা সেই কথা ভুলে গেছো।” রিচ্যুল ওভাল অফিসে বসে আছেন জুলন্ত আগুনের সামনে। তিনি দুঃখোধ বন্ধ করলেন।

বার্টন কিছু বলার আগেই প্রেসিডেন্ট আবাস্তো বলতে শরু করলেন। “জিনিসটা ফিরে পাবার বদলে তোমরা একের পর এক হত্যা করে যাচ্ছো। শহরের হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টকে ব্যস্ত করছো, আর উদিকে লুখারের আইনজীবি এমন একটা জিনিস নিয়ে ধরা ছেয়ার বাইরে আছে যা আমাদের সবাইকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে। ফলাফল নিয়ে আমি বেশ রোমাঞ্চিত বোধ করছি।”

“গ্রাহাম পুলিশের কাছে যাবে না।” বার্টন নির্বিকার প্রেসিডেন্টের দিকে চেয়ে বললো। শালার গর্ডভ একটা। এর জন্যে আর কয়জনকে মরতে হবে কে জানে।

“এই কথার উপর তো বেশি দিন নির্ভর করা যায় না। পুলিশ যদি গ্রাহামকে তাদের হেফাজতে নিয়ে নেয় তবে সে তাদেরকে চিঠি খোলার চাকুটা দিয়ে দেবে, অবশ্য সেটা যদি তার কাছে থাকে।”

“কিন্তু এতে করে তো কিছুটা সময় পাওয়া গেলো।”

প্রেসিডেন্ট উঠে এসে বার্টনের শক্ত কাঁধে হাত রাখলেন। “এইবার আমি জানি তুমি জ্যাক গ্রাহামকে ধরতে পারবে। আর তাকে বুঝিয়ে দিতে পারবে সে আমাদের ব্যাপারে নাক গলিয়ে ভালো করেনি।”

“আপনি কি চান একথা বলার পরপর তার মাথায় আমি একটা বুলেট ঢুকিয়ে দেই?”

প্রেসিডেন্ট দুষ্ট হাসি হাসলেন। “সেটা আমি তোমার পেশাদারী বিচক্ষণতার উপরই ছেড়ে দিলাম।” তিনি ডেক্সের দিকে ঘুরে গেলেন।

বার্টনের ইচ্ছে করলো প্রেসিডেন্টের পিঠে কয়েকটা বুলেট ঢুকিয়ে দিতে। এটাই প্রাপ্য এই লোকটার।

“সে কোথায় আছে সে সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা আছে?”

বার্টন মাথা ঝাঁকালো। “না। তবে আমার কাছে খুব ভালো একটি সূত্র আছে।” বার্টন আজ সকালে সেদ ফ্রাঙ্ককে করা জ্যাকের ফোন কলটার কথা বললো না। আজ হোক কাল হোক, জ্যাক গোয়েন্দাকে তার অবস্থানের কথা জানাবেই। তখন বার্টন কাজে নেমে পড়বে।

* * *

সেদ ফ্রাঙ্ক ডেক্সে ঘড়ির দিকে চেয়ে অপেক্ষা করছে। একটু পরেই ফোনটা বেজে উঠলো।

জ্যাক ফোনবুখে বসে আছে। প্রচও ঠাণ্ডা। মোটা পার্কা সোয়েটারটার জন্য ঠাণ্ডা কম লাগছে। তার কাছে এখনও মনে হচ্ছে সবাই বুঝি তার দিকেই তাকাচ্ছে।

“আপনি কোথায়? আওয়াজ তনে তো মনে হচ্ছে ঘরে নেই। আমি না বলেছি ঘর হেতু বাইরে বের হবেন না।”

জ্যাক জবাব দিলো না।

“জ্যাক?”

“দেখুন, সেদ। আমি ফাঁদে পড়া ঘৃঘূ হতে চাই না। আমি এমন একটা অবস্থায় আছি যেখানে কাঠো ওপর পুরোপুরি নির্ভর করতে পারছি না। বুঝলেন?”

ফ্রাঙ্ক কিছু বলতে গিয়েও বললো না। সে তো ঠিকই বলেছে। “ঠিক আছে। আপনি কি জানতে চান আপনাকে কিভাবে ফাসানো হয়েছে?

“বলুন, দেনছি।”

“আপনার ডেক্সে একটা কাঁচ ছিলো। আপনি কিছু পানও করেছিলেন। মনে আছে?”

“হ্যা, কোক, তাতে কি?”

“তো আপনাকে যারা খুঁজতে এসেছিলো, যেমনটি আপনি বলেছেন, লর্ড আর ঐ মেয়েটা তাদের মাঝখানে এসে পড়লে খুন হয়ে গেলে আপনি পালিয়ে যান। তারা জানতো আপনার ঢেকা এবং বের হওয়াটা ভিডিওতে রেকর্ড করা আছে। তারা আপনার আঙুলের ছাপ কাঁচ থেকে তুলে নিয়ে অঙ্গের ওপর প্রতিস্থাপন করেছে।”

“আপনি এরকম করতে পারবেন?”

“আপনার কাছে যদি সঠিক যন্ত্রপাতি থাকে আর আপনি যদি কৌশলটা জানেন, তাহলে করতে পারবেন। আপনার ফার্মের সাপ্লাই রুম থেকে হয়তো তারা যন্ত্রপাতিগুলো খুঁজে নিয়েছে। কাঁচটা আমাদের কাছে থাকলে দেখাতে পারতাম ছাপটা কিভাবে জাল করা হয়েছে।”

“আপনার এই ব্যাখ্যা কি ডিসি পুলিশের কাছে ধোপে টিকবে?”

ফ্রাঙ্ক প্রায় হেসেই ফেললো। “সেটা নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। তারা কেবল আপনাকে গ্রেফতার করতে চায়। বাকি সব কিছু নিয়ে অন্যেরা মাথা ঘামাবে। তারা নয়।”

“ভালো। তো এখন কি?”

“আগেরটা আগে করাই ভালো। তারা কেন আপনার ঘেষ্টন লাগলো?”

জ্যাক জিতে কাটলো। বাস্তুটার দিকে তাকালো সেই “এডউইনা ক্রমের কাছ থেকে আমি একটা বিশেষ কিছু পেয়েছি। এটা এমন কিছু যা পাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছেন আপনি।”

ফ্রাঙ্ক উঠে দাঁড়ালো। তার ইচ্ছে করলো এক্সুনি হাত বাড়িয়ে জিনিসটা নিয়ে নিতে। “সেটা কি?”

জ্যাক তাকে বিস্তারিত বললো। রক্ত এবং আঙুলের ছাপ।

“আপনার সঙ্গে যে কোনো জায়গায়, যে কোনো সময়ে আমি দেখা করতে পারবো।”

জ্যাক দ্রুত তেবে নিলো ফোন জায়গাটা বেশি নিরাপদ হবে। পাবলিক প্রেসওলোই বেশি নিরাপদ।

“ফারাগাটের মেট্রো স্টেশনটা কেমন হয়, এইচিস্থ স্ট্ট-এর বের হবার পথে। আজরাতে, এগাড়োটা বাজে?”

ফ্রাংক তথ্যটা টুকে নিলো। “ঠিক আছে, ওখানেই দেখা হচ্ছে তবে।”

জ্যাক ফোনটা রেবে দিলো। দেখা হবার সময়ের আগেই সে মেট্রো স্টেশনে চলে যাবে বাড়তি সর্কর্কা হিসেবে। উন্টপাল্টা কিছু দেখলেই সে স্টকে পড়বে। আত্মগোপন করবে। কতো টাকা আছে দেখে নিলো। ঠিক করলো কয়েকটা এটিএম মেশিনে হিট করবে, যাতে বিভাস্ত করা যায়।

ফোন বুথ থেকে বের হয়ে একটা ডিসি পুলিশের টহল গাড়িকে আসতে দেখে জ্যাক উন্টে দিকে হাঁটা শুরু করলো। ফোন বুথে আবার চুকে অপেক্ষা করলো গাড়িটা চলে যাওয়ার আগপর্যন্ত।

পথে বার্গার এবং ফ্রাই কিনে নিয়েছিলো। ক্যাবে উঠে সেগুলো সাবাড় করলো। জ্যাক ভাবতে লাগলো। ফ্রাংককে চিঠি খোলার চাকু দিয়ে দিলে কি তার সমস্যা শেষ হয়ে যাবে? আশা করা যায় তাতে যে ছাপ আছে সেটা সুলিভানের হত্যাকারীরই হবে। কিন্তু তার ডিফেন্স কাউন্সেল সন্তা বলছে এসব বন্ধগত আলামত চূড়াস্ত কিছু নয়, মানে প্রশাতীত নয়। যে ব্যক্তির ছাপ আছে তার ডিএনএ এবং আঙুলের ছাপ ফাইলে না থাকলে তো ম্যাচ করা যাবে না। জ্যাকের মনে প'ড়ে গেলো লুথারের কথাটা। এটা এমন কেউ হবে যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, খুবই চেনাশোনা। এটা হলো আরেকটা বাঁধা। এরকম ব্যাক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে হলে তোমাকে প্রচুর আলামত আর সাক্ষীর মাধ্যমে শতভাগ নিশ্চিত হতে হবে। তা না হলে মাঝলাটা কোনো দিন আলোর মুখ দেখবে না।

তারা কি এটাও প্রমাণ করতে পারবে যে, চাকুটা সুলিভানের বাক্সি? সুলিভান মারা গেছে। স্টাফরা হয়তো এ সম্পর্কে জানবে না। হয় ক্রিস্টিন সুলিভান এটা নিজেই ব্যবহার করতেন, কিংবা খুনি এটা সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছিলো। যাই হোক, এটা সেদ ফ্রাংককে দিয়ে দেবে জ্যাক। অবশ্যে জ্যাকের মনে এটা উকি মারলো।

চাকুটার আলামত হিসেবে মূল্য একেবারে শূন্যের ক্ষেত্রায়। তারা যদি ম্যাচও করাতে সক্ষম হয়, আনু ডিফেন্স কাউন্সেল এটাকে ক্ষেত্রের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারবে। এটার উপর ভিত্তি ক'রে তো কোনো অভিযোগ আনা যাবে না।

কিন্তু তারা তো এটা নিজেদের দখলে নেবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে! এটার জন্যে তারা খুনও করেছে। এটা অবশ্যই তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। সাংঘাতিক রকম গুরুত্বপূর্ণ। তো, আইনী ভিত্তি দূর্বল হলেও এটার মূল্য রয়েছে। আর মূল্যবান কোনো কিছু অবশ্যই ব্যবহার করা যাবে। হয়তো তার সুযোগ এখনও আছে।

* * *

দশটার দিকে এক্সেলেটের ক'রে ভূ-গর্ভস্থ ফারাগাট মেট্রো স্টেশনে নামলো জ্যাক। দিনের বেলায় এটা খুবই ব্যস্ত থাকে। কিন্তু রাত দশটা বাজে জায়গাটা বেশ ফাঁকাই বলা চলে।

এক্সেলেটের থেকে নেমে জ্যাক এলাকার চারপাশে তাকালো।

কাঁচে ঘেরা বুধে একজন কর্মচারী চেয়ারে বসে আছে। বুধের ওপর রাখা ঘড়িতে সময় দেখলো জ্যাক। এরপর এক্সেলেটের দিকে তাকাতেই সে জামে গেলো। একজন পুলিশ অফিসার নেমে আসছে। জ্যাক চট ক'রে একটা ফোনবুথে ঢুকে গড়লো। পুলিশের লোকটা টিকেট কাউন্টারের সামনে এসে ওখানে বসা লোকটার সঙ্গে কথা বলে আশেপাশে তাকিয়ে দেখলো। জ্যাক অপেক্ষা করতে শাগলো। লোকটা চলে গেলেই সে বের হবে।

সময় চলে যাচ্ছে। একটা উচ্চস্বরের কষ্ট শুনে জ্যাকের চিঞ্চাটা বাঁধা পড়লো। সে বাইরে তাকালো। এক্সেলেটের দিয়ে এক গৃহহীন, ভাসমান লোক নেমে আসছে। তার পোশাক আশাক ছেঁড়াফাড়া। কাঁধে মোটা একটা চাদর ভাঁজ ক'রে রাখা আছে। তার চুল-দাঁড়ি উস্কোবুশকো। মুখটা ঠাণ্ডায় বিবর্ণ হয়ে আছে। বাইরে ঠাণ্ডার কারণে মেট্রো স্টেশনটা তাদের জন্যে এখন নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে।

জ্যাক চারপাশে তাকালো। পুলিশ অফিসারটা উধাও হয়ে গেছে। হয়তো আশে পাশেই টহল দিচ্ছে। টিকেট কাউন্টারের লোকটাকেও জ্যাক দেখতে পাচ্ছে না।

বাস্তুহারা লোকটার দিকে তাকালো জ্যাক। সে এখন এক কোণে গুটিসুটি মেরে দয়ে আছে।

এলাকাটা আবারো ভালো ক'রে দেখে নিলো। কেউ নেই। পনেরো মিনিটের মধ্যে আর কোনো ট্রেন আসবে না। বুধ থেকে বের হয়ে সে লোকটার দিকে তাকালো। মনে হয় না জ্যাককে দেখেছে সে।

জ্যাক সামনে এগোতেই থেমে গেলো। তার রক্তচাপ এক লাঙ্কাটে প্রিগুণ হয়ে গেছে। মাথাটা আচম্কা হালকা হয়ে ঝিমঝিম করছে।

গৃহহীন লোকটা নতুন এক জোড়া জুতা পরে আছে। বাদামী চামড়ার দামি একটা জুতা, কম ক'রে হলেও এটার দাম হবে দেড়শো ডলার। জুতা জোড়া নোংরা চাদরের ফাঁক গলে বের হয়ে আছে। এরকম এক লোকের পায়ে এতো দামি জুতা!

এখন লোকটা তার দিকে তাকিয়ে আছে। জ্যাকের দিকে তার দু'চোখ হির হয়ে রয়েছে। চেনা চেনা লাগছে জ্যাকের। মনে হলো জেব দুটো আগে কোধাও দেখেছে। সে এ ব্যাপারে নিশ্চিত। লোকটা এবার উঠে দাঁড়ালো। প্রথমে তাকে যেভাবে আসতে দেখেছে এখন তারচেয়ে তাকে অনেক বেশি শক্তসামর্থ্য বলে মনে হচ্ছে।

জ্যাক উদ্ব্রান্তের মতো আশেপাশে তাকালো। জায়গাটা গোরস্থানের মতোই নির্জন। এটা তারই গোরস্থান। সে পেছনে তাকালো। লোকটা তার দিকেই এগিয়ে আসছে। জ্যাক পিছু হটতে লাগলো। বাস্তু বুকের কাছে চেপে ধরলো সে। লিফট

দিয়ে পাশানোর কথা ভাবলো । অস্ত্রটা । খুব জলদিই সে অস্ত্রটা বের হতে দেখবে । নেটা তার দিকেই তাক্ করা হবে ।

বুথের দিকে ছুটলো জ্যাক । লোকটার একটা হাত কোটের পকেটে চুকলে জ্যাক চারপাশে পাগলের মতো তাকালো । তার দিকে তেড়ে আসা পায়ের শব্দ উন্তে পেলো । পেছনে ফিরে লোকটাকে দেখলো । ট্রনে উঠবে নাকি উঠবে না ভাবতে লাগলো । ঠিক এমন সময়েই তাকে দেখতে পেলো ।

হাফ ছেড়ে বাঁচলো জ্যাক ।

এক কোণে পুলিশের লোকটা টহল দিচ্ছে । জ্যাক তার দিকে ছুটে গিয়ে গৃহহীন লোকটার দিকে আঙুল তুলে দেখালো । লোকটা এখনও এগিয়ে আসছে ।

“ঐ লোকটা । সে গৃহহীন লোক নয় । সে ভেক্ ধরেছে ।” পুলিশ তাকে চিনে ফেলার সম্ভাবনা থাকলেও জ্যাক লক্ষ্য করলো তরুণ অফিসারটি সেরকম কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে না ।

“কি?” বিস্মিত পুলিশ জ্যাকের দিকে চেয়ে রইলো ।

“তার জুতাটার দিকে তাকান ।”

পুলিশ টানেলের প্রাটফর্মে গৃহহীন লোকটার দিকে তাকালো । কিন্তু মনে হলো না সে জুতার ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিচ্ছে ।

“সে কি আপনাকে বিরক্ত করেছে, স্যার?”

একটু ইতস্তত ক'রে জ্যাক বললো, “হ্যা ।”

“এই!” লোকটার দিকে তাকিয়ে চেঁচালো সে ।

পুলিশ লোকটার দিকে দৌড়ে গেলে গৃহহীন লোকটা উল্টো দিকে দৌড়াতে শুরু করলো । পুলিশও তার পেছনে দৌড়াচ্ছে ।

এখন জ্যাক একেবারে একা । বুথের দিকে আবার তাকলো । টিকেট কাউন্টারের লোকটা এখনও ফিরে আসেনি ।

জ্যাক মাথা ঝাঁকালো । সে কিছু একটা শুনতে পাচ্ছে । দু'জন লোক যেখান দিয়ে উধাও হয়েছে সেখান থেকে আর্টনাদ্টা ভেসে আসছে । সে একটু অগিয়ে গেলে কর্নার থেকে পুলিশের লোকটা বেরিয়ে এলো হাফাতে হাফাতে । সে জ্যাকের দিকে তাকালো । তাকে দৃশ্যটা দেখে আসার ইঙ্গিত করলো । লোকটাকে খুবই অসুস্থ দেখাচ্ছে । যেনো কোনো বীভৎস কিছু দেখে ফেলেছে ।

জ্যাক তার পাশে দাঁড়ালো ।

“ওরে বাপ্ৰে! আমি বুঝতে পারছি না কী হচ্ছেৰে বাবা ।” হাফাতে হাফাতে পুলিশটি বললো ।

“তাকে কি ধরতে পেরেছেন?”

পুলিশের লোকটা সময় নিলো । “হ্যা ।”

“কি হয়েছে?”

“নিজে গিয়ে দেখুন। আমাকে পুলিশ স্টেশনে ফোন করতে হবে।” পুলিশের লোকটা জ্যাকের দিকে শাসানোর ভঙ্গীতে আঙুল তুলে বললো, “কিন্তু আপনি যাবেন না; আমি এটা আপনাকে ছাড়া ব্যাখ্যা করতে পারবো না। মনে হয় আপনি এ বিষয়ে অনেক কিছু জানেন। বুঝেছেন?”

জ্যাক সঙ্গে সঙ্গে মাথা দোলালে পুলিশের লোকটা দৌড়ে চলে গেলো। জ্যাক কর্ণারের দিকে গেলো ভীরু পায়ে। যদিও পুলিশ তাকে অপেক্ষা করতে বলেছে কিন্তু তার মনে হলো কেন অপেক্ষা করবে? ফ্রেফতার হবার জন্যে? কিন্তু তাকে দেখতেই হবে। কে এই লোক। সে নিশ্চিত লোকটাকে সে চেনে। তাকে দেখতেই হবে।

টানেল থেকে একটু দূরে, অঙ্ককারের মধ্যে একটা বস্তার মতো কিছু প'ড়ে আছে। একটু এগোলে দেখতে পেলো গৃহহীন লোকটা। কয়েক মুহূর্ত জ্যাক ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইলো। লোকটা নড়ছে না, শ্বাস নিচ্ছে না। মরে গেছে নাকি? পুলিশের কি দরকার ছিলো তাকে মেরে ফেলার?

লোকটার পাশে হাটু গেড়ে বসলো জ্যাক। এলোমেলো চুলগুলো সরিয়ে দেখলো। লোকটার মাথার পাশ থেকে রক্ত ঝরছে। গভীর একটা কঁটা দাগ। পুলিশের লোকটা তাকে আঘাত করেছে। খেল খতম। তারা জ্যাককে ফাঁদে ফেলতে গিয়ে নিজেরাই ফাঁদে প'ড়ে গেছে। আল্গা চুলটা সরিয়ে লোকটার আসল চেহারা দেখতে চাইলো জ্যাক। কিন্তু পরে ভাবলো পুলিশের উপস্থিতিতে হলেই বেশি ভালো হবে। সে তাদেরকে চিঠি খোলার চাকুটা দিয়ে দেবে।

উঠে দাঁড়ালে দেখতে পেলো কারিডোর দিয়ে পুলিশের লোকটা আসছে। জ্যাক মাথা ঝাঁকালো। নিজের জন্যে দিনটাকে সৌভাগ্যের দিন পরিণত করো।

জ্যাক পুলিশের দিকে এগিয়ে গেলো। কিন্তু হোলস্টার থেকে ৯ মি.মি.-টা বের হয়ে এলো সে থেমে গেলো।

পুলিশের লোকটা তার দিকে তাকিয়ে আছে। “মি: প্রাহাম।”

জ্যাক কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসি দিলো। লোকটা অবশ্যে তাকে ছিথতে পেরেছে। সে বাস্তু তুলে ধরলো। “আপনাদের জন্যে এটা।”

“তা, জানি, জ্যাক। আর এটাই আমি চাইছি।”

টিম কলিন দেখলো জ্যাকের মুখ থেকে হাসিটা উঠে গেছে। অস্তা তাক করে কলিন সামনের দিকে এগোলো।

* * *

স্টেশনের কাছে পৌঁছাতে সেদ ফ্রাঙ্কের পাল্স বেড়ে গেলো। অবশ্যে সে জিনিসটা পাবে। সে কল্পনা করতে পারলো লরা সাইমন এই আলামতটা নিয়ে পরীক্ষা করছে। ফ্রাঙ্ক নিশ্চিত তারা এ থেকে অপরাধীকে চিহ্নিত করতে পারবে। আর এটা করতে

পারলেই মামলাটা জলবৎ তরল হয়ে যাবে। শেষে তার সব প্রশ্নের উত্তরও পাওয়া যাবে।

* * *

জ্যাক ভালো ক'রে চেহারাটার দিকে তাকালো। তারপর বস্তার মতো প'ড়ে থাকা লোকটার দিকে। নতুন জুতা জোড়া দেখা যাচ্ছে। বেচারা নিজের নতুন জুতাটা পরে খুব বেশি দিন উপভোগ করতে পারলো না।

কলিনের দিকে তাকিয়ে জ্যাক রাগত্সরে বললো, “লোকটা মরে গেছে, তুমিই খুন করেছো।”

“বাস্ত্রটা আমাকে দাও, জ্যাক।”

“তুমি কে?”

“তা জেনে তোমার কোনো লাভ নেই।” কলিন দ্রুত কোমর থেকে সাইলেঙ্গারটা বের ক'রে পিস্তলের ব্যারেলে লাগিয়ে ফেললো।

“আমার লাভ আছে।” জ্যাক অস্ত্রের মুখে বললো।

“তো?” কলিন সামনে এগিয়ে এলো অস্ত্রটা দু'হাতে ধরে।

“তোমার নিকুঠি করি! নাও এটা!” জ্যাক বাস্ত্রটা কলিনের মাথা বরাবর ছুড়ে মারলে অস্ত্র থেকে গুলি বের হয়ে গেলো।

গুলিটা বাস্ত্রটাকে ফুটো ক'রে ফেললো। মুহূর্তেই জ্যাক সামনে এগিয়ে এসে আঘাত করলো। কলিন বেশ শক্তসামর্থ্য, জ্যাকও তাই। তাদের উচ্চতাও একইরকম। ধন্তাধন্তির সময় জ্যাকের সুবিধা হলো। কলেজে সে কৃতিতে চ্যাম্পিয়ন ছিলো। বহুদিন পরে হলেও কসরত দেখাতে ভুল করলো না। কলিনকে মাটিতে ফেলে দিয়েই জ্যাক দৌড়াতে শুরু করলো। কলিন উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ব্রহ্মবন্দূরে চলে গেলো।

কলিন অস্ত্রটা এবং বাস্ত্রটা তুলে নিলো। তার মাথাটা বিশ্রাম করছে। কিছুক্ষণ হাঁটু মুড়ে ব'সে রইলো। জ্যাকের পিছু তাড়া করার শক্তি আপাতত তার নেই। আর দৌড়েও কিছু হবে না। সে এখন উধাও হয়ে গেছে। তবে অন্ততপক্ষে সে জিনিসটা করায়ন্ত করতে পেরেছে।

বুথটা অতিক্রম করার সময় কাউন্টারে ঝুঁসে থাকা লোকটা তার দিকে চেয়ে চিন্তার করলো। জ্যাক দৌড় থামালো না। স্টেশন থেকে বের হয়ে সেভেনটিস্ট স্টেটে এসে পড়লো। সে এটা ভাবেনি যে, লোকটা একাই থাকবে। দুই ব্লক দূরে এসে তার দম ফুরিয়ে গেলে থামলো। হঠাৎ করেই তার মনে প'ড়ে গেলো তার সঙ্গে বাস্ত্রটা নেই। বাস্ত্রটা সে ফেলে এসেছে।

* * *

একটা গাড়ি আসার শব্দ পেলে সে এক কোণে গিয়ে লুকালো। আশা করলো এটা একটা বাস হবে।

গাড়িটা এল স্ট্রট থেকে নাইনটিথ স্ট্রটে ঘোড় নিলো। সেখান থেকে সেদে ফ্রাংক এইটিথ স্ট্রটে চুকে পড়লো। মেট্রো স্টেশনের সামনে এসে গাড়ি থেকে নেমে এক্সেলেটর দিয়ে নিচে নেমে গেলো সে।

রাস্তার ওপারে, ময়লা আবর্জনার স্তরের আড়াল থেকে বিল বার্টন সব দেখলো। বার্টন সিগারেটটা ফেলে রাস্তা পার হয়ে এক্সেলেটর দিয়ে নিচে নেমে গেলো।

এক্সেলেটর থেকে নেমে ফ্রাংক চারপাশে তাকিয়ে ঘড়িতে সময় দেখলো। যতোটা আগে আসবে ভেবেছিলো ততোটা আগে সে আসতে পারেনি। জনমানবশূন্য বুথের দিকে তার চোখ গেলো। কেউ নেই। বুব বেশি নিরিবিলি। ফ্রাংক বিপদের আঁচ করতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রটা হাতে তুলে নিলো। একটা শব্দ শব্দে সেদিকে এগোতে লাগলো। অনেক দূর এগোবাব পর অঙ্ককারে দুটো জিনিস সে দেখতে পেলো। একটা নড়ছে, অন্যটা নড়ছে না।

যে লোকটা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াছে ফ্রাংক তাকে লক্ষ্য করলো। তার এক হাতে একটা অস্ত্র, অন্য হাতে একটা বাল্ক ধরা। অস্ত্রটা তাক ক'রে সামনের দিকে এগোলো। এরকম পরিস্থিতিতে বহুদিন ধরেই সে পড়েনি। তার চেবের পর্দায় বউ আর মেয়ে দুটোর ছবি ভেসে উঠলো। জোর ক'রে সেটা তাড়িয়ে দিলো। তার এখন মনোসংযোগের দরকার রয়েছে।

লোকটার পেছনে অস্ত্রটা ঠেকালো সে।

“একটুও নড়বে না, আমি পুলিশের লোক।”

লোকটা সত্যিই নড়লো না, একেবারে স্থির হয়ে গেলো।

“অস্ত্রটা মাটিতে রাখো। টুগারের আশেপাশে তোমার আঙুল দেখতে চাই না আমি। যদি দেখি, তোমার মাথা ফুটো ক'রে দেবো। রাখো বলছি!”

অস্ত্রটা আস্তে ক'রে মাটিতে নামিয়ে রাখলো লেন্সেট। আচম্কা তার দৃষ্টি ঝাপ্সা হয়ে এলে মাথাটা দপদপ করতে লাগলো। টাঙ্গেয়ে মাটিতে প'ড়ে গেলো সে। শব্দটা শব্দে কলিন পেছনে তাকিয়ে দেখে বিল বার্টন দাঁড়িয়ে আছে। পিস্টলের ব্যারেলটা ধরে রেখেছে হাতে। বাট দিয়ে আঘাত করেছে ফ্রাংকের মাথায়।

“চলো, কেটে পড়ি, টিম।”

কলিন অস্ত্রটা তুলে ফ্রাংকের মাথায় তাক করলে বার্টন হাতটা ধরে ফেললো।

“সে পুলিশ। আমরা পুলিশ খুন করতে পারি না। আর কাউকেই আমরা খুন

করবো না, তিম।" কলিন তার দিকে চেয়ে কাঁধ ঝাকিয়ে অস্ত্রটা সরিয়ে ফেললো।

বার্টন বাস্ত্রটা হাতে নিয়ে ফ্রাংকের দিকে আবারো তাকালো। তারপর জবুথবু হয়ে প'ড়ে ধাকা অন্য লোকটার দিকে চোখ গেলো তার। বিরক্ত হয়ে সে তার পার্টনারের দিকে তাকালো।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা শুধান থেকে উধাও হয়ে গেলো। সেদ ফ্রাংক একটা গোঙানী দিয়ে জ্ঞান ফিরে পেলো।

অধ্যায় ২৭

কেইট বিছানায় শয়ে থাকলেও ঘুম নেই তার চোখে । নাইটস্ট্যাডের পাশে ছোট ঘড়িটাতে তাকালো । রাত তিনটা বাজে । বাইরে বৃষ্টির শব্দ কানে আসছে ।

ফোনটা যখন প্রথম বাজলো, সে নড়লো না । তার হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে আছে । পক্ষমবারের মতো বাজলে ফোনটা তুলে নিলো ।

“হ্যালো?” তার কণ্ঠটা কাঁপছে, ভয়ে । নার্ভ একেবারে দূর্বল হয়ে গেছে ।

“কেইট, আমার একটু সাহায্যের দরকার ।”

* * *

চার ঘণ্টা পরে তারা ফাউন্ডার পার্কের একটা ডেলি-তে বসে আছে । আবহাওয়া খুবই বাজে, এখন তুষার পড়ছে । এই অবস্থায় গাড়ি চালানো এবং হাটা দুটোই কঠিন ।

“তুমি নিশ্চিত কেউ তোমাকে অনুসরণ করছে না?” জ্যাক উদ্বিগ্ন হয়ে বললো । সে কফি খাচ্ছে ।

“তুমি যা বলেছো তাই আমি করেছি । সাবওয়ে, দুটো ট্যাঙ্কি এবং শেষে বাসে ক'রে । এরকম আবহাওয়ার মধ্যেও যদি কেউ আমাকে অনুসরণ করতে পারে তবে তারা মানুষ নয় ।”

জ্যাক কফিটা নামিয়ে রাখলো । “যা দেখেছি, তাতে আমারও মনে হয় তারা অনুসরণ করেনি ।”

টেলিফোনে সে সাক্ষাতের স্থানটির নাম বলেনি । কারণ তার জ্যাকগা সবকিছুই অঁড়ি পাতা হচ্ছে । সে কেবল বলেছে ‘আগের জায়গাতে’, আর জ্যাক কেইট এর অর্থটা বুঝবে । ঠিক তাই হয়েছে ।

সেদ ক্রাংক এখন জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে আছে । তার অবস্থা ভালো । গৃহহীন লোকটার পরিচয় পাওয়া যায়নি এখনও, তার ভাগ্যটা ভালো ছিলো না । পত্রিকায় জ্যাকের খবর ছাপা হয়েছে । দাগী অস্ত্রাধী সে ।

“আমাদের এক জ্যায়গায় বেশিক্ষণ থাকা ঠিক হবে না ।” কেইটের দিকে চেয়ে বাকি কফিটুকু সাবাড় ক'রে দিলো ।

“হায় দৈশ্বর, তুমি এসবে জড়িয়ে পড়েছো, আমি খুবই দুঃখিত ।” সে কাঁপছে, জ্যাক সেটা দেখতে পেলো । তার হাতটা ধরে তাকে অশ্বস্ত করলো ।

“জড়িয়ে গেছি, এখন আমার দরকার এ থেকে বের হওয়া।” সে জোর করে হাসার চেষ্টা করলেও সেটা কেইটের ভয়কে কমাতে পারলো না।

“তোমার মেশিনে আমি উজনখানেক মেসেজ পাঠিয়ে ছিলাম।”

“ওগুলো চেক করার কথা মনে ছিলো না, কেইট।” সে আধুনিক ধরে বিগত কয়েক দিনের ঘটনা বলে গেলো। কেইট এসব তমে আরো ভীত হয়ে পড়লো।

“হায় ইশ্বর!”

কিছুক্ষণ তারা চুপচাপ বসে রইলো।

“জ্যাক, তোমার কি কোনো ধারণা আছে এর পেছনে কারা রয়েছে?”

জ্যাক আফসোস করে মাথা দোলালো। “অনেকগুলো তথ্য জানলেও সেগুলো জোড়া লাগিয়ে কোনো সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারছি না। তবে খুব জলদিই এই অবস্থার পরিবর্তন হবে।”

জ্যাকের চোবের দিকে তাকিয়ে কেইট বুঝতে পারলো বিরাট সমস্যায় পড়েছে সে। পুলিশ যেকোনো সময় তাকে ধরে ফেলবে। সে যতোই সতর্কতা অবলম্বন করুক না কেন।

“তবে অন্ততপক্ষে তারা যা ফিরে পেতে চেয়েছিলো সেটা তো পেয়েছে?” আশার কিছু শুনতে চেয়ে বললো কেইট।

“এটা ভেবে স্বত্ত্বাতে থাকা যায় না, কেইট, তুমি কি বলো?”

“কিন্তু তুমি তো কাউকে খুন করোনি জ্যাক, তুমি আমাকে বলেছো ফ্রাংক ইতিমধ্যেই সেটা বুঝতে পেরেছে। ডিসি পুলিশেরাও বুঝতে পারবে।”

“তাই নাকি? ফ্রাংক আমাকে চেনে, কেইট। তারপরও তার কষ্টে আমি সন্দেহের বেশ দেখতে পেয়েছি। কিন্তু অঙ্গে যে ছাপ সেটা অন্যভাবে নেয়া হয়েছে তার তো কোনো প্রমাণ নেই। দুটো খুন, আর গতকালকেরটা ধরলে তিনটা, আমার আইনজীবি বড়জোড় আমার সাজার মেয়াদ কমিয়ে বিশ বছরে আনতে পারবে।”

সে উঠে দাঁড়িয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে অন্য দিকে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

“জেলে আমি বুঢ়ো হয়ে মরবো, কেইট। তবে সে ব্যাখ্যারে আমার সন্দেহ রয়েছে, যদি অতো বছর বেঁচে থাকতে পারি তো।”

চূড়ান্ত হতাশায় ঢুবে গেলো কেইট।

* * *

সেদ ফ্রাংক চোখ খুললেও প্রথমে কিছুই দেখতে পেলো না। তার মনে হলো বিশাল সাদা একটি ক্যানভাসে কয়েক গ্যালন কালো রঙ চেলে দেয়া হয়েছে। আন্তে আন্তে হাসপাতালের কক্ষের ঝাপসা একটা ছবি ভেসে এলো। সে উঠে বসতে গেলে একটা হাত তার কাঁধ ধরে তাকে গুইয়ে দিলো।

“আহ, মেফটেনাট, এখন না।”

ফ্রাংক চেঞ্জে দেবলো লরা সাইমন। তার মুখের হাসি তার উদ্ধিগ্নতাকে পুরোপুরি মুকাতে পারলো না। তার স্বত্তির নিঃশ্বাসটাও পরিষ্কার শোনা গেলো।

“তোমার বউ এইমাত্র মেয়েদের খোজববর নিতে গেছে। সারা রাত এখানে ছিলো। আমি তাকে বলেছিলাম আপনি যেই চলে যাবেন অমনি সে চোখ খুলবে।”

“আমি কোথায়?”

“জর্জ ওয়াশিংটন হাসপাতালে। ভাগ্যভালো যে, মাথায় আঘাতটা পেয়েছো হাসপাতালের কাছাকাছি জায়গায়।” সাইমন তার পাশে এসে বসলো। “সেদ, তোমার কি মনে আছে কি হয়েছিলো?”

ফ্রাংক ভাবলো গতরাতের কথা। গতরাত নাকি তার আগের রাত? “আজ কি বাব?”

“বৃহস্পতিবার।”

“তাহলে গতরাতেই ঘটেছে?”

“রাত এগারোটার দিকে। মানে, তখনই তারা তোমাকে পেয়েছে আর কি। অন্য লোকটাকেও।”

“অন্য লোকটা?” ফ্রাংক মাথা নাড়ালে তীব্র ব্যথা করলো।

“আস্তে, সেদ।” লরা তার মাথার নিচে একটা বালিশ দিয়ে দিলো।

“আরেকজন লোক ছিলো, উদ্বাস্তু একজন। তার পরিচয়টা এখনও জানা যায়নি। মাথার পেছনে আঘাত, তোমার মতোই। সম্ভবত সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেছে। তুমি ভাগ্যবান।”

ফ্রাংক তার মাথায় হাত দিলো। তার মনে হলো না সে খুব বেশি ভাগ্যবান।

“আর কেউ?”

“কি?”

“তারা কি আর কাউকে পেয়েছে?”

“না। কিন্তু তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না এটা। আমাদের সঙ্গে যে উকিল দ্বন্দ্বলোক ভিডিওটা দেবেছিলো?”

ফ্রাংক চিন্তিত হয়ে পড়লো। “হ্যা, জ্যাক গ্রাহাম।”

“ঠিক। ঐ লোকটা তার ফার্মের দুর্জনকে হত্যা করেছে। আর মেট্রোতে ঐ লোকটার হত্যার পর, তোমার আঘাতের পরপরই তাকে মেট্রো স্টেশন থেকে বের হয়ে যেতে দেখা গেছে। লোকটা তো দেখছি জীবন্ত একটা দুঃস্মপ্ত।”

“তাকে কি তারা খুঁজে পেয়েছে? জ্যাককে? তারা নিশ্চিত সে পালিয়ে গেছে?”

লরা তার দিকে অবাক হয়ে তাকালো। “তুমি কি বলতে চাচ্ছে সে মেট্রো স্টেশন থেকে পালাতে পেরেছে? আরে, সে ধরা পড়বেই, এটা সময়ের ব্যাপার মাত্র।” উঠে গিয়ে নিজের হাত ব্যাগটা নিলো। “তুমি সেরে উঠলেই ডিসি পুলিশ তোমার সঙ্গে

কথা বলবে।”

“মনে হয় না তাদেরকে আমি খুব বেশি সাহায্য করতে পারবো। আমার মনে
পড়ছে না।”

“সাময়িক স্মৃতিবিভ্রম। এটা ঠিক হয়ে যাবে।”

সে জ্যাকেটটা পরে নিলো। “আমাকে যেতে হবে।” সে হাসলো। “আমরা খুব
ঘাবড়ে গিয়েছিলাম যে, আমাদের বোধ হয় নতুন একজন গোয়েন্দা ভাড়া করতে
হবে।”

“আরে, আমার মতো চমৎকার একজন কোথায় পাবে তুমি?”

লরা হেসে ফেললো। “তোমার বউ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসবে। তোমার
একটু বিশ্রামের দরকার।” সে দরজার কাছে চলে গেলো। “ভালো কথা, সেদ, তুমি
ফারাগাট মেট্রো স্টেশনে কী করতে গিয়েছিলে?”

ফ্রাংক জবাব দিলো না।

“সেদ?”

“আমি নিশ্চিত নই, লরা।” চোখ দুটো বন্ধ ক'রে আবার খুললো। “মনে করতে
পারছি না।”

“চিন্তা করো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। এর মধ্যেই জ্যাক ধরা প'ড়ে যাবে।”

লরা চলে যাবার পর ফ্রাংক বিশ্রাম নিলো না। জ্যাক এখনও ধরা পড়েনি। সে
হয়তো ভাবছে ফ্রাংকই তাকে ফাঁদে ফেলেছে। তবে পত্রিকা পড়লে বুঝতে পারবে
ফ্রাংকও তার মতোই মরতে বসেছিলো।

কিন্তু তাদের কাছে এখন চাকুটা রয়েছে। বাস্তাতে তো তাই ছিলো। এ ব্যাপারে
সে নিশ্চিত। এটা ছাড়া এসব লোককে শায়েস্তা করার কীইবা আছে তাদের কাছে?

ফ্রাংক ওঠার চেষ্টা করলো। তাকে এখান থেকে বের হতে হবে। জ্যাকের সঙ্গে
যোগাযোগ করতে হবে। কিন্তু এ মুহূর্তে সে বুঝতে পারছে না এটা কিভাবে করবে।

* * *

“তুমি বললে তোমার এখন আমার সাহায্যের দরকার। আমি কি করতে পারি?”
কেইট জ্যাকের দিকে তাকালো।

জ্যাক বিছানায় তার পাশে ব'সে আছে।

“তোমাকে এসবে জড়িত করাটা আমার কাছে ভালো ঠেকছে না। এখন তো মনে
হচ্ছে তোমাকে ফোন করাটা ঠিক হয়নি।”

“জ্যাক, ধর্ষণকারী, ডাকাত আর খুনিরা আমার চারপাশেই আছে। তাদের কাছে
আমি একজন শক্র। বিগত চার বছর ধরে এসবের মধ্যেই আমি বসবাস করছি।”

“জানি। তবে অস্ততপক্ষে তুমি জানো তারা কারা। কিন্তু এক্ষেত্রে তো কিছুই

জানি না । যত্রত্র লোকজন খুন হচ্ছে । এটা বুবই ভয়ংকর ।”

“তুমি আমাকে সাহায্য করতে না দেয়া পর্যন্ত আমি তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি না ।”

জ্যাক ইতস্তত করলো । তার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিলো সে ।

“জ্যাক, তুমি যদি তা না করো তবে আমি তোমাকে পুলিশে ধরিয়ে দেবো ।”

তার দিকে তাকালো জ্যাক । “তুমি এটা করবে না, করবে কি?”

“অবশ্যই করবো । তোমার সঙ্গে থেকে আমি সব আইন ভঙ্গ ক'রে ফেলেছি । তবে তুমি যদি আমার কথা শোনো, ঠিক আছে । না শুনলে ...”

“ঠিক আছে । তুমি সেদের সঙ্গে আমার যোগাযোগের মাধ্যম হবে । তুমি ছাড়া একমাত্র তাকেই আমি বিশ্বাস করি ।”

“তুমি বাস্তু হারিয়ে ফেলেছো । সে এখন তোমাকে কিভাবে সাহায্য করবে?”

জ্যাক উঠে পায়চারী করলো । “তুমি জানো, তোমার বাবা কিরকম সতর্কতা অবলম্বন করতো? সবসময়ই ব্যাক-আপ পরিকল্পনা রাখতো?”

কেইট শীতল কষ্টে বললো, “মনে আছে ।”

“আমি সেই গুণটার কথা নিয়েই ভাবছি ।”

“তুমি কী বলছো?”

“আমি নিশ্চিত, লুথার এক্ষেত্রে একটা ব্যাক-আপ রেখেছে ।”

সে জ্যাকের দিকে হা ক'রে চেয়ে রইলো ।

* * *

“মিসেস ক্রুম?”

দরজাটা খুলে গেলে এক বৃদ্ধ মহিলা উঁকি মারলো ।

“হ্যা?”

“আমার নাম কেইট হইটনি । লুথার হইটনি আমার বাবা ।”

মহিলা সহাস্যে তাকে ভেতরে আসতে বললে কেইট স্বত্ত্বাদেৰ করলো ।

“জানি । তোমাকে এর আগে দেখেছি । লুথার সব সময় তোমার ছবি আমাকে দেখাতো । তুমি তো দেখছি ছবির চেয়েও বেশি সুন্দরী ।

“ধন্যবাদ আপনাকে ।”

ছোট লিভিং রুমটাতে নিয়ে বসিয়ে এডউইন তার দিকে চেয়ে আবারো হাসলো ।

“আমি কিছু চা বানিয়ে আনছি ।” কেইট ইতস্তত করলো । তার হাতে সময় কম । তবে মহিলা খুব দ্রুত চা নিয়ে এলো ।

তারা দু'জনেই একটা সোফায় বসলো । চায়ে চুমুক দিতে দিতে কেইট ভাবলো কীভাবে শুরু করবে ।

“তোমার বাবার মৃত্যুর জন্যে আমি খুব দুঃখিত, কেইট । আমি জানি তোমরা

দু'জনে আলাদা ধরনের মানুষ। তবে মুখার আমার জীবনে দেখা সবচেয়ে ভালো মানুষ ছিলো।”

“ধন্যবাদ আপনাকে। আমাদের দু'জনেরই প্রিয়জন হারানোর অভিজ্ঞতা হয়েছে।”

এডউইনা ক্রমের চোখ জানালার পাশে রাখা ছোট টেবিলের দিকে গেলে কেইট দেখলো ওখানে ওয়াভা ক্রমের কতোগুলো ছবি রাখা হয়েছে। মেয়েটা দেখতে একেবারে তার মায়ের মতোন।

“হ্যা, তা হয়েছে।” এডউইনা তার দিকে আবার তাকালো।

“মিসেস ক্রম, আমার হাতে সময় কম তাই আসল কথাতে চলে আসি।”

বৃক্ষ মহিলা একটু সামনে ঝুকে এলো। “এটা মুখার এবং আমার মেয়ের মৃত্যু সংক্রান্ত, তাই না?”

কেইট অবাক হলো। “আপনি এরকম কেন ভাবলেন?”

“কারণ আমি জানি মুখার মিসেস সুলিভানকে খুন করেনি।” ফিস্ফিস করে বললো সে।

কেইট হতভম হয়ে গেলো। “আপনার কি কোনো ধারণা আছে কে—”

“না, না।”

“তাহলে আপনি কি করে জানলেন আমার বাবা খুন করেনি?”

কিছুক্ষণ চুপ মেরে থাকলো বৃক্ষ। “তুমি হলো মুখারের মেয়ে। আমার বিশ্বাস সত্যটা তোমার জানা উচিত।” চায়ে চুম্বক দিলো সে। “তোমার বাবা সম্পর্কে আমি জানতাম। তার অতীত, সবকিছু। সে আর ওয়াভা একে অন্যেকে চিনতো। তার কিছু সমস্যা হলে মুখার বেশ সাহায্য করেছিলো। এজন্যে তার প্রতি সবসময় আমরা কৃতজ্ঞ ছিলাম। ওয়াভার কোনো দরকার হলে সে সবসময় সাহায্য করতো। সত্য বলতে কি, ওয়াভার জন্যেই তোমার বাবা ঐ রাতে বাড়িটাতে গিয়েছিলোঁ?”

এডউইনা আরো কিছুক্ষণ কথা বললো। কথা শেষ হলে কেইট বুরতে পারলো তার দম বৰ্ক হয়ে এসেছে।

এডউইনা কেইটের অবস্থা কিছুটা আঁচ করতে পেরে কেইটের হাতুতে চাপড় মেরে বললো, “মুখার তোমাকে খুব ভালোবাসতো, মেয়ে। অনেক ভালোবাসতো।”

“বুরতে পেরেছি...”

“কিন্তু সে কখনও তোমাকে দোষ দেয়নি। এন্তে, এ ঘটনাটার জন্যে।”

“সে একথা বলেছে?”

“সে তোমাকে নিয়ে বেশ গর্বিত ছিলো। তুমি যে একজন উকিল এজনে গর্ববোধ করতো। বলতো আমার মেয়ে বেশ জান্দরেল এক উকিল, একমাত্র ন্যায়বিচারী তার কাছে মুখ্য, আর তার এই চিন্তাটাই সঠিক।”

কেইটের মাথাটা ঘূরতে লাগলো। প্রচণ্ড আবেগে তার শরীর কাঁপতে শুরু

করেছে।

“মিসেস কুমি, আপনার কথা তবে আমার ভালো লাগছে, কিন্তু আমি এখানে এসেছি একটা বিশেষ কারণে। আপনার সাহায্য চাই আমি।”

“আমি যা পারবো সাহায্য করবো।”

“আমার বাবা আপনার কাছে একটা প্যাকেট পাঠিয়েছিলো।”

“হ্যা। সেটা আমি গ্রাহামকে দিয়ে দিয়েছি, লুথারের কথামতো।”

“হ্যা, সেটা আমি জানি। য্যাক প্যাকেটটা পেয়েছিলো। কিন্তু কেউ ... কেউ একজন সেটা নিয়ে নিয়েছে। এখন আমরা ভাবছি আমার বাবা কি অন্য কিছু দিয়েছে যা আমাদের সাহায্যে আসতে পারে?”

এডউইনার চোখে কোনো বিশ্ময় দেখা গেলো না। সে কেইটের ঘাড়ের পেছনে তাকালো।

“তোমার পেছনে, কেইট, পিয়ানোর সিটে।”

কেইট পিয়ানোর ঢাকনাটা খুলে দেখতে পেলো একটা ছোট প্যাকেট রাখা আছে সেখানে।

“লুথার খুব গোছানো মানুষ ছিলো। বলেছিলো আমার পাঠানো প্যাকেটটার যদি কিছু হয় তবে এটা গ্রাহামকে দিতে। টিভিতে গ্রাহামের খবরটা দেখে এটা দেবার জন্যে আমি প্রস্তুত হচ্ছিলাম। তারা যা বলেছে মি: গ্রাহাম এরকম কিছু করেনি, আমি কি ঠিক বলেছি?”

কেইট মাথা নেড়ে সায় দিলো। “আপনার মতো যদি সবাই ভাবতো।”

কেইট প্যাকেটটা খুলতে শুরু করলো।

এডউইনার কঠটা তীক্ষ্ণ হয়ে গেলো। “খুলবে না, কেইট। তোমার বাবা বলেছে কেবলমাত্র জ্যাক গ্রাহামই এটা দেখবে। কেবলই সে। তার কথাটা রাখা উচিত।”

কেইট নিজের স্বাভাবিক কৌতুহল দম্পন ক'রে প্যাকেটটা বন্ধ ক'রে ফেললো।

“সে কি আর কিছু বলেছিলো? কে ক্রিস্টিন সুলিভানকে খুন করেছে, সেকি সেটা জানতো?”

“সে জানতো।”

“কিন্তু সে বলেনি কে খুন করেছে?”

এডউইনা সজোরে মাথা দোলালো। “সে একটা কিঞ্চিৎ-ই বলেছিলো।”

“সেটা কি?”

“সে বলেছিলো, সে যদি বলে কাজটা কে করেছে তাহলে আমি সেটা বিশ্বাস করবো না।”

কেইট অবাক হয়ে ভাবলো কিছুক্ষণ।

“সেটা দিয়ে সে কী বোঝাতে চেয়েছিলো?”

“এটা আমাকে খুব অবাক করেছিলো, সেটা তোমাকে বলতে পারি।”

“কেন আপনি অবাক হয়েছিলেন?”

“কারণ, গুথার আমার দেখা সবচাইতে সৎ ব্যক্তি। সে যা-ই বলতো আমি বিশ্বাস করতাম। ওটাকে বাইবেলের বাণী বলে গ্রহণ করতাম।”

“তাহলে সে যাকেই দেবে খাকুক, সে অবশ্যই এমন কেউ যা একেবারেই অবিশ্বাস্য। এমনকি আপনার কাছেও।”

“একদম ঠিক।”

কেইট চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো। “ধন্যবাদ, মিসেস ক্রুম।”

“আমাকে এডউইনা বলৈ ডেকো। হাস্যকর নাম, তবে এই নামটা ছাড়া আমার তো আর কোনো নামও নেই।”

কেইট হেসে ফেললো। “এসব শেষ হয়ে গেলে, এডউইনা, আমি ... আপনার এখানে আসবো, বেড়াতে। অনেক কথা বলবো তখন।”

“এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে। বুড়ো হওয়াটা ভালো এবং খারাপ। কিন্তু বুড়ো হওয়া এবং এক হওয়াটা বুবই খারাপ।

কেইট প্যাকেটটা ব্যাগে ভরে নিয়ে দরজার দিকে এগোলো।

“তোমার খোজাখুজিটা এতে ক'রে সীমিত হয়ে এলো, কেইট?”

কেইট ঘুরে দাঁড়ালো। “কি?”

“অবিশ্বাস্য কেউ একজন। আমাদের চারপাশে এমন লোক তো বুব বেশি নেই।”

* * *

হাসপাতালের নিরাপত্তা রক্ষীটি লম্বা চওড়া এবং মোটাসোটা।

“আমি ঠিক জানি না কি হয়েছে। দু'তিন মিনিটের জন্যে আমি উপরে গিয়েছিলাম।”

“আপনার পোস্ট থেকে বেশি দূর যাওয়াটা ঠিক হয়নি, মনেরোঁ।” ছোটো খাটো সুপারভাইজার বললো। বিশালদেহী লোকটা ধামতে শুরু করেছে।

“এক মহিলা আমাকে তার ব্যাগটা নিয়ে উপরে পাঠাতে বললে আমি তাকে সাহায্য করেছি।”

“কোন্ মহিলা?”

“বললাম তো কোনো এক মহিলা। অন্নবয়স, দেখতে সুন্দর।”

সুপারভাইজার ত্যাঙ্কবিরক্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন। সে কোনোভাবেই জানতে পারেনি এই মহিলা ছিলো কেইট হাইটনি আর সেদ ফ্রাংক এই ফাঁকে পাঁচ বুক দূরে চলে গেছে কেইটের গাড়িটা নিয়ে।

* * *

“খুব বেশি লেগেছে?” কেইট তার দিকে তাকালো, কষ্টে এবং অভিযজ্ঞিতে অবশ্য খুব বেশি সহমর্মিতা দেখা যাচ্ছে না।

“ঠাণ্ডা করছেন? আমার ছয় বছরের মেয়েটা তার চেয়েও বেশি জোরে আঘাত করতে পারে।” গাড়ির ভেতরটা চেয়ে দেখলো সে। “আপনি সিগারেট খান?”

কেইট তার ব্যাগ থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বের ক'রে দিলো।

ক্রাঙ্ক একটা সিগারেট ধরালো। “একজন পুলিশকে নিয়ে সট্টকে পড়াতে ভালো দক্ষতাই দেখিয়েছেন। আপনার তো সিনেমাতে নামা উচিত।”

“দারুণ! পেশাটা বদলাতে পারবো তাহলে।”

“জ্যাক আছে কেমন?”

“নিরাপদে আছে। এখন পর্যন্ত।” সে তার দিকে কটমট ক'রে তাকালো।

“আপনি জানেন, আপনার বাবাকে ওভাবে মারার ঘটনাতে আমার কোনো হাত ছিলো না।”

“জ্যাক বলেছে।”

“কিন্তু আপনি তাকে বিশ্বাস করেননি।”

“আমি কি বিশ্বাস করলাম না করলাম তাতে কী এসে যায়?”

“এসে যায়, কেইট।”

কেইট সিগনালে থামলো। “ঠিক আছে, আপনার কোনো কিছু করার ছিলো না, হয়েছে?”

“পুরোপুরি না হলেও এখনকার মতো হয়েছে।”

* * *

জ্যাক রিলাক্স হবার চেষ্টা করলো। ঝড়টা থেমে গেছে। এখন আর তুষারপাত হচ্ছে না। রাস্তার ওপারের ভবনটা অঙ্ককার আর ফাঁকা। যে ভবনটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার দরজাটা অনেক আগেই বন্ধ করা হয়েছে। রাস্তায় খুব কম লোকজন। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার কারণে লোক চলাচল কমে গেছে। শেষে ভবনটির ভেতরে দরজার সামনে এসে জ্যাক অপেক্ষা করতে লাগলো।

তিনি ব্লক দূরে, একটা ক্যাব এসে থামলে দু'জন মানুষের পায়ের শব্দ পাওয়া গেলো পাশের ফুটপাত থেকে। ক্যাবটা সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলে রাস্তাটা আবার নিরব হয়ে গেলো। কেইট তার গায়ের কোটটা জড়িয়ে নিয়ে দ্রুত এগিয়ে চললো। পরের ব্লকটা অতিক্রম করতেই তার পাশে আরেকটা গাড়ি এসে তার সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলো। কেইট পেছনে তাকালো না।

জ্যাক তাকে মোড়টা নিতে দেখলো । চারপাশে তাকিয়ে নিলো একবার । তারপর চট ক'রে কেইটের দিকে এগোলো । রাস্তাটা শুক । কেইট এবং জ্যাক, কেউই কর্নারের ভবনটার সামনে থাকা সিডানটাকে দেখতে পেলো না । ভেতরে ড্রাইভার নাইটভিশন দূরবীন নিয়ে বসে আছে ।

“হায় ঈশ্বর, তুমি দেখি জ'মে যাচ্ছো, কতোক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলো?” কেইট জ্যাকের হাতটা ধরে বললো ।

“অনেকক্ষণ ধরে । মোটেলের ঘরটা আমার কাছে অসহ্য ঠেকছিলো । আমাকে তাই বের হতে হয়েছে । জেল খাটার ডয় আর করছি না ।”

কেইট তার ব্যাগটা খুললো । সে জ্যাককে একটা পে-ফোন থেকে ফোন করেছিলো । তাকে বলেনি তার কাছে কী আছে । কেবল বলেছে কিছু একটা আছে । প্যাকেটটা হাতে নিলো জ্যাক । এটার ভেতরে কী আছে সেটা হাতে নিয়েই বুঝে ফেললো । ছবি ।

ধন্যবাদ লুধার, তুমি হতাশ করোনি ।

“তুমি ঠিক আছো?” জ্যাক তার দিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে বললো ।

“হ্যা, ঠিক আছি ।”

“সেদ কোথায়?”

“আশেপাশেই আছে । সে-ই আমাকে বাড়িতে নামিয়ে দেবে ।”

তারা একে অন্যের দিকে তাকালো । জ্যাক জানে কেইট চলে গেলেই ভালো হয় । হয়তো দেশ ছাড়লে আরো ভালো । অস্তত এই ঘটনার সুরাহা হবার আগ পর্যন্ত এবার না ধাকাই ভালো । কিন্তু সে চায় না কেইট চলে যাক ।

“ধন্যবাদ তোমাকে ।” নিরস কষ্টে বললো জ্যাক ।

“জ্যাক, এবন তুমি কী কববে?”

“নেটডো এবনও পুরোপুরি ভাবিনি । তবে ভাবছি । বিনা যুক্তে আমি বলে তম দিচ্ছি না ।”

“হ্যা, কিন্তু তুমি এবন পর্যন্ত জানো না কার সাথে লড়বে । এটাই হলো সমস্যা ।”

“তুমি বডং চলে যাও, এখানে ধাকাটা নিয়াপদ নয়,” জ্যাক তাকে তাড়া দিলো ।

“অস্তাকে একজন পাহাদী দিচ্ছে ।”

“ভালো মেয়ে ।”

সে চলে যাবার জন্যে ঘুরলো, তারপর তার হাতটা খপ ক'রে ধরে ফেললো ।

“জ্যাক, সাবধানে খেকো ।”

“আমি সবসময়ই সাবধানে ধাকি । আমি একজন আইনজীবি ।”

“জ্যাক, আমি টাটা করছি না ।”

“জানি । কথা দিচ্ছি, যতোদূর সম্ভব আমি সাবধানে ধাকবো ।” জ্যাক এগিয়ে এলা কেইটের দিকে ।

নাইট গগল্সটা জ্যাককে দেখছে, তারপর একটু নিচু হলো। কম্পিত একটা হাত গাড়ির সেলফোনটা তুলে নিলো।

তারা দু'জন জড়িয়ে ধরেছে একে অন্যেকে। জ্যাক গাঢ় চুম্বনে আবিষ্ট করলো। তাকে ছেড়ে যখন পিছু হটলো কেইটের দু'চোখ বেয়ে অশ্র ঘরতে লাগলো। জ্যাক ঘুরে চলে গেলো দ্রুত পায়ে।

কেইট রান্তায় নামলে গাড়িটা খেয়াল করলো না, তবে মোড়টার দিকে আসলে দেখতে পেলো সেটা। তার কাছে এসে গাড়িটা থামতেই ড্রাইভারের পাশের দরজাটা খুলে গেলো কেইট একটু পিছু হটে গেলো। পেছনে পুলিশের গাড়ির সাইরেনের শব্দ শোনা গেলো। সবগুলোই জ্যাকের দিকে তেড়ে আসছে। পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখলো সে। তাকে দেখা যাচ্ছে না। সামনে তাকাতেই দেখতে পেলো পুরু ভূরূর নিচে এক জোড়া আত্মতৃষ্ণিতে ভরা চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে।

“মনে হয় আমাদের আবারো দেখা হয়ে গেলো, মিস হাইটনি।”

কেইট তার দিকে চেয়ে রইলো। কিন্তু মনে হলো না চিনতে পেরেছে।

লোকটা হতাশ হলো বলৈ মনে হচ্ছে। “বব গ্যাভিন। পোস্ট-এর?”

কেইট তার গাড়িটার দিকে তাকালো। এর আগে এটা সে দেখেছে। এডউইনা ক্রমের বাড়ির সামনে।

“আপনি আমাকে অনুসরণ করছেন?”

“হ্যা, তা করেছি। মনে করেছিলাম আপনাকে অনুসরণ করলে গ্রাহামকে ধরতে পারবো।”

“পুলিশকে আপনি ডেকেছেন?” কেইট তাদের দিকে আসতে থাকা পুলিশের গাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো।

গ্যাভিন মাথা নেড়ে সায় দিলো। সে এখন হাসছে। লোকটা অবশ্যই খুশ হয়েছে।

“এখন পুলিশ আসার আগে আমার মনে হয় আমরা একটা মুঠো করতে পারি। আপনি আমাকে একটা এক্সক্লুসিভ দেবেন। জ্যাক গ্রাহামের অস্কুলার দিকটা। আমার কাহিনীতে আপনাকে দেখানো হবে একজন নির্দোষ ব্যক্তি হিসেবে।”

কেইট রেগেমেগে লোকটার দিকে তেড়ে গেলো। কিন্তু গ্যাভিন নির্বকারভাবে চারপাশে তাকালো। পুলিশের দু'একটা গাড়ি তাদের দিকেই আসছে।

“আপনার হাতে খুব বেশি সময় নেই, কেইট। আপনি জেলের বাইরে থাকবেন আর আমি আমার পুলিংজারটা পাবো। আর কী হতে পারে?”

“জাহান্নামে যান, মি: গ্যাভিন।” সে একটা টিনের কৌটা তার মুখের দিকে তুলে ধরলো। টুগারটা চাপতেই গ্যাভিনের চোখেমুখে গ্যাস স্প্রে হলো। পুলিশ যখন গাড়ি থেকে নেমে কেইটের দিকে এলো তখন গ্যাভিন মাটিতে পঁড়ে হাঁমাগড়ি দিচ্ছে। তীব্র যন্ত্রনায় কোকাচ্ছে।

* * *

প্রথম সাইরেন্টা তনে জ্যাক একটা গলিতে চুকে পড়লো । নৌড়ে কিছু দূর যাবার পর দেখতে পেলো পথের শেষপ্রান্ত দিয়েও সাইরেনের শব্দ ভেসে আসছে । চারদিক থেকেই আসছে তারা । পাশের একটা চেইনের বেড়া টপকাতে গিয়ে উঠে দাঁড়াতেই দুটো শব্দ তনতে পেলো । তার নিজের শ্বাসপ্রশ্বাসের এবং কারোর পায়ের শব্দ । কয়েক জোড়া হবে । গলি থেকে বের হয়ে সে ইভিয়ানা এভিনু'তে নেমে পড়লো ।

কিছু দূর যাবার পর আরেকটা রাস্তায় চুকে পড়লো জ্যাক । ভাবতে লাগলো তার পকেটে ধাকা প্যাকেটটা নিয়ে সে কী করবে? কাউকে সে বিশ্বাস করে না । ফ্রেফতার হলে পুলিশের নিরাপদ হেফাজতে থাকবে, কিন্তু আনলেই কি নিরাপদে থাকবে? যারা শত শত পুলিশের সামনে হত্যা করতে পারে তারা তার ফ্রেফতার অবস্থা থেকেও প্যাকেটটা নিয়ে নিতে সক্ষম হবে । অথচ এই প্যাকেটটাই এখন তার একমাত্র সমল ।

দুটো বিশাল ভবনের মাঝখান দিয়ে চুকে পড়তেই একগাদা জমিয়ে রাখা ময়লার স্কেপের মধ্যে হোচ্ট থেয়ে পড়লে হাটু এবং কনুইতে ব্যাথা পেলো সে । মাটি থেকে উঠে ব'সে পড়লো জ্যাক তারপরই জ'মে গেলো ।

তার দিকে একটা গাড়ির হেড লাইট এগিয়ে আসছে । পুলিশের গাড়িটা একেবারে তার মুখের সামনে এসে থামলে জ্যাক একটু পিছু হটে গেলো ।

গাড়ির দরজাটা খুলতেই জ্যাক হতভম্ব হয়ে গেলো । এরপর গাড়িটার ড্রাইভারের দরজাটাও খুলে গেলো ।

“আরে, জ্যাক, উঠুন তো ।”

সেদ ফ্রাঙ্কের দিকে চেয়ে রইলো জ্যাক ।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৮

বিল বার্টন সিক্রেট সার্ভিসের কমান্ডপোস্টের দিকে মাথাটা ঝুঁকে রেখেছে। তিম কলিন ডেক্সে বসে আছে একটা রিপোর্ট দেবার জন্যে।

“আসো, তিম।”

কলিনকে খুব হতভয় দেখালো।

বার্টন শাস্তিভাবে বললো। “তারা তাকে কোর্ট হাউজের কাছেই পাকড়াও করেছে। আমি সেখানে থাকতে চাই।”

* * *

সেদ ফ্রাংকের সিডান্টা রান্ডা দিয়ে ছুটে চলেছে। নীল রঙের সাইরেন বাতিটার কারণে রান্ডার যানবাহন তাকে ছাঢ় দিচ্ছে।

“কেইট কোথায়?” জ্যাক পেছনের সিটে হেলান দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বললো।

“এখন হয়তো সে গ্রেফতার হয়ে নিজের অধিকারগুলো কি তা পড়ছে। তারপর তাকে তোমাকে সাহায্য করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হবে।”

“আমাদেরকে তাহলে ফিরে যেতে হবে, সেদ। আমি নিজেকে ধরা দিলে তারা কেইটকে ছেড়ে দেবে।”

“হ্যা, তা ঠিক।”

“আমি ঠাণ্টা করছি না, সেদ।” জ্যাক সামনের সিটে ঝুঁকে বললো।

“আমিও ঠাণ্টা করছি না, জ্যাক। আপনি ধরা দিলেও আত্মকেইটের কোনো উপকার হবে না। মাঝখানে আপনার জীবনটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেয়া হবে।”

“কিন্তু কেইট - ”

“তার ব্যাপারটা আমি দেখবো। আমি ইতিমধ্যেই ডিসি'তে আমার বদ্বুকে ফোন ক'রে ব'লে দিয়েছি। সে কেইটকে দেখেশুনে রাখবে। লোকটা খুব ভালো।”

জ্যাক নিজের সিটে ধপাস ক'রে বসে গেলো। “ধ্যাত!”

ফ্রাংক গাড়ির জানালার কাঁচ নামিয়ে সাইরেনের বাতিটা বন্ধ ক'রে দিলো।

“কি হয়েছে?”

“আমি নিশ্চিত নই। তবে অনুমান করছি কোথাও থেকে কেইটকে অনুসরণ করা হয়েছে। এলাকাটা আমি ঘুরে দেখেছি। কেইট আপনাকে নামিয়ে দেবার পর আমরা কনডেনশন সেন্টারে দেখা করতে যাচ্ছিলাম। পুলিশের রেডিও থেকে শুনতে পেলাম তারা আপনাকে ধরার জন্যে ফোর্স পাঠাচ্ছে। ভাগ্য ভালো, পথে আপনাকে পেয়ে গেলাম। আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না। আচ্ছা, শরীরে কি চোট পেয়েছেন?”

“না। শরীর ঠিক রাখার জন্যে আমি মাঝে মধ্যে ব্যায়াম করি। তাই এই অল্পতে কিছুই হবে না।”

“ভালো, বেশ ভালো। তো, উপহারটা কোথায়?”

জ্যাক প্যাকেকটা বের করলো।

“বাতি জ্বালানো যাবে?”

ফ্রাংক ডোম বাতিটা জ্বালিয়ে দিলে জ্যাক ছবিগুলো বের করলো।

আয়না দিয়ে পেছনের দিকে দেখলো ফ্রাংক। “তো আমরা কি পেলাম?”

“ছবি। চিঠি খোলার চাকুটার।”

“আচ্ছা। অবাক হইনি। কিছু বুঝতে পারলেন কি?”

“না। এটা থেকে কিছু খুঁজে পেতে হলে আপনাকে কিছু যত্নপাতি যোগাড় করতে হবে।”

ফ্রাংক দীর্ঘশ্বাস ফেললো। “আপনাকে সোজাসুজি বলছি, সেরকম যত্ন দিয়ে যদি ছবি থেকে আত্মনের ছাপটা বেরও করতে পারি, তাতে কিছু হবে না। আমরা তো আর ছবি থেকে ডিএনএ টেস্ট করতে পারবো না।”

“জানি। চার বছর ডিফেন্স কাউন্সেল তো আর এমনি এমনি ছিলাম না।”

সেদ গাড়িটা ধীরগতি করলো। “তাহলে আপনার ধারণাটি কি?”

“যে-ই এসবের পেছনে ধাকুক না কেন, সে চাকুটা ফিরে পাবার জন্যে মরিয়া। এরজন্যে যে কাউকে ঝুন করতে পারে।”

“মানে বলতে চাচ্ছেন, যেই হোক না কেন এ থেকে কিছু বেরিয়ে পড়লে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি বিপন্নে পড়বে, ফেঁসে যাবে? তারা তো এটা ফিরে পেয়েছে। তো, এখন কি হবে, জ্যাক?”

“মুখ্য এই হণ্ডিলো এন্ডনিডেই তোমেনি। আসলটার কিছু হলে এটা কাজে লাগবে এমন ভাবনা বোধহয় তার ছিলো না।”

“আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?”

“সে দেশে ফিরে এসেছিলো, সেদ। মনে আছে তো? এটার কারণ আমরা কখনও বের করতে পারিনি।”

সিগনালে ধামলো গাড়িটা। ঘুরে পেছনে তাকালো ফ্রাংক। “ঠিক। ফিরে এসেছিলো। আপনি জানেন তার কারণটা কি?”

“আমি তাই মনে করছি। মনে আছে, আপনাকে বনেছিলাম, মুখ্য এমন লোক

ନୟ ଯେ, ଏମନି ଏମନି ଏଟା ହେତୁ ଦେବେ? କିନ୍ତୁ ଏକଟା ନେ କରବେଇ ।”

“କିନ୍ତୁ ମେ ଦେଖ ହେବିଛିଲୋ । ଅସବେ ।”

“ଉଣି । ହୃଦୟେ ମେଟାଇ ଆର ପ୍ରଥମ ପରିକଳ୍ପନା ଛିଲୋ । ତବେ ନତ୍ୟ ହଜାରେ ଫିରେ ଏନେହିଲୋ । କୋନୋ କାହାଣେ ଆର ସିନ୍ଧାନ୍ତ ବନଲେ ଗିରେହିଲୋ । ଆର ତାର କାହେ ଏଇ ଛବିଗୁଲୋ ଛିଲୋ ।” ଉ୍ୟାକ ଛବିଗୁଲୋ ଦ୍ୟତେ ତୁମେ ଧରେ ବଲଲୋ ।

ଗାଡ଼ିଟା ଆବାର ଚଲତେ ଡକ୍କ କରେଛେ ।

“ଆମି ବୁଝିତେ ପାରିଛି ନା ଏଟା, ଉ୍ୟାକ । ମେ ଯଦି ଲୋକଟାକେ ଘାୟେଲ କରିବେଇ ଚେଯେହିଲୋ ତବେ ମୋଜା ଏବଂ ଜିନିମ ପୁଲିଶେର କାହେ ପାଠିଯେ ଦିଲୋ ନା କେନ?”

“ଆମାର ମନେ ହୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟାଇ ଆର ପରିକଳ୍ପନା ଛିଲୋ । ତବେ ମେ ଏଡ଼ିଇନା କ୍ରମକେ ବଦେହିଲୋ ଯେ, ମେ ଯଦି ତାକେ ବସେ କାଜଟା କେ କରେଛେ, ତବେ ମେ ଏକଟୁ ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା । ଯଦି ତାର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଦୁ ଏଡ଼ିଇନାଇଁ ମେଟା ବିଶ୍ୱାସ ନା କରେ ତବେ କେ କରିବେ? ତାହାଡ଼ା ପୁଲିଶେର କାହେ ଶୀକାର କରା ମାନେ ଚୁରିର ଘଟନାଟାଓ ମେନେ ନେଯା ।”

“ଠିକ ଆଛେ, ତାହଲେ ଆର ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟତାର ସମସ୍ୟା ଛିଲୋ । ଛବିଗୁଲୋ କୋଥେକେ ଏମେହେ?”

“ମନେ ହଚ୍ଛେ ଏଟାର ବିନିମୟେ ଟାକା ଦାବି କରେହିଲୋ ମେ ।”

“ମୁକ୍ତିପଣ? ଧରା ନା ପାଇଁ ଏବଂ ଖୁଲ୍ବ ନା ହୟେ ଆପନି ଟାକାଗୁଲୋ କିଭାବେ ନେବେନ? ଆପନାକେ ତୋ ଜାନାତେ ହବେ ଟାକାଗୁଲୋ କୋଥାୟ ପାଠାତେ ହବେ । ଆର ଏ କାଜ କରଲେଇ ତୋ ଧରା ଥାବେନ ।”

“ଆପନି ହଲେ କି କରିବେନ?”

ଫ୍ରାଙ୍କ ଏକଟୁ ଭାବଲୋ । “ଯେହେତୁ ଆମରା ଏମନ ମୁକ୍ତିପଣ ନିଯେ କଥା ବଲଛି ଯାରା ପୁଲିଶେର ଦ୍ୱାରା ହବେ ନା, ତାହଲେ ତୋ କାଜଟା କରା ସହଜଇ ହବେ ।”

“ଯେମନ?”

“ଇ.ଏଫ.ଟି । ଇଲେକ୍ଟ୍ରିନିକ ଫାନ୍ଡ ଟ୍ରୌପଫାର । ନିଉ ଇଯର୍କେ ଥାକାକାଲୀନ ଆମି ତହବିଲ ତରୁକପେର କେମେ ଜାଗିତ ଛିଲାମ । ଆପନି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାର ପର ଜାହାଜ ତୋ ମିନିଟେଇ ଚଲେ ଯାବେ । ତାରପର ଲୋକେଶନଟା ଜାନାତେ ପାରଲେଓ ଆପନାକେ ଧରା ସମ୍ଭବ ହବେ ନା । ଆପନି ତତୋକ୍ଷଣେ ପଗାରପାର ।”

“କିନ୍ତୁ ଯେ ପାଠାଲୋ ମେ ତୋ ଏଟା ଟ୍ରେସ କରିବେ ପାରିବେ ।

“ଅବଶ୍ୟାଇ । କୋନ୍ ବ୍ୟାଂକେ ଯାଚେ ମେଟା ଆପରି ବେର କରିବେ ପାରିବେ । ଟାକାଟା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ହଲେ ତୋ ବ୍ୟାଂକେ ଆପନାର ଏକଟା ଏକାଉନ୍ଟ ଥାକିବେ ହବେ ।”

“ତାହଲେ ଧରେ ନିଲାମ ଯେ ପାଠିଯେଛେ, ମାନେ ଦାତା, ମେ ଖୁବଇ ଚାଲାକ ଚତୁର, ତାରା ଟ୍ରେସ କରିବେ ପାରିବେ । ତାରପର କି?”

“ତାରପର ତାରା ଟାକାଗୁଲୋର ପ୍ରବାହଟା ଅନୁସରଣ କରିବେ ପାରିବେ । ତାରା ଏକାଉନ୍ଟର ଖବରଓ ବେର କରିବେ ସକ୍ଷମ ହବେ । ଯଦିଓ କେଉ ଏତୋ ବୋକା ନୟ ଯେ ସତିକାରେର ନାମ ଆର ସୋଶ୍ୟାଲ ସିକିଉରିଟି ନାମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବେ । ତାହାଡ଼ା, ଲୁଥାରେର ମତୋ ସ୍ମାର୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି

হয়তো আগাম নির্দেশ দিয়ে দেবে। একবার টাকাগুলো প্রথম ব্যাংকে আসা মাত্রই সেগুলো অন্য জায়গায় চলে যাবে। এভাবে অনেক জায়গাতে। এক পর্যায়ে চিকিটা ও পাওয়া যাবে না। এটা এমন টাকা, মনে রাখবেন, সঙ্গে সঙ্গেই সেটা ব্যবহার করা যাবে।”

“বেশ ভালো। আমি বাজি ধরে বলতে পারি লুখার এরকমই করেছে।”

“তবে আমি যেটা বুঝতে পারছি না সেটা হলো এটা কেন করা হবে। সুলিভানের মৃত্যুর পর তার তো টাকার দরকার পড়ার কথা নয়। তার তো উধাও হয়ে যাবার কথা। এই বাবেলো থেকে বহুদূরে চলে যাবার কথা। কিছুদিন পর সবাই ভুলে যেতো ঘটনাটা।”

“ঠিক বলেছেন। এটাই সে করতে পারতো। সব ছেড়েছুড়ে দিতো। কিন্তু সে ফিরে এসেছিলো। তার চেয়েও বড় কথা সে ফিরে এসে ক্রিস্টিন সুলিভানের বুনিকে ব্ল্যাকমেইল করেছে বলেই মনে হচ্ছে। আর যদি ধরে নেয়া যায় টাকার জন্যে সে এটা করেনি, তবে প্রশ্ন হলো এটা সে কেন করলো?”

ফ্রাংক একটু ভাবলো। “তাদেরকে ভড়কে দেবার জন্যে। তাদেরকে এটা জানানোর জন্যে যে, সে আছে। আর তার কাছে এমন একটা আলামত রয়েছে যা দিয়ে তাদেরকে ধৰ্ষণ করা যেতে পারে।”

“কিন্তু আলামতটা নিয়ে সে খুব বেশি নিশ্চিত ছিলো না।”

“কারণ অপরাধী খুবই সম্মানিত একজন ব্যক্তি।”

“ঠিক। তাহলে এসব দিয়ে আপনি করবেন কি?”

“আমি অন্য কিছু দিয়ে চেষ্টা করতাম।” ফ্রাংক বললো।

“কি রকম? আপনাকে ব্ল্যাকমেইল করলে?”

“আমি দিয়ে দিতাম।”

“আপনি বলেছিলেন দাতা কর্তৃক ওয়্যার ট্রাসফারটা ট্রেস করা যায়।”

“হ্যা, তো কি হয়েছে?”

“তাহলে এর বিপরীতটা কি হতে পারে না?”

“কি বোকারে আমি।” ফ্রাংক তার মাথার আঘাতের কথটা ক্ষণিকের জন্যে ভুলে হাত দিয়ে চাপর মারলো কপালে। “হইটনি দাতাকে ট্রেস করতে দিয়ে তাকেও তো চিহ্নিত করতে পারবে। যে ব্যক্তি টাকাটা পাঠাচ্ছে সে ভাববে তারা ইন্দুর-বেড়াল খেলছে হইটনির সঙ্গে। তারা হলো বেড়াল, লুখন্তি হলো ইন্দুর। সে লুকিয়ে আছে, পালানোর জন্যে প্রস্তুত।”

“কেবল লুখার তাদের বুঝতে দেয়নি সে আসলে বেড়ালের ভূমিকায় ছিলো। আর দাতারা হলো ইন্দুর।”

“দাতা প্রকারন্তরে এফবিআই’র খপ্পড়েই প’ড়ে যাবে। এদেশের সব ওয়্যার ট্রাসফারই ফেডারেল রিজার্ভের মধ্য দিয়ে যায়। লুখার যদি দাতাকে ট্রেস নাও করে,

তবুও এতোগুলো টাকা সে কোথেকে পেয়েছে সেটা অজানা থাকবে না, এই তথ্যটা যদি সে পুলিশকে দাতার নামসহ দিয়ে দেয় আর তারা যদি সেটা বর্তিয়ে দেবে...”

ফ্রাঙ্কের কথাটা শেষ করলো জ্যাক। “আচম্ভকাই অবিশ্বাস্য জিনিসটা বিশ্বাস্য হয়ে উঠবে। ওয়্যার ট্রাসফার মিথ্যে বলে না। টাকা পাঠানো হয়ে গেছে। আর টাকার পরিমাণটা যদি খুব বেশি হয়, আমার ধারণা বেশি হবে, তবে এটা ব্যাখ্যা করা যাবে না। এটা হবে শক্তিশালী একটি প্রমাণ। সে তাদেরকে তাদের মুক্তিপণ দিয়েই ফাঁসিয়ে দেবে।”

“আমি অন্য কিছু ভাবছিলাম, জ্যাক। হইটনি যদি এইসব লোকের বিরুদ্ধে কেসটা তৈরি করে গিয়ে থাকবে তবে তো সে প্রকারভাবে পুলিশের কাছে যাবারই পরিকল্পনা করবে। সে সোজা হেটে গিয়ে প্রমাণ সহকারে ধরা দেবে।”

জ্যাক সায় দিলো। “এজন্যেই তার আমাকে দরকার ছিলো। কেবল তারা কেইটকে ক্ষতি করার ভয় দেখিয়ে তাকে চুপ করিয়ে দিলে সেটা আর করা হলো না। পরে একটা বুলেট দিয়ে তারা বাকি কাজটা সমাধা করেছে।”

“তাহলে সে নিজেকে ধরা দিতে গিয়েছিলো?”

“ঠিক।” জ্যাক জোর দিয়ে বললো।

“আপনি জানেন আমি কি ভাবছি?”

জ্যাক সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো। “সে বুঝে গিয়েছিলো।” তারা দু'জন দু'জনের দিকে তাকালো।

ফ্রাঙ্কই আগে কথা বললো। “সে জানতো কেইটকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তারপরও সে গেলো। আর আমি শালা নিজেকে কতো চালাকই না ভেবেছি তখন।”

“হয়তো সে এও ভেবেছে এভাবে ধরা দিলে নিজের মেয়েকেও দেখতে পারবে আবার।”

“আমি জানতাম লোকটা চুরি করে, তবে আপনাকে এটা বলতে পারি, প্রতি মুহূর্তে লোকটার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছিলো।”

“আপনি কি বলতে চাচ্ছেন বুঝেছি।”

“ঠিক আছে, তাহলে কী দাঁড়ালো?”

জ্যাক মাথা বাঁকালো। “আমি নিশ্চিত নই।”

“যতোক্ষণ না জানতে পারছি কাজটা কে করেছে ততোক্ষণ আমরা নিশ্চিত ক'রে জানবো না কী করবো আমরা।”

“কিন্তু আমাদের কাছে তো কিছু ক্লু আছে।” অনেকটা রেগেই বললো জ্যাক। “কেবল তা থেকে কিছু বের করতে পারছি না।”

তারা কয়েক মিনিট চুপচাপ গাড়িতে বসে রইলো।

“জ্যাক, আমি জানি কোনো পুলিশের কাছ থেকে কথাটা শুনে হাস্যকর ঠেকবে,

তবে আমার মনে হচ্ছে আপনি এসব থেকে পালানোর কথাটা বিবেচনা করতে পারেন এখন। আপনার কাছে টাকা-পয়সা আছে?"

"কেইটকে এভাবে একা ফেলে রেখে পালাবো? আমরা যদি এইসব লোককে পর্যন্ত করতে না পারি তাহলে কেইটের কেমন জাগবে? আমি এভাবে পালাতে পারবো না।"

"আপনি ঠিকই বলেছেন।"

ফ্রাংক দেখতে পেলো তার সামনের গাড়িটা আচম্কাই ইউ-টার্ন নিলো। সঙ্গের বেকে চাপ দিলে গাড়িটা ফুটপাতে গিয়ে আঘাত হানলো। গাড়ির সামনের বাস্পার আর নাঘার প্রেটটা দুমড়ে মুচড়ে গেলো।

"গর্ভ পর্যটক! বানচোত!" ফ্রাংক স্টিয়ারিংটা ধরে হাফাতে জাগলো। তার আঘাতপ্রাণ মাথাটা চিনচিন করতে শুরু করেছে।

"বানচোত!" ফ্রাংক আবারো চিক্কার ক'রে বললো। এরপরই তার মনে পড়ে গেলো জ্যাকের কথা। পেছনের সিটে তাকালো।

"জ্যাক, জ্যাক, আপনি ঠিক আছেন?" জ্যাকের মুখটা দরজার কাঁচে প্রচও জোরে আঘাত লাগলেও তার জ্ঞান আছে। কোনো একটা কিছুর দিকে সে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাকিয়ে আছে।

"জ্যাক?" ফ্রাংক সিটবেল্টটা খুলে জ্যাকের কাঁধে হাত রাখলো। "ঠিক আছেন, তো?"

জ্যাক ফ্রাংকের দিকে চেয়ে বাইরে তাকালো। ফ্রাংক তার দৃষ্টিকে অনুসরণ করলো।

এমন কি তার শক্ত নাউটিও ধাক্কা বেলো। চোখের সামনে হোয়াইট হাউজের দৃশ্যটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

জ্যাকের ভাবনা বিশ্বিলভাবে ঘূরতে লাগলো : ভিডিও'র মতো একের পর এক ছবি ভেসে উঠলো মনের পর্দায়। প্রেসিডেন্ট জেনিফার বন্ডউইনকে তার কনুইয়ের ব্যাপারে বলছেন এই দৃশ্যটা মনে পড়লো তার। কেবলমাত্র একজন চিঠি খোলার চাকু নিয়ে এতো মরিয়া? মামলার তদন্তকাজে প্রেসিডেন্ট এবং সিক্রেট সার্ভিসের অস্বাভাবিক অগ্রহ আছে এই মামলায়। এলান রিচমন্ড লুথারের আদালতে হাজিরার দিনের ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। একজন লোকের তোলা ভিডিওতেও দেখা গেছে যে-ই গুলি করুক না কেন সে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্যে থেকেই কাজটা ক'রে নির্বিমে পালাতে পেরেছিলো। একজন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টকে কে থামাতে যাবে, যেকিনা প্রেসিডেন্টকে রক্ষার কাজে নিয়োজিত? কেউ না। লুথার যে বলতো তার কথা কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। কারণ লোকটা যদি হন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট।

লুথার দেশে ফিরে আসার আগে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনাও ঘটেছিলো। এলান

রিচমন্ড এক সাংবাদিক সম্মেলন ক'রে ক্রিস্টিন সুলিভানের হত্যাকাণ্ডের নিন্দা ও নিহতের স্বামীর প্রতি সমবেদনা জানিয়েছিলেন। রিচমন্ড হয়তো লোকটার স্ত্রীর সঙ্গে মীলা করার সময় কোনোভাবে মেয়েটা খুন হয়ে যায়। আর এই ক্ষমতালোভী লোকটা হত্যাকাণ্ডের সমবেদনা জানিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার সুযোগ হাতছাড়া করেনি। এটা সারা বিশ্বে সম্প্রচার করা হয়েছিলো। এটা দেখে লুথার কি ভাবতো? জ্যাক বিশ্বাস করে প্রশ্নের উত্তরটা তার জানা আছে। এজন্যেই লুথার দেশে ফিরে এসেছিলো, তাঁকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্যে।

সবগুলো টুকরো জ্যাকের মাথার ভেতরে জোড়া লাগতে শুরু করছে। এখন কেবল একটা সঠিক অনুয়টকের অপেক্ষা করছে সে। জ্যাক অনুয়টকটির দিকে আরেকবার তাকালো।

ল্যাম্পপোস্টের ঠিক নিচে, টিম কলিঙ্গ আবারো রাস্তার অন্তর্কয়েকটা যানবাহনের দিকে তাকালো। কিন্তু গাড়িটাকে আসতে দেখলো না। তার পাশে বিল বার্টনও দেখছে। কলিন কাঁধ ঝাঁকিয়ে গাড়ির জানালার কাঁচটা নামিয়ে ফেললো। বার্টন সাইরেন আর বাতিটা চালু ক'রে দিলে গাড়িটা নিয়ে দ্রুত ছুটে চললো ডিসি সুপিরিয়র কোটের প্রধান ফটকের দিকে, জ্যাকের গতিরোধ করার জন্যে।

সেদ ফ্রাংকের দিকে তাকিয়ে জ্যাক হাসলো। তার মুখ থেকে যে পদবাচ্যটি বের হয়ে এলো ঠিক সেই পদবাচ্যটই লুথার মৃত্যুর সময়ে উচ্চারণ করেছিলো। জ্যাকের আরো ঘনে প'ড়ে গেলো কথাটা সে জেলেও শুনেছে। লুথার পত্রিকা প'ড়ে বলেছিলো সেটা। প্রথম পাতায় ছিলো প্রেসিডেন্টের বড় একটা ছবি।

কোর্ট হাউজের বাইরে একই লোকের দিকে তাকিয়ে এই শব্দটা উচ্চারণ করেছিলো লুথার।

“শালার বানচোত,” জ্যাক বললো।

* * *

এলান রিচমন্ড জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ভাবলেন তাঁর চারপাশে সব অযোগ্য লোকে পরিপূর্ণ কিনা। যে মহিলাকে বিগত কয়েকদিনে আধুনিক বার বিছানায় নিয়েছে তার প্রতি এখন আর কোনো আগ্রহ নেই তাঁর। সময় কলে এই মেয়েটাকে তিনি আস্ত কুঁড়ে নিষ্কেপ করবেন। তাঁর পরবর্তী প্রশাসনে ক্ষম যোগ্য লোক রাখবেন। প্রেসিডেন্সি চালাতে গিয়ে তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে তিনি পেরেশান থাকতে চান না।

“দেখতে পাচ্ছি নির্বাচনে আমরা এক ইঞ্জিও এগোতে পারিনি।” রাসেলের দিকে না তাকিয়ে কথাটা বললেন তিনি।

“তুমি কতো ব্যবধানে জিতলে তাতে কি কিছু এসে যায়?”

“হ্যা, এসে যায়।” রেগেই বললেন।

রাসেল ঠোট্টা কামড়ে বললো, “আমি এটা দেখবো, এলান।”

“সেটাই করো, গ্রোরিয়া।”

রাসেল মাথা নিচু করে ভাবতে লাগলো। নির্বাচনের পরে সে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াবে। যেখানে কাউকে সে চেনে না, আর তারাও তাকে চিনবে না।

“যাহোক; আমাদের ছোটোখাটো সমস্যাটা অন্তপক্ষে শেষ হয়েছে।” তার দিকে তাকিয়ে বললেন।

“সেটা কি ধৰ্ম করে ফেলা হয়েছে?”

“না, গ্রোরিয়া, আমার ডেক্সে ওটা আছে! দেখতে চাও নাকি?” রাসেল উঠে দাঁড়ালো। এই অসহজ জিনিসটা দেখার কোনো আগ্রহ তার নেই।

“আরো কিছু আছে নাকি?”

তিনি মাথা নেড়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। রাসেল যেই না দরজার নবে হাত রাখলো তখনি সেটা খুলে গেলো।

“আমাদের একটা সমস্যা হয়ে গেছে।” বিল বার্টন তাদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে বললো।

* * *

“আরে, সে চাচ্ছে কি?” বার্টন প্রেসিডেন্টকে যে ছবিগুলো দিয়েছে সেগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন।

“নোটে সেটা বলা নেই। তবে আমি বলতে পারি ঐ লোকটা পুলিশের লোকটার সাথে মিলে একাটা হয়েছে।”

প্রেসিডেন্ট রাসেলের দিকে তাকালেন। “জ্যাক গ্রাহাম ছবিগুলো এখানে পাঠানোটা কিভাবে জানতে পারলো, সেটা ভেবে আমি হতবাক হচ্ছি।”

“হতে পারে সুধার হইটনি তাকে বলেছে,” বার্টন এই পরিস্থিতিতে মিজেদের মধ্যে আর বিভেদ তৈরি করতে চাচ্ছে না।

“এটা যদি সত্য হয়ে থাকে, সে এতো দেরি করলে কেন?” প্রেসিডেন্ট পান্টা বললেন।

প্রেসিডেন্ট ছবিটাতে জোরে আঘাত করলেন। ডেক্সে মাথা ছবিটা থেকে মূৰ সরিয়ে রাখলো রাসেল। সেই ভয়ংকর চাকুর ছবিটাটা

“হইটনি হয়তো সরাসরি গ্রাহামকে বলেনি। টুকরো টুকরো তথ্য জোড়া লাগিয়ে নিয়েছে।”

“বার্টন, এটা আমাদের সম্ভাব্য কতোটুকু ক্ষতি করতে পারবে?”

“এ নিয়ে আমি ভেবেছি। হতে পারে এটা গ্রাহামের খড়কুটো ধরে বেঁচে থাকার অচেষ্টা। সে ফেঁসে গেছে। তার মেয়ে বকুটি এখন জেলে বসে দিন শুনছে। আমার

ধারণা সে এখন খুব মরিয়া।"

"তাকে খুঁজে বের করার কি কোনো উপায় আছে? খুব দ্রুত?" প্রেসিডেন্ট কফির কাপ তুলে নিলেন।

"সবসময়ই উপায় থাকে। তবে কতো দ্রুত করতে পারবো জানি না।"

"আমরা যদি তাকে আমলে না নেই তবে কি হবে?"

"সে হয়তো কিছুই করবে না। কেবল ঘাবড়ে দিচ্ছে আমাদেরকে। আর নিজের সুযোগ খুঁজছে।"

"কিন্তু আমরা আবারো এমন পরিস্থিতিতে পড়েছি যে, পুলিশ তাকে ধরে ফেলতে পারে—"

"এবং তার কাছ থেকে সব জেনে যেতে পারে," বার্টন কথাটা শেষ করলো।
"হ্যা, সে সম্ভাবনা রয়েছে।"

প্রেসিডেন্ট ছবিটা তুলে নিলেন। "কেবল এটা দিয়েই সে তার গল্পটাকে শক্ত ভিত্তের উপর দাঢ় করতে পারবে?" তাঁকে খুব সন্দেহগ্রস্ত দেখালো।

"কেবল যাত্র ছবিটা দিয়ে খুব বেশি কিছু করা যাবে না।"

"আরে, তার এই অভিযোগের ফলে আর ছবিটার জন্যে কিছু অস্তিকর প্রশ্নের উদ্বৃত্ত হবে, সেটা জানো।"

"সেরকমই হবে। মনে রাখবেন, কেবল অভিযোগটাই আপনাকে খুন করে ফেলবে। আপনার সামনেই নির্বাচন। এটা হয়তো সেও বিবেচনায় বেঞ্চেছে। বাজে পত্রিকাগুলো আপনার জন্যে মারাত্মক হতে পারে।"

প্রেসিডেন্ট কয়েকমুহূর্ত ভাবলেন। কিছু না। কেউ তাঁর নির্বাচনে নাক গলাবে না। "তাকে টাকা দিয়ে ক্ষেপাটা ভালো হবে না, বার্টন। তুমিও সেটা জানো। যতোক্ষণ গ্রাহাম থাকবে আমরা মারাত্মক বিপদে থাকবো।" রিচমন্ড রাসেলের দিকে তাকালেন। সে কিছুই বলছে না এতোক্ষণ ধরে।

প্রেসিডেন্ট নিজের ডেক্সে বসলেন। ক্রস্পড়াবে বললেন, "সেটাই করো, বার্টন, খুব দ্রুত।"

* * *

ফ্রাঙ্ক দেয়াল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দরজাটি বন্ধ করে ফোনটা তুলে নিলো। তার মাথাটা ব্যাপ্ত করছে এবনও।

ফোনের জবাব এলো। "ডিসি এক্সিকিউটিভ ইন।"

"ক্রম ২৩৩, প্রিজ।"

"একটু অপেক্ষা করুন।"

ফ্রাঙ্ক ভাবতে লাগলো জ্যাকের তো এখন ঘরে থাকারই কথা।

“হ্যালো?”

“হ্যা, আমি বলছি।”

“কেমন চলছে?”

“আপনার চেয়ে ভালো আছি।”

“কেইট কেমন আছে?”

“সে জামিন পেয়েছে।”

“আমি নিশ্চিত সে বেশ রোমাঞ্চিত হয়েছে।”

“সেটা অবশ্য আমি জানি না। দেখুন, সময় ঘনিয়ে আসছে। আমার উপদেশটা শুনুন। সময় নষ্ট করছেন আপনি।”

“কিন্তু কেইট – ”

“আহ, জ্যাক, তার বিরুদ্ধে এক সাংবাদিককে আঘাত করার অভিযোগ ছাড়া আর কোনো অভিযোগ নেই। আপনাকে তো আর তার সঙ্গে কেউ দেখেনি। আমি এ্যাসিস্টেন্ট এটর্নির সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি অভিযোগ থেকে তাকে রেহাই দিয়ে দেবেন।”

“জানি না।”

“উফ, জ্যাক। কেইট এই ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, আপনি আপনার ভবিষ্যতের কথা ভাবুন। আপনাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। এটা কেবল আমার কথা নয়, কেইটও তাই বলেছে।”

“কেইট?”

“তাকে আজকে দেখেছি। আমরা খুব বেশি কিছুতে একমত পোষণ না করলেও এ ব্যাপারে পুরোপুরি একমত!”

“তাহলে, আমি কোথায় যাবো, কিভাবে যেতে পারবো?” স্বন্তির নিঃশ্বাস ফেলে জ্যাক বললো।

“নটা বাজে আমার ডিউটি শেষ হবে। দশটা বাজে আমি^{আমি} আপনার ঘরে আসবো। ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে রাখবেন। বাকিটা আমি দেখবো। এর মাঝখানে আপনি কোথাও যাবেন না।”

ফোনটা রেখে একটা গভীর নিঃশ্বাস নিলো ফ্রাঙ্ক। সে বেআইনী কাজ করছে, সেগুলো নিয়ে না ভাবাই ভালো।

* * *

জ্যাক হাতঘড়িতে সময়টা দেখে বিছানার ওপর রাখা একমাত্র ব্যাগটার দিকে তাকালো। তার খুব তেষ্টা পেলে দরজা খুলে বাইরে উঁকি মারলো। ড্রিংক মেশিনটা নিচের তলার হলওয়েতে। বেসবল ক্যাপটা পরে বের হলো। হলওয়ের অন্যপ্রান্তের

সিডিঘরের দরজাটা খোলার শব্দ শুনতে পায়নি সে। নিজের ঘরের দরজাটা তালা মারতেও ভুলে গেলো।

ফিরে এসে যখন দেখতে পেলো ঘরের বাতি নেভানো তখন তার মনে খট্কা লাগলো। সে তো বাতি জুলিয়ে গিয়েছিলো। সুইচটাতে হাত দিতেই দরজাটা ধপাস ক'রে বস্থ হয়ে গেলো আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে বিছানায় ছুড়ে ফেলা হলো। বাতিটা জুলে উঠলে দেখতে পেলো দু'জন লোক তার দিকে চেয়ে আছে। এবার তারা কোনো মুশ্কিল পারেনি।

জ্যাক উঠে এগিয়ে যেতে চাইলে তাকে থামিয়ে দিলো।

“কী দারুণ কাকতালীয় ব্যাপার, আমি তোমাদের দু'জনের সঙ্গেই আলাদা আলাদাভাবে পরিচিত হয়েছি।” সে কলিনের দিকে ইঙ্গিত করলো। “তুমি আমার মাথাটা উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিলে।” এবার বার্টনের দিকে ফিরলো। “আর আপনি তো আমার চোখে ধূলা দেবার চেষ্টা করেছেন, সফলই হয়েছেন। বার্টন, তাই না? বিল বার্টন।” কলিনের দিকে ফিরলো, “তোমার নামটা এখনও জানা হয়নি।”

কলিন বার্টনের দিকে চেয়ে আবার জ্যাকের দিকে তাকালো। “সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট টিম কলিন, বেশ ভালোই ব্যাগ গুছিয়েছো, জ্যাক।”

“হ্যাঁ। আমার কাঁধ তোমাকে স্মরণ করছে এখনও।”

বিছানায় জ্যাকের পাশে বসলো বার্টন।

জ্যাক তার দিকে তাকালো। “ভেবেছিলাম তোমাদের চোখে ভালোই ধূলা দিতে পেরেছি। আমাকে খুজে পেয়েছো বলে আমি খুব অবাক হয়েছি।”

বার্টন ছাদের দিকে তাকালো। “আমার লিটলবার্ড আমাকে জানিয়েছে, জ্যাক।”

“দ্যাখো, আমি শহর ছাড়ছি, আমি আর ফিরে আসছি না। আমার মনে হয় না লাশের সংখ্যা বাড়ানোর কোনো দরকার তোমাদের রয়েছে।”

বার্টন ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে উঠে দাঢ়ালো। অস্ট্রাটা হোলস্টারের রেখে জ্যাককে দেয়ালের সাথে চেপে ধরলো। এই অভিজ্ঞ এজেন্ট কোনো কিছুটা ঝাঁকিয়ে না দেখে কাজ শেষ করতে চাইছে না। পরবর্তী দশ মিনিট সে ঘরটা ভল্লাশী ক'রে গেলো। কোনো রেকর্ডের আছে কিনা সেটাও খুজে দেখা হলো। শেষে ব্যাগ থেকে ছবিগুলো বের ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখলো।

সন্তুষ্ট হয়ে বার্টন ছবিগুলো কোটের তেতরের স্ক্রিনে রেখে দিয়ে জ্যাকের দিকে হেসে বললো, “আমার এখন জানতে ইচ্ছে ক'রেছে তুমি প্রেসিডেন্টের কাছে কেন ছবিগুলো পাঠিয়েছো?”

জ্যাক কাঁধ ঝাঁকালো। “যেহেতু আমার জীবনটা এখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে তাই আমি ভাবলাম তোমার বস্ত একটা দানখয়রাতের তহবিলে অবদান রাখুক। তোমরা টাকাটা ওয়্যার ক'রে দিতে পারতে, যেমনটা লুখারকে দিয়েছিলে।”

কলিন মাথা ঝাঁকিয়ে দাঁত বের ক'রে হাসলো। “এভাবে তো দুনিয়াটা কাজ করে

না, জ্যাক, আমি দৃঃখিত। তোমার সমস্যার সমাধানটা অন্য পথে খুঁজে দ্যাখো।”

জ্যাক পাল্টা বললো, “আমার মনে হয় তোমাদের উদাহরণটাই আমার অনুসরণ করা উচিত। সমস্যা হয়েছে? খুন ক'রে ফেলো।”

কলিনের হাসিটা উবে গেলো। সে চোখ কুচকে তাকালো জ্যাকের দিকে।

বার্টন উঠে পারচারী করলো। একটা সিগারেটও ধরালো সে। “তোমার উচিত ছিলো শহর ছাড়ার, জ্যাক। তাহলে হয়তো বিঁচে যেতে।”

“তোমাদের মতো দু'জন আমার পাছায় লেগে থাকলে তো সেটা সম্ভব নয়।”

বার্টন কাঁধ ঝাকালো। “এসব তুমি কখনও বুবাবে না।”

“তুমি কিভাবে বুবলে যে, এইসব ছবিগুলো আমি পুলিশকে দেইনি?”

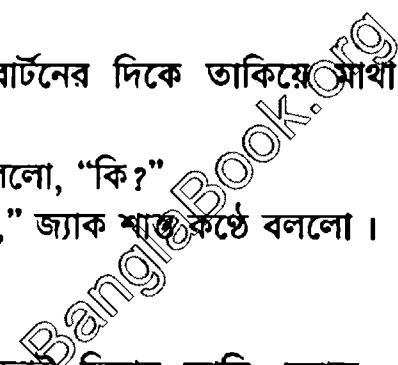
বার্টন ছবিগুলো বের ক'রে দেখলো। “পোলারয়েড ওয়ান-স্টেপ ক্যামেরা। দশটা ছবির প্যাকেট থাকে। হাইটনি দুটো পাঠিয়েছিলো রাসেলের কাছে। তুমি একটা পাঠিয়েছো প্রেসিডেন্টের কাছে। বাকি থাকে সাতটা। দৃঃখিত, জ্যাক, চমৎকার প্রচেষ্টা।”

“আমি যা জানি সেসব সেদ ফ্রাংককেও বলতে পারি।”

বার্টন মাথা দোলালো। “যদি তাই করতে তবে আমার লিটলবার্ড আমাকে বলতো। তবে তুমি যদি খুব বেশি চাপাচাপি করো, আমরা সেদ ফ্রাংকের জন্যেও অপেক্ষা করতে পারি, তাকেও আমাদের এই পার্টিতে যোগ করতে পারি।”

জ্যাক বিছানা থেকে লাফ দিয়ে দরজার দিকে এগোলো। কিন্তু দরজার কাছে পৌছানোর আগেই লোহার মতো শক্ত একটা হাত তার কিডনিতে আঘাত হানলে জ্যাক মেঝেতে প'ড়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে তাকে তুলে বিছানায় ছুড়ে ফেলা হলো আবার।

জ্যাক কলিনের দিকে তাকালো। একটা প্রচণ্ড জোরে ঘূষি খেয়ে তার বমি হবার উপক্রম হলো।

উঠে ব'সে অবিশ্বাস্যের দৃষ্টিতে সে বার্টনের দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাতে লাগলো।

বার্টন তার দিকে ভুক্ত কুচকে তাকিয়ে বললো, “কি?”

“আমি ভেবেছিলাম তোমরা ভালো মানুষ,” জ্যাক শাঙ্ক কঢ়ে বললো।

বার্টন অনেকক্ষণ ধরে চুপ মেরে রইলো।

কলিনও মাটির দিকে ঢেয়ে আছে।

অবশ্যে দৰ্বল কঢ়ে বার্টন বললো, “তাই ছিলাম আমি, জ্যাক। তাই তো ছিলাম।” একটু থেমে উদাস হয়ে গেলো সে। “সমস্যাটা আমাদের সৃষ্টি নয়। রিচমন্ড যদি তার সোনাটা প্যান্টের জিপারের পেছনেই রাখতো তাহলে এসবের কিছুই ঘটতো না। কিন্তু তা হয়নি। তাই আমাদেরকে এটা মেরামত করতে হচ্ছে।”

বার্টন উঠে হাত ঘড়িটা দেখলো। “এজন্যে আমি দৃঃখিত, জ্যাক। সত্যিই

দুঃখিত । হয়তো তোমার কাছে হাস্যকর ব'লে মনে হচ্ছে । তবে এরকমই মনে হচ্ছে আমার ।”

কলিনের দিকে তাকিয়ে সে মাথা নাড়লো । কলিন জ্যাককে বিছানায় শয়ে পড়তে ইশারা করলো ।

“আশা করি তোমরা যা করছে তাতে প্রেসিডেন্ট বেশ খুশিই হবে ।” জ্যাক তিক্ক কঢ়ে বললো ।

“আরে, বলো সে এটাই প্রত্যাশা করছে । হয়তো সব প্রেসিডেন্টই এরকম করে । কোনো না কোনোভাবে ।”

জ্যাক শয়ে পড়লে দেখতে পেলো পিস্টলের ব্যারেলটা তার মাথার কাছাকাছি চলে আসছে । লোহার গঞ্জটাও টের পেলো সে । বুঝতে পারলো এখনই বুলেটটা ধেয়ে আসবে ।

এমন সময়েই দরজায় প্রচণ্ড জোরে আঘাত করা হলো । কলিন ঘুরে তাকাতেই দ্বিতীয় আঘাতে দরজার কপাটটা ভেঙে গেলো । আধ ডজন ডিসি পুলিশ অস্ত্র হাতে ঘরের ভেতরে চুকে পড়লো ।

“কেউ নড়বে না, সবাই যেখানে আছো সেখানেই থাকো । অস্ত্রগুলো মাটিতে নামিয়ে রাখো । এক্ষুণি ।”

কলিন এবং বার্টন তাদের অস্ত্রগুলো সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে রেখে দিলো । জ্যাক বিছানায় শয়ে রইলো চোখ বক্ষ করে । বুকে হাত দিয়ে দেবলো তার হৃদপিণ্ডটা লাফাছে ।

নীল পোশাক পরা লোকটার দিকে বার্টন তাকালো । “আমরা ইউনাইটেড স্টেটের সিক্রিট সার্ভিসের লোক । ডান দিকের ভেতরে পকেটে আমাদের আইডি রয়েছে । এই লোকটাকে আমরা বুঝে বের করেছি । সে প্রেসিডেন্টের জন্যে হমকী হয়ে উঠেছিলো । তাকে আমরা আমাদের হেফাজতে নিচ্ছিলাম ।”

পুলিশ তাদের কাছ থেকে আইডিগুলো নিয়ে প'ড়ে দেখলো । অন্যদুজন পুলিশ জ্যাককে ধরে উঠে বসালো । একজন তার অধিকারসমূহ প'ড়ে শোনালো । তার দু'হাতে পরানো হলো হাতকড়া ।

আইডিগুলো ফেরত দেয়া হলো ।

“তো এজেন্ট বার্টন, আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে আমাদের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত । মি: গ্রাহামের সঙ্গে আমাদের কাজ আছে । এমনকি প্রেসিডেন্টকে হমকী দেয়ার চেয়েও বুনের ব্যাপারটা বেশি অগ্রাহ্য পায় । মনে হচ্ছে অনেক বেশি অপেক্ষা করতে হতে পারে ।”

পুলিশের লোকটা জ্যাক এবং ব্যাগের দিকে তাকালো । “সুযোগ যখন হিঁড়ে তখন তোমার উচিত ছিলো সট্কে পড়া, গ্রাহাম । তবে আজ হোক কাল হোক আবার তোমাকে ধরতামই ।” সে তার লোকজনকে ইশারা করলো জ্যাককে বাইরে নিয়ে যাবার জন্যে ।

এজেন্টদের দিকে তাকিয়ে সে আবার বললো, “সে কোথায় আছে সে সম্পর্কে আমাদের কাছে তথ্য ছিলো । বেশিরভাগ তথ্যই হয়ে থাকে আজেবাজে জিনিস । কিন্তু এটা মনে হচ্ছে আমাকে প্রমোশন এনে দেবে । ভালো থাকবেন, জেন্টেলম্যান ! প্রেসিডেন্টকে আমার হ্যালো জানাবেন ।”

তারা তাদের বন্দী নিয়ে চলে গেলে বাটন কলিনের দিকে তাকালো, তারপর হাবিগুলো বের করলো । এখন গ্রাহামের কাছে কিছুই নেই । সে পুলিশকে যাই বলুক, তার কাছে তো আর কোনো প্রমাণ নেই । বেচারা । আন্ত একটা ওয়োরের বাচ্চা । এখন যেখানে সে যাচ্ছে তার চেয়ে একটা বুলেট তাকে আরো ভালো জায়গায় পৌছে দিতে পারতো । দুঃজন এজেন্ট নিজেদের সরঙ্গাম নিয়ে চলে গেলো ।

ঘরটা একদম নিরব । দশ মিনিট পরে পাশের ঘরের দরজাটা খুলে গেলে এক শ্লোক জ্যাকের ঘরে ঢুকলো । এক কোণে রাখা টিভিটার দিকে তাকালো সে । টিভিটা একেবারে আসল বলেই মনে হয় তবে সেটা আসলে ভূয়া । এর পেছন দিকটা খোলা, সেখানে হাত ঢুকিয়ে সার্ভিলেন্স ক্যামেরাটা বের ক'রে আনা হলো ।

লোকটা যে দরজা দিয়ে এসেছিলো সেই দরজা দিয়েই চলে গেলো । পাশের ঘরে রাখা রেকডিং যন্ত্রপাতি এবং তারগুলো গুহিয়ে ব্যাগে ডরে নিলো । রেখে দেবার আগে রেকর্ডার থেকে ক্যাসেটটা বের ক'রে নিলো ।

টার ক্রিমসন পার্কিংলটে রাখা একটা গাড়ির খোলা জানালা দিয়ে ক্যাসেটটা সিটের ওপর রেখে দিলো । মোটর বাইকটা নিয়ে দ্রুত পার্কিংলট থেকে বের হয়ে গেলো সে । ভিডিও সিস্টেমটা টিভিতে রাখা ছিলো খুবই সহজ একটা কাজ । ভয়েস একটিভিটেড ক্যামেরা । সে জানে না ক্যাসেটে কী রেকডিং হয়েছে । তবে এটা যে খুব মূল্যবান কিছু হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই । এই কাজের বিনিময়ে জ্যাক তাকে কথা দিয়েছে একবছর বিনা পয়সায় তার আইনী কাজকর্ম ক'রে দেবে ।

পার্কিংলটের গাড়িটা বেরিয়ে আসলো । এক হাত স্টিয়ারিং আর অন্য হাতটা ক্যাসেটটা ধরে রেখেছে সেদ ফ্রাঙ্ক । সে সিনেমা প্রেমিক নয়, তবে এটা দেখার জন্যে মুখিয়ে আছে ।

* * *

বিল বাটন নিজের ঘরের বিছানায় ব'সে তার বক্ট অর তিন ছেলেমেয়ের কথা ভাবছে । চরিষ্ণ বছর ধরে একসাথে আছে তারা । অসংখ্যবার তারা সহবাস করেছে । কতো স্মৃতি ।

বউয়ের শরীর স্বাস্থ্য ভালো নয়, এই ব'লে চারদিনের ছুটি নিয়েছে সে ।

সে খুব বেশি টাকা না কামালেও তারা বেশ ভালোই ছিলো । তার বউ নার্সিং ডিগ্রি অধিকারী । এখন নার্সের কাজও ক'রে যাচ্ছে । চমৎকার একটা বাড়ি ।

আশেপাশের সবাই বিল বার্টনকে পছন্দ করে। অথবা বলা যেতে পারে পছন্দ করতো।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। আজ তার ছুটি। তার বউ গাড়ি থেকে মালপত্র নামাছে। আজকে বাজার করেছে সে। ত্রিস, তার পনেরো বছরের ছেলেটা এবং সিভনি, যার বয়স উনিশ, তাদের মাকে সাহায্য করছে। তার বাকি দুই সন্তান শহরের বাইরে থাকে। তারা বেশ ভালোই আছে। নিজেদের ক্যারিয়ার নিয়ে ব্যস্ত তারা। মাঝে মাঝে বাবা-মাকে ফোন ক'রে খবর নেয়। এসবের প্রতিটি মুহূর্তই সে উপভোগ করে।

ডেক্সের ড্রয়ার খুলে একটা বাল্ক বের করলো। সেটা থেকে পাঁচটা অডিও ক্যাসেট বের ক'রে টেবিলে রাখা চিরকুটটার পাশে রেখে দিলো। চিরকুটটার ধামে পরিষ্কার হাতে লেখা আছে 'সেদ ফ্রাংক'। লোকটার কাছে তার অনেক ঋণ।

কোলাহল শুনে বাইরে তাকিয়ে দেখলো সিভনি আর ত্রিস তাদের মায়ের সঙ্গে বরফ নিয়ে খেলছে আর হেসে গড়াগড়ি খাচ্ছে তারা।

জানালা থেকে মুখটা অনেকটা জোর করেই সরিয়ে নিলো। ড্রয়ার থেকে রিভলবারটা বের ক'রে নিলো সে। বরফের একটা গোলা জানালায় আঘাত করলো। তারা চাচ্ছে তাদের বাবা তাদের সাথে যোগ দিক।

আমি দৃঢ়বিত। আমি তোমাদের ভালোবাসি। তোমাদের সঙ্গে থাকতে পারলে ভালোই হোতো। আমি যা করেছি তার জন্যে খুবই দৃঢ়বিত। দয়া ক'রে বাবাকে ক্ষমা ক'রে দিও। মুখের ভেতর ব্যারেলটা চুকিয়ে দিলো। শেববারের মতো ক্যাসেট আর চিরকুটটার দিকে তাকালো। এগুলো সব গোঁমড় ফাঁস ক'রে দেবে। এক মুহূর্ত এলান রিচমডের কথাও ভাবলো সে। আশা করা যায় বাকি জীবনটা সে জেনেই কাটাবে। আর দোয়া করলো সে যেনো একশো বছর বাঁচে। ওয়ারের বাচ্চা।

ট্রাঙ্গারটা চেপে দিলো।

আমি দৃঢ়বিত। আমাকে ঘূনা করো না। ইশ্বর, আমাকে ঘূনা করো না।

গুলির শব্দটা শুনে বরফ খেলা বন্ধ হয়ে গেলো। তাদের স্বর্ণ চোখ বাড়িটার দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা ঘরে এসে পড়লো। পুরো ঘটেমাটা বুঝতে একটু সময় লাগলো। তারপরই করুণ আর্তনাদ। এলাকাটা আর শাস্তির রাইলো না।

অধ্যায় ২৯

দরজার নক্টা প্রেসিডেন্ট এলান রিচম্বের কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত ঠেকলো। তিনি তাঁর ক্যাবিনেটের সঙ্গে উরুত্তপূর্ণ মিটিং করছেন।

“তারা কে?” সেক্রেটারির দিকে রেগেমেগে বললেন তিনি। “তারা যারাই হোক আজকের তালিকাতে তাদের নাম নেই।” টেবিলের চারপাশে তাকালেন। তাঁর চিফ অব স্টাফ আজকে এখানে আসার প্রয়োজনীয়তাও দেখায়নি। হয়তো একগাদা ঘুমের বড় খেয়ে যথার্থ কাজটাই সে করেছে। এটা তাঁকে সাময়িক ক্ষতি করলেও দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা এনে দেবে।

সেক্রেটারি ভীতসন্ত্বষ্ট হয়ে ঘরের ভেতরে চুকলো। “একদল লোক, মি: প্রেসিডেন্ট। এফবিআই’র মি: বাইলিস, কয়েকজন পুলিশের লোক, এবং ভার্জিনিয়ার এক ভদ্রলোক, উনি নিজের নাম বলছেন না।”

“পুলিশ? তাদেরকে বলো চলে যেতে, তারপর আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে সময় চেয়ে চিঠি দিতে। বাইলিসকে বলো আজ রাতে আমাকে ফোন করতে। আমি আর কোনো অসম্মান সহ্য করবো না।”

“তারা খুব চাপাচাপি করছে, স্যার।”

প্রেসিডেন্ট ঝট ক’রে উঠে দাঁড়ালেন। “তাদেরকে বলো বের হয়ে যেতে। আমি ব্যস্ত আছি, গর্ভ কোথাকার।”

মেয়েটা দরজার কাছে যেতেই একটা দল হড়মুর ক’রে চুকে পড়লো। এজেন্ট জনসন এবং বার্নি সবার সামনে, তাদের পেছনে ডিসি পুলিশের একটা দল। পুলিশ চিফ নাথান বৃমার, এফবিআই ডিরেক্টর ডোনাল্ড বাইলিস এবং ছোটোখাটো এক ভদ্রলোক।

সেদ ফ্রাংক সবার পেছনে, সে দরজাটা বন্ধ ক’রে দিলো। তার এক হাতে ছোট একটা বৃককেস।

“ডিটেক্টিভ ফ্রাংক ঠিক না? আপনি হয়ে আজানেন না যে, আমরা একট উরুত্তপূর্ণ মিটিং করছি। আমি আপনাদেরকে বলছি চলে যান।” তিনি চারজ এজেন্টের দিকে তাকিয়ে দরজার দিকে মাথা নাড়লেন। কিন্তু তারা মোটেও প্রতিক্রিয় দেখালো না।

ফ্রাংক আন্তে ক’রে কোটের পকেট থেকে একটা কাগজ বের ক’রে প্রেসিডেন্টে

দিলো। প্রেসিডেন্ট সেটা পড়তে লাগলে ক্যাবিনেট সদস্যরা বিস্মিত চোখে চেয়ে রইলো। রিচমন্ড শেষে ফ্রাংকের দিকে তাকালেন।

“এটা কি কোনো ঠাট্টা?”

“এটা হলো ইত্যার অভিযোগে আপনাকে গ্রেফতার করার পরোয়ানার ফটোকপি। চিফ বৃমারের কাছে আরেকটা পরোয়ানা আছে। অবশ্য আমারটা শেষ হলে সেটার কাজ শুরু হবে।”

“আমি ইউনাইটেড স্টেটের প্রেসিডেন্ট। তোমরা আমাকে কফি দেয়া ছাড়া আর কোনো সেবা দিতে পারো না। এবার বের হয়ে যাও।” প্রেসিডেন্ট নিজের চেয়ারে ফিরে যাওয়ার জন্যে ঘুরলেন।

“টেকনিক্যালি এটা হয়তো সত্য। অবশ্য আমি এসব পরোয়া করি না। ইমপিচমেন্ট-এর প্রক্রিয়া শেষ হলে তো আর প্রেসিডেন্ট থাকবেন না, তখন আপনি কেবল একজন এলান রিচমন্ড। সে সময়ে আমি আসবো। দিন ঘুনতে থাকুন।”

প্রেসিডেন্ট ঘুরে দাঁড়ালেন। তাঁর চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। “ইমপিচমেন্ট?”

ফ্রাংক প্রেসিডেন্টের একেবারে মুখের সামনে এসে চোখে চোখ রাখলো। অন্য কোনো সময় হলে সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্টরা তাকে বাঁধা দিতো, কিন্তু এখন তারা নির্বাক দাঁড়িয়ে আছে।

ফ্রাংক বললো, “সোজা কথায় আসি। ইতিমধ্যে আমাদের হেফজতে গ্রেরিয়া ব্রাসেল এবং টিম কলিনকে নিয়ে নিয়েছি। তারা সব শ্বেতাঙ্গ করেছে। ক্রিস্টিন সুলিভান, লুথার হাইটনি, ওয়াল্টার সুলিভান এবং প্যাটন, শ'র দুটো ইত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে আপনারই নির্দেশে। মামলা তৈরি হয়ে গেছে। এখন কেবল আসামী ধরা বাকি, যি: প্রেসিডেন্ট।”

প্রেসিডেন্ট একটু পিছু হটে গেলেন। ফ্রাংক বৃক্ষকেস্টা খুলে একটা ভিডিও ক্যামেরা এবং পাঁচটা অডিও ক্যামেরা বের করলো। “আমি নিচিত অস্ত্রীয়ার উকিলদের এটা দরকার হবে। এজেন্ট বাটন আর কলিন যখন জ্যাক গ্রাহামকে ইত্যা করার চেষ্টা করেছিলো সেটার ভিডিও এটা। আর অডিওগুলো আপনার সঙ্গে করা হত্যা পরিকল্পনার অসংখ্য মিটিংয়ের কথোপকথনের। হয় ঘণ্টার মতো হবে। এগুলোর কপি ক্যাপিটল হিল, এফবিআই, সিআইএ, পোস্ট, এটার্নি জোরেল এবং আরো অনেকের কাছেই পাঠানো হয়েছে। ওয়াল্টার সুলিভানের ত্রয়োকামে আপনার টেলিফোন সংলাপটারও একটা টেপ আছে। সব শেষে আছে বিল বাটনের নোট্টো।”

“বাটন কোথায়?” প্রেসিডেন্ট রেগে বললেন।

“সে আত্মহত্যা করেছে। নিজের মুখে গুলি চালিয়ে।”

রিচমন্ড ধপাস ক'রে চেয়ারে বসে প'ড়ে ফ্রাংকের দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলেন।

“আর কিছু?”

“হ্যা। বার্টন আরেকটা কাগজ রেখে গেছে। এটা তার প্রত্তি ভোট। সামনের বাঁচনের জন্যে। দৃঢ়বিত, আপনি তার ভোটটা পাননি।”

এক এক ক'রে ক্যাবিনেট সদস্যরা ঘর ছেড়ে চলে গেলো। তাদের পেছনে পছনে পুলিশের লোকগুলো আর সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্টরাও চলে গেলো। কেবল প্রসিডেন্ট থেকে গেলেন। অন্যমনক্ষভাবে তিনি দেয়ালের দিকে চেয়ে রইলেন।

সেদ ফ্রাংক দরজা দিয়ে উঁকি মারলো। “মনে রাখবেন, খুব জলদিই দেখা চেছ।” আস্তে ক'রে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলো সে।

BanglaBook.org

উপসংহার

একটা ভবনের ছাদের উপরে গরম পানির পুলের পাশে জ্যাক বসে আছে। তার খাকি প্যান্ট পেশী আর রোদে পোড়া চামড়াটা উন্মোচন করছে। রোদের কারণে চুলগুলো একটু কঁকড়ে আছে। আগের চেয়েও তার শরীরটা পাতলা দেখাচ্ছে। তার চুল ছোটো করে ছাটা। মুখটাও পায়ের মতো বাদামী রঙের। জ্যাক একাই বসে আছে। কোনো বিহানা তাকে যন্ত্রনা দিচ্ছে না। সকালের ঘুমকে কোনো এলার্ম বিরক্ত করছে না।

পুলের পাশে দরজাটা খট করে খুলে গেলে জ্যাক ঘুরে দেখলো বাদামী রঙের পেপার ব্যাগ নিয়ে এক লোক এসেছে।

“বিস্তিৎ সুপার আমাকে বললো আপনি নাকি ফিরে এসেছেন।” সেদ ফ্রাংক হাসলো। “আমি এখানে আসাতে কি কিছু মনে করলেন?”

“আমি যা ভাবছি সেটা যদি আপনার ব্যাগে থাকে তো মনে কিছু করবো না।”

ফ্রাংক জ্যাকের পাশে বসে একটা বিয়ার বের করে তাকে দিলে তারা অনেকক্ষণ ধরে পান করলো।

ফ্রাংক চারপাশে তাকিয়ে দেখলো। “তো, যেখানে ছিলেন, কেমন ছিলেন?”

“মন্দ নয়। একটু দূরে গেলে ভালোই লাগে। তবে ফিরে আসলেও ভালো লাগে।”

“এই জায়গাটা তো চমৎকারই মনে হচ্ছে।”

“সাতটার দিকে কিছু সময়ের জন্যে এখানে লোকজনের ভীড় থাকলেও বাকি সময়ে এরকমই থাকে।”

ফ্রাংক তার জুতা খুলে ফেললো। “পানিতে নামি?”

“আপনার খুশি।”

ফ্রাংক মোজাটা খুলে জুতোর মধ্যে রেখে ফুলপ্যান্টটা পর্যন্ত গুটিয়ে নিলো। তারপর হাটু পর্যন্ত ধৰধৰে সাদা পা দুটো উষ্ণ পানিতে ডুকিয়ে রাখলো।

“আহ, দারুণ লাগছে তো।”

“তাতো লাগবেই।”

ফ্রাংক জ্যাকের পাশে থাকা একটা চিঠির খামের দিকে তাকালো।

“গুরুত্বপূর্ণ কিছু?” ওটার দিকে ইঙ্গিত করে বললো।

জ্যাক ওটা তুলে নিয়ে তাকে প'ড়ে শোনালো। “র্যানসম ব্ল্যাউইন। মনে আছে

তার কথা?”

ফ্রাংক সায় দিলো। “তার মেয়েকে পরিত্যাগ করার জন্যে কি সে আপনার বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে?”

মাথা ঝাঁকিয়ে জ্যাক হাসলো। “আমার মনে হয় লোকটা বলতে চাচ্ছে যে, জেনিফারের জন্যে আমিই উপযুক্ত ব্যক্তি। তবে তার মেয়েটাকে আরো লায়েক হতে হবে। নিজের মেয়েকে বল্ডউইন চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশনে দুয়েক বছর কাজ করার জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছে। ভদ্রলোক আরো বলেছে, আমার যদি কখনও কোনো কিছুর দরকার লাগে তাকে যেনো আমি জানাই। আরে, সে এমনকি এও বলেছে যে, আমাকে নাকি সে খুব শ্রদ্ধা করে।”

ফ্রাংক বিয়ারে চুমুক দিলো। “বাহ, এর চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে।”

“হ্যা, তাই। বল্ডউইন তার চিফ কাউন্সেলর হিসেবে ব্যারি এলভিসকে নিয়োগ দিয়েছে। এলভিসকে জেনিফার বরখাস্ত করিয়ে ছিলো। এলভিস প্যাটন, শ'র অফিসে গিয়ে তার সমস্ত একাউন্ট তুলে নিয়ে এসেছে। ড্যান কার্কসনের অবস্থা বেশ নাজুক এখন।”

“আমি পত্রিকায় পড়েছি ফার্মটা বন্ধ হয়ে গেছে।”

“সব ভালো আইনজীবিই চলে গেছে ওখান থেকে।”

“ঐ ডাইনোসরের অবস্থা তো আরো খারাপ।”

জ্যাক হেসে ফেললো। “কি হয়েছে তার?”

“আমাকে বলবেন না যে, আপনি পত্রপত্রিকা পড়েন না।”

“কয়েক মাস ধরে তো পড়ছি না। সাংবাদিকের দল, টকশোর উপস্থাপক, আইনজীবির দল, হলিউডের প্রযোজকরা, আর কৌতুহলী সব লোকজনের জীবনে আমি অতিষ্ঠ হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি কিছুই জানি না। ফোন নাম্বার পাল্টে ফেলেছি আমি বারো বার, তারপরও তারা খুঁজে বের ক'রে ফেলেছে। এজনেষ্ট স্টুইমাস ধরে কোনো পত্রপত্রিকা পড়ছি না।”

“আচ্ছা। তো বলি, কলিনকে ষড়যন্ত্র, দুটো সেকেন্ড ডিপ্লি হত্যা এবং আইনী কাজে বাধাসহ আরো কয়েকটি অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। কলিন কেবল তাকে দেয়া আদেশ পালন করেছে। প্রেসিডেন্ট আপনাকে অভাব করলে তো আপনাকে সেটা করতেই হবে। তাকে হয়তো বিশ বছর জেল দেয়া হবে।”

“রাসেলের অবস্থা কি?”

“হায় ঈশ্বর। তার অবস্থাই সবচেয়ে ভালো। জেল খাটতে হচ্ছে না তাকে। হাজার ঘণ্টা স্মাজ সেবা করতে হবে। দশ বছরের প্রবেশন দেয়া হয়েছে হত্যা ষড়যন্ত্রে অংশ নেবার জন্যে। বিশ্বাস করতে পারেন? আপনার আর আমার পর তার অবস্থাই তো ভালো। তবে আপনাকে বলতে পারি, রিচমন্ড তাকে বিধব্য ক'রে

ফেলেছে। মানসিক এবং শারীরিকভাবে। যদি তার বলা কথা অর্ধেকও সত্য হয়।"

"তো, রিচম্বের কি হলো?"

"আপনি আসলেই মঙ্গলগ্রহে আছেন, দেখছি। সহস্রাদের সেরা বিচার এটি। আর আপনি কিনা কিছুই জানেন না।"

"আপনি তো জানেন।"

"সে অনেক চেষ্টা করেছে বাঁচার জন্যে। সর্বশ্র দিয়ে লড়েছে বলা চলে। লোকটা নিজে কোনো জবানবন্দী দেয়নি। উন্নাসিক এক লোক, আগাগোড়া মিথ্যে বলেছে। টাকাটা পাঠানোর প্রমাণ পাওয়া গেছে। এব্যাপারে রিচম্ব কোনো সদৃশুর দিতে পারেনি। মুখারের পরিকল্পনাটি কাজ করেছে। তয়ারের বাচ্চা ফেঁসে গেছে।"

"এরকম জানোয়ারের হাতে পারমাণবিক যুদ্ধ তরুণ করার সুইচটা দেয়া ছিলো। দারুণ! সে কি পেলো?"

"মৃত্যুদণ্ড, জ্যাক।"

জ্যাক একটু চম্কে উঠলো। "বলেন কি? এটা কিভাবে সম্ভব হলো?"

"একটু চালাকি করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে ভাড়াটে খুনি ব্যবহারের আর এক্ষেত্রে আইন তো মৃত্যুদণ্ডই দিয়ে থাকে।"

"তার বিরুদ্ধে ভাড়াটে খুনি ব্যবহার করে হত্যার অভিযোগটা আনা হলো কিভাবে?"

"তারা আদালতে যুক্তিতে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, বার্টন আর কলিন তার আদেশেই খুন করেছে, এটার সঙ্গে মাফিয়া ডনের খুন করার আদেশের কোনো পার্থক্য নেই। জুরিয়া মনে করেছে যুক্তিটা ঠিকই আছে। তাই সোজা মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দিয়েছে।"

"হ্যায় ঈশ্বর।"

"প্রেসিডেন্ট ইণ্ডিয়ার অর্থ তো এই নয় যে, আইনী সুবিধা বেশি পারে।"

ফ্রাঙ্ক একটু চুপ করে থেকে আবার বললো, "তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে না।"

"কেন?"

"তার আইনজীবিয়া মৃত্যুদণ্ড বিরোধী আপিল করবে। এমিকাস পেয়ে যাবে হয়তো। তবে আজীবন জেলেই থাকতে হবে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এমন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করবে না যাকে আমেরিকাবাসী নির্বাচিত করেছিলো। যদিও এটাই সে প্রত্যাশা করে।"

ফ্রাঙ্ক তার দিকে চেয়ে বিয়ারে চুমুক দিলো। "ফেয়ার ফ্যাক্স আপনার মাথাটা ব্যবহার করতে চাচ্ছে। এক ডজন শহর থেকে আমাকে তাদের শহরের পুলিশ চিক হবার প্রস্তাৱ দিয়েছে। রিচম্বের মামলার প্রধান আইনজীবি পৰবর্তী নির্বাচনে এটৰি জেনারেল হতে যাচ্ছে।"

ফ্রাংক আবারো বিয়ারে চুমুক দিলো। “আপনার খবর কি, জ্যাক?”

“আমি বেঁচে আছি। আমি আর ধনীদের পক্ষে আইনী লড়াই করছি না। আমি জেনিফার ব্স্টউইনকেও বিয়ে করছি না। এটাই যথেষ্ট।”

ফ্রাংক তার দিকে একটু তাকিয়ে বললো, “কেইটের কোনো খবর জানেন?”

বিয়ারের চুমুক দিলো জ্যাক। “সে এখন আটলান্টাতে আছে। অন্তত শেষবার যখন লিখেছে তখন তাই জানিয়েছিলো।”

“ওখানেই থাকবে?”

জ্যাক কাঁধ ঝাঁকালো। “সে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। তার চিঠিতে পরিষ্কার ক'রে কিছু বলাও থাকে না।” জ্যাক একটু থামলো। “লুখার তার বাড়িটা কেইটের নামে উইল ক'রে দিয়ে গেছে।”

“সে ওটা গ্রহণ করলে আমি অবাকই হবো।”

“ওটা লুখারের বাবার বাড়ি ছিলো। লুখার তার মেয়েকে চেনে। সেজন্যে কেবল এই বাড়িটাই দিয়েছে। জীবন শুরু করার জন্যে একটা বাড়ি তো মন্দ কিছু নয়।”

“হ্যা, ঠিক বলেছেন। আপনাদের দু'জনের জন্যে মন্দ হবে না। তারপর কিছু নোংরা ডায়াপার আর বাচ্চা-কাচ্চার আগমন। আরে জ্যাক, আপনারা দু'জন দু'জনের জন্যে। আমার কথাটা মনে রাখবেন।”

“সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই, সেদ।” পা দুটো পানি থেকে তুলে নিলো জ্যাক। “তার উপর দিয়ে বিশাল একটা ঝড় বয়ে গেছে। আর আমিই এসবের মধ্যে তাকে টেনে এনেছি। সেজন্যে সেবে উঠতে কিছুটা সময় তো লাগবেই।”

“না, এজন্যে আপনি দায়ি নন, জ্যাক।”

“আমিও একটু ক্লান্ত, সেদ। বুঝালেন তো কি বলছি?”

“মনে হয় বুঝেছি।”

ফ্রাংক হাত ঘড়িতে তাকালে জ্যাক তাকে জিজেস করলো। “কোথাও যেতে হবে নাকি?”

“আমার মনে হচ্ছে বিয়ারের চেয়েও কড়া কিছুর দরকার আছে আমাদের। সেই সাথে কিছু খাওয়া দাওয়া। আপনার কি মনে হয়?”

“আরেক দিন হবে, সেদ।”

“তাই?”

“হ্যা, সেদ।”

“ঠিক আছে।” ফ্রাংক উঠে পাটা মুছে প্যান্টটা ঠিক ক'রে নিলো। “আচ্ছা, শনিবারে আমার বাড়িতে চলে আসলে কেমন হয়? গ্রিল করবো, বার্গার আর ফ্রাই খাবো। একটু বেড়াতেও গেলাম?”

“ঠিক আছে, আমি আসছি, তবে।”

এ্যাবসলিউট পাওয়ার

ফ্রাংক উঠে দরজার দিকে চলে গিয়ে ফিরে তাকালো । “জ্যাক, খুব বেশি চিন্তা করবেন না, ঠিক আছে? কখনও কখনও এটা খুব বেশি স্বাস্থ্যকর হয় না।”

ফ্রাংক চলে যাবার পর জ্যাক বসে বসে আকাশের তারা দেখতে লাগলো । অনেক তারা । কিছুক্ষণ পর শার্ট খুলে পানিতে নেমে পড়ে একটু সাঁতার কেটে নিলো । পানি থেকে উঠে গায়ে একটা টাওয়েল জড়িয়ে নিলো । আকাশের দিকে আবারো তাকালো । কোনো মুরাল দেখা যাচ্ছে না । কেইটকেও না ।

নিজের এপার্টমেন্টে গিয়ে ঘুমাবে কিনা ভাবতেই দরজা খোলার শব্দটা উন্তে পেলো জ্যাক । ফ্রাংক হয়তো কিছু ফেলে গেছে । দরজার দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত সে নড়তে পারলো না । এটা হয়তো সত্য নয়, মনে মনে ভাবলো । আরেকটা স্বপ্ন হয়তো তার মনে উঁকি মারছে । শেষে, ধাতঙ্গ হয়ে তোয়ালেটা কোমরে জড়িয়ে দরজার দিকে গেলো সে ।

* * *

নিচের রাস্তায় সেদ ফ্রাংক তার গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে চমৎকার রাতটা দেখলো । ঝিরঝিরে বাতাস বইছে এখন । গ্রীষ্মের শুক্র বাতাস । বাড়িতে যাবার জন্যে খুব বেশি দেরি হয়ে যায়নি । মিসেস ফ্রাংক হয়তো এখনও উঁক হতে চাইবে । সে পত্রিকায় বাটারশ্বচ কোন-আইসক্রিমের কথাটা পড়েছে । সেটা খুব ভালোই হবে । গাড়িতে উঠে পড়লো সেদ ।

তিনি সন্তানের জনক সেদ ফ্রাংক জানে জীবন নামের বস্তু কতোটা চমৎকার আর সুন্দর । পুলিশে কাজ করতে এসে এই সুন্দর বস্তুকে কতোবারই না দেখেছে ধ্বংস হয়ে যেতে । এপার্টমেন্টের ছাদে তাকিয়ে সে হাসলো । জীবন বহমান । আজ হয়তো খুব বেশি ভালো যাচ্ছে না, তবে আগামীকাল সেটাকে দারুণ ক'রে তোলার সুযোগ রয়েছে ।

* * *